NIDANA,

A

SANSKRIT SYSTEM OF PATHOLOGY TRANSLATED INTO BENGALI VERSE

BY

RUSIK LAL GUPTA KAVIRAJ.

FIRST EDITION

PUBLISHED BY

KAVIRAJ GOPAL CHUNDER GUPTA,

103, College Street,

Calcutta.

নিদান।

পণ্ডিতবর মাধব কর প্রণীত সংস্কৃত

রোগ বিনিশ্চয় নামা গ্রন্থ।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

শ্রীগোপালচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক

১০৩নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত

ও

পটলডাঙ্গা, ৬নং কলেজস্কোয়ার, সাম্যযন্ত্রে,

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮১৫।

বিজ্ঞাপন।

চবক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থেব সার সঙ্কলন করিয়া পণ্ডিত প্রবব মাধবকব এই গ্রন্থ খানি প্রণযন করেন। চবকাদি গ্রন্থ পাঠে অসমর্থ অল্পবুদ্ধি নবের সুখ পাঠ্য করাই এই পুস্তকেব উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ইহাব তুল্য, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের স্থূল তত্ত্ব সকল সহজ বোধ্য করিবার উপযোগী পুস্তক আর নাই। চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কবিবাজ মহোদয়গণও এ পুস্তক হইতে বড় অল্প সাহায্য প্রাপ্ত হ'ন না। বোগ সমুদায়ের উৎপত্তির কাবণ ও পবিণাম, এমন সুকৌশলে, স্বল্পেব মধ্যে এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে যে, মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই এই নিদান হইতে বিশেষরূপে উপকৃত হইয়া থাকেন।

রোগ প্রপীড়িত বঙ্গদেশে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচলন প্রয়োজন। বোগেব কাবণ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিলে অনেকেই রোগেব হস্ত হইতে বক্ষা পাইতে পারেন, কিম্বা রোগ উপস্থিত হইলে সেই বোগ নির্ণয করিয়া আয়ুর্ব্বেদ মতে দেশীয উদ্ভিদজাত ঔষধ প্রযোগে বোগেব চিকিৎসা কবিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হইতে পাবেন। অন্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোগে অর্থ বস্বে বন্ধন করতঃ তাহাদিগকে ডাক্তারের মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। আব বিজাতীয় ঔষধ ব্যবহাবে শবীব জর্জ্জরিত করিতে হয় না। চিকিৎসা ব্যবসাযী ব্যতিরিক্ত অপর সাধাবণ লোক সকলেরই চিকিৎসা বিষয়ে অন্ততঃ কিছু কিছু জানিয়া বাখা আবশ্যক। সহজে স্বল্প দিবসের মধ্যে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপযোগী গ্রন্থ মাধব নিদান। কিন্তু আজি কালি কাব সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকেব সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নিদানে কোনও উপকার দর্শে না। এই জন্য ইহার বঙ্গানুবাদ হওয়া আবশ্যক। সুখপাঠ্য হইবে বলিয়া, বহুদিন স্মৃতিগত থাকিবে বলিয়া, পূর্ব্বতন মনীষিগণ আয়ুর্ব্বেদ কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। নীবস, শ্রুতিকটুবাক্যপূর্ণ আয়ুর্ব্বেদকে সুকৌশল বাক্য বিন্যাসে

মধুর করিয়া গিয়াছেন। আমরাও সেই মহাজনদিগের পথাবলম্বন করিয়া মাধব নিদান পদ্যে অনুবাদিত করিলাম। মূলের ন্যায় সুখপাঠ্য করিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র তবে যদি পাঠকের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার দর্শে তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

উপসংহার কালে আমার বক্তব্য এই যে কবিরাজ বিনোদ বিহারি রায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ জেনারেল এসেমব্লিজ ইনিস্টিটিউসনের বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক এই পুস্তকের অনুবাদ ও সংশোধন বিষয়ে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

কলিকাতা, বহুবাজার আয়ুর্ব্বেদ বিধি-
বিহিত ঔষধালয়, ১০৩ কলেজ ষ্ট্রীট
সন ১৩০০ সাল তারিখ ১লা আশ্বিন।

শ্রীরসিক লাল গুপ্ত
কবিরাজ।

সূচীপত্র।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা অলসক ও বিলম্বিকা নিদান।

ক্রিমি নিদান।

পাণ্ডু, কামলা কুম্ভকামলা ও হলীমক নিদান।

রক্তপিত্ত নিদান।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম নিদান।

উন্মাদাধিকার।

দাহ নিদান।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা অপচী গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ নিদান।

শ্লীপদ নিদান (গোদ) ।

বিদ্রধি নিদান।

ব্রণশোথ নিদান।

শীতপিত্ত উদর্দ্দ ও কোঠ নিদান।

অম্লপিত্ত নিদান।

বিসর্প নিদান।

নিদান।

পঞ্চনিদান।

জগতের সৃষ্টিস্থিতি সংহার কারণ,
যিনি স্বর্গ অপবর্গ দ্বার ;
প্রণমি সে শিব পদে ত্রৈলোক্য শরণ,
সীমা যাঁর নাই করুণার ,
সদ্বৈদ্য আদেশ মত
করিয়া সংগ্রহ যত
নানা মুনি অমূল্য বচন,
রোগের লিঙ্গ নিদানে
উপদ্রবারিষ্ট সনে
রোগ বিনিশ্চয় গ্রন্থ করিনু রচন।

আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থচয় সুখ অধ্যয়নে
নাহিক শকতি কভু যার,
কিম্বা অল্পবুদ্ধিনর তাহার কারণে
সহজার্থ স্থির করিবার,
অথবা ব্যাথিত হেরে
কোন রোগ আছে ঘেরে

সহজে করিতে বিনির্ণয় ;—
কোন রোগে কি লক্ষণ
করিবারে নিরূপণ
উৎকৃষ্ট উপায় গ্রন্থ হইবে নিশ্চয়।

নিদানও পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়,
সম্প্রাপ্তি এ পাঁচটী কারণ
উপযোগী করিবারে রোগ বিনির্ণয় ;
কহিব তাদের বিবরণ।
নিমিত্ত ও আয়তন
উত্থান হেতু কারণ,
এ সকল অথবা প্রত্যয়,
কহে নিদান পর্য্যায় ;—
এই নাম সমুদায়।
এনিদানে রোগ উৎপাদক হেতু কয়।

জ্বর কিম্বা অন্য রোগ শরীরে যখন
প্রবেশের উপক্রম করে,
বায়ুপিত্ত কফাদির যে সব লক্ষণ,
কভু নাহি বুঝা যায় হেরে।
কিন্তু দেহ অভ্যন্তরে
রোগ আসিতেছে ঘেরে
হেনরূপ পরকাশ পায় ;
এইরূপে যেলক্ষণ
আনে ব্যাধি নিদর্শন,
সাধারণ পূর্ব্বরূপ ক'ন বৈদ্য তায়।

পুনঃ যদি সাধারণ পূর্ব্বরূপ সনে
বাতপিত্তাদির যে লক্ষণ,
আধা ব্যক্তভাবে তার যে কোন লক্ষণে
নরদেহে হয় সংঘটন ;
বায়ুপিত্ত কফগত,
দ্বন্দ্ব কি ত্রিদোষ জাত,
কোন দোষে ব্যাধি উৎপাদন ;
হেরি যে লক্ষণ চয়
ভাবী ব্যাধি বিনির্ণয় ;
বিশিষ্ট সে পূর্ব্বরূপ আখ্যাত তখন।

আধাব্যক্ত পূর্ব্বরূপ প্রস্ফুট যখন,
সেলক্ষণ রূপ নাম ধর,
সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, আকৃতি, লক্ষণ,
চিহ্ন এ রূপের নামান্তর।
কারণ অথবা ব্যাধি,
অথবা কারণ ব্যাধি
উভয়ের একত্র মিলনে
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়ে,
অথবা মিলিয়া দুয়ে
আনয়ন করে দেহে যে সব লক্ষণে,

বিপরীত বস্তু কিম্বা যে বস্তু সেবনে
বিপরীত কার্য্য করে তার,
বিপরীত কার্য্য করে এমন ভোজনে,
সেই মত যদ্যপি বিহার ;

সেই বিপরীত ফলে
যদ্যপি রোগের বলে
বিশেষ করয়ে দমন,
উপশম রোগ তায়,
রোগী শান্তিলাভ পায় ;
উপশয় নাম ধরে ঔষধ তখন।

সুখাবহ উপযোগ নাম উপশয়
অপরাখ্যা সাত্ম নাম ধরে ;
উপশয় বিপরীত ফল যাহে হয়
ব্যাধ্যসাত্ম বলে থাকে তারে।
পিত্তকফ কিম্বা বাত
হয় যদি দোষাশ্রিত,
হয় তারা রোগের কারণ ;
যায় অধঃ ঊর্দ্ধস্থলে
অথবা বাঁকিয়া চলে,
তাহাতেও রোগ করে জনম গ্রহণ।

ত্রিদোষের এই মত প্রভৃতি কারণ
কিম্বা অধঃ ঊর্দ্ধ বক্রগতি,
দেহ মধ্যে রসরক্তে করি আক্রমণ
হয় যদি রোগের নিবৃত্তি ;
যে ব্যাধি জনম লয়
সম্প্রাপ্তি তাহারে কয়,
জাত্যাগতি অন্য নাম তার ;

বিকল্প, প্রাধান্য, বলে,
সংখ্যা, কাল ভেদ ফলে,
জাতিও আগতি হয় বিভিন্ন প্রকার।

দোষ ভেদে যেইরূপ অষ্টবিধ জ্বরে
শরীর করয়ে আক্রমণ,
জ্বরের সম্প্রাপ্তি তথা অষ্টম প্রকারে
বিভক্ত করেন বুধগণ।
রোগের সংখ্যার সনে
সম্প্রাপ্তির সংখ্যা গণে,
বিকল্প, প্রাধান্য, কাল, বল
কিম্বা রোগ সংখ্যামত
নবদেহে সমাশ্রিত
হয়ে থাকে ভিন্নভিন্ন সম্প্রাপ্তি সকল।

দ্বন্দ্ব কিম্বা ত্রিদোষজ রোগ যে সময়
দেহ মাঝে হয় উপস্থিত,
সম্মীলিত দোষ দ্বয় অথবা ত্রিতয়
কোন ভাবে কেমন কুপিত;
বায়ুপিত্ত কফ তিনে
কিম্বা দুই সম্মীলনে
রুক্ষতাদি ফল ঘটে যত;
কোন ফল পায় স্থান
কিবা তার পরিমাণ
অংশাংশ কল্পনা হেতু বিকল্পাভিহিত।

মিলিত বাতাদি তিন দোষের ভিতরে
নিজহেতু কুপিত হইয়া
যদি কোন রোগ দোষ উৎপাদন করে,
অন্য দোষ তাহার লাগিয়া
পূর্ব্বদোষ পাছু যায়,
ত্রিদোষ প্রকাশ পায় ;
পূর্ব্বদোষ স্বতন্ত্রাখ্যা তার।
অপব যে দোষ দ্বয়
পবতন্ত্রাভিহিত হয় ;
পূর্ব্ব প্রশমণে পায় শেষ প্রতীকার।

সকল হেতুর বলে যে ব্যাধি আগত
কিম্বা যার আগম সময়
সমস্তই পূর্ব্বরূপ রূপ প্রকাশিত,
বলবান সেরোগ নিশ্চয় ;
অল্প হেতু সন্মীলনে
যে ব্যাধি শরীরে আনে,
পূর্ব্বরূপ রূপ কিম্বা যায়
সর্ব্ব না প্রকাশ পায়,
অংশ মাত্র দেখা দেয় ;
হেন রোগ হীন বল জানিও তাহায়।

রজনী দিবস কালে অথবা ভোজনে
অংশ মত দোষ কোপ পায়।
প্রথমে কফের কোপ, মধ্যে পিত্ত আনে,
শেষ অংশে বায়ু রুষ্ট তায়।

তথা ঋতু ভিন্নতায়
রুষ্ট কফ পিত্ত বায় ;
ববষায় বায়ু প্রকুপিত
পিত্তেব শরৎকালে,
কফেব বসন্ত এলে,
দোষানুগ ব্যাধির (ও) প্রকোপ সেই মত।

বায়ুপিত্ত কফ হয় কুপিত যখন
রোগ আসি পশে কলেবরে ;
বিবিধ প্রকার যত অহিত সেবন,
দোষত্রয় কোপ তাহে করে ;
বাত আদি দোষ ত্রয়
ব্যাধির কারণ হয়,
ব্যাধি আনে ব্যাধিরে আবার ;
সন্তাপ জন্মিলে জ্বরে
রক্তপিত্ত রোগে ধবে ;
রক্তপিত্ত রোগে কভু জ্বর সঙ্গী তার।

জ্বর আর রক্তপিত্ত দুয়েব মিলনে
রাজযক্ষ্মা করে আনয়ন ;
জনমে জঠর রোগ প্লীহার বর্দ্ধনে
জঠর সে শোথের কারণ।
অর্শ হতে হয় ভোগ
গুল্মও উদর রোগ ;
প্রতিশ্যায় হতে জন্মে কাস ;

কাশে ক্ষয়, শোষ ক্ষয়ে,
এইরূপে রোগ হয়ে
ইহারা করয়ে অন্য রোগের বিকাশ।

কোন রোগ অন্য রোগ কবি আনয়ন
নিজে যায় হয়ে প্রশমিত ;
শান্তি নাহি পায় কেহ হয়গে তখন
অন্যের কারণ ক্রমাগত।
ধরে নরে এই মত
কষ্ট সাধ্য রোগ যত
জন্ম যার ব্যাধি সম্মীলনে।
সেহেতু সদ্বৈদ্যগণ
রোগ শান্তি যার মন,
জানিবেন বক্ষ্যমান জ্বরাদি নিদানে।

জ্বরের উৎপত্তি।

দক্ষ অপমানে শিব হইয়া রাগত,
নিশ্বাস করেন ত্যাগ অগ্নি-শিখা মত।
কাল সম জ্বর তাহে আইল ধরায়।
আকুল হইল সবে ভাবিল প্রলয়।
এই জ্বর অষ্ট নামে হইল বিখ্যাত :—
শ্লৈষ্মিক ও সন্নিপাত বাত পিত্ত জাত,
বায়ুপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম আর
আগন্তুক এই অষ্ট বিভাগ তাহার।
মিথ্যাহার বিহারেতে মহানর্থ ধরে ;
আমাশয়ে বহু দোষ জন্মে তার তরে।

সকল রসেতে তাহা হইয়া মিলিত
কোষ্ঠাগ্নিকে কোষ্ঠ হতে করে দূরীকৃত।
সুযোগ পাইয়া জ্বর দেহে প্রবেশয়,
মানবের মহাকষ্ট উপস্থিত হয়।
অগ্নিমান্দ্য, তপ্ত অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা,
একত্রে হইলে তাহা জ্বরের বর্ণনা।

জ্বরের পূর্ব্বরূপ।

শ্রমেতে অলস অঙ্গ, বিবর্ণ শরীর,
সজল নয়নদ্বয়, চিত্ত নহে স্থির,
বিষের সমান হয় অমৃতেরে জ্ঞান,
ইচ্ছা হয় প্রতি দণ্ডে করি বারি পান,
কখন বাসনা শীতে, কখন বায়ুতে,
কভু ইচ্ছা হয় যাই রৌদ্র পোহাইতে,
কিছুতেই কিন্তু নাহি তৃপ্তি বোধ হয়,
হাই উঠে গাত্র ভাঙ্গে সকল সময়,
হর্ষাভাব, অরুচি, ও হয় দেহ ভার,
শীত করে, স্ফূর্ত্তি নাই যেন অন্ধকার,
রোমাঞ্চ করয়ে দেহ, এ সব লক্ষণ
জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ বিবরণ।
হাই উঠে ঘন ঘন আগে বাত জ্বরে,
পিত্তজ্বরে চক্ষু দুটি বড় জ্বালা করে,
কি কহিব আর কফজ্বরের বিষয়,
চব্য চষ্য লেহ্য পেয়ে রুচি নাহি হয়।
ধরয়ে 'পৃথক' নাম এ সকল জ্বরে,
কাহার (ও) সহিত তারা মিলন না করে।

বাতপিত্তে হাই উঠে চক্ষু দাহ হয়,
বাতশ্লেষ্মে অরুচি ও হাই দেখা দেয়,
পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর কথা কহিব কি আর,
রুচি নাহি থাকে চক্ষু জ্বলে অনিবার।
দুই দোষ ছাড়া এরা থাকিতে না পারে,
দুই দোষে লিপ্ত বলে 'দ্বন্দ্ব' নাম ধরে।
সন্নিপাত জ্বরে আবির্ভাব দোষ ত্রয়,
হাই উঠে চক্ষু জ্বলে রুচি নাহি রয়।
নিদানে এ সব চিহ্ন রয়েছে লিখিত;
জ্বরেব বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপে তাবা খ্যাত।

বাত-জ্বরের লক্ষণ।

বাত জ্বর যার দেহে উপস্থিত হয়,
নিম্নেব লক্ষণ গুলি ঘটিবে নিশ্চয় ঃ—
কখন অধিক জ্বর, কম বা কখন,
কণ্ঠ, ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, কম্প ও বমন,
হাই উঠে, নিদ্রা নাই, বিরস বদন,
আসে শুষ্ক কাশ, পেট কঁাপে ক্ষণে ক্ষণ,
হাঁচি নাহি হয়, দেহ রুক্ষ ভাব ধরে,
মহাক্লেশ জন্মে, ব্যথা বক্ষ, অঙ্গ, শিরে,
মলের কাঠিন্য আব পেটের বেদনা,
দুয়ে মিলে দেয় দেহে বড়ই যাতনা।

পিত্ত-জ্বরের লক্ষণ।

পিত্তজ্বরে নাড়ী অতি তীক্ষ্ণ বেগে ধায়,
পীড়া দেয় দাহ, ঘর্ম্ম, অরুচি, তৃষ্ণায়,

অল্প নিদ্রা, মুখ কটু, মিথ্যা বাক্য আর,
সঙ্গে সঙ্গে কোথা হতে আসে অতীসার ;
মূর্চ্ছা, মত্ত, ভ্রম হয়, প্রলাপ, বমন,
মল, মূত্র, নয়নের হলুদ বরণ ,
ফোস্কা হয় কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ, নাসিকায়,
জ্বরের প্রকোপে যেন শরীর পোড়ায়।

কফ-জ্বরের লক্ষণ।

কফজ্বরে নাড়ী অতি অল্প বেগ ধরে,
যেন ভিজা বস্ত্র গায়, আলস্য শরীরে,
স্তব্ধ অঙ্গ, শীত আর শরীরেতে ভার,
রোমাঞ্চ করয়ে দেহ, অতি নিদ্রা আর,
মুখে মিষ্ট স্বাদ বোধ, অরুচি, বমন,
সোণার সামগ্রী যেন করেছি ভোজন,
নাকে জল, মুখে লাল, কাসি অতিশয়,
মল, মূত্র, চক্ষু দ্বয় শুক্ল বর্ণ হয়।

বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ।

দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা হয় বাতপিত্ত জ্বরে,
শিরঃপীড়া, কণ্ঠ মুখশোষ আসি ধরে,
রোমাঞ্চ করয়ে দেহ নিদ্রা নাহি হয়,
বোধ হয় যেন সব অন্ধকারময়,
বমন, অরুচি, ভ্রম আর হাই উঠে,
বড়ই বেদনা করে প্রতি গাঁঠে গাঁঠে।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে হয় বেদনা গ্রন্থির,
শিরঃপীড়া অতি নিদ্রা ও আর্দ্র শরীর,

নাসাস্রাব, কাসি জন্মে, বেশি ঘর্ম্ম তায়,
শরীর উত্তপ্ত, নাড়ী মৃদু বেগে ধায়।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ।

মুখ তিক্ত, লিপ্ত, তন্দ্রা, মোহ, কাস আর,
রুচি নাহি, পিপাসা ও ঘর্ম্ম বার বার,
ক্ষণে শীত, ক্ষণে গ্রীষ্ম উপস্থিত হয়,
পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের এ সব পরিচয়।

সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ।

ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, সন্নিপাত জ্বরে,
তৃষ্ণা, মোহ,শ্বাস, তন্দ্রা, গুরুতা উদরে,
হৃদয়, মস্তক, অস্থি, সন্ধি বেদনায়,
সন্নিপাত জ্বরে রোগী বহু দুঃখ পায়।
পলক রহিত যেন, আরক্ত নয়ন,
কোঠরেতে বসে দুটি সজল নয়ন,
প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, আর নিদ্রানাশ,
কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ, বাকরোধ কাস,
কর্ণ ব্যথা, মাথা টালা, অঙ্গ নিঃসহায়,
ঘর্ম্ম, মল, মূত্র, ত্রয় কদাচিত হয়;
ধান্য সম বস্তু দিয়া কণ্ঠ ঢাকা থাকে,
কাণের ভিতরে যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে;
কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা যেন পুড়েছে অঙ্গারে,
খরতর উখা সম কটা দাগ ধরে;
স্রোতবহা নাড়ী সব শুষ্ক হয়ে যায়,
অতিশয় কৃশ কিন্তু নাহি হয় কায়।

কফ সহ রক্তপিত্ত হয় উদ্গীরণ ;
সর্ব্বাঙ্গে চক্রের চিহ্ন লোহিত বরণ।
দোষ সব বিলম্বেতে পরিপাক পায়,
সন্নিপাত জ্বরে এই চিহ্ন সমুদায়।

সন্নিপাত জ্বরের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়।

নষ্ট অগ্নি, নাহি হয় মল নিঃসরণ,
আবির্ভাব যদি তায় সকল লক্ষণ,
নিশ্চয় তাহলে রোগী রক্ষা নাহি পায়।
না হলে এ সবে মুক্ত কষ্টে অতিশয়।
সপ্তম, দশম, একাদশ, চতুর্দ্দশ,
দ্বাবিংশ ও অষ্টাদশ, নবম দ্বাদশ,
রোগ বৃদ্ধি করে অতি এ সব দিবসে,
পরে হ্রাস কিম্বা মৃত্যু হয় অবশেষে।
কর্ণমূলে শোথ হলে আগে কিম্বা পরে,
কদাচিৎ রোগী তাহে মুক্তি লাভ করে।

সন্নিপাত জ্বরের নাম।

ত্রয়োদশ নাম ধরে সন্নিপাত জ্বর ;
একে একে কহিতেছি শুন অতঃপর :—
কণ্ঠকুব্জ, রক্তষ্ঠীব, প্রলাপ, কর্ণিক,
ভগ্ননেত্র, অভিন্যাস, শীতাঙ্গ, তান্ত্রিক,
রুগ্দাহ, চিত্তবিভ্রম, সিগ্রুক, জিহ্বাগ,
অন্তক এ ত্রয়োদশ রোগের বিভাগ।

সন্নিপাতজ্বরের ভোগকাল নির্ণয়।

সিগ্রুকেতে সপ্ত রাত্রি, শীতাঙ্গে দ্বাদশ,
জিহ্বাগের ভোগ হয় ষোড়শ দিবস।

কণ্ঠকুব্জে ত্রয়োদশ রাত্তি ভোগ হয়,
ভগ্ননেত্রে অষ্ট দিন জানিও নিশ্চয়।
অন্তক, তান্ত্রিক আর রক্তষ্ঠীবে দশ,
চিত্তবিভ্রমের স্থিতি চব্বিশ দিবস।
প্রলাপেতে চৌদ্দ দিন, রুগ্দাহে বিংশতি,
অভিন্যাস এক পক্ষ করযে বসতি।
কর্ণিকাতে দেহ পীড়া রয় মাস ত্রয়,
এইরূপে ভোগ কাল করয়ে নির্ণয়॥

সিগ্রুক সন্নিপাতের লক্ষণ।

শূল, কাস, তৃষ্ণা, শ্লেষ্মাবেগ অতিশয়,
সর্ব্বাঙ্গে বেদনা যেন ফোড়া হয় গায়,
সিগ্রুকেতে আবির্ভাব এ সব লক্ষণ।
দুঃখেতে বাঁচয়ে রোগী, অথবা মরণ।

তান্ত্রিক সন্নিপাতের লক্ষণ।

তান্ত্রিকেতে জিহ্বা কণ্ঠশোষ, তন্দ্রা, শ্বাস,
অঙ্গ ব্যথা, শ্রবণ শক্তির হয় হ্রাস,
কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ, কফ অল্প হয়,
অস্থির করয়ে দেহ অতি পিপাসায়।

চিত্তবিভ্রম সন্নিপাতের লক্ষণ।

তাপ, ভ্রান্তি, মত্ততা ও হাস্য, গীত, মোহ,
এলোমেলো কথা কয়, কম্পবান দেহ,
বিকট নয়ন দিয়া করে দরশন,
চিত্তবিভ্রমেতে হয় এ সব লক্ষণ।

কণ্ঠকুব্জি সন্নিপাতের লক্ষণ।

জ্বর, কম্প, মূর্চ্ছা, দাহ, মোহ ও বিলাপ,
শিরঃ কণ্ঠ ব্যথা, দেহে সন্তাপ, প্রলাপ ;
কণ্ঠকুব্জে দেখা দেয় এই সমুদায়।
বৈদ্যগণ কষ্টসাধ্য কহেন ইহায়।

কর্ণিক সন্নিপাতের লক্ষণ।

কর্ণমূলে শোথ, জ্বর, ভ্রম, মোহ, শ্বাস,
কণ্ঠ ব্যথা, ঘর্ম্ম, তাপ, প্রলাপ ও কাস ;
কর্ণিকাখ্য সন্নিপাতে ঘটে এ লক্ষণ।
বহুদিন রহে রোগ করি আক্রমন।

জিহ্বাগ সন্নিপাতের লক্ষণ।

দুর্ব্বল শরীর, কাণে শুনিতে না পায়,
দেহের সন্তাপে যেন গাত্র পুড়ে যায়,
এই কটি চিহ্ন আবির্ভাব জিহ্বাগেতে।
মহাক্লেশ দেয় ইহা মানব দেহেতে।

রুগ্দাহ সন্নিপাতের লক্ষণ।

মোহ, তাপ, প্রলাপ ও কণ্ঠ ব্যথা, ভ্রম,
দেহের জড়তা, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, শ্রম,
অস্থির করয়ে অতি অঙ্গ বেদনায় ;
রুগ্দাহ সন্নিপাত মহাক্লেশ দেয়।

ভগ্ননেত্র সন্নিপাতের লক্ষণ।

কর্ণ শোথ, জ্বর, বেশি মিথ্যা কথা কয়,
কম্প, ভ্রম, শ্বাস, মোহ, অতি নিদ্রা হয়,

কোঠরেতে বসে দুটি আরক্ত নয়ন,
ভগ্ননেত্রে মানবের নিশ্চয় মরণ।

অন্তক সন্নিপাতের লক্ষণ।

দাহ, মোহ, শিরঃকম্প হয় অন্তকেতে,
দেহতাপ, ক্লেশ দেয় অঙ্গ বেদনাতে,
ঘন ঘন হিক্কা শ্বাস উপস্থিত হয়।
এই রোগে মানবের মরণ নিশ্চয়।

রক্তষ্ঠীব সন্নিপাতের লক্ষণ।

মূর্চ্ছা, জ্বর, মোহ, ভ্রম, রক্ত উদ্গীরণ,
জ্ঞাননাশ হয়, দ্রব মল নিঃসরণ,
ভ্রমজ্ঞান, বমি, হিক্কা, অঙ্গ ব্যথা করে,
নিদারুণ পিপাসায় হৃদয় বিদরে;
সর্ব্ব অঙ্গে চক্রাকৃতি আরক্ত বরণ,
রক্তষ্ঠীবে শরীরের নিশ্চয় পতন।

প্রলাপ সন্নিপাতের লক্ষণ।

পাদশোথ, জ্ঞাননাশ, কম্প ও প্রলাপ,
গাত্র জ্বলে, অতি হয় দেহের সন্তাপ,
শরীর দুর্গন্ধময়, ব্যস্ত বেদনায়।
পতন হইবে দেহ প্রলাপে নিশ্চয়।

শীতাঙ্গ সন্নিপাতের লক্ষণ।

শরীর শীতল যেন শিশিরের প্রায়,
হিক্কা, শ্বাস, কর্ণে শব্দ, হস্তে তাপ রয়,
দ্রব মল নির্গমন, শীতাঙ্গেতে ঘটে।
সর্ব্বাঙ্গ শীতল হলে মরণ নিকটে।

অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ।

বাত, পিত্ত, কফ বলবান অভিন্যাসে।
মুখ শুষ্ক, বাক্‌রোধ, আর নিদ্রা নাশে,
জ্ঞাননষ্ট, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, বল ক্ষয়,
যম সম এই রোগ বৈদ্যগণ কয়।

অভিন্যাস জ্বরের লক্ষণ।

আর জ্বর আছে অভিন্যাস নাম ধরে।
বায়ু, পিত্ত, কফ তাহে বড় বৃদ্ধি করে।
আম সহ দোষ ত্রয় হইয়া মিলন
বক্ষস্রোত সমূহেতে করিয়া গমন
ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মনে আশ্রয়ে যখন,
সন্নিপাত জ্বর আসি জনমে তখন।
শ্রবণ করিতে নারে, ঘ্রাণ ও স্পর্শন,
দৃষ্টি হীন নাহি পাবে করিতে দর্শন।
মাথা চালে, পাশ ফেরে, অনিচ্ছা আহারে,
ইচ্ছা হয় কথা কয় কিন্তু নাহি পারে।
সর্ব্বাঙ্গে বেদনা যেন ছুঁচ ফোটে গায়,
এই রোগে কদাচিত রোগী মুক্তি পায়।

আগন্তুক জ্বর বর্ণন।

অনেক কারণে জন্মে আগন্তুক জ্বর ;—
আঘাত পাইলে দেহে অতি গুরুতর,
গুরু, দ্বিজ শাপে কিম্বা করিলে মারণ,
ভূতগ্রহ, কামাদির সম্বন্ধ কারণ।
যে কারণে আবির্ভাব এজ্বর যখন,
চিকিৎসাও সেই মত করিবে তখন।

গরল ভক্ষণে জ্বর দিলে দরশন,
মুহুর্মুহু দ্রবমল হয় নিঃসরণ।
শাকবর্ণ মুখ আর অনিচ্ছা আহারে,
মূর্চ্ছা হয়, তৃষ্ণা অতি, অঙ্গ ব্যথা করে।
তীব্র ঔষধের ঘ্রাণে যদি জ্বর হয়,
মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া হয়, বমি অতিশয়।
সুরূপা কামিনী না পাইলে মনোমত,
কাম জ্বর দেহ মধ্যে হয় উপস্থিত।
শরীর অলস, কিছু মনে নাহি রয়,
অরুচি ও তন্দ্রা তার সনে দেখা দেয়।
আবির্ভাব যদি জ্বর ভয় কিম্বা শোকে,
মানে নাহি কিছু সদা এলো মেলো বকে।
জ্বর উপস্থিত যদি রাগের কারণ,
কম্প হয়, সদা কয় প্রলাপ বচন।
হলে জ্বর শাপে কিংবা শত্রুর ইচ্ছায়,
মোহ হয়, ঘন ঘন তৃষ্ণা অতিশয়।
ভূত দ্বারা জন্মিলে উদ্বিগ্ন হয় মন,
থর থর কাঁপে, করে হাস্য ও রোদন।
কাম, শোক, ভয়ে বায়ু, ক্রোধে পিত্ত হয়,
ভূত জ্বরে উপস্থিত হয় দোষত্রয়।

বিষম জ্বর।

জ্বরান্তে সামান্য দোষ থাকিলে শরীরে,
অত্যাচারে পুনরায় নবভাব ধরে।
ধাতু সহ মিলিত হইয়া অতঃপর,
জনমে বিষম জ্বর দেহের ভিতর।

এই জ্বর পঞ্চ রূপে আছয়ে বিখ্যাত :—
তৃতীয়ক, অন্যেদ্যুষ্ক, সন্তত, সতত।
পঞ্চম যে জ্বর চতুর্থক আখ্যা তার।
একে একে বিবরণ কহিব সবার :—
রসস্থ হইলে দোষ প্রকাশে সন্তত,
রক্তাশ্রিত দোষ হলে আসয়ে সতত,
মাংসগত হলে হয় অন্যেদ্যুষ্ক, আর
মেদস্থিত দোষে হয় তৃতীয়ক জ্বর।
অস্থিমজ্জাগত দোষ করে আনয়ন
চতুর্থক নামে জ্বর যমের মতন।
অতি ভয়ঙ্কর ইহা বিপত্তি ঘটায়,
নানা রকমের জ্বর উৎপন্ন করায়।
সন্তত বিষম জ্বরে ভোগ ক্রমান্বয়,
সাত দশ বার দিনে বিচ্ছেদ না হয়।
জ্বর ত্যাগ হলে দেখা দেয় পুনরায় ;
বিচ্ছেদ না হয় ত্বরা বহুকাল রয়।
দিবা রাত্রে দুই বার জ্বর প্রকাশিলে,
সন্তত বা দ্বৌকালিক জ্বর তারে বলে।
দিন রাত্রে জ্বর বেগ হলে একবার,
অন্যেদ্যুষ্ক বিষম জ্বরের এ আকার।
তিন দিন কিম্বা এক দিবস অন্তর,
এই রূপ ক্রমান্বয়ে আসে যদি জ্বর,
কহে পালাজ্বর তারে লোক সাধারণে।
তৃতীয়ক নামে কিন্তু বিখ্যাত নিদানে।
দুই দিন পরে যদি জ্বর প্রকাশয়,
চতুর্থক জ্বর তারে বৈদ্যগণ কয়।

কাম, ক্রোধ, শোক, ভয়, ভূত কোপমতে।
আনয়ে বিষম জ্বর মানব দেহেতে।
তৃতীয়ক জ্বর খ্যাত ত্রিবিধ প্রকারে।
দোষ ভেদে ভিন্ন চিহ্ন উপস্থিত করে।
তৃতীয়ক জ্বর হলে কফ পিত্ত যোগে,
ঘাড়ত্রিক বেদনার আবির্ভাব আগে।
বাতকফে পৃষ্ঠদেশে আগে ব্যথা হয়,
বাতপিত্তে মাথা ব্যথা করে অতিশয়
চতুর্থক জ্বর হয় দ্বিবিধ প্রকার।
একে একে কহি শুন লক্ষণ তাহার :—
শ্লেষ্মাজাত চতুর্থকে জানিও নিশ্চয়,
জঙ্ঘাদ্বয়ে ব্যথা হয় আগে অতিশয়।
জ্বরের আগেতে করে মস্তক বেদন,
বাতজাত চতুর্থকে ক'ন বৈদ্যগণ।
চতুর্থক বিপর্য্যয় বিষমে যখন,
সংঘটিত হয় যত নিম্নের লক্ষণ :—
বায়ু, পিত্ত, কফ থাকে সদা বলবান,
শক্তি হীন, কম্প আর দেহ হয় টান।
মধ্য দুই দিনে অতি জ্বর ভোগ হয়,
প্রথম চতুর্থ দিনে কিছু নাহি রয়।

বাতবলাশক জ্বরের লক্ষণ।

বাতবলাশকে নিত্য মন্দজ্বর হয়,
রুক্ষ অঙ্গ, শোথযুক্ত অবসন্ন রয়।
কফের প্রকোপ বেশি, দেহ স্তব্ধ করে,
সহস্র সহস্র জীব এই জ্বরে মরে।

প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ।

প্রলেপকে শীত করে সকল সময়,
ঘর্ম্ম, দেহ ভার, সদা মন্দ জ্বর রয়।
ক্ষয়কারী পীড়ার অন্তিম অবস্থায়,
জীবন লইতে দেহে উপস্থিত হয়।

বিষম জ্বরের বিশেষ কথন।

অগ্নির যদ্যপি পাক শক্তি নাহি রয়,
পিত্তশ্লেষ্মা দোষ যদি আবির্ভাব হয়,
অর্দ্ধ তপ্ত রয় আর অর্দ্ধাঙ্গ শীতল,
বিষম জ্বরেব এই লক্ষণ কেবল।
পিত্ত দুষ্ট হলে দেহে কফ হাতে পায়,
হাত পা শীতল হয় অঙ্গ উষ্ণ রয়।
পিত্ত দুষ্ট হস্তে পদে, কফ দুষ্ট দেহে।
শরীর শীতল হস্তপদ তপ্ত তাহে।

সংসর্গজ জ্বরদ্বয় বর্ণন।

চর্ম্মে বায়ু, কফ যদি থাকে একসনে,
অতিশয় শীত জন্মে জ্বর আগমনে।
বাত ও শ্লেষ্মাব বেগ কিছু শান্ত হলে,
পিত্ত আবির্ভাব হয়ে সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে।
সেইরূপ পিত্ত যদি চর্ম্ম মধ্যে রয়,
জ্বরের আগেতে দেহ জ্বলে অতিশয়।
পিত্তের প্রকোপ হ'লে ক্ষয় অতঃপর,
বাতশ্লেষ্মা ঘটে, শীত তাহার উপর।
এই দুই জ্বর সংসর্গজ নাম ধরে।
বড় কষ্ট দেয় দেহে দাহ পূর্ব্ব জ্বরে।

ধাতুগত জ্বর সমূহের বিবরণ।

ধাতুগত হলে জ্বর ধরে যে লক্ষণ,
একে একে কহি শুন তার বিবরণ।

রসগত জ্বরের লক্ষণ।

দেহ ভার, কাতরতা, অরুচি জন্মায়,
বমি হয়. দেহ যেন অবসাদ পায়,
বমন ইচ্ছায় করে হৃদয় বেদন,
রসস্থ জ্বরের এই চিহ্ন নিরূপণ।

রক্তগত জ্বরের লক্ষণ।

রক্তগত হলে হয় রক্ত উদ্গীরণ,
অঙ্গ দাহ, মোহ আর বিভ্রম, বমন,
গাত্রে ব্রণ হয়, সদা মিথ্যা কথা কয়,
পিপাসাতে রোগী সব বড় ক্লেশ পায়।

মাংসগত জ্বরের লক্ষণ।

অঙ্গ উষ্ণ, পিপাসা ও অন্তর্দ্দাহ করে,
দেহ গ্লানি অতি হয় মাংসগত জ্বরে।
জঙ্ঘা, ডিম ব্যথা কথা কি কহিব আর,
মারিয়াছে লাঠি যেন উপরে তাহার।
অহরহ মল, মুত্র দেয় দরশন,
মাঝে মাঝে হস্ত পদ করয়ে চালন।

মেদগত জ্বরের লক্ষণ।

তৃষ্ণা, বমি, দেহগ্লানি ঘর্ম্ম অবিরত,
ধৈর্য্য কিছু নাহি থাকে সদাই রাগত।

অরুচি ও মোহ আর দুর্গন্ধ শরীরে,
মিথ্যা কথা আর কহে মেদোগত জ্বরে।

অস্থিগত জ্বরের লক্ষণ।

অস্থিগত জ্বরের শুনহ পরিচয়,
বেদনা করয়ে যেন অস্থি ভঙ্গ হয়।
কণ্ঠের অব্যক্ত শব্দাতীসার, বমন,
শ্বাস আর সদা করে দেহ সঞ্চালন।

মজ্জাগত জ্বরের লক্ষণ।

কাস, মহাশ্বাস, হিক্কা মজ্জাগত জ্বরে,
বাহিরে শীতল কিন্তু গরম অন্তরে।
বমি আর হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হয়,
বোধ হয় সব যেন অন্ধকার ময়।

শুক্রগত জ্বরের লক্ষণ।

লিঙ্গস্তব্ধ, শুক্র কিম্বা রক্তের পতন,
শুক্রগত হলে জ্বর নিশ্চয় মরণ।

প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর।

বরষায়, শরৎ, বসন্তে ক্রমান্বয়,
বায়ু, পিত্ত, শ্লেষা জ্বর দেহে জন্ম লয়।
বর্ষায় বায়ুর জন্ম, পিত্তের শরতে,
কফ জ্বর দেখা দেয় বসন্ত কালেতে।
প্রাকৃত জ্বরের এই কাল নিরূপণ।
সুখ সাধ্য রোগ ইহা ক'ন বৈদ্যগণ।
জনমে বৈকৃত জ্বর এর অন্যথায়;
অতি দুঃখসাধ্য রোগ জানিও তাহায়।

কফের শরতে আর পিত্তের বর্ষায়,
সবে জানে প্রকৃতি বিকৃতি লাভ পায়
বর্ষাকালে জনমে যদ্যপি বাতজ্বর,
তাহা হতে রক্ষা লাভ অতীব দুষ্কর।

প্রাকৃত জ্বর সমূহের উৎপত্তির নির্ণয়।

জ্বর আসে বর্ষাকালে বায়ু দুষ্ট হয়ে,
পিত্ত আর শ্লেষ্মা এই দুয়ে যোগ দিয়ে।
শরতের আগমনে পিত্ত দুষ্ট হয়,
অনুগত রহে তার শ্লেষ্মা অতিশয়।
এই জ্বরে পিত্তশ্লেষ্মা প্রকৃতি কারণে,
বিসর্গ কালের হেতু না ভয় লঙ্ঘনে।
দুই প্রকারের কাল ক'ন বৈদ্যগণ,
বিসর্গ একের নাম অপর আদান।
শরত হেমন্ত আর বর্ষা ঋতু ত্রয,
ইহারা বিসর্গ কাল অভিহিত হয়।
এই কালে স্বাভাবিক লোকে থাকে ভাল;
চন্দ্রের প্রাবল্য হেতু হয় দেহে বল।
আদান কথিত গ্রীষ্ম, বসন্ত, হিমানী;
সূর্য্যের প্রাবল্য হেতু বল করে হানি।
সূর্য্য তেজ এই কালে বর্দ্ধিত হইয়া
শরীরের রস সব ফেলে শুকাইয়া।
বিসর্গ কালের রোগে ব্যবস্থা লঙ্ঘন,
আদান কালের রোগে অগুরু ভোজন।
বসন্ত আইলে আসে কফ দুষ্টজ্বর,
বায়ু আর পিত্ত কোপ তাহার উপর।

দিবস রাত্রির মধ্যে যে যেই সময়
বায়ু, পিত্ত, কফ দেহে প্রকুপিত হয়,
সেই কালে সেই দোষে জ্বরের উৎপত্তি,
কিম্বা সেই জ্বর দেহে বৃদ্ধি করে অতি।
বাতিক জ্বরেতে বায়ু বৃদ্ধির সময়,
সমুৎপন্ন হয় জ্বর কিম্বা বৃদ্ধি পায়।
পিত্ত আর শ্লেষ্মা কোপ হইবে যখন,
রোগ উপশম রয় নিশ্চয় তখন।
এহেন প্রকারে রোগে হ্রাস বৃদ্ধি হয়,
পিত্ত আব শ্লেষ্মা জ্বরে জানিও নিশ্চয়।

প্রোক্ত জ্বর সকলের উপশয় নিরূপণ।

যে আহার বিহারেতে দোষ কোপ পায়,
তখন "অনুপশয়" নাম কহে তায়।
যে সব কারণে হয় দোষের দমন,
উপশয় নাম ধরে সে সব কারণ।

অন্তর্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

তৃষ্ণা ও প্রলাপ, শ্বাস, ঘর্ম্ম নাহি হয়,
অস্থি আর সন্ধি ব্যথা করে অতিশয়।
দোষ বদ্ধ থাকে, অতি অন্তর্দ্দাহ করে,
কোষ্ঠশুদ্ধি নাহি হয় অন্তর্ব্বেগ জ্বরে।

বহির্ব্বেগ জ্বর লক্ষণ।

বহির্ব্বেগ জ্বরে বাড়ে দেহের সন্তাপ,
কম থাকে শ্বাস, ভ্রম, তৃষ্ণা ও প্রলাপ।
সুখ সাধ্য রোগ ইহা ক'ন বৈদ্যগণ।
সহজে বাঁচয়ে রোগী না মরে কখন।

আমজ্বর লক্ষণ।

জ্বর বেগবান অতি, ক্ষুধার অভাব,
অঙ্গভার, স্তব্ধদেহ, অত্যন্ত প্রস্রাব,
অলস শরীর আর বিরস বদন,
আম জ্বরে ঘটে থাকে এ সব লক্ষণ।
এ জ্বরে ঔষধ কিছু না করিবে দান,
ঔষধ প্রয়োগে জ্বর হয় বেগবান।

পচ্যমান জ্বরের লক্ষণ।

অতিশয় বেগবান হয় দেহে জ্বর,
মিথ্যা কথা, শ্বাস, ভ্রম, বমি তদুপর।
পিপাসা ও সদা হয় মল নিঃসরণ।
পচ্যমান জ্বরের এ সব বিবরণ।

পক্ব বা নিরাম জ্বরের লক্ষণ।

মৃদু জ্বর, লঘু দেহ, দোষের দমন,
ক্ষুধা আর ক্ষীণ অঙ্গ, মল নিঃসরণ,
পক্ব বা নিরাম জ্বরে জানিও নিশ্চয় ;
অষ্টম দিবস জ্বর রহে ক্রমান্বয়।
রসাদি দমন হলে, হরিশ্চন্দ্র মতে
অষ্টাহের পূর্ব্বে জ্বর পারে দূর হতে।

জ্বরের উপদ্রব।

অতীসার, তৃষ্ণা, বমি, অঙ্গব্যথা, কাস,
হিক্কা, মূর্চ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ, অরুচি ও শ্বাস ;—
জ্বর রোগে রয় এই দশ উপদ্রব।
যে জ্বরে যে চিহ্ন দেহে দেখা দেয় সব।

জ্বরের সাধ্য লক্ষণ।

উপদ্রব নাহি কিছু, শরীর সবল,
অল্প দোষ সদা রয়, না হয় প্রবল।
যে জ্বরে এরূপ ভাব উপস্থিত হয়,
সুখসাধ্য জ্বর তাহা বৈদ্যগণ কয়।

গম্ভীর জ্বর লক্ষণ।

শ্বাস, কাস, পিপাসাও অন্তর্দ্দাহ করে,
বদ্ধ থাকে যত দোষ গম্ভীরাখ্য জ্বরে।

জ্বরের অসাধ্য লক্ষণ।

অনেক কারণ সহ অনেক লক্ষণ,
অথবা প্রবল জ্বর দিলে দরশন,
নিশ্চয় তা হ'লে রোগী হইবে পতন।
কার সাধ্য আছে তাহা করে নিবারণ।
ইন্দ্রিয় শকতি যদি নষ্ট কভু হয়,
মরিবে সে জ্বরে রোগী জানিও নিশ্চয়।
শোথযুক্ত অঙ্গ আর দেহ অতি ক্ষীণ,
প্রবল গম্ভীর জ্বর তাতে বহু দিন
হইলে অবশ্য হবে প্রাণ অন্তকর।
যম সম বোধ হয় যেন এই জ্বর।
অসাধ্য এহেন জ্বর, প্রভাবে যাহার
সিঁথি কাটে মস্তকের চুলে আপনার।
যে জ্বরপ্রকোপ দিনে বিষমত্ব পায়,
সাধ্যের অতীত জ্বর জানিও তাহায়।
রুক্ষ কিম্বা ক্ষীণ অঙ্গে এই জ্বর হলে,
অবশ্য মরণ হবে বৈদ্যগণ বলে।

সংজ্ঞাহীন, মোহযুক্ত, স্বর স্থির নয়,
কভু কম, কভু বেশী হলে ক্রমান্বয়,
ভিতরেতে উষ্ণ বোধ, বাহিরে কম্পন,
এসব লক্ষণে যাবে শমন সদন।
রোমাঞ্চিত দেহ, চক্ষু আরক্ত বরণ,
মুখশ্বাস, হৃদয়েতে অত্যন্ত বেদন,
জ্বরের এ চিহ্ন কভু যদি কারে ধরে,
কাহারও সাধ্য নাই বাঁচাইতে তারে।
হিক্কা, শ্বাস, তৃষ্ণা, মোহ, ক্ষীণ অঙ্গ হয়,
মুখের ভিতর হতে সদা শ্বাস বয়,
কোঠরেতে চক্ষু বসে আর যেই জ্বরে,
কার সাধ্য আছে তারে বাঁচাইতে পারে।
ইন্দ্রিয় শকতি হীন, রুচি নাশ পায়,
জ্বর বলবান তাহে তীক্ষ্ণ বেগে ধায়,
তদুপরি আর যদি হয় অঙ্গ ক্ষীণ,
এহেন রোগীকে ত্যাগ করিবে প্রবীণ।

জ্বর মুক্তির পূর্ব্বরূপ।

ভ্রম, ঘর্ম্ম, কম্প, তৃষ্ণা, দাহ অতিশয়,
সংজ্ঞানাশ পায় আর মল ভেদ হয়,
করয়ে কুন্থন অতি, দুর্গন্ধ বদনে,
এ চিহ্ন লক্ষিত, জ্বর ছাড়ে যেই ক্ষণে।

জ্বর মোচন লক্ষণ।

ঘর্ম্ম, হাঁচি, ক্ষুধা আর দেহ লঘু হয়,
ফুসকুড়ি হয় মুখে, মাথা চুলকায়,
জ্বর ত্যাগ হলে হয় এসব লক্ষণ।
দিনে দিনে দেহ হয় সবল তখন।

অতীসার নিদান।

অতীসার জনমায় অনেক কারণে।
অতি স্নিগ্ধ, অতি রুক্ষ সামগ্রী ভক্ষণে,
হজম না হতে পুনঃ করিলে ভোজন,
অতি দ্রব, অতি উষ্ণ দ্রব্যাদি সেবন,
বেশী ঘৃত তৈল যুক্ত আহার কবিলে,
গুরু বা অজীর্ণকর দ্রব্যাদি খাইলে,
অতি ঠাণ্ডা সামগ্রী বা অকালে আহার,
ক্ষীর মীন এক সঙ্গে খাইলে আবার,
পিষ্টকাদি স্থূল দ্রব্য করিলে ভক্ষণ,
পূর্ব্বাহার জীর্ণ নয় তথাপি ভোজন,
অধিক মাখিলেতৈল কিম্বা না মাখিলে,
প্রভাত সময়ে বেশী বমন করিলে,
অথবা যদ্যপি হয় অতি বিরেচন,
পিচকারী দেয় মল ভেদের কারণ,
বিষ, ভয়, শোক, অতিশয় মদ্যপানে,
দুষ্ট জলপান, জল ক্রীড়ার কারণে,
যে ঋতুতে যে সামগ্রী খাইতে বারণ,
না মানিয়া কেহ যদি করয়ে ভক্ষণ,
ক্রিমি দোষ, মলমূত্র বেগবিধারণ,
আনে অতীসার রোগ এসব কারণ।

অতীসারের সাধারণ রূপ।

কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, উদক ও মেদ,
জলীয় পদার্থ এরা মূত্র আর স্বেদ।

দেহস্থ জলীয় ধাতু বর্দ্ধিত হইলে,
নির্ব্বাপিত করে দেয় কোষ্ঠের অনলে।
পুনঃ অনিলের বলে অধোগামী হয়ে,
অতি নিঃসরণ হয় মল সহ মিলে।
এ কারণ এই রোগে অতীসার কহে,
বড় কষ্ট দেয় ইহা মানবের দেহে।
জন্ম লয় দেহে ষড়বিধ অতীসার :—
বাত্তিক, পৈত্তিক, কফে, সন্নিপাতে আর।
শোক আর আমে দুটী করে আনয়ন।
সে সবার একে একে কহি বিবরণ।

অতীসারের পূর্ব্বরূপ।

নাভি, কুক্ষি, হৃদয়, উদর, মলদ্বারে,
জন্মে বড় ব্যথা যেন সূচী বেধ করে।
অঙ্গ অবসন্ন, বাতকর্ম্ম নাহি হয়,
পেট ফাঁপে আর সদা মলবদ্ধ রয়।
পরিপাক শক্তি কিছু না থাকে তখন,
অতীসার পূর্ব্বরূপ এসব লক্ষণ।

বাতিক অতীসারের লক্ষণ।

বায়ু দ্বারা অতীসার দিলে দরশন,
অপক্ক ও রুক্ষ মল অরুণ বরণ,
ফেনযুক্ত অল্প ভেদ হয় বার বার,
মলদ্বারে অতিশয় ব্যথা করে আর।

পৈত্তিক অতীসারের লক্ষণ।

পিত্ত অতীসারে হয় লোহিত বরণ,
হরিৎ অথবা পীত মল নিঃসরণ।

তৃষ্ণা, মোহ, অঙ্গদাহ করে অতিশয়,
পাকিয়াছে মলদ্বার যেন বোধ হয়।

কফাতীসারের লক্ষণ।

শুক্লবর্ণ কফযুক্ত মল বিনির্গত,
শীতল ও ঘন আর আমগন্ধ যুত।
রোমাঞ্চিত হয় দেহ যখন তখন,
কফ অতীসারে হয় এসব লক্ষণ।

ত্রিদোষযুক্ত অর্থাৎ সন্নিপাত অতীসারের লক্ষণ।

শূকরের চর্ব্বি মত মলের বরণ,
কখন বা মাংস ধৌত জলের মতন,
ইহা ভিন্ন এই রোগে দেয় দরশন
বায়ু, পিত্ত, কফ অতীসারের লক্ষণ।
সন্নিপাত অতীসারে এই চিহ্ন হয়।
কষ্ট সাধ্য রোগ ইহা বৈদ্যগণ কয়।

শোকাতীসারের লক্ষণ।

ধন, বন্ধু, বান্ধবের বিনাশ কারণ,
অতি শোকে, অতি অল্প করিলে ভোজন,
দেহতেজ চক্ষু নাসাদির জল যত,
কোষ্ঠদেশে এককালে প্রবেশ করত,
জঠর অনলে সেথা করি মন্দীভূত,
শোণিতে স্বস্থান হ'তে করয়ে চালিত।
সেই রক্ত মল সহ হইয়া মিলন,
কুঁচাকৃতি সম হয়ে হয় নিঃসরণ।
অথবা কেবল শুধু রক্তের পতন ;
গন্ধ থাকে তাতে কভু না থাকে কখন।

এ কারণে আসে শোক অতীসার দেহে,
কষ্ট সাধ্য রোগ ইহা বৈদ্যগণ কহে।

আমাতীসারের লক্ষণ।

অজীর্ণ কারণ দোষত্রয় দুষ্ট হয়ে,
তাহার পরেতে তারা কুপথে যাইয়ে,
কোষ্ঠ সপ্ত ধাতু আর মল মূত্রদ্বয়ে,
একে একে তাহাদের কুপিত করিয়ে
করায় বিবিধবর্ণ ভেদ অনিবার।
শূলের সমান ব্যথা লক্ষণ তাহার।
এইরূপে আম অতীসার দেহে ধরে।
ষষ্ঠ অতিসার ব'লে তার ব্যাখ্যা করে।

অতীসার সমূহের পক্কাপক্ক লক্ষণ।

শোক ও আমাতীসার ধরিয়া লক্ষণ,
পক্ক বা অপক্ক মল করে নিরূপণ।
আম বা অপক্ক মল জলে ডুবে যায়,
অতিশয় পিচ্ছিল, দুর্গন্ধ অতিশয়।
লক্ষণ যদ্যপি ঘটে তার বিপরীত,
অপিচ্ছিল, লঘুমল দুর্গন্ধ রহিত,
লঘু বোধ হয় কোষ্ঠ, দেহ লঘু আর,
তখন তাহাকে কহে পক্ক অতীসার।

অতীসারের অসাধ্য লক্ষণ।

ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, চর্ব্বি, মাংস ধৌত জল,
কৃষ্ণ, নীল, যব, মজ্জ, দধি সম মল,

ময়ুরের পুচ্ছ সম বরণ চিক্কণ,
কাল লাল রঙ হ'লে একত্র মিলন,
কজ্জল রাশির প্রায় সীমানায় কঠিন,
অথবা যেমন পিষ্টমাংস অস্থি হীন.
পাকা জাম সম আর অরুণ বরণ,
এরূপ হইলে মল অসাধ্য লক্ষণ।
সুগন্ধ অথবা পচা দুর্গন্ধ সংযুত,
মস্তিষ্কের ঘৃত সম, বহু পরিমিত।
যেই রোগে ধরে মল এসব লক্ষণ,
আরোগ্য না হয় তাহা ক'ন বৈদ্যগণ।
হিক্কা, শ্বাস, দাহ, অন্ধকার দরশন,
পিপাসায় তদুপরি করে আনয়ন,
পার্শ্ব আর অস্থি ব্যথা করে অতিশয়,
মন ও ইন্দ্রিয় সদা মোহযুক্ত রয়,
অঙ্গ গ্লানি, আর রোগী মিথ্যা কথা কয়,
মলদ্বার স্থিত বলি পক্ক বোধ হয়।
অতীসারে এ সব লক্ষণ দেখা দিলে,
অসাধ্য সে রোগ তাহা বৈদ্যগণ বলে।
দেহ ঠাণ্ডা, ক্ষীণ, পেট কাঁপে অতিশয়,
অবিরত মল যার নিঃসরণ হয়,
ফোড়ার মতন আর পাকে মলদ্বার,
এরূপ লক্ষণে তার নাহিক নিস্তার।
শ্বাস, শূল, পিপাসা ও বল মাংস হীন,
জ্বর দেহে থাকে যদি আর অনুদিন,
অতীসারে দেখা দিলে এরূপ লক্ষণ,
কষ্টেতে বাঁচয়ে যুবা, বৃদ্ধের মরণ।

অতীসারের উপদ্রব।

জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, অরুচি, বমন,
হিক্কা, শোথ, উদরেতে অত্যন্ত বেদন ;—
এই কটি উপদ্রব হলে উপস্থিত,
বৈদ্যরাজ রোগী ত্যাগ করিবে নিশ্চিত।

রক্তাতীসার।

বিদ্যমান যার দেহে পিত্ত অতীসার,
পিত্তকর দ্রব্য যদি করয়ে আহার,
রক্ত অতীসার তাহে দেহে পায় স্থান,
বড়ই কঠিন রোগ কষ্ট করে দান।
জ্বর, দাহ, শূল, তৃষ্ণা, পাকে মলদ্বার,
রক্ত সহ ভেদ হয় এই রোগে আর।
মল ত্যাগ পূর্ব্বে কভু, কখন বা পরে,
কারো গুহ্যদেশ হ'তে শুধু রক্ত ঝরে।

প্রবাহিকার উৎপত্তি।

অহিত আহারে বায়ু দোষযুক্ত হয়ে,
মল সহ স্থিত কফ অধোদেশে লয়ে
কুন্থনের সহ অল্প মল বার বার
করে যবে, প্রবাহিকা রোগ নাম তার।

প্রবাহিকার রক্তাদি ভেদে রূপ বর্ণন।

বায়ু দুষ্ট প্রবাহিকা হ'লে উপস্থিত,
মল নিরগত হয় শূলের সহিত।
পিত্ত দুষ্ট প্রবাহিকা লইলে আশ্রয়,
দাহের সহিত মল নিরগত হয়।

কফ দুষ্ট প্রবাহিকা দিলে দরশন,
কফের সহিত মল হয় নিঃসরণ।
রক্ত দুষ্ট হয়ে যদি প্রবাহিকা আসে,
রক্তের সহিত মল তাহলে বরষে।
বাতিক হইলে রুক্ষ, কফে তৈলময়,
পিত্ত, রক্তে তীক্ষ্ণ, উষ্ণ মল ত্যাগ হয়।
লক্ষণ চিকিৎসা পক্বাপক্ব চিহ্ন যত,
এ রোগেও জেনো ঠিক অতীসার মত।

অতীসার নিবৃত্তি লক্ষণ।

মূত্র নাহি হয় মল ত্যাগের সময়,
স্বভাবতঃ বায়ু যদি নিরগত হয়,
ক্ষুধাবোধ, উদর হইলে লঘু আর,
আরোগ্য মুরতি ধরে তবে অতীসার।

গ্রহণী।

মুক্ত হয় অতীসার হইতে যখন,
মন্দ অগ্নি যুক্ত থাকে মানব তখন।
অহিত সামগ্রী যদি সে সময় খায়,
অগ্নি দুষ্ট করয়ে তাহার পুনরায়।
দেহ মধ্যে নাড়ী যে গ্রহণী নাম ধরে,
দুষ্ট অগ্নি হেন গ্রহণীকে দুষ্ট করে।
নাভির উপরে হয় অবস্থিতি তার,
বলের সঞ্চয়ে আছে ক্ষমতা তাহার।

অন্ন ল'তে শক্তি তাই গ্রহণী বিখ্যাত।
চরক পুস্তকে আছে এরূপ লিখিত।
দেহ অগ্নি এই স্থানে থাকার কারণ,
অপক্ব অন্নকে উহা করিয়া ধারণ
পক্ব অন্ন অধো দিয়া করে নিঃসরণ;
সুশ্রুতের মত ইহা জানে বৈদ্যগণ।
মোটের মাথায় ইহা জানিও নিশ্চয়,
পচ্যমানাশয় রূপে ইহা খ্যাত হয়।

গ্রহণীর সামান্য রূপ নির্দেশ।

বৃদ্ধি পেয়ে বায়ু, পিত্ত, কফ দোষত্রয়,
গ্রহণীকে দুষ্ট তারা করে অতিশয়।
পক্ব ও অপক্ব মল তাহে নির্গত,
ক্ষণে বদ্ধ, ক্ষণে দ্রব, দুর্গন্ধ সহিত।
বেশি পরিমাণে বার বার ভেদ হয়
অত্যন্ত বেদনা সহ জানিও নিশ্চয়।
গ্রহণী আইলে দেহে এ সব লক্ষণে;
কষ্ট সাধ্য রোগ ইহা জানে বৈদ্যগণে।

গ্রহণী রোগের পূর্ব্বরূপ।

তৃষ্ণা ও অলস অঙ্গ আর বল ক্ষয়,
অগ্নিমান্দ্য, বহু ক্ষণে পরিপাক হয়,
দেহ যেন ভার বোধ রয় সর্ব্বক্ষণ,
গ্রহণীর পূর্ব্বে হয় এ সব লক্ষণ।

বাতিক গ্রহণী।

কটু তিক্ত কষায় ও রুক্ষ অতিশয়,
মাংস ক্ষীর এক সঙ্গে যদি কেহ খায়,

উপবাস কিম্বা অল্প করিলে ভোজন,
মল মূত্রাদির বেগ করিলে ধারণ,
অধিক মৈথুনে আর, বায়ু দুষ্ট হয়ে,
কোষ্ঠাগ্নিকে তার পরে দূষিত করিয়ে
বাতিক গ্রহণী রোগ দেহ মধ্যে আনে।
কষ্টকর রোগ ইহা ক'ন বৈদ্যগণে।
এই রোগে কষ্টে অন্ন পরিপাক পায়,
পরিপাক না হইলে অম্ল জন্মে তায়।
কভু শুষ্ক, কভু দ্রব মল নিরগত,
মলদ্বার ব্যথা করে কর্ত্তনের মত।
পার্শ্ব, উরু, গ্রীবা আর হৃদয়, বঙ্ক্ষণ,
ব্যথা করে সে সকলে যখন তখন।
কর্ণে শব্দ বোধ আর কিছু দৃষ্টি হীন,
বল নাহি থাকে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ,
পিপাসা ও দুষ্ট ক্ষুধা হয় বার বার,
মধুরাদি ষড় রসে বাসনা আহার,
কাস, শ্বাস, মন সদা অবসন্ন রয়,
রুক্ষ অঙ্গ, কণ্ঠ আর মুখ শুষ্ক হয়,
পেট ফাঁপে পরে কিম্বা হজম সময়,
আহার করিলে কিন্তু স্বাস্থ্য বোধ হয়।
বাত গুল্ম, হৃদি রোগ প্লীহা কিম্বা আর,
সতত করয়ে রোগী আশঙ্কা সবার।
ফেনযুক্ত দ্রব মল হয় বার বার,
অতি কষ্টে, পুনঃ পুনঃ, বিলম্বেতে আর।
ভেদ, বমি, বক্ষ ব্যথা, বিরস বদন,
বাত গ্রহণীর রোগে এসব লক্ষণ।

পৈত্তিক গ্রহণী।

বিদাহি, অজীর্ণ, কটু অম্ল ও লবণ,
ক্ষার, তীক্ষ্ণ উষ্ণ দ্রব্য করিলে ভোজন,
এসব কারণে পিত্তে অতি কোপ পায়;
প্রতপ্ত সলিল যথা অনল নিবায়।
পৈত্তিক গ্রহণী রোগ তাহে উপস্থিত।
এই রোগে দেহ বর্ণ হয় যেন পীত,
অম্লের উদ্গার অতি দুবগন্ধ তায়,
হৃদি কণ্ঠ দাহ আর ধরে পিপাসায়।
অরুচি ও দ্রব মল সদা নিঃসরণ,
পীত কিম্বা নীল হয় তাহার বরণ।

কফজ গ্রহণী।

গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছল দ্রব্য যত,
মধুরাদি দ্রব্য কিম্বা হইলে ভক্ষিত,
অধিক আহার পরে দিবাতে শয়ন,
কফ দুষ্ট হয় দেহে এ সব কারণ।
অগ্নি নষ্ট ক'রে তারা দেহের ভিতরে,
শ্লৈষ্মিক গ্রহণী রোগে পরিণত করে।
এই রোগে কষ্টে ভুক্ত দ্রব্য পাক পায়,
শ্লেষ্মা হেতু মুখ লিপ্ত মিষ্ট স্বাদ তায়;
শরীরেতে গ্লানি সদা অলসতা হয়,
মৈথুন করিতে কিছু ইচ্ছা নাহি রয়।
ঘন, দ্রব বস্তু দ্বারা পূরিত হৃদয়,
বমন, অরুচি, কাস, নাসাস্রাব হয়।

ক্ষীণ অঙ্গ নহে কিন্তু শরীর দুর্ব্বল,
আম আর শ্লেষ্মাযুক্ত গুরু ভাঙ্গা মল,
গুরু আর স্তব্ধ থাকে সদাই উদর,
বিকৃত মধুরোদ্গার তাহার উপর।
কফ গ্রহণীতে হয় এ সব লক্ষণ।
কষ্ট সাধ্য রোগ ইহা ক'ন বৈদ্যগণ।

সন্নিপাত গ্রহণী।

বায়ু, পিত্ত, কফ চিহ্ন একত্রিত হলে,
সন্নিপাত গ্রহণী তাহাকে বৈদ্য বলে।

সংগ্রহ গ্রহণী রোগ।

পিচ্ছল, শীতল, দ্রব, বহু পরিমাণে,
অপক্ক ও ঘন মল বেদনার সনে,
মাস, পক্ষ কারো, কারো দশ দিন পরে,
নিত্য কারো, রোগী যদি দমকা ভেদ করে,
পেট ডাকে, শব্দ হয় ভেদের সময়,
দিবসে বাড়য়ে রোগ, রাত্রে কম হয়।
দুর্ব্বল অলস অঙ্গ, উদরে বেদনা,
অঙ্গ অবসন্ন হয়, দেহের যাতনা।
আম বায়ু বলে হয় রোগের উৎপত্তি;
কঠিন চিকিৎসা এর বহুদিন স্থিতি।

অর্শ।

গুহ্যদ্বার ভিতরে যে নাড়ী বর্ত্তমান,
সার্দ্ধ পঞ্চাঙ্গুলি হয় তার পরিমাণ।

গুদ নামে এই স্থান আছয়ে বিখ্যাত,
তিন বলি আছে তার শঙ্খাবর্ত্ত মত।
উপরি উপরি তারা অবস্থিতি করে।
তাহাদের নাম কহি শুন পরে পরে।—
প্রথম দ্বিতীয় প্রবাহনী, বিসর্জ্জনী,
তৃতীয়টী হয় খ্যাত নামে সম্বরণী।
সকলের নিম্নে যেই অর্দ্ধাঙ্গুলী স্থান,
গুদৌষ্ঠ নামেতে তার করয়ে আখ্যান।
একাঙ্গুলি স্থান ব্যাপি তাহার উপরে
সম্বরণী নামে বলি অবস্থিতি করে।
বিসর্জ্জনী নামে বলি রয় তদুপরি
দেড়াঙ্গুলি স্থান সেথা অধিকার করি।

অর্শের প্রকারভেদ ও অভিধান।

অর্শরোগ ছয় বিধ, বাতজ, পিত্তজ,
শ্লেষ্মজ, সহজ, রক্ত আর ত্রিদোষজ।

বাত আদি দোষত্রয় কুপিত যেমন হয়
ত্বক, মাংস, রক্ত, মেদে করিয়া দুষিত,
গুহ্য নাসিকাদি স্থানে বিবিধ আকৃতি সনে
মাংসের অঙ্কুর যত করে উৎপাদিত,
এই মাংসাঙ্কুর যত, অর্শ নামে অভিহিত।
গুহ্যদেশ আক্রমণ করে কিন্তু যায়,
সেই অর্শ বরণনে র'ব রত এই ক্ষণে
তাহাকেই অর্শ বলে চলিত ভাষায়।

বাতার্শের হেতু।

কটু, তিক্ত, রুক্ষ আর শীতল, কষায়,
লঘুপাক দ্রব্য কিম্বা কেহ যদি খায়,
মাত্রাহীন কিম্বা অতি অল্পই ভোজন,
তীক্ষ্ম মদ্যপান, অতি রমণী সেবন,
হেমন্তাদি শীতকাল, শীতল প্রদেশ,
ব্যায়াম, হইলে মনে শোকের প্রবেশ,
বলবান বায়ু আর আতপ সেবন,
এ সকল বাতঅর্শ রোগের কারণ।

পিত্তার্শের হেতু।

মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ অম্ল ও লবণ,
কিম্বা গুরুপাক দ্রব্য করিলে ভোজন,
শারীরিক পরিশ্রম বিবর্হিত যদি,
দিবসের কালে ঘুমাইলে নিরবধি,
আসক্তি সুখদ শয্যা, সুখদ আসনে,
পূর্ব্ব ও সম্মুখ বায়ু সর্ব্বদা সেবনে,
শীতল প্রদেশকাল, চিন্তার বর্জ্জন,
এ সকল হয় পিত্তঅর্শের কারণ।

দ্বন্দ্বজ অর্শ।

বায়ু কফ যোগে অর্শ হয় যদি দেহে,
বাতশ্লেষ্ম অর্শ তারে বৈদ্যগণ কহে।
পিত্ত কফ যোগে যদি অর্শ রোগ হয়,
পিত্তশ্লেষ্মা অর্শ তার অভিধান হয়।
বাতজাদি রোগে ঘটে যে সব লক্ষণ,
দ্বন্দ্বরোগে সে দুয়ের একত্র মিলন।

ত্রিদোষ লক্ষণ যবে একত্র মিলিত,
সন্নিপাত অর্শ রোগ হয় অভিহিত।

সহজার্শ।

জনমের সনে অর্শ উপস্থিত হ'লে,
তখন সে অর্শরোগে সহজার্শ বলে।
সুশ্রুতের মতে এই রোগের লক্ষণ
একে একে কহি শুন তার বিবরণ :—
এই অর্শ ধরে ভয়ঙ্কর রূপ অতি,
অন্তর্মুখ যুক্ত হয়ে করয়ে বসতি।
লুক্কায়িত থাকে মাংসাঙ্কুর সমুদয়
কর্কশ অরুণ আর পাণ্ডুবর্ণ হয়।
কৃশ অঙ্গ, ক্রোধশীল, অল্প অগ্নি আর
অরুচি কারণ রোগী করে অল্পাহার।
সর্ব্ব অংশ শরীরের হয় শিরাময়,
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও শিরোরোগ হয়।
ক্ষীণস্বর আর শুক্র ক্ষীণের কারণ,
নাহি পারে করিতে সন্তান উৎপাদন।

অর্শরোগের পূর্ব্বরূপ।

অজীর্ণ কারণ হয় উদরেতে ভার,
উদরেতে গুড় গুড় শব্দ ও উদ্গার।
দুরবল অঙ্গ, অবসন্ন জঙ্ঘা দ্বয়,
কৃশদেহ আর কোষ্ঠ শুদ্ধি নাহি হয়,
উদর, গ্রহণী, পাণ্ডু জনমের ভয় ;
অর্শ পূর্ব্বে এ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বাতার্শের লক্ষণ।

বলি মধ্যে এ অর্শে যে অঙ্কুর জন্মায়,
অপিচ্ছিল, চিম চিম ব্যথা করে তায়।
রক্ত পূঁজ কিছু নাহি হয় নিঃসরণ,
বিকসিত মুখ থাকে সদা সর্ব্বক্ষণ।
শুষ্ক ও কঠিন ধূম্র, অরুণ বরণ,
কর্কশ যেমন গো জিহ্বার মতন।
খব হয়, কাঁকবোল ফল যেই মত
তীক্ষ্ণাগ্র ও বক্র, সবে ভিন্নরূপে স্থিত।
এ রোগে অঙ্কুর হয় অনেক প্রকাব
তেলাকুচা, খেজুব ও কুলের আকাব।
অরণ্য কার্পাসী, শ্বেত শবিষাব প্রায়,
কদম ফুলেব মত কখন দেখায়।
উদর ও পার্শ্ব, কটী, বঙ্ক্ষণ, হৃদয,
শিবঃ, কণ্ঠ, উরু ব্যথা করে অতিশয়।
পেট ফাঁপে, হাঁচি হয়, অরুচি, উদ্গার,
শ্বাস, কাশ, কর্ণনাদ, উদবেতে ভার।
হজম কখনো হয় কখন বা নয়,
অবশেষে বোগে ভ্রম উপস্থিত হয়।
চর্ম্ম, নখ, মল, মূত্র, মুখ ও নয়ন
বাতার্শ পীড়ায় ধরে অসিত ববণ।
পিচ্ছিল ও ফেনযুক্ত, অল্প পরিমিত
বদ্ধ গুটলিয়া মল হয় নিরগত।
কুন্থন ও শব্দ অতি বেদনা সহিত,
আমাশয় হইয়াছে যেন উপস্থিত।

ইহা হ'তে আসে পীড়া অনেক প্রকার
গুল্ম, প্লীহা, উদরী, অষ্ঠীলা রোগ আর।

পিত্তার্শের লক্ষণ।

পিত্ত দুষ্ট হয়ে অর্শ হ'লে উপস্থিত,
মাংসাঙ্কুর বর্ণ হয়, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত।
নীলবর্ণ হয় অগ্রভাগের বরণ,
রক্ত পড়ে তাহা হ'তে যখন তখন।
অত্যল্প অঙ্কুর এই রোগে জনমায়,
যকৃতের খণ্ড মত জোঁকমুখ প্রায়।
কেহ হয় শুকপক্ষী জিহ্বার সমান
আমগন্ধযুক্ত, সুকোমল, সমমান।
কোনটা বা যবের আকার মত হয়—
মধ্যস্থূল, আর অতি শ্লেষ্মাযুক্ত রয়।
ত্বক, নখ, মল, মুত্র দুইটী নয়ন,
হরিত অথবা পীত, হরিদ্রা বরণ।

কফার্শের লক্ষণ।

শ্লেষ্মা দুষ্ট হয়ে অর্শ দিলে দরশন,
বিস্তৃত অঙ্কুর সব হয় অতি ঘন।
সামান্য বেদনা থাকে সকল সময়,
বলি স্পর্শে সুখবোধ হয় অতিশয়।
শ্বেতবর্ণ দীর্ঘাকৃতি, হয় অতি স্থূল,
অনেক ভিতরে গিয়া পশে তার মূল।
অনস্র, দেখিতে যেন বর্ত্তুল আকার,
অতি স্নিগ্ধ, তৈল যেন ভিতরে সবার।
শ্বেতবর্ণ, ভারী গুরুদ্রব্য যে প্রকার,
অত্যন্ত মসৃণ, অতি কণ্ডু করে আর।

বিবিধ আকার বলি করয়ে ধারণ ;—
বংশাঙ্কুর মত কভু, কভুবা গো-স্তন ;
কখন ধরয়ে রূপ এই বলি যত
কাঁঠাল ফলের বীজ হয় যেই মত।

কফার্শের লক্ষণ।

বেদনা বক্ষণ দ্বয়ে বন্ধনে যেমন,
নাভি, বস্তি, গুহ্যে যথা হলে আকর্ষণ,
শ্বাস, কাশ, মুখস্রাব, বেগ বমনের,
গুহ্যস্রাব, অরুচিও পীনস নাকের।
মূত্রকৃচ্ছ্র, মোহ আর মাথার জড়তা,
শীতজ্বর সমুৎপত্তি, জনমে ক্লীবতা,
অগ্নিমান্দ্য, বমি, গ্রহণ্যাদি অতিসার,
সমুৎপত্তি হয় আমবহুল পীড়ার।
ইহা ভিন্ন প্রবাহিকা রোগেতে যেমন
চর্ব্বিমত, কফযুক্ত মল নির্গমন,
কফার্শ ঘটিলে ঘটে তেমন লক্ষণ ;
কিন্তু ক্লেদ রক্ত নাহি হয় নিঃসরণ।
এ রোগে যদিও মলে কঠিনতা রয়,
অর্শের অঙ্কুর তবু বিদীর্ণ না হয়।
ইহা ভিন্ন চর্ম্ম আদি রোগীর শরীরে
তৈলাভ্যক্ত মত স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ ধরে।

সান্নিপাতিক ও সহজ অর্শের লক্ষণ।

বাতপিত্ত জাত রোগে অথবা শ্লেষ্মার যোগে
অর্শে জাত হয় যে লক্ষণ,
তিন দোষ সম্মাযোগে অথবা সহজ ভোগে
সে লক্ষণ হেয় দরশন।

রক্তার্শের লক্ষণ।

পিত্তই কারণ যার, আবির্ভাব যদি তার,
সে অর্শেলক্ষণ ঘটে যত ;
রক্তজাত অর্শে যাহা, সংঘটিত হয় তাহা
পিত্তার্শের লক্ষণের মত।
মাংসের অঙ্কুর যত বটের অঙ্কুর মত
বর্ণ কুঁচ, প্রবালের ন্যায় ;
মলের কাঠিন্য বশে অঙ্কুরে যদ্যপি পিষে
সহসা অধিক দোষ পায়।
আর উষ্ণ রক্ত ঝরে, রোগীও তাহার তরে
ভেকবৎ পীতবর্ণ হয়।
পীড়া পায় সেই ক্ষণে সেই রোগ আগমনে
যাহার কারণ রক্ত ক্ষয়।
বিবর্ণ ও হয় ক্ষীণ, হয় সে উৎসাহ হীন,
বিকৃত ইন্দ্রিয়, হীন বল,
অনির্গত অধোবায়, কাঠিন্য ও রুক্ষতায়
আর শ্যাববর্ণ পায় মল।

কারণ ও লক্ষণভেদে রক্তার্শের দোষভেদ।

রক্তার্শ সঞ্জাত যদি রুক্ষের কারণ,
শোণিত তরল কিম্বা অরুণ বরণ,
অথবা যদ্যপি রক্ত ফেণযুক্ত হয়,
কটী উরু গুহ্যদেশে ব্যথা অতিশয়।
অথবা শরীর অতি দুর্ব্বল যখন,
বাত অনুবন্ধরোগ জানিবে তখন।
রক্তার্শ জনম কালে, হয় যদি আর
গুরু কিম্বা স্নিগ্ধ বস্তু কারণ তাহার,

শিথিল যদ্যপি মল, বর্ণ শ্বেত, পীত,
স্নিগ্ধ ও শীতল হয় গুরুত্বা সহিত,
রক্ত যদি হয় ঘন, তন্তুযুক্ত আর
অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়, বর্ণ পাণ্ডু তার,
গুহ্যদেশ হয় যদি পিচ্ছিল স্তিমিত
রক্তার্শে জানিবে তবে শ্লেষ্মা সমাশ্রিত।
পিত্তার্শ লক্ষণ, রোগে কবি দরশন
রক্তার্শ পিত্তানুবন্ধ হয় নিরূপণ।

অর্শের বলকারণ।

পঞ্চবিধ বায়ু ;—প্রাণ, অপান, সমান,
চতুর্থ পঞ্চম হয় উদান ও ব্যান।
পিত্ত পঞ্চাত্মক ;—আলোচক ও রঞ্জক,
সাধক, পাচক আর পঞ্চম ভ্রাজক,
পঞ্চাত্মক কফ ;—অবলম্বক, ক্লেদক,
বোধক, তর্পক আর পঞ্চম শ্লেষ্মক।
পঞ্চাত্মক বায়ু, পিত্ত, কফ সমুদয়,
গুহ্যদেশে প্রবাহিণী আদি বলি ত্রয়—
সমস্তই একেবারে হইয়া কুপিত
দেহ মধ্যে অর্শ রোগ করে উপস্থিত।
বহু কষ্ট দেয় রোগ এ সব কারণে,
অন্য বহুবিধ রোগ দেহমধ্যে আনে।
ক্লিষ্ট করে সর্ব্ব দেহ অত্যন্ত পীড়ায়,
সহজে এ রোগে রোগী নিষ্কৃতি না পায়।

সাধ্য অর্শ।

বাহির বলিতে অর্শ জনমে যখন,
অথবা যদ্যপি রোগ এক দোষোদ্ভূন,
অথবা সঞ্জাত হয় বর্ষের ভিতরে,
সুখসাধ্য অর্শ রোগ জানিও তাহারে

কষ্ট সাধ্য অর্শ।

মধ্যের বলিতে রোগ জন্মে যেই ক্ষণ,
অথবা যখন হয় দ্বিদোষ কারণ,
কিম্বা যদি বরষ অতীত হয়ে যায়,
তখন জানিবে কষ্ট সাধ্য অর্শ তায়।

অসাধ্য অর্শ।

যে অর্শ জন্মের সনে, তিন দোষ সম্মীলনে
কিম্বা হয় জনম যাহার,
অভ্যন্তর বলি পরে; যেই অর্শ জন্ম ধরে,
আরোগ্য না হয় কভু তার।

আয়ুর যদ্যপি কিছু রয় অবশেষ,
কায়াগ্নি যদ্যপি রয় প্রবল বিশেষ,
পড়ে যদি রোগী যোগ্য চিকিৎসক করে,
উপযুক্ত ঔষধ সেবন যদি করে,
সুন্দর যদ্যপি রোগে পরিচর্য্যা হয়,
নিয়ম পালনে রোগী ক্ষমবান রয়,—
এই পাদ চতুষ্টয় হইলে সংযোগ
অর্শ হয় যাপ্য, নহে অসাধ্য সে রোগ।

অর্শের অসাধ্য লক্ষণ।

যে অর্শরোগীর হস্তে, পদে, গুহ্যদেশে
শোথ হয়, মুখে, নাভিস্থলে, অণ্ডকোষে;
শূল সমাক্রান্ত হয় পার্শ্ব ও হৃদয়,
ত্যাজ্য সেই রোগী তার মরণ নিশ্চয়।
হৃদয় ও পার্শ্বে যার শূল ব্যথা ধরে,
সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মূর্চ্ছা, বমি তদুপরে,
গুহ্যপাক, জ্বর আর তৃষ্ণা অতিশয়—
এসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়,
অর্শরোগাক্রান্ত সেই মানবে তখন
যাইবে ছাড়িয়া, তার নিশ্চয় মরণ।
অরুচি, শূলেরব্যথা, অতি তৃষ্ণা আর,
অতিশয় রক্তস্রাব, শোথ অতীসার,—
এ সকল উপদ্রব হ'লে সম্মীলন,
তাহাদেরো জেনে রাখ অরিষ্ট লক্ষণ।

নাভি ও লিঙ্গার্শ।

কেঁচুয়ার মুখ মত ধরিয়া আকার
অর্শের অঙ্কুর কভু করে অধিকার
লিঙ্গাদি যতেক স্থান কিম্বা নাভিস্থল।
সে অর্শ অঙ্কুর হয় পিচ্ছিল কোমল।
ইহারাও গুহ্যদেশস্থিত অর্শ মত
দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সংযুত।

চর্ম্মকীল (আঁচিল)

ব্যানবায়ু কফে যবে সমাশ্রয় করে,
তাহার কারণ করে ত্বকের উপরে

নিশ্চল, কর্কশ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন ;
চর্ম্মকীল নাম তার, গোঁজের মতন।
চর্ম্মকীল রোগ হয় বাতজ যখন,
সূচীবেধ সমব্যথা জনমে তখন।
সর্ব্বদা সে চর্ম্মকীল খস্‌খসে রয়।
পিত্তজ হইলে মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়।
স্নিগ্ধ ও গ্রন্থিল হয় শ্লেষ্মজ যখন
ত্বকের সমান হয় দেখিতে বরণ।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা নিদান।

দোষ অনুযায়ী চারি জঠর অনল :—
মন্দাগ্নি কফের জোরে, তীক্ষ্ণে পিত্তবল,
বায়ুর আধিক্য হ'লে বিষমাগ্নি কয়,
তিন দোষ হ'লে সম সমাগ্নি সে হয়।
বিষমাগ্নি যত বাত রোগের কারণ,
তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্ত রোগ করে আনয়ন,
মন্দাগ্নিতে হয় যত কফের বিকার,
সমাগ্নিতে রোগশূন্য দোষ নাহি তার।

অগ্নি অভিধান।

পরিমিতাহার যাহে পরিপাক হয়,
সমাগ্নি এহেন অগ্নি জানিবে নিশ্চয়।
অধিক কি অল্প যাহা হ'ক না ভোজন,
পরিপাক সম্যক্ না হইলে কখন,

মন্দাগ্নি তাহার নাম ; কিন্তু যদি তার,
পরিমিতাপরিমিত খাদ্য সমুদায়
জীর্ণ হয়, তীক্ষ্ণাগ্নি তখন নাম তার।
সম শ্রেষ্ঠ অগ্নি মধ্যে এ চারি প্রকার।

অজীর্ণ।

কফ, পিত্ত, বায়ু কোপে অজীর্ণতাত্রয় ঃ—
কফের প্রকোপ হ'লে আমাজীর্ণ কয়,
বিদগ্ধ অজীর্ণ পিত্ত কোপ যদি পায়,
বায়ুকোপে বিষ্টব্ধ অজীর্ণ বলি তায়।
ভোজন পদার্থ যবে পরিপাক হয়,
তাহাতে জলীয় সার রস তারে কয়।
সেই রস রক্তরূপে হয় পরিণত ;
সেই রক্তে পুষ্ট দেহে যন্ত্র আছে যত।
পরিপাকে কিছু যদি অবশেষ রহে,
রসশেষাজীর্ণ জাত কেহ কেহ কহে।
দিবারাত্র মধ্যে যদি আহারের দোষে
কালে খাদ্য পরিণত নাহি হয় রসে,
পঞ্চম অজীর্ণ দিনপাকি নাম ধরে ;
ইহাতে উদরাময় কিন্তু নাহি করে।
অপর অজীর্ণ আছে বলে বুধগণ,
নিয়ত খাদ্যের দোষে হয় সংঘটন।

অজীর্ণের কারণ।

অধিক পানের তরে, বিষম ভোজন করে,
মলমূত্রাদির বেগ করিলে ধারণ ;

দিবসে নিদ্রাগমন, নিশাকালে জাগরণ—
এ সকল দোষ হয় অজীর্ণ কারণ।
একবার হেন দোষ জন্মিলে উদরে,
লঘুপাক দ্রব্যও না পরিপাক করে।

আমাজীর্ণের লক্ষণ।

আমাজীর্ণে দেহ ভার, বেগ বমনেব,
শোথ হয় গণ্ডস্থলে, গোলকে চোখের।

বিষ্টব্ধাজীর্ণের লক্ষণ।

যেমন আহার হয় তেমনি উদ্গার,
জঠরাগ্নি কিছু নাহি দগ্ধ করে তার।
উদরের পীড়া, শূল, বাতের যাতনা,
মলবায়ুবদ্ধ, মূর্চ্ছা, অঙ্গের বেদনা,
সর্ব্ব অঙ্গ স্তব্ধ যেন নয় সে আপন,
বিষ্টব্ধ অজীর্ণ রোগে এ সব লক্ষণ।

বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ।

ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তকৃত নানা রোগ,
অম্লের উদ্গার, ঘর্ম্ম, দাহ তায় ভোগ।
বিদগ্ধ অজীর্ণ আসি যে সময় ধরে,
এ সকল উপদ্রব উপস্থিত করে।

রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ।

বড়ই অশুদ্ধি আর ভার হৃদয়ের,
রস শেষাজীর্ণে হয় বিদ্বেষ অন্নের।

অজীর্ণের সাধারণ লক্ষণ।

অজীর্ণ হইতে মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন,
মুখস্রাব, অবসাদ, ভ্রম বা কখন,
অজীর্ণ রোগের হয় এ সব লক্ষণ।
কখন কখন রোগে ঘটায় মরণ।
অতি লোভী, ঔদরিক, পশুবুদ্ধি নবে,
নাবুঝি অপরিমিত আহাব যে কবে,
অবশ্যই ভুঞ্জে ফল বিষময় তার,
অজীর্ণ ধরয়ে তারে রোগের আধাব।
বিষ্টব্ধ, বিদগ্ধ, আম এ অজীর্ণ ত্রয
অলসক, বিলম্বিকা, বিসূচি আনয়।

বিসূচী বা ওলাউঠার লক্ষণ।

কুপিত হইয়া বায়ু অজীর্ণ কারণ,
যখন সকল অঙ্গ করে নিপীড়ন
সূচিকার বেধ সম অতি যাতনায,
বিসূচী তখন বৈদ্যে বলে সে পীড়ায।
ভাষায় ইহারে সবে ওলাউঠা বলে;
নিত্য শত লোক পড়ে এ বোগ কবলে।
আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাভিজ্ঞ মিতাহারী যারা,
এ সকল দুষ্ট রোগে না ভুগেন তারা।
অজিতাত্মা, ভক্ষাভক্ষ অশক্ত বিচারে,
ঔদরিক নরগণে এই রোগ ধরে।

বিসূচীর লক্ষণ।

ভেদ, বমি, পিপাসায়, শূলসম বেদনায়,
মূর্চ্ছা, ভ্রম, হস্ত পদে খ্যাল ধরা আর,

উঠে হাই, গাত্র জ্বলে, বেদনা উরস স্থলে,
বিবর্ণতা, কম্প আর শূলাণি মাথার,
বিসূচী লক্ষণ বলে এই সব ভোগে।
নিম্নের লিখিত দোষ অলসক রোগে।

অলসকের কারণ।

কুক্ষি নিপীড়িত হয় বড় যাতনায়,
আর্ত্তনাদ করে রোগী, কভু মূর্চ্ছা যায়।
কুক্ষি দেশগত বায়ু অজীর্ণের বলে
উপরে উঠিতে চায়, অধঃ নাহি চলে।
হৃদয়, কণ্ঠাদি স্থানে করয়ে বিহার,
মলমূত্র রুদ্ধ হয়, পিপাসা, উদ্গার,
অধঃ ঊর্দ্ধে নাপারিয়া করিতে গমন,
অপক্ক সকল দ্রব্য যা'করি ভোজন
অলস পড়িয়া রয় যথা আমাশয়,
এই হেতু এই রোগে অলসক কয়।

বিলম্বিকা কারণ।

ভুক্তান্ন কুপিত বায়ু কফে দুষ্ট হয়ে
বাহিরিতে নারি যদি যায় পেটে রয়ে,
প্রাচীন পণ্ডিতে ইহা বিলম্বিকা কয়।
দুশ্চিকিৎস্য রোগ ইহা জানিও নিশ্চয়।
অজীর্ণ জনিত আম থাকে যেই স্থানে,
বড়ই যাতনা হয় শরীরে সেখানে।
দুষ্ট বায়ু অঙ্গে যদি পায় প্রসারণ,
বেদনাদি হয় যত বাতের লক্ষণ।

দাহাদি লক্ষণ অঙ্গে পিত্তের প্রসারে,
গুরু ভার পীড়া আদি কফে যদি ঘেরে,
আম সঙ্গে বিসুচ্যাদি বিকার সকল
জনমি রোগীরে দেয় যন্ত্রণা কেবল।

বিসুচী ও অলসকের অসাধ্য লক্ষণ।

শ্যাববর্ণ ওষ্ঠ, নখ, সকল দশন,
সংজ্ঞা লোপ, অতি বমি, কোঠরে নয়ন,
শিথিল সকল সন্ধি, অতি ক্ষীণ স্বর,—
বিসুচী ও অলসক রোগগ্রস্ত নর
সম্ভোগ যদ্যপি করে এসব লক্ষণ
নিস্তার নাহিক তার নিশ্চয় মরণ।

জীর্ণাহার লক্ষণ।

শরীব মনের বল, বিশুদ্ধ উদ্গার,
মল মূত্র সুনির্গম, লঘু কোষ্ঠ আর
উচিত সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয়,—
মানবের জীর্ণাহার লক্ষণ নিচয়।

ক্রিমি নিদান।

বাহ্য অভ্যন্তব ভেদে ক্রিমি দ্বিপ্রকাব,
জন্মভেদে ক্রিমির বিভাগ কিন্তু চার।
বহির্ম্মল, কফ, রক্ত অথবা বিষ্ঠায়
পূর্ব্ব উক্ত চারি জাতি ক্রিমি জনমায়।
বিভিন্ন নামের ভেদে বিংশতি প্রকারে
নিদানে এ সব ক্রিমি শ্রেণীবদ্ধ করে।

বাহ্য ক্রিমি।

গাত্রমল স্বেদোৎপন্ন বাহ্য ক্রিমিগণ।
ইহারা আকারে, বর্ণে তিলের মতন।
নামটী একের 'যুক' 'লিখ্য' অপরের,
বহুপাদ, কৃষ্ণ, 'যুক' আশ্রয়ী কেশের,
শ্বেত বর্ণ, অতি সূক্ষ্ম, আশ্রয় বসন
লইয়া সতত থাকে 'লিখ্য' ক্রিমিগণ।
কোঠ ও পিড়কা, কণ্ডু,—গণ্ড রোগ যত
'যুক', 'লিখ্য' ক্রিমিগণ আনে অবিরত।

অভ্যন্তর ক্রিমির কারণ।

মধুরান্ন নিত্যাহার, অজীর্ণে অশন,
দ্রব দ্রব্য অতি পান, পিষ্টক ভক্ষণ,
আহার করিলে গুরু, ব্যায়াম বর্জ্জনে,
এক সঙ্গে ক্ষীর মীন বিরুদ্ধ ভোজনে,
অথবা যদ্যপি দিবা নিদ্রা যায় নরে,
আভ্যন্তর ক্রিমি হয় উদর ভিতরে।

পুরীষজ ক্রিমির কারণ।

মাস, পিঠা, অন্ন, শাক, গুড় ও লবণ,
হেন খাদ্য পুরীষজ ক্রিমির কারণ।

কফজ ক্রিমির কারণ।

মাস, মীন, গুড়, ক্ষীর, দধি, শুক্ত আর
কফজ ক্রিমির জন্ম করিলে আহার।

রক্তজ ক্রিমির কারণ।

ক্ষীর, মৎস আদি যত বিরুদ্ধ আহার,
শোনিত দুষিতকর শাক অন্ন আর,

কিছুমাত্র জীর্ণ নয় তবু যদি খায়,
অচিরে রক্তজ ক্রিমি আসিয়া জন্মায়।

অভ্যন্তর ক্রিমির লক্ষণ।

অভ্যন্তরক্রিমিগণ জন্মিলে উদরে,
জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদরোগ করে,
কভু হয় অবসাদ, ভ্রম বা কখন,
জনমে বিদ্বেষ অন্ন করিতে ভোজন।

কফজ ক্রিমির আকার ও নাম।

কফ হ'তে যে সকল ক্রিমি জাত হয়,
তাহারা জনম লয় যথা আমাশয়।
আমাশয়ে অবস্থানে পুষ্ট দেহ ধ'রে
ইতস্ততঃ শরীরের বিচরণ করে।
কোন ক্রিমি স্থূল, কেহ চর্ম্ম লতা সম,
কেহ কেঁচোমত, কেহ ধান্যাঙ্কুরোপম,
সূক্ষ্ম দীর্ঘ কেহ, ক্ষুদ্র কোন ক্রিমিগণ,
শ্বেতবর্ণ কেহ, কেহ তাম্রের বরণ।
অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, আর হৃদয়াদ,
চুরু, দর্ভ, কুসুম, সুগন্ধ, মহাগুদ;—
কফ হ'তে জাত এই সপ্ত ক্রিমিচয়।
এ ক্রিমিতে ঘটে এই দোষ সমুদয়।

কফজ ক্রিমির লক্ষণ।

বমনের বেগ হয়, মুখে উঠে জল,
মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর হয়, অরুচি কেবল,
বায়ুতে উদরে মল মূত্র নিরোধন,
অপাক, কৃশতা, হাঁচি, পীনস লক্ষণ।

রক্তজ ক্রিমির আকার ও নাম।

শোনিতের মধ্যে যত ক্রিমি জন্ম পায়,
অবস্থিতি করে রক্তবাহিনী শিরায়।
সুক্ষ্ম, পাদহীন, গোল, তাম্রের বরণ,
কেহ এত সুক্ষ্ম নাহি হয় বিলোকন,
কেশাদ, রোম বিধ্বংস, মাতৃ নাম ধর,
সৌরস নামীয়, বোম দ্বীপ, উডুম্বর,—
রক্তজ এ ছয় ক্রিমি বড়ই ভীষণ।
তাদের প্রধান কর্ম্ম কুষ্ঠ উৎপাদন।

পুরীষজ ক্রিমি।

পক্কাশয়ে জন্মে পুরীষজ ক্রিমিগণ।
স্বভাব তাদের অধঃ করিতে গমন।
কিন্তু যদি এই ক্রিমি অতি বৃদ্ধি হয়,
উপরে উঠিতে চায় যথা আমাশয়।
তখন উঠিতে থাকে রোগীর উদ্গার,
নিশ্বাসে বাহির হয় দুর্গন্ধ বিস্তার।
কোনগুলি পৃষ্ঠাকৃতি, কেহ গোলাকার,
কেহ সুক্ষ্ম, অতি স্থূল কেহ বা আবার।
শ্যাব, পীত, কেহ শ্বেত, কেহ কৃষ্ণাকার,
নাম অনুযায়ী পঞ্চ জাতিভেদ তারঃ—
ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ কেহ,
কাহারো সশূল আখ্যা, কারো বা লেলিহ।

পুরীষজ ক্রিমির লক্ষণ।

এই ক্রিমি বিমার্গ গমন যদি করে,
মল ভেদ, শূল হয়, স্তব্ধতা উদরে,

পরুষত্তা, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ শরীরে,
এ ক্রিমি মানব অঙ্গে অতি কৃশ করে।
সর্ব্ব দেহ হয় যেন পাণ্ডুর বরণ,
গুহ্য দেশে কণ্ডু ক'রে করে জ্বালাতন।

পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমক নিদান।

পাণ্ডুরোগ পঞ্চবিধ,—বাতের কারণে,
পিত্তে, কফে, সন্নিপাতে, মৃত্তিকা ভক্ষণে,
অতীব ব্যায়াম, কিম্বা অম্বল ভক্ষণ,
মরিচ লঙ্কাদি, মদ্য, মৃত্তিকা, লবণ
বাহুল্য সেবিলে বাত আদি দোষত্রয়
আসিয়া নরের দেহে লইয়ে আশ্রয়
শরীরে শোনিত যত বিদূষিত করে;
ইহারি কারণে চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ ধরে॥

পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইবে যখন,
পূর্ব্বের লক্ষণ হয়, ত্বকের স্ফুটন,
দেহ হয় অবসন্ন; মুখে উঠে জল,
মৃত্তিকা ভক্ষণ ইচ্ছা হয় অবিরল,
অক্ষি গোলকেতে শোথ, মল মূত্র পীত,
অপাক হইবে খাদ্য জানিবে নিশ্চিত।

বাতজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

বাতজ পাণ্ডুতে ত্বক, মূত্র ও নয়ন
রুক্ষ, কৃষ্ণ হয় কিম্বা অরুণ বরণ।
সর্ব্ব অঙ্গে কম্প হয় নাহি রয় স্থির,
বেদনায় ছুঁচে যেন বিঁধিছে শরীর।
বায়ু আকর্ষণে মলমূত্র রোধ হয়,
শেষে ভ্রম এরোগের লক্ষণ নিচয়।

পিত্তজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

পিত্তের প্রকোপে পাণ্ডু রোগ যদি হয়
দেহ, মল, মূত্র, নখ পীতবর্ণ হয়।
দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর, ভাঙ্গা মল নির্গমন;—
পিত্তজ পাণ্ডুর রোগে এ সব লক্ষণ।

শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

লক্ষণ, পাণ্ডুর রোগে জাত যে শ্লেষ্মায়
হয় শোথ, জল ঝরে মুখ নাসিকায়।
তন্দ্রা, অলসতা, অতি গুরুতা শরীরে,
ত্বক, মূত্র, চোখ, মুখ শুক্লবর্ণ ধরে।

সন্নিপাত পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

সন্নিপাত পাণ্ডুরোগে বাতাদি লক্ষণ
বাতজ পাণ্ডুর মত হয় সংঘটন।
এরোগে অরুচি, জ্বর, বেগ বমনের,
কিম্বা হয় বমি তৃষ্ণা, ক্লান্তি শরীরের,
ইন্দ্রিয় শক্তির কিম্বা হয় অপচয়,
ত্যজিবে রোগীরে তার মরণ নিশ্চয়।

বিভিন্ন মৃত্তিকা ভক্ষণের ফল।

বায়ু হয় প্রকুপিত যদি কেহ খায়
খাইতে কষায় লাগে হেন মৃত্তিকায়।
পিত্ত রুষ্ট হয় যদি ক্ষার মাটী খায়।
খাইলে মধুর মাটী কফ রুষ্ট তায়।
মৃত্তিকা ভক্ষণশীল ব্যক্তির শরীরে
বাত আদি দোষ মধ্যে কেহ কোপ করে।
নিজ রৌক্ষ্য গুণে সেই ভুক্ত মৃত্তিকায়
রস আদি হয় রুক্ষ, ভক্ষ্য রুক্ষ তায়।
অজীর্ণই র'য়ে।সেই মৃত্তিকা উদরে
রস বহ যত স্রোতে পূর্ণ, রুদ্ধ করে।
ইন্দ্রিয় শক্তির তাহে করি অপচয়
ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে উপনীত হয়।
তেজ বীর্য্য নাশ করি, সর্ব্বধাতু সার,
তেজঃ যে পদার্থ করি বিনাশ তাহাব,
বল, বর্ণ, অগ্নি আশু করি বিনাশন,
সুভীষণ পাণ্ডুরোগ করে আনয়ন।

পাণ্ডুরোগে ক্রিমি জন্মের লক্ষণ।

পাণ্ডুরোগী কোষ্ঠ মধ্যে ক্রিমি জনমিলে,
ভ্রূ, অক্ষিগোলক, গণ্ড, পাদ, নাভিস্থলে,—
এ সকলে আর তার লিঙ্গে শোথ ধরে।
রক্ত ও কফের সঙ্গে মলত্যাগ করে।

পাণ্ডুরোগের অসাধ্য লক্ষণ।

এই পাণ্ডুরোগ যদি দীর্ঘকাল ধরে
আশ্রয় লইয়া রহে দেহের ভিতরে,

বহুদিন অবস্থানে পাইয়া সময়
যত ধাতু খবীভূত করে সমুদয়।
তাহাতে উপজে বড় ফল বিষময়।—
আরোগ্য না হয় রোগে মরণ নিশ্চয়।
কিম্বা রোগী শোথযুক্ত হইয়া যখন
সর্ব্ব বস্তু পীতবর্ণ করে নিরীক্ষণ,
এবম্বিধ পাণ্ডুরোগ অসাধ্য জানিবে।—
রোগীর জীবন আশা অমনি ছাড়িবে।
অথবা রোগীর যদি মল বদ্ধ হয়,
অথবা শবুজবর্ণ, অল্প অতিশয়,
অথবা সে মলে থাকে কফের সংযোগ,
সে হেতু অসাধ্য হয় এই পাণ্ডু রোগ।
সর্ব্ব অঙ্গ শ্বেতবর্ণে মাখা অতিশয়
রোগীরে দেখিলে যদি এই বোধ হয়,
দোষজ গ্লানিতে পরিপূর্ণ কলেবর,
বমি মূর্চ্ছা হয় কিম্বা তৃষ্ণায় কাতর,
পাণ্ডুরোগে এ সকল বড় কুলক্ষণ।—
রোগীর নিস্তার নাই নিশ্চয় মরণ।
কিম্বা রক্ত ক্ষয়ে অতি শুভ্র দেহ যার,
নিশ্চয় জানিও কম জীবনাশা তার।
দন্ত, নখ, নেত্র যার পাণ্ডুবর্ণ ধরে;
কিম্বা যেই বাহ্যবস্তু পাণ্ডুবর্ণ হেরে।
তা'হলে জানিয়া রেখো সে রোগে তখন,
সংঘটিত সে রোগীর নিশ্চয় মরণ।
কিম্বা শোথযুক্ত হস্ত, পদ, মুখ যার,
কিম্বা হয় ক্ষীণ মধ্য দেহের আকার,

শোথযুক্ত মধ্যভাগ, হস্ত পদ ক্ষীণ,
তখনি তাহার আশা ছাড়িবে প্রবীণ।
কিম্বা গুহ্যে, লিঙ্গে, অণ্ডকোষে শোথ যার,
মূর্চ্ছা, সংজ্ঞা লোপ হয়, জ্বর, অতিসার,
তাহারেও যশোলিপ্সু কবিরাজগণ
অসাধ্য সেরোগ ভাবি কবিবে বর্জন।

কামলা রোগের কারণ ও লক্ষণ।

অতীব বাহুল্যরূপে পাণ্ডুরোগী জন
পিত্তকর দ্রব্য যদি করয়ে সেবন,
তখন তাহার পিত্ত হইয়া কুপিত
রক্ত ও মাংসকে কবে বড়ই দূষিত।
তাহাতে কামলা রোগ কবে উৎপাদন।
পীত হয় নেত্র, ত্বক, নখ ও আনন।
মল মূত্র পীতবর্ণ, কভুবা লোহিত,
শরীর হরিদ্রা বর্ণে হয় আবরিত;
কিবাবর্ণ হয় দেহে কি বলিব আব
পীত কান্তি বরিষার ভেকের প্রকাব।
ইন্দ্রিয় শক্তিব লোপ, অবসাদ, দাহ,
অরুচি, অপরিপাক, বলহীন দেহ।

কুম্ভ কামলার কারণ ও লক্ষণ।

বহুদিন হ'তে পিত্ত সঞ্চিত হইয়া
উপস্থিত করে দেহে কামলা আনিয়া;
কামলা দ্বিবিধ,—এক কোষ্ঠাশ্রয়া হয়,
অপর রক্তাদি ধাতু করয়ে আশ্রয়।

বহুদিন হয় যদি শরীর আশ্রিত,
বিষম কামলা রোগ হয় খরীভূত।
কুম্ভকামলার রূপ সেকারণে ধরে।
অতি কষ্টসাধ্য রোগ সহজে না সরে।

কামলার অসাধ্য লক্ষণ।

এই রোগে যদি মূর্চ্ছা, শোথ হয় অতি,
মুখ, নেত্র, বমি ধরে লোহিত মুরতি,
মল, মূত্র হয় কৃষ্ণ পীত বা লোহিত,
আসে যদি রোগে দাহ অরুচি সহিত,
পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা কিম্বা মূর্চ্ছা যায়,
অগ্নিমান্দ্য হয় কিম্বা সংজ্ঞা লোপ পায়,—
যদ্যপি কামলা রোগে এ সব লক্ষণ,
রোগীর নিকট মৃত্যু জানিও তখন।

কুম্ভ কামলার অসাধ্য লক্ষণ।

কুম্ভকামলার রোগে অরুচি, বমন,
বমনের বেগ, জ্বরে করে আক্রমণ,
শ্বাস, কাশ, মলভেদ, দোষজাত গ্লানি,—
হেন উপদ্রবে রোগী ত্যজয়ে পরাণি।

হলিমক।

পীতবর্ণ, শ্যাব কিম্বা হরিত বরণ
পাণ্ডুরোগগ্রস্ত নর ধরয়ে যখন,
উৎসাহের হ্রাস হয় কিম্বা কমে বল,
মৃদুজ্বর, তন্দ্রা, মন্দ জঠর অনল,
অনিচ্ছা সুরত কাজে, পিপাসা, দাহন,
অরুচি ও ভ্রম আর অঙ্গের বেদন,—

এ সকল উপদ্রব হ'লে উপস্থিত
পাণ্ডু হয় হলীমক নামে অভিহিত।

রক্তপিত্ত নিদান।

আতপ সেবন, শোক, পথ পর্য্যটন,
ব্যায়াম, মৈথুন, লঙ্কা মরীচ সেবন,
অগ্নিতাপ, কটু দ্রব্য ক্ষার ও অম্বলে—
এই সব অতিমাত্র সেবন করিলে,
সেই দোষে মানবের পিত্ত দগ্ধ হয়ে
শীঘ্র রক্ত দুষ্ট করে স্বগুণ নিচয়ে।
চক্ষু, কর্ণ, নাক, মুখ ঊর্দ্ধ মার্গ যত।
দুষ্টরক্ত সেই পথে হয় বহির্গত।
কিম্বা লিঙ্গ, যোনি, গুহ্য, অধোমার্গ দিয়া,
অথবা দুপথে যায় বাহির হইয়া।
কিম্বা যদি এই রক্ত অতি দুষ্ট হয়,
লোমকুপে কখনও বহির্গত হয়।

রক্তপিত্তের লক্ষণ।

রক্তপিত্ত রোগ যবে হইবে প্রকাশ,
অবসাদ হয় আর শৈত্যে অভিলাষ;
কণ্ঠে যেন বোধ হয় ধূম নির্গমণ,
বমি আর লোহগন্ধি নিঃশ্বাস লক্ষণ।

দোষোল্বন রক্তপিত্তের লক্ষণ।

রক্তপিত্ত কফান্বিত হইবে যখন
ঘন ও পিচ্ছিল হয় শোণিত তখন।
অল্প স্নিগ্ধ হয়, অল্প পাণ্ডুবর্ণ ধরে,
বাতান্বিত হ'লে কিন্তু রুক্ষবর্ণ করে।

শ্যাব বা অরুণ বর্ণ রক্তের আকার,
বড়ই তরল হয় ফেনযুক্ত আর।
কৃষ্ণবর্ণ হয় রক্ত হ'লে পিত্তোল্বন,
কিম্বা বট পটোলের ক্বাথের বরণ,
গোমূত্রাভ, ঝুলবর্ণ, কৃষ্ণ, সুচিক্বন,
কভু বা দেখিতে হয় সৌবীর অঞ্জন।
হেন রক্ত জনমিয়া দেহের ভিতরে
উল্লিখিত মার্গ দিয়া আসয়ে বাহিরে।

দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত।

শ্লৈষ্মিকাদি দোষ ভেদে রক্তপিত্ত রোগে
পৃথক লক্ষণ যাহা কহিলাম আগে,
একত্র যদ্যপি হয় দ্বিবিধ লক্ষণ
দ্বন্দ্বজ তাহার নাম কহে বুধগণ।
ত্রিবিধ লক্ষণ তার মিলিত হইলে
সান্নিপাতিকের রক্তপিত্ত তারে বলে।

রক্তপিত্তের যাপ্যাদি লক্ষণ।

কফযুক্ত রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধপথে যায়,
বাতানুগ রক্তপিত্ত অধোমার্গে ধায়।
এই রোগে বাতশ্লেষ্মা দুই যদি মিলে,
রক্ত তাহে ঊর্দ্ধ অধঃ দুই দিকে চলে।
ঊর্দ্ধগ যে রক্তপিত্ত সাধ্য সেই রোগ,
অধোগ সে যাপ্য, তার বহুদিন ভোগ।
যাহে রক্ত ঊর্দ্ধ অধঃ দুই দিকে যায়,
অসাধ্য সে রক্তপিত্ত, রক্ষা নাই তায়।

রক্তপিত্তের সাধ্য লক্ষণ।

*এ রোগে রোগীর দেহে থাকে যদি বল,
কিম্বা অল্প দিন যদি জন্মায় কেবল,
উপদ্রব কিছু যদি নাহি থাকে তায়,
অল্প বেগে রক্ত যদি ঊর্দ্ধপথে যায়,
কাল যদি সেই সঙ্গে উপযুক্ত হয়,—
শিশির অথবা হয় হেমন্ত উদয়,
এ সময়ে রোগের চিকিৎসা যদি করে
সাধ্য হয় রক্তপিত্ত রোগী নাহি মরে।

দোষভেদে রক্তপিত্তের সাধ্যাদি লক্ষণ।

এক দোষে রক্তপিত্ত যদ্যপি জন্মায
সাধ্য রোগ, তাহে আছে জীবন উপায়।
দ্বিদোষেতে জাত যাহা যাপ্য তাহা হয়,
আরোগ্য হইতে লাগে অনেক সময়।
তিন দোষে যে বোগের উৎপাদন করে,
নিস্তার সে বক্তপিত্তে নাহি পায় নবে।
বিবিধ ব্যাধির দ্বারা দেহ যার ক্ষীণ,
মন্দাগ্নি পীড়িত, বৃদ্ধ, পাকশক্তি হীন,
এ হেন রোগীর পক্ষে এ রোগ ভীষণ।
বেগবান রক্তপিত্ত হয় না দমন।

রক্তপিত্তের উপসর্গ।

দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস, বমি আর জ্বর,
মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, তাহার উপর,
ভুক্তান্ন বিদাহ, মূর্চ্ছা, অধৈর্য্য সতত,
হৃদয়ে অতুল্য পীড়া, তৃষ্ণা অবিরত,

মল ভেদ, শিরে তাপ, পুতি নিষ্ঠীবন,
আহারে বিদ্বেষ আর অপাক ভোজন,-
যতেক বিকৃতি এই পূর্ব্বের কথিত
রক্তপিত্ত রোগে হয় উপসর্গ যত।

রক্তপিত্তের অসাধ্য লক্ষণ।

রক্ত হয় যেন মাংস প্রক্ষালন জল,
অথবা অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ কেবল,
অথবা কর্দ্দম মাখা জলের মতন,
কিম্বা মেদ পূয রক্ত একত্র যেমন,
যকৃৎ খণ্ডের মত কভু বা দেখায়,
কিম্বা স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ পাকা জাম প্রায়,
কভু কৃষ্ণ, নীল কভু, বিবিধ বরণ
রক্ত যদি ধরে ইন্দ্র ধনুর মতন,
শবের দুর্গন্ধ আর দুর্ব্বলতা ধরে,
রোগীরে এ সব যদি উপদ্রবে ঘেরে,
কিম্বা যদি রক্তপিত্তে হয় শ্বাস, কাস,
বিফল তখন রোগে আরোগ্য প্রয়াস।
যে সময় রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত নরে
যাবদীয় দৃশ্য বস্তু রক্তবর্ণ হেরে,
নীল নভস্থলে হেরে লোহিত আকার,
নিশ্চয় জানিবে রোগ অসাধ্য তাহার।
অথবা যে বারম্বার রক্ত বমি করে,
কিংবা দেখে লালবর্ণ আপন উদ্গারে,
অথবা যাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হয়,
জানিও তখন তার মরণ নিশ্চয়।

রাজযক্ষ্মা ক্ষত নিদান।

মূত্র পুরীষের বেগ যদি ধৃত হয়,
উপবাস আদি কর্ম্ম দেহ যাহে ক্ষয়,
মহাসাহসের কায মল্ল সনে রণ,
অল্প বা অধিক আদি বিষম অশন,—
এ চারি কারণ হতে যক্ষ্মারোগ হয়,
সান্নিপাতিক এ ব্যাধি বুধগণ কয়।

অনুলোম ক্ষয়।

নর দেহে রসবহা নাড়ী আছে যত
কফ আদি দোষত্রয়ে হইলে রোধিত,
রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা প্রতিদিন
শুক্র ধাতু সনে সর্ব্ব হয়ে যায় ক্ষীণ।
সকল ধাতুর যেই পোষকতা করে,
নাড়ী রোধে সেই রস চলিতে না পারে।
পোষক যখন নাই তখন কেমনে
পরিপুষ্ট হবে দেহে যত ধাতুগণে!
পরিপুষ্টি না পাইয়া সবে হয় ক্ষয়;
এরূপ ক্ষয়কে কহে অনুলোম ক্ষয়।

বিলোম ক্ষয়।

আর এক আছে ক্ষয়, বিলোম তাহারে কয়,
যক্ষ্মার জনম হয় যায়,
রতিক্রিয়া প্রতিদিন, শুক্র হয় তাহে ক্ষীণ
বায়ুর প্রকোপ তাহে পায়।

বায়ুর প্রকোপ হেতু, মজ্জা শুক্রপূর্ব্বধাতু,
দিনে দিনে হয়ে যায় ক্ষয়,
মজ্জা ক্ষয়ে অস্থি ক্ষয়, ক্রমে ক্রমে সমুদয়,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যত ধাতুচয়।
মেদ ধরে মাংস পরে, ক্রমে ক্রমে রক্ত হরে,
সর্ব্বশেষে রসে করে ক্ষীণ,
যেই হয় রস ক্ষয়, মনুষ্যও শুষ্ক হয়,
ক্রমে রোগ কবলে বিলীন।

রাজ যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ।

অঙ্গের বেদনা, শ্বাস, কফস্রাব পরকাশ,
তালুশোষ, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, বমন,
কাশ ও পিনস রোগ, বহুক্ষণ নিদ্রা ভোগ,—
রাজ যক্ষ্মা আগে ভাগে এ সব লক্ষণ।
যক্ষ্মারোগাক্রম্য নর হয় শুক্ল নেত্র ধর,
রোগ পূর্ব্বে মাংসপ্রিয়, মৈথুনেচ্ছু নর,
আর হেন স্বপ্ন দেখে, সজারু, বায়স, শুকে,
অথবা ময়ূর, গৃধ্র অথবা বানর,
কিম্বা কাঁকলাস তায়, বহিয়া লইয়া যায়,
কিম্বা হেরে জল শূন্য স্রোতস্বিনী যত,
হেরে শুষ্ক বৃক্ষগণে, অতি বেগ সমীরণে,
অথবা দাবাগ্নি ধূমে করে আকুলিত।
বেদনা দুপাশে কাঁধে, তপ্ত হয় কর,
রাজযক্ষ্মার লক্ষণ সর্ব্বগতঃ জ্বর।

বাতাদির আধিক্যে যক্ষ্মার লক্ষণ।

যক্ষ্মারোগে বাতের অধিক্য যদি রয়
স্কন্ধ ও উভয় পার্শ্ব সঙ্কুচিত হয়।

বেদনা শূলের সম, ভঙ্গ হয় স্বর,
পিত্তের আধিক্য হ'লে ফল তার জ্বর,
আর রক্ত নিষ্ঠীবন, দাহ, অতিসার।
কফের আধিক্য হ'লে হয় মাথা ভার।
জাত হয় কাস আর অরুচিতে ধরে,
অনুক্ষণ কণ্ঠদেশ সুড় সুড় করে।

অসাধ্য যক্ষ্মা।

উল্লিখিত একাদশ লক্ষণ নিচয়
তন্মধ্যে ত্রিবিধ, কিম্বা উপসর্গ ছয়,
যক্ষ্মারোগে যদি কভু ধরে একাধারে
যশপ্রার্থী কবিরাজ ত্যজিবেন তারে।
কাস, অতিসার আর ভঙ্গ হয় স্বর,
পার্শ্বের বেদনা কিম্বা অরুচি ও জ্বর,—
রোগে যদি উপস্থিত এ সব লক্ষণ,
কিম্বা শ্বাস, কাস আর রক্ত নিষ্ঠীবন,—
এ তিন লক্ষণ যদি একসঙ্গে ধরে
রোগীর নিশ্চয় মৃত্যু বলে মতান্তরে।

যক্ষ্মার অসাধ্য লক্ষণ।

রোগীর যদ্যপি হয় বল মাংস ক্ষয়
তবেই, এ একাদশ তিন কিম্বা ছয়
লক্ষণ যদ্যপি ঘটে রোগীর শরীরে,
কবিরাজ পরিত্যাগ করিবেন তারে,
কিন্তু যদি বল মাংস দুই থাকে তার
চিকিৎসিবে তারে নাহি করি পরিহার।

প্রচুর আহার করে, তবু প্রতিদিন
ক্রমশঃ ক্রমশঃ রোগী হতে থাকে ক্ষীণ ;
অতিসার উপদ্রবে কিম্বা যে পীড়িত,
অণ্ডে ও উদরে যার শোথ উপস্থিত,
বৃথায় সকলি তার ঔষধ সেবন।
অতএব সে রোগীরে করিবে বর্জ্জন।
এ রোগে রোগীর দেহে থাকে যদি বল,
কিম্বা সহে চিকিৎসাব নিয়ম সকল,
রোগ দূরিবারে যদি হয় যত্নবান,
জ্বর হ'তে মাঝে মাঝে যদি পায় ত্রাণ,
আহারে অরুচি নাই, অগ্নি বৃদ্ধি রয়,
চিকিৎসা করিবে তারে সকল সময়।
ঊর্দ্ধশ্বাস, শুক্ল চক্ষু, বিদ্বেষ ওদনে,
বহু শুক্র নিঃসরণ যাতনার সনে,—
এ সব লক্ষণ যদি একটীও ধরে
অসাধ্য সে যক্ষ্মারোগ বোগী প্রাণে মরে।

শোষরোগ নিদান।

মৈথুন, বার্দ্ধক্য, শোক, পথ পর্য্যটন,
ব্যায়াম ও বক্ষ ক্ষত আর হয় ব্রণ,
সপ্তবিধ শোষ হয় এ সপ্ত কারণে ;
একে একে কহি তার প্রত্যেক লক্ষণে।

ব্যবায় শোষ।

ব্যবায় হইতে যাহা উপস্থিত হয়
তাহারে ব্যবায় শোষ পণ্ডিতেরা কয়।

লিঙ্গ অণ্ডকোষে ব্যথা অক্ষম মৈথুনে,
বিলম্বে শুক্রের পাত কিম্বা তার সনে
অল্প অল্প করে হয় শোণিত ক্ষরণ ;—
এ সকল উপদ্রবে করে আক্রমণ।
দেহ ধরে পাণ্ডুবর্ণ, তাহে শুক্র ক্ষয়ে
এই শোষে ক্ষীণ হয় যত ধাতুচয়ে।

শোকজ শোষ।

এ শোষ উৎপন্ন হয় শোকের কারণ।
যাহাব বিয়োগে শোক হয় উৎপাদন
অবিরত থাকে রোগী তাহার চিন্তায় ;
ক্রমে ক্রমে হয়ে যায় শিথিলাঙ্গ তায়।
ব্যবায় শোষের আছে উপদ্রব যত
শুক্রক্ষয় ভিন্ন সব হয় উপস্থিত।

জরা শোষ।

জরা হতে জাত যেই নাম জরা শোষ।
তাহাতে জনম লয় এই সব দোষ।—
দেহের কৃশতা হয়, বীর্য্য, বুদ্ধি, বল,
ইন্দ্রিয় শক্তির হয় অল্পতা কেবল।
ভগ্ন কাংস্যপাত্র মত খন্ খনে স্বর,
বড়ই অরুচি হয় কাঁপে কলেবব।
শ্লেষ্মা হীন শুষ্ক কাস, দেহের গুরুতা,
শুষ্ক মল, রুক্ষ দেহ, চিত্তে অস্থিরতা ;
মুখ ও নাসিকা আর চক্ষুপথ দিয়া
অবিরাম গতি পড়ে সলিল ঝরিয়া।

অধ্ব শোষ

অধ্বশোষ অত্যধিক পথ পর্য্যটনে;
এরোগে মানবে ঘেরে এসব লক্ষণে।—
সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়, কান্তিহীনতায়,
ভর্জ্জিত দ্রব্যের মত রুক্ষ হয় কায়।
ক্লোম, কণ্ঠ, মুখ শুষ্ক হয় দিন দিন,
অধ্বশোষে অবয়ব স্পর্শ শক্তি হীন।

ব্যায়াম জনিত শোষ।

ব্যায়াম জনিত শোষে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ
সকলি বাহুল্যভাবে হয় সংঘটন।
যদিও না ক্ষত হয় বক্ষে কোন স্থান,
ক্ষতের লক্ষণ কিন্তু রহে বিদ্যমান।

ব্রণ শোষ।

যে কোন হ'ক না ক্ষত, তাহার কারণ
আহার যন্ত্রণা, ব্যথা, রক্তনিঃসরণ,—
এই সব দোষ হ'তে যেই শোষ হয়,
অসাধ্যতম সে তারে ব্রণ শোষ কয়।

উরঃক্ষত রোগ।

নিত্য জ্যারোপণ, নিত্য ধনুরাকর্ষণ,
গুরুভার সংবহন, মল্লসনে রণ,
অতি উচ্চস্থান হ'তে হইলে পতিত,
ধাবিত হইলে যার দমন উচিত
হেন পশু—বৃষ অশ্ব ধরিলে সবলে,
অথবা অত্যন্ত বলে দূরে নিক্ষেপিলে

শিলা বা প্রস্তর খণ্ড, কাষ্ঠ বা নির্ঘাত,
ছুটিলে তাড়ন তরে শত্রুর পশ্চাৎ,
করিলে পঠনকার্য্য উচ্চৈঃস্বরে অতি,
যাইলে অনেক দূরে অতি দ্রুত গতি,
সন্তরণে উত্তরণ বড় বড় নদী,
ধাববান অশ্বসনে ছোটা যায় যদি,
শীঘ্র শীঘ্র নৃত্য করা, সুদূরে লম্ফন,
কিম্বা অন্য সুকঠোর কর্ম্ম সম্পাদন,
কিম্বা অতি স্ত্রীসঙ্গম করিলে কখন,
কিম্বা অতি রুক্ষ অল্প করিলে ভোজন,—
এসব কারণে বক্ষ ক্ষত যদি হয়,
ভয়ঙ্কর উরঃক্ষত রোগজাত হয়।

উরঃক্ষতের লক্ষণ।

বক্ষস্থল যেন ভগ্ন হয় এই রোগে,
বিদীর্ণ বিভক্ত কিম্বা হয় দুইভাগে।
পার্শ্বদ্বয়ে ব্যথা কম্প উপস্থিত হয়,
অঙ্গ শোষ, ক্রমে ক্রমে বলবীর্য্য ক্ষয়,
বর্ণ রুচি অগ্নি হ্রাস, ব্যথা আর জ্বর,
মনোদৈন্য মলভেদ হয় নিরন্তর,
অবশেষে অগ্নিলোপ, শেষে কাস সনে
নিরন্তর কফ ঝরে বহু পরিমাণে।
পচাগন্ধ, বর্ণতার শ্যাব কিম্বা পীত,
গ্রন্থিল দেখিতে তাহা শোণিত মিশ্রিত।
বক্ষঃক্ষতে স্ত্রী সেবনে শুক্র ওজঃক্ষীণ,
উরঃক্ষত রোগী তাহে ক্ষীণ দিন দিন।

উরঃক্ষতের পূর্ব্বলক্ষণ।

এই রোগে প্রকাশিত যে সব লক্ষণ,
রোগ পূর্ব্বে অল্প অল্প তার নিদর্শন।
অব্যক্ত লক্ষণ যাহা আগে ভাগে হয়,
তাহাকেই এরোগের পূর্ব্বরূপ কয়।
অতিশয় কাস হয়, রক্ত বমি করে,
এই উরঃক্ষত রোগে বুকে ব্যথা ধরে।
রক্ত কফ শুক্র আর ওজঃ হলে ক্ষয়,
তাহে যদি রোগী হয় ক্ষীণ অতিশয়,
সে কারণে সরক্ত প্রস্রাব হয়, শেষে
দারুণ বেদনা পার্শ্ব পৃষ্ঠ কুক্ষিদেশে।

উরঃক্ষতের সাধ্যাদি লক্ষণ।

রোগীরে যদ্যপি ধরে অল্পই লক্ষণ,
দীপ্তাগ্নি সম্পন্ন যদি হয় সেই জন,
রোগী রহে বলবান, রোগ স্বল্প দিন,
হেন রোগ সাধ্য, তারে দেখিবে প্রবীন।
বর্ষাতীত হয়ে গেলে যাপ্য তারে কয়,
সর্ব্বদোষ পূর্ণ হ'লে অসাধ্য সে হয়।

কাস নিদান।

মুখ নাসাপথে ধূম ধুলি যদি পশে,
বায়ু যদি ঊর্দ্ধগতি করে আমরসে,
ব্যায়াম করিলে কিম্বা রুক্ষান্ন ভোজন
ভুক্ত দ্রব্য করে যদি বিমার্গ গমন,

মলমূত্রাদির বেগ করিলে ধারণ,
নিবৃত্ত করিয়া রাখা হাঁচি আগমন,—
প্রাণ বায়ু একারণে হইয়া কুপিত
দুষ্ট উদান বায়ুব হয় অনুগত ॰
কফ ও পিত্তের সনে হইয়া মিলিত
অকস্মাৎ মুখ হতে হয় বিনির্গত।
ভগ্নকাংস্যপাত্র মত শব্দ তাহে হয় ;
ইহাকেই পণ্ডিতেরা কাসরোগ কয়।

কাসের কারণ।

বায়ু, পিত্ত, কফ, উরঃক্ষত, ধাতু ক্ষয়,—
এ পঞ্চ কারণে পঞ্চ কাস জাত হয়।
ইহা ভিন্ন জরাবশে যেই কাস হয়,
এই দোষে জাত তাহা জানিও নিশ্চয়।
উপেক্ষা কবিলে কাসে হয়ে বলবান
ধাতু ক্ষয়কাবী হয়ে করে কষ্টদান।

কাসের পূর্ব্বরূপ।

কাসরোগ হ'বে যেই তার আগে ভাগে
যবাদির শূঁয়া যেন কণ্ঠদেশে লাগে।
গলা মধ্যে কণ্ডু হয়, গিলিতে আহার,
প্রবেশিতে কণ্ঠদেশে ব্যথা লাগে তার।

বাতিক কাসের লক্ষণ।

বাত-কাসে কপালের শঙ্খ-নাম স্থানে,
উদরে, দুপাশে, শিরে, হৃদি মাঝখানে,
শূলসম ব্যথা হয়, ওজঃ, স্বর, বল
হয় ক্ষীণ, মুখ যেন নীরস কেবল।

স্বরভঙ্গ হয়, কাসবেগ নিরন্তর,
শ্লেষ্মাদি রহিত শুষ্ক কাস তার পর ।

পৈত্তিক কাসের লক্ষণ ।

পৈত্তিক কাসেতে হয় দাহ হৃদয়ের,
জ্বর হয়, শোষ আর তিক্ততা মুখের ।
পীতবর্ণ কটুস্বাদ উঠয়ে বমন,
পাণ্ডুবর্ণ দেহ ধরে, তৃষ্ণা অনুক্ষণ,
কণ্ঠের প্রদাহ হয় কাসের সময়,—
পিত্তকাসে ঘটে এই লক্ষণ নিচয় ।

শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ ।

শ্লেষ্মা-কাসে মুখ যেন মাখান শ্লেষ্মায়,
অবসন্ন দেহ, কষ্ট শিরোবেদনায় ।
কফ পূর্ণ দেহ আর বিমুখ আহারে,
কণ্ডুযুক্ত, সমাক্রান্ত হয় দেহ ভারে ।
কাসে রোগী এই রোগে বেগে নিরন্তর,
অতি ঘন কফ উঠে তাহার উপর ।

ক্ষতজ কাস ।

অত্যন্ত মৈথুন, গুরু ভার সংবহন,
করিলে অত্যন্ত বেশী পথ পর্য্যটন,
যুদ্ধে ব্যবহৃত অশ্ব কিম্বা গজবলে
প্রকাশি শরীর বল ধারণ করিলে,—
রুগ্ন করে দেহে এই কারণ সকল ;
আর হয় সেকারণে ক্ষত বক্ষস্থল ।
অনিল হইয়া সেই ক্ষতের আশ্রিত
অবশেষে কাস রোগ করে উপস্থিত ।

ক্ষতজ কাসের লক্ষণ।

শ্লেষ্মাহীন শুষ্ককাস সর্ব্ব আগে ধরে,
কাস অভিঘাতে হৃদি বিদারণ করে।
হৃদি ক্ষত হেতু রক্ত নিষ্ঠীবন হয়,
জনমে বেদনা কণ্ঠদেশে অতিশয়।
দারুণ আঘাত হলে যেইরূপ করে
সেইরূপ ব্যথা লাগে বুকেব ভিতরে।
তীক্ষ্ণ সূচী বিদ্ধ হ'লে যাতনা যেমন,
কিম্বা যদি বুকে বাজে শূল প্রহরণ,
তাহাতে যেমন হয় যাতনা প্রবল
রোগী বক্ষে সেইরূপ যাতনা কেবল।
দারুণ আঘাতে যদি ভাঙ্গে কোন স্থান,
স্পর্শ নাহি সহাযায যায় যেন প্রাণ,
ক্ষতাশ্রয়ী কাসরোগ যদ্যপি জন্মায়
রোগীব পার্শ্বাদি স্থলে সেই যাতনায়।
ইহা ছাড়া হয় পর্ব্বভেদ, শ্বাস, জ্বর,
দারুণ জনমে তৃষ্ণা, ভঙ্গ হয় স্বর।
যেইরূপ শব্দ করে কপোত সকলে
সেইরূপ শব্দ হয় কাসিবার কালে।

ক্ষয়জ কাস।

যেই খাদ্য বিষম ও অনুকুল নয়
তদাহারে, করিলে মৈথুন অতিশয়,
মলমূত্রাদির বেগ করিলে ধারণ,
অন্নাভাবে আত্মগ্লানি অথবা শোচন,

পাচকাগ্নি যদ্যপি বিকৃত তাহে হয়
রুষ্ট হয় তাহে বাত আদি দোষত্রয়।
সে কারণে দেহ মধ্যে দেহ ক্ষয় কর
জনমে বিষম কাস ক্ষয় নাম ধর।

ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ।

গাত্রশূল, জ্বর হয় এই ক্ষয় কাসে,
কখন বা দাহ হয়, কভু মূর্চ্ছা আসে।
শুদ্ধ এ লক্ষণগুলি ঘটে না কেবল,
মৃত্যু কভু এ রোগের বিষময় ফল।
ক্রমে শুষ্ক হয় রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল,
মাংস হয় ক্রমে ক্ষীণ, শেষে ক্ষীণ বল।
কাস সনে পূয রক্ত নিষ্ঠীবন করে,
হেন রোগে পণ্ডিতেরা দুশ্চিকিৎস্য ধরে।

ক্ষয়জ ও ক্ষতজ কাশের সাধ্যাদি লক্ষণ।

ক্ষয়জ ক্ষতজ কাস ক্ষীণে যদি ধরে,
অবিলম্বে সে রোগীর দেহ নাশ করে।
এরোগে রোগীর কিন্তু যদি বল রয়,
উভয়ই সাধ্য কিম্বা যাপ্য কভু হয়।
অল্পদিন ধরে যদি এই দুই ব্যাধি,
ভাগ্যবশে জ্ঞানী বৈদ্যে চিকিৎসয়ে যদি,
উপযুক্ত সুঔষধ যদি মিলে তায়,
ভাল পরিচারকের যদি সেবা পায়,
রোগীও যদ্যপি যুক্ত হয় সত্ত্ব বলে,
সুফল কভুবা রোগে সেই হেতু ফলে।

জরা কাস।

জরা হ'তে জাত জরাকাস আখ্যা তার,
যাপ্য জরাকাস আছে যতেক প্রকার।

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা।

সাধ্য যদি বোধ হয়, এই রোগ সমুদয়,
চিকিৎসায় করিবে শমন,
কিম্বা যদি যাপ্য হয়, পথ্যাদি ও চিকিৎসায়
যাপিত রাখিবে অনুক্ষণ।

হিক্কা ও শ্বাস নিদান।

উপস্থিত হয় জ্বালা যাহার আহারে,
কিম্বা গুরুপাক দ্রব্য খায় যদি নরে,
বিষ্টম্ভজনক, রুক্ষ, কফের কারণ,
অথবা শীতল দ্রব্য পান ও ভোজন,
বসতি শীতল স্থানে, মুখ আর নাকে
ধূম কিম্বা ধূলি যদি পশে কোন পাকে,
আতপ, প্রবল বেগ বায়ুর সেবন,
ব্যায়ামাদি ক্রিয়া, গুরুভার সংবহন,
মল ও মূত্রের বেগ হয় নিরোধন,
অথবা যদ্যপি হয় অধিক ভ্রমণ,
অপতর্পণাদি কার্য্যে কিম্বা উপবাস,
সমুৎপন্ন হয় রোগ হিক্কা, শ্বাস, কাশ।

হিক্কা অভিধান।

প্রাণ ও উদান বায়ু সশব্দ হইয়া
মুহুর্ম্মুহুঃ ঊর্দ্ধদিকে উঠয়ে ছুটিয়া।

এ বায়ু নির্গমকালে হেন বোধ হয়,—
যকৃৎ ও প্লীহা আর অন্ত্র সমুদয়
মুখদ্বার দিয়া যেন বাহিরিতে চায়।
সত্বর পারগ রোগ জীবন হিংসায়।
কণ্ঠ হ'তে হিক হিক শব্দের উত্থানে,
অভিহিত এই রোগ হিক্কা অভিধানে।

হিক্কার প্রকার ভেদ।

অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা, মহতী,
বায়ু কফ বশে পঞ্চ হিকার উৎপত্তি।

হিক্কার পূর্ব্ব লক্ষণ।

হিক্কারোগ উপস্থিত হইবার আগে
কণ্ঠদেশে, বক্ষঃস্থলে ভার বোধ লাগে।
কষায় আস্বাদ মুখে, কুক্ষির ভিতরে
বোধ হয় গুড় গুড় ধ্বনি যেন করে।

অন্নজা হিক্কা।

অত্যন্ত অধিক পান, অধিক ভোজন,
অকস্মাৎ হয় তাহে বায়ুর পীড়ন।
ঊর্দ্ধে গিয়া বায়ু হিক্কা উৎপাদন করে,
অন্নে জাত তাহাতে অন্নজা নাম ধরে।

যমলা হিক্কা।

রোগীর মাথা ও গ্রীবা দেশ কাঁপাইয়া
যে হিক্কা যমল বেগে বিলম্বে আসিয়া,
জোড়া জোড়া ভাবে আসি প্রবর্ত্তিত হয়,
যমলা তাহার নাম পণ্ডিতেরা কয়।

ক্ষুদ্রিকা হিক্কা।

জত্রুমূল হতে যাহা প্রধাবিতা হয়
মন্দবেগে, বিলম্বে, ক্ষুদ্রিকা তারে কয়।

গম্ভীরা হিক্কা।

বহু উপদ্রববতী নাভি হ'তে ঘোরা,
গম্ভীর নাদিনী হিক্কা কথিতা গম্ভীরা।

মহতী হিক্কা।

সর্ব্ব গাত্র কাঁপে যায়, মর্ম্মে পীড়া পায়,
সতত উৎপাত, কহে মহাহিক্কা তায়।

হিক্কার অসাধ্য লক্ষণ।

সর্ব্বদেহ বিস্তৃত বা আকুঞ্চিত হয়,
দৃষ্টি হয় ঊর্দ্ধগত হিক্কার সময়,
অথবা যে রোগী হয় ক্ষীণ দেহ ধর,
অন্নেতে বিদ্বেষ যার, হিক্কা নিরন্তর,
গম্ভীরা, মহতী হিক্কা যে রোগীরে ধরে,
তখন জানিও স্থির গতপ্রাণ তারে।

রোগীর পক্ষে হিক্কার অসাধ্যতা।

অত্যন্ত সঞ্চিত দোষে সমাক্রান্ত নর,
অনাহারে, বহু রোগে ক্ষীণ দেহ ধর,
জরাবশে কিম্বা অতি মৈথুনকারণ,
যার দেহে হিক্কারোগ করে আগমন,
যে কেন হোক না হিক্কা পঞ্চের ভিতরে,
তাহাই রোগীর আশু প্রাণনাশ করে।

যমলার সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা যদি হয় যমলায়,
অথবা প্রলাপ হয়, রোগী মারা যায়
স্থির ধাতু, হৃষ্টমনা, রহে দেহে বল,
শক্তিযুত নৈসর্গিক ইন্দ্রিয় সকল ;—
যমলাও যদি হয় আছে প্রতিকার,
অসাধ্য লক্ষণ হ'লে বিপরীত তার।

শ্বাসরোগ নিদান।

যে সব কারণে হিক্কা রোগীর শরীরে,
প্রবল হইলে তারা শ্বাস রোগে ধরে।
এই শ্বাস রোগ হয় অতি ভয়ঙ্কর।
গুণভেদে এই ব্যাধি পঞ্চ নাম ধর।

শ্বাসের প্রকার ভেদ।

মহান কাহারো নাম, ঊর্দ্ধ নাম কার,
ছিন্ন কেহ, তমক ও ক্ষুদ্র কেহ আর।

শ্বাসের পূর্ব্ব লক্ষণ।

উদরে আধ্মান হয়, হৃদিপীড়া শূল,
মলমূত্র বদ্ধ হয়ে করয়ে আকুল,
রগে যেন ছুঁচ ফোটে বিস্বাদ বদন,—
শ্বাস পূর্ব্বে সংঘটিত এসব লক্ষণ।
প্রাণ ও উদান বহ স্রোত সমুদয়ে
নিরোধি, নিজেও কফে অবরুদ্ধ হ'য়ে,
কফোল্বণে প্রকুপিত অনিল যখন,
স্বপথ ত্যজিয়া করে বিমার্গ গমন,

যেই তথা ইতস্ততঃ করে বিচরণ,
তখনই শ্বাস রোগ করে উৎপাদন।

মহাশ্বাস।

মত্ত বৃষ রুদ্ধ হ'লে করি আস্ফালন
নিরন্তর ঘোর রব করয়ে যেমন,
মহাশ্বাসে রুষ্ট বায়ু হ'লে ঊর্দ্ধগত,
রোগীও হইলে তাহে অত্যন্ত পীড়িত,
সেই মত্ত বৃষ সম সুভীষণ স্বরে
অবিরত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে।

মহাশ্বাসের লক্ষণ।

এই রোগে নষ্ট জ্ঞান, বিজ্ঞান সকল,
বদন বিকৃত, চক্ষু বিস্তৃত চঞ্চল।
মল আর পুরীষের হয় নিরোধন,
বিশীর্ণ বচন হয়, ক্লান্ত হয় মন।
দূর হতে শ্বাস হয় শ্রবণ গোচর
এ রোগে বিপদ ঘটে বড়ই সত্বর।

ঊর্দ্ধশ্বাস।

এ শ্বাসে যেমন রোগী ঊর্দ্ধশ্বাস লয়,
নাহি পারে অধঃশ্বাস ত্যাগের সময়।
রোগীর বদন আর স্রোত সমুদয়
বিষম শ্লেষ্মার দ্বারা আবরিত হয়।
একারণে বায়ু অতি হইয়া কুপিত
বিষম যাতনা আনি করে উপস্থিত।

ঊৰ্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ।

ঊৰ্দ্ধ দৃষ্টি হয় রোগী, বিভ্রান্ত লোচন,
ক'রে থাকে ইতস্ততঃ বিকৃত দর্শন।
শুল্ক হয় মুখ, মূর্চ্ছা, বেদনা বিশেষ,
চিত্তের বৈকল্য আদি উপদ্রব শেষ।
এই রোগে ঊৰ্দ্ধশ্বাস রুষ্ট হয় ব'লে
অধঃশ্বাস রুদ্ধ হয় ঊৰ্দ্ধ নাহি চলে।
গ্লানিযুক্ত হ'য়ে রোগী তাহারি কারণ
মূর্চ্ছিত হইয়া করে প্রাণ বিসর্জ্জন।

ছিন্নশ্বাস।

এই শ্বাসে রোগী কষ্টে আযাস করিয়া
শ্বাস লয় মাঝে মাঝে থামিয়া থামিয়া।
এ রোগে এমনো ঘটে সময় সময়,—
কোন মতে ঊৰ্দ্ধশ্বাস আকৃষ্ট না হয়।
বদ্ধশ্বাসে অতীব দুঃখার্ত্ত রোগী তায়
পীড়িত হৃদয়চ্ছেদ সম বেদনায়।

ছিন্ন শ্বাসের লক্ষণ।

ইহাতে আনাহ হয়, ঘর্ম্মোদ্গম, মোহ,
চঞ্চল সজল নেত্র আর বস্তি দাহ,
এক চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ হয় ক্ষীণ,
উদ্বিগ্নচিত্ততা ঘটে হয় বর্ণ হীন।
মুখশোষ প্রলাপাদি উপদ্রব যত,
এ ভীষণ রোগে সব হয় উপস্থিত।
এইরূপে ছিন্নশ্বাসে হয়ে পীড্যমান,
অতি শীঘ্র রোগে রোগী ত্যজয়ে পরাণ।

তমকশ্বাস।

প্রতিলোম ভাবে যবে বায়ু প্রাপ্ত হয়,
শরীরের মধ্যগত যত স্রোতোচয়
গলা ও মস্তকে ঘোর ব্যথা জন্মায়িয়া,
তদুপরি শ্লেষ্মে পরিবর্দ্ধিত করিয়া,
আপনিও অবরুদ্ধ হইয়া শ্লেষ্মায়
প্রথমেই নাসাস্রাব রূপে দেখা দেয়।
পরে অতি তীব্র বেগে ঘুর্ ঘুর্ স্বরে
হৃদি বিদারক শ্বাস উৎপাদন করে।

তমক শ্বাসের লক্ষণ।

চতুর্দ্দিক হেরে রোগী যেন অন্ধকার,
তৃষ্ণায় আকুল, ইচ্ছা না রহে চেষ্টার,
কাসিতে কাসিতে মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যায়।
যতক্ষণ ধ'রে শ্লেষ্মা নির্গম না পায়
ততক্ষণ ক্লেশ বোধ হয় অতিশয়,
নির্গমনে ক্ষণকাল সুখ বোধ হয়।
অতি কষ্টে কথা আসে, কণ্ঠে কণ্ডুয়ন,
শ্বাসের যন্ত্রণা আসে করিলে শয়ন।
অনিদ্রা, উভয় পাশে বেদনা ভীষণ,
বসিলে কিঞ্চিৎ হয় আরাম তখন।
উষ্ণে অভিলাষ হয়, চক্ষু দুটী ফুলে,
যন্ত্রণার আতিশয্য, ঘর্ম্মও কপালে,
মুহুর্মুহুঃ শ্বাস হয় শুকায় বদন।
কোন ব্যক্তি করে যদি গজে আরোহণ

তাহার যেমন গাত্র হয় সঞ্চালিত,
সেই মত হয় রোগে শরীর কম্পিত।
এই শ্বাস মেঘ, বৃষ্টি, পূর্ব্ব বায়ু, শীত
কিম্বা শ্লেষ্মাকর দ্রব্যসমূহে বর্দ্ধিত।
যদিও তমক শ্বাস হয় যাপ্য রোগ,
সাধ্য হয়, যদি হয় অল্পদিন ভোগ।

প্রতমকশ্বাস।

যদ্যপি তমকশ্বাসে হয় মূর্চ্ছা, জ্বর,
তখন সে রোগ প্রতমক নামধর।

প্রতমক শ্বাসের লক্ষণ।

উদাবর্ত্ত রোগ দেহে ধরয়ে যখন,
নাসিকায় ধুলি যদি পশে কদাচন,
বিদগ্ধ অজীর্ণ, আমাজীর্ণ যদি ধরে,
মল ও মূত্রের বেগ রোধ যদি করে,—
উপস্থিত হয় যদি এ সব কারণ
প্রতমক শ্বাসে তাহা করে উৎপাদন।
এই প্রতমক শ্বাস তমোময় স্থানে
অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তমোময় গুণে।
রোগী বোধ করে যেন প্রবিষ্ট আঁধারে।
প্রতমক অন্য নাম সন্তমক ধরে।

ক্ষুদ্র শ্বাস।

শ্রমে আর রুক্ষ দ্রব্য করিলে সেবন
কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু হয় কুপিত যখন
কুপিত হইয়া বায়ু হয় ঊর্দ্ধগত,
সেকারণে করে দেহে শ্বাস উপস্থিত।

অল্পক্ষণ থাকে শ্বাস, অল্পই লক্ষণ,
সে হেতু ইহাকে ক্ষুদ্র বলে বুধগণ।

ক্ষুদ্র শ্বাসের লক্ষণ।

মহাশ্বাস আদি দেহে কষ্ট দেয় যত,
ক্ষুদ্র শ্বাসে দেহে ক্লেশ নাহি হয় তত।
বদ্ধ নাহি করে দেহে স্রোত সমুদয়,
ক্ষুদ্রশ্বাস জীবনের বিনাশক নয়।
পান কিম্বা ভোজনের সমুচিত গতি,
এই ক্ষুদ্রশ্বাস রোগে না পায় বিরতি।
ইন্দ্রিয়াদি আছে যত দেহের ভিতরে,
পীড়া বা যন্ত্রণা কিছু বোধ নাহি করে।

শ্বাসের সাধ্য লক্ষণ।

ক্ষুদ্রশ্বাসে ধরে কিম্বা দেহে থাকে বল,
সম্যক না দেখা দেয় লক্ষণ সকল,
তা হইলে আছে শ্বাস যতেক প্রকার,
সমস্তই সাধ্য, রোগী লভয়ে নিস্তার।

শ্বাসের সাধ্যাসাধ্য ভেদ।

পঞ্চবিধ শ্বাস মধ্যে ক্ষুদ্র নাম যার,
অনায়াসে সেই রোগ হয় প্রতিকার।
তমক প্রয়াসসাধ্য সম্পূর্ণ লক্ষণে,
অসাধ্য অপর তিন ঔষধ না মানে।
কিন্তু যদি অতীব দুর্ব্বল হয় নর,
তমক (ও) অসাধ্য হয় প্রাণ নাশকর।
সন্নিপাত জ্বর আদি রোগ সুভীষণ,
যদিও সত্বর প্রাণ বিনাশ কারণ,

কিন্তু হিক্কা শ্বাস এই দুটীতে যেমন,
আশু প্রাণনাশী, অন্যে নহেক তেমন।

স্বরভেদ নিদান।

উচ্চৈঃস্বরে সম্ভাষণ, কিম্বা বেদাদি পঠন,
আঘাত লাগিলে কণ্ঠে কিম্বা বিষ পানে,
অনিলাদি দোষত্রয় যদি প্রকুপিত হয়,
এ সব কারণে কিম্বা অপর কারণে
অবরোধ করে তারা স্বর বহ চারি শিরা,
তাহার প্রধান ফল স্বরভঙ্গ হয়।
স্বরভেদ একারণ কহে রোগে বুধগণ;
কারণ প্রকার ভেদে স্বরভেদ ছয়।

স্বরভেদের প্রকার ভেদ।

বাত হ'তে, পিত্তবশে, শ্লেষ্মার আধিক্য হ'লে,
কোন স্বরভেদ জাত সন্নিপাত জোরে;
কেহ মেদজাত হয়, কাহার (ও) কারণ ক্ষয়,
এই মত ছয় স্বরভেদ ধরে নরে।

বাতিক স্বরভেদের লক্ষণ।

মল, মূত্র, চক্ষুদ্বয়, মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়;
গর্দ্দভ যেমন উচ্চে করয়ে চীৎকার,
অল্পে অল্পে সেই মত, কণ্ঠ হতে অবিরত
বাতজাত স্বরভেদে শব্দ হয় বার।

পৈত্তিক স্বরভেদের লক্ষণ।

পৈত্তিক যদ্যপি হয় স্বরভেদে সমুদয়,
পীতবর্ণ মল, মূত্র, নয়ন, আনন;

কথা কহিবার কালে দাহ উপস্থিত গলে,—
এই স্বর ভেদে ঘটে এ সব লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক স্বরভেদের লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক যে রোগ তায় শ্লেষ্মে কণ্ঠ রোধ পায়,
তাহে হয় অতি অল্প বাক্য নিঃসরণ ;
দিবসে রবির করে কফ মন্দীভাব ধরে,
কিছু ভাল কথা রোগী কহে সে কারণ।

ত্রিদোষজ স্বরভেদের লক্ষণ।

বায়ু, পিত্ত, কফ জাত স্বরভেদে অবিরত
হয়ে থাকে প্রকাশিত যে সব লক্ষণ,
সান্নিপাতিকের রোগে সে সব লক্ষণ ভোগে,
হেন রোগ অসাধ্য কহেন বুধগণ।

ধাতু ক্ষয়জ স্বরভেদের লক্ষণ।

যদি হয় ধাতু ক্ষয়, তাহে যেই রোগ হয়
এবম্বিধ স্বরভেদে বাক্য ক্ষয় পায়,
রোগীর উপজে মনে বাক্য যত ধূমসনে
কথা কহিবার কালে যেন বাহিরায়।

ক্ষয়জ স্বরভেদের লক্ষণ।

যাহার কারণ ক্ষয় হেন রোগে যদি হয়
হতবাক্ রোগী—কথা ফুটে নাক আর,
হেন স্বরভেদ হেরি সে রোগীরে পরিহরি
যাইবেন কবিরাজ না বুঝি নিস্তার।

মেদজ স্বরভেদের লক্ষণ।

মেদ হ'তে জন্ম যার, এ সব লক্ষণ তার,—
মেদ আর শ্লেষ্মে হয় লিপ্ত গলদেশ,

কণ্ঠ লগ্ন বাক্য হয়, অস্পষ্ট, বিলম্বে কয়,
হয় রোগী পিপাসায় কাতর অশেষ ॥

অসাধ্য স্বরভেদ।

দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ নর কিম্বা কৃশ দেহ ধর—
এহেন মানবে যদি স্বরভেদ ধরে ;
দীর্ঘকাল স্থিতি যার, জন্মাবধি জাত আর
কিম্বা যেই রোগ ধরে অতি স্থূল নরে,
সন্নিপাত জাত রোগ তাহে যদি হয় ভোগ
বাতাদি ত্রিদোষ জাত সকল লক্ষণ,—
এই স্বরভেদ যত যদি দেহে সমাশ্রিত
নিবৃত্তি না পায় রোগে ঘটায় মরণ।

অরোচক নিদান।

বাত আদি দোষ যত কিম্বা ধরে সান্নিপাত
হয় তারা অরুচি কারণ,
অতি লোভ, শোক, ভয় কিম্বা অতি ক্রোধ হয়,
ঘৃণা জন্মে এমন ভোজন ;
যে গন্ধ করি আঘ্রাণ ঘৃণা মনে পায় স্থান,
সেইরূপ, ঘৃণা যাহা হেরে—
আগন্তু কারণ চয়, তাহে অরোচক হয়
আগন্তুজ বলে তেঁই তারে।

বাতজ অরোচকের লক্ষণ।

মুখ হয় কসা কসা, দাঁতগুলি যেন ঘসা
অম্ল যথা করিলে ভোজন,

বাত হ'তে জন্ম পায় হেন অরোচক তায়
সংঘটিত এ সব লক্ষণ।

পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ অরোচকের লক্ষণ।

পিত্তজাত অরোচকে তিক্ত, অম্ল লাগে মুখে
বিস্বাদ, দুর্গন্ধ, উষ্ণ আর,
অরোচক যে শ্লেষ্মায় মুখের আস্বাদ তায়
লবন, মধুর কভু তার।
হড় হড়ে নালে ভরা, ভিতর শীতল পারা,
বোধ হয় যেন গুরুভার,
রোগীব বদন যেন কফ লিপ্ত অনুক্ষণ,
অক্ষম সে কবিতে আহাব।

আগন্তুজ অরোচকের লক্ষণ।

অতিলোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ আদি রিপুচয়,
আঘ্রাণে বিরাগ জন্মে যায়,
অথবা যার আঘ্রাণ অপবিত্র হয় জ্ঞান,
এই মত গন্ধ সমুদায়,—
আগন্ত কারণ যত, তাহে যে অরুচিজাত
তাহে মুখ বিরস না হয়;
বাতজাদি দোষ মত যদি নাহি দোষ তত,
কিন্তু খাদ্যে রুচি নাহি রয়।

ত্রিদোষজ অরোচকের লক্ষণ।

ত্রিদোষজ অরোচকে এক রস নয় মুখে
তিন দোষ একত্র যেমন,
যাহার লক্ষণ যত হ'য়ে সর্ব্ব সম্মীলিত
দেহ মাঝে করে আনয়ন।

দোষভেদে অরোচকের ফল।

বাতজ যে রোগ তায় শূল সম বেদনায়
আক্রমণ করয়ে হিয়ায়,
পিত্তের অরুচি হ'লে হয় তৃষ্ণা, দেহ জ্বলে,
রোগে যেন রক্ত চুষে খায়।
শ্লৈষ্মিক অরুচি তায় কফের প্রসেক পায়,
ত্রিদোষজে সকল লক্ষণ,
শোকাদি কারণ জাত রোগে মোহ উপস্থিত
জড়তা ও ব্যাকুলিত মন।

ছর্দ্দি অর্থাৎ বমন নিদান।

বায়ু, পিত্ত, কফ কিম্বা মিলিত ত্রিদোষ
যদ্যপি শরীর মাঝে করে অতি রোষ,
বিকৃতি দর্শন কিম্বা অপ্রিয় ভোজন,
মন্দ গন্ধ ঘ্রাণ আদি বীভৎসালোচন,
উপস্থিত হয় যদি এ পঞ্চ কারণ,
নরদেহে ছর্দ্দি রোগ করে আনয়ন।
অতি দ্রব, অতি স্নিগ্ধ, অহৃদ্য ভোজন,
অকালে আহার কিম্বা অধিক লবন,
এমন আহার যাহে দেহ কষ্ট পায়,
অতি বেশী কিম্বা যদি তাড়াতাড়ি খায়,
ক্রিমিদোষ, অজীর্ণ, উদ্বেগ, শ্রম, ভয়,
স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থা হয় যে সময়,—
এ সকল কিম্বা অন্য বীভৎস কারণ
যেই দোষ দেহ মধ্যে করে আনয়ন,

উৎক্লেশিত হয়ে তাহা ঊর্দ্ধপথে ধায়,
আচ্ছাদিত করে মুখে, পীড়া দেয় তায়।

ছর্দ্দির সাধারণ লক্ষণ।

শরীর ভাঙ্গিলে যথা হয় নিপীড়ণ
তেমতি পীড়িয়া দেহে উঠয়ে বমন।
বমনের আগে গাত্র বমি বমি করে,
উদ্গারনিরোধ, মুখে লোনা জল ঝরে;
পানাহারে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাহি রয়।—
এ সব লক্ষণ রোগে উপস্থিত হয়।

বাতিক ছর্দ্দির লক্ষণ।

বাতিক বমনে ব্যথা হৃদি, পার্শ্বদেশে,
নাভিস্থলে, শিরে শূল আর মুখ শোষে;
স্বরভঙ্গ হয়ে যায়, উঠে থাকে কাস,
গায়ে যেন ফোটে ছুঁচ,—লক্ষণ প্রকাশ।

পৈত্তিক ছর্দ্দির লক্ষণ।

মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, মুখশোষ পৈত্তিক বমনে;
মাথায়, তালুতে তাপ আর দুনয়নে;
চারিদিক অন্ধকার করে দরশন;
ভ্রম জন্মে, এ রোগের ইহাই লক্ষণ।
গরম পদার্থ উঠে বমির সহিত;
বর্ণ তার ধুম্র, কভু হরিত বা পীত।
উঠিবার কালে বমি তিক্ত করে গলা;
বুকেতে আগুণ জ্বলে, কণ্ঠ করে জ্বালা।

কফজ ছর্দ্দির লক্ষণ।

কফজে মধুর মুখ, তন্দ্রা, কফ ঝরে,
ভোজনে অনিচ্ছা যেন পেট থাকে ভরে।

অরুচি জন্মায় বড়, নিদ্রা হয় আর,
সর্ব্বদাই দেহ যেন হয়ে থাকে ভার,
স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু, শুক্লবর্ণ বমি তায় ;
বমনের কালে দেহ রোমাঞ্চিত হয়।
যদিও পৈত্তিক মত উঠয়ে বমন
ইহাতে যাতনা কিন্তু না হয় তেমন।

ত্রিদোষজ ছর্দ্দির লক্ষণ।

অরুচি, অপাক, শূল ত্রিদোষ বমনে,
প্রদাহ, পিপাসা, শ্বাস, মূর্চ্ছা ক্ষণে ক্ষণে ;
সদা অম্ল, লোনারস, নীল বা লোহিত,
ঘন, উষ্ণ বস্তু উঠে বমির সহিত।
মল, মূত্র, স্বেদ, অম্বুবহ স্রোতোচয়
রুদ্ধ ক'রে রুষ্ট বায়ু ঊর্দ্ধগত হয়।
দোষ পায় কোষ্ঠ, তাহে পূর্ব্বে সঞ্চিত
দুষ্ট স্বেদ, ধাতু, মল ঊর্দ্ধে হয় নীত।
অতিবেগে উদ্দীরিত হইয়া তখন,
ছর্দ্দিরূপে বহির্ভাগে করে আগমন।
দুষ্ট হ'লে ধাতুবাহি স্রোত সমুদায়,
বমনও মলমূত্র রূপ গন্ধ পায়।
তৃষ্ণা, শ্বাস, হিক্কাদ্বারা হইয়া পীড়িত,
এহেন বমনে রোগী মরয়ে ত্বরিত।

আগন্তুজ ছর্দ্দি।

বীভৎসজ, গর্ব্ভহেতু, কুদ্রব্য ভোজনে,
আমরসে আর যাহা আনে ক্রিমিগণে—

আগন্তু কারণে জাত এ পঞ্চ বমন;
আগন্তুজ নাম তারা ধরে সে কারণ।
বাতাদি দোষের যার লক্ষণ হেরিবে,
আগন্তুজে তার মত চিকিৎসা করিবে।

ক্রিমিজ ছর্দ্দির লক্ষণ।

ক্রিমিজ বমিতে হয় বেদনা শূলের,
অধিক জনমে তথা বেগ বমনের।
ক্রিমি হতে জাত হয় যেই হৃদ রোগ
তার মত ইহাতে লক্ষণ হয় ভোগ।

ছর্দ্দির অসাধ্য লক্ষণ।

রোগীর যদ্যপি হয় ক্ষীণ কলেবর,
রক্ত, পূযযুক্ত বমি করে নিরন্তর।
মযুর পেখমবর্ণ বমি যদি করে,
কাস আদি উপদ্রব তাহে যদি ধরে,
তাহলে অসাধ্য রোগ, কিন্তু উপদ্রবে
রহিত যদ্যপি হের চিকিৎসা করিবে।

তৃষ্ণা নিদান।

ভয়, শ্রম, বল ক্ষয়, যাহে বায়ু রুষ্ট হয়,
কিম্বা যাহে পিত্ত বিবর্দ্ধিত,
রুষ্ট বায়ু সহকারে ঊর্দ্ধে আগমন করে
রুষ্টপিত্ত স্বস্থান সঞ্চিত।
তালুদেশ, ক্লোম আর করি পিত্ত অধিকার
তৃষ্ণা রোগ উপস্থিত করে।

জলবাহী স্রোত যত বাতাদি দোষ দূষিত
হইলে পিপাসা রোগে ধরে।

তৃষ্ণার প্রকার ভেদ।

বাতে, পিত্তে জন্ম কাব, কফজ, ক্ষতজ আর
কেহ আম, কেহ অন্নজাত,
বিভিন্ন লক্ষণচয় ভিন্ন দোষে জাত হয়;
লক্ষণে তৃষ্ণার ভেদ সাত।

বাতিক তৃষ্ণার লক্ষণ।

বাত জাত পিপাসায় মুখ পায় শুষ্কতায়,
কখন দেখিতে হয় ম্লান,
রগে আর শিরোপবে দারুণ বেদনা ধরে
সূচীবেধ বেদনা সমান।
রস অম্বুবাহী ধারা অবরুদ্ধ হয় তারা,
বদনেব আস্বাদ বিকৃত—
ঘ ে দোষ এ সকল পি'লে সুশীতল জল
বাতজাত পিপাসা বর্দ্ধিত।

পৈত্তিক তৃষ্ণার লক্ষণ।

পিত্তজ তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা, আহারে বিদ্বেষ,
রক্তনেত্র, দাহ আর প্রলাপ অশেষ।
অতীব মহতী তৃষ্ণা, শীতে অভিলাষ,
মুখতিক্ত, অনুতাপ—লক্ষণ প্রকাশ।

কফজ তৃষ্ণার কারণ।

জলীয় পদার্থ কফ, কিন্তু যদি তায়
জঠরাগ্নি ঊর্দ্ধ হ'তে আচ্ছাদন পায়,

তাহাতে তাহার উষ্মা অধোগত হয়ে
শুষ্ক করে জলবহ স্রোত সমুদায়ে।
তাহাতেই সমুৎপত্তি হয় পিপাসার।
এ রোগে জনমে বড় আধিক্য নিদ্রার।

কফজ তৃষ্ণার লক্ষণ।

মুখমধ্যে মিষ্ট মিষ্ট আস্বাদন হয়,
কলেবর হয়ে যায় শুষ্ক অতিশয়।

ক্ষতজ তৃষ্ণার কারণ।

অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে যদি অঙ্গ ক্ষত হয়,
তাহা হ'তে হয় যেই যন্ত্রণা উদয়,
তাহে কিম্বা রক্তস্রাবে তৃষ্ণাজাত হয়।
এই হেতু ইহাকে ক্ষতজ তৃষ্ণা কয়।

ক্ষয়জ তৃষ্ণা।

বলক্ষয় হেতু যেই তৃষ্ণার উদয়,
তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা বুধগণ কয়।

ক্ষয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ।

ক্ষয়জ তৃষ্ণার্ত্ত নর দিবস নিশায়,
মুহুর্মুহুঃ জলপানে তৃপ্তি নাহি পায়।
কারো মত এই তৃষ্ণা জাত সন্নিপাতে,
এ সব লক্ষণ ঘটে সুশ্রুতের মতে।
হৃদয়ে জনমে পীড়া, কম্প অতিশয়,
বলক্ষয়ে শূন্য শূন্য হেরে সমুদয়।

আমজ তৃষ্ণার লক্ষণ।

আমজ তৃষ্ণায় শূলে পীড়িত হৃদয়,
নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, অবসাদ হয়,
বাতাদি ত্রিদোষ জাত যতেক লক্ষণ
এই রোগ ধরে সবে অজীর্ণ কারণ।

অন্নজ তৃষ্ণা।

ঘৃত, তৈল—স্নেহযুক্ত খাদ্য ও লবণ,
অম্ল, কটু, গুরুপাক করিলে ভোজন,
সত্বর পিপাসা আসি উপস্থিত হয়,
ইহাকে অন্নজা কিম্বা ভক্তোদ্ভবা কয়।

তৃষ্ণার অসাধ্য লক্ষণ।

যেই রোগ জাত দেহে যদি উপসর্গ তাহে—
দারুণ প্রকোপ পিপাসার,
উপজে ক্ষীণতাস্বরে, মূর্চ্ছা হয়, ক্লান্তি ধরে,
মুখকণ্ঠ তালুশোষ আর।
শরীর শুষিয়া যায়, কষ্টেতে প্রশম পায়
উপসর্গ-তৃষ্ণা ভয়ঙ্করী ;
বাতজাদি দোষগণ করে তৃষ্ণা আনয়ন ;
সপ্ত মধ্যে গণ্য তাই করি।
জ্বর, মূর্চ্ছা, ক্ষয়, কাস, প্রবল পিপাসা, শ্বাস
কিম্বা রোগী কৃশ যদি হয়,
বমি, মুখশোষ আদি উপদ্রবে ধরে যদি
তৃষ্ণারোগে জীবন সংশয়।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসাধিকার।

ক্ষীণ, কিম্বা বহুদোষে ব্যাপ্ত দেহ যার
হেন ব্যক্তি করে যদি বিরুদ্ধ আহার,
কিম্বা মলমূত্রাদির বেগ যদি ধরে,
অথবা কাতর হয় লগুড় প্রহারে,
কিম্বা তার সত্ত্ব গুণ অল্প যদি হয়—
তাহে বাত আদি উগ্র দোষ সমুদয়
বাহ্যেন্দ্রিয়ে—যেথা মন করে অধিষ্ঠান,
মনোবহ স্রোত, যার দেহ মধ্যে স্থান,—
যেই পশে রুষ্ট দোষ, এ সর্ব্ব ভিতরে,
তখনই সে কারণে মূর্চ্ছা যায় নরে।
অথবা ধমনী, শিরা যে নাড়ী আশ্রয়
করিয়া ইন্দ্রিয়ে মন স্থান প্রাপ্ত হয়,
সেই সংজ্ঞাবহ নাড়ী আছে যত দেহে
বাত আদি দোষগণে আবরিত রহে।
সংজ্ঞানাশে সুখ দুঃখ বোধ নাহি থাকে,
তমোগুণ অকস্মাৎ বাড়ে সেই পাকে।
সুখ দুঃখে সমজ্ঞান মৃতকল্প নর
কাষ্ঠবৎ হয়ে পড়ে ভূমির উপর।

মূর্চ্ছার প্রকার ভেদ।

বাত, পিত্ত, শ্লেষ্ম, রক্ত, মদ্য, বিষ ছয়।
এই ছয়ে ষড়বিধ মোহরোগ হয়।
যদিও এ ষড় দোষে মোহ জন্ম ধরে,
সকল মোহেই কিন্তু পিত্ত বল করে।

মূর্চ্ছার পূর্ব্ব লক্ষণ।

হৃৎপীড়া, জৃম্ভণ, গ্লানি, বাহ্যজ্ঞান হ্রাস,—
মোহ পূর্ব্বে এ সকল লক্ষণ প্রকাশ।
ব্যক্ত যেই হবে মোহ দোষ দেখি তার,
কি কারণে জন্মরোগ করিবে বিচার।

বাতিক মূর্চ্ছার লক্ষণ।

বাতজ মূর্চ্ছায় রোগী করে দরশন
নভঃস্থল নীল, কৃষ্ণ, অরুণ বরণ।
দেখিতে দেখিতে নভঃ রোগী মূর্চ্ছা যায়,
আবার সত্বর রোগী সংজ্ঞালাভ পায়।
গাত্র ভাঙ্গে, কম্প হয়, হৃদি নিপীড়ন,
কৃশ দেহ, কান্তি শ্যাব অরুণ বরণ।

পৈত্তিক মূর্চ্ছার লক্ষণ।

হেরে রোগী নভঃস্থল পিত্তজ মূর্চ্ছায়
হরিত বা রক্ত পীত মাখা যেন তায়।
হেরিতে হেরিতে বর্ণ হয় সে মূর্চ্ছিত
সংজ্ঞালাভে হয় ঘর্ম্ম আর পিপাসিত।
সন্তাপ ও রক্ত, পীত, অরুণ নয়ন,
ভাঙ্গামল, পীতবর্ণ কান্তি এলক্ষণ।

শ্লৈষ্মজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।

শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছায় রোগী আকাশ নেহারে
মেঘাচ্ছন্ন, মেঘাভ বা ঢাকা অন্ধকারে—
এবম্বিধ হেরি রূপ রোগী মূর্চ্ছা যায়ঃ
সত্বর কিন্তু না আর সংজ্ঞালাভ পায়।

আর্দ্র চর্ম্মে ঢাকা হলে যথা গুরুভার
সংজ্ঞালাভে অঙ্গে বোধ করে সেপ্রকার।
তখন বদন হ'তে তার লাল ঝরে,
মূর্চ্ছাভঙ্গে রোগীর গা বমি বমি করে।
বাতজাদি তিন মোহে ঘটে যে লক্ষণ
সন্নিপাতে সে সকল হয় সংঘটন।
সন্নিপাত মোহে রোগী অপস্মার মত
প্রবল বেগেতে হয ভূমে নিপতিত।
দীর্ঘকাল পবে রোগী জ্ঞান পায় ফিরে।
কিন্তু অন্য দোষ যত আছে অপস্মারে—
দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ, ফেন বমি আর
বিকৃত নযন আদি অঙ্গের বিকার,—
অপস্মাবে যেই সব ভীষণ লক্ষণ
সন্নিপাত মূর্চ্ছায় না হয় সংঘটন।

রক্ত গন্ধে মূর্চ্ছার কারণত্ব।

তমোগুণ বহুলতা জল মৃত্তিকায়,
তদন্যয় রক্ত গন্ধ—দুই আছে তায়।
ভূমি জল যেইরূপ তমোগুণ ধরে,
সেইরূপ তমোগুণ রক্তেব ভিতরে।
মানব বাহুল্যভাবে তমোগুণ ধর,
একাবণে রক্ত গন্ধে মূর্চ্ছা যায় নর।
কারো মত পদার্থের স্বভাবই কারণ।
যে হেতু কখন শুদ্ধ করি দরশন,
না করি আঘ্রাণ দ্রব্য মূর্চ্ছা যায় নরে।
সেইমত এহেন স্বভাব রক্ত ধরে,

কবে যদি দরশন কিম্বা লয় ঘ্রাণ,
কখন কখন মোহে হ'রে লয় জ্ঞান।

তৈলাদি বিষের গুণ।

তৈল, মদ্য, বিষ আদি বিষ নাম যার
দশগুণ শাস্ত্র মতে—লঘু, রুক্ষ আর
বিষদ, ব্যবায়ী, আশু, অনির্দ্দেশ্য রস,
বিকাশী, সুক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এই দশ।
তৈলেতে বিষেব গুণ তীব্র কিন্তু নয়,
তৈল হ'তে একাবণ মূর্চ্ছা নাহি হয়।
বিষ আব মদ্য তীব্রতব গুণ ধবে,
এই হেতু বিষ মদ্যে মূর্চ্ছা যায় নবে।

রক্তজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।

স্তব্ধীভূত অঙ্গ, দৃষ্টি, বক্তজ মূর্চ্ছায়
অস্পষ্ট করিয়া তুলে প্রশ্বাস ক্রিযায়।

মদ্যজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।

জন্মে যেই মূর্চ্ছা কবি অতি মদ্য পান,
তাহে ভ্রান্ত চিত্ত হয়ে,' কিম্বা হতজ্ঞান
হস্ত পদ চালে বোগী ভূমিতে পড়িয়া,
ভুল বকে, শেষে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া।
যতক্ষণ মদ্য জীর্ণ না হয় উদরে,
ততক্ষণ রোগী নাহি সংজ্ঞালাভ করে।

বিষজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।

বিষজ মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা হয় আব,
তৃষ্ণায় আকুল রোগী হেরে অন্ধকার।

কন্দমূল, ফল, পত্র, ক্ষীরাদি ভোজন
বিষাক্ত হইলে আনে যে সব লক্ষণ,
হেন বিষ পানে রোগী হইলে মূর্চ্ছিত
তীব্রভাবে লক্ষণাদি হয় প্রকাশিত।

তমোগুণ ও দোষ যোগের ফল।

মূর্চ্ছার উদয় হয় পিত্ত, তমো গুণে;
ভ্রম হয় বায়ু, পিত্ত, রজঃসম্মীলনে;
বায়ু, কফ, তমোগুণে তন্দ্রার উদয়;
শ্লেষ্মা, তমোগুণ যোগে নিদ্রা অতিশয়।

ভ্রম রোগের লক্ষণ।

ভ্রম রোগ যদি হয় বোধ হয় সে সময়
সমস্ত পদার্থ ঘুরে, নিজের শরীর;
দাঁড়াইতে যদি চায় ভুমিতে পড়িয়া যায়,
কিছুতে চরণ তার নাহি রয় স্থির।

নিদ্রার লক্ষণ।

নিদ্রায় ইন্দ্রিয়, মন মোহে পায় আচ্ছাদন,
নিদ্রিত মানব তাহে জ্ঞানশূন্য রয়;
লইতে ইন্দ্রিয়গণ নাহি পারে সে কারণ
রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাদি বিষয়।

তন্দ্রার লক্ষণ।

তন্দ্রায় বিষয় জ্ঞান কিছু পায় মনে স্থান,
ইন্দ্রিয়ের মোহে কিন্তু স্ফুর্ত্তি নাহি পায়;
নিদ্রিত ব্যক্তির মত চেষ্টা হয় উপস্থিত,
দেহের গৌরব, জৃম্ভা, ক্লান্ত হয় কায়।

মদ মূর্চ্ছাদির চিকিৎসা।

মদ কিম্বা মূর্চ্ছা রোগে বিনা ঔষধ প্রয়োগে
বাত আদি দোষ নাশে প্রশমিত হয় ;
সন্ন্যাস ধরয়ে যদি তখন বিনা ঔষধি
নিবৃত্ত না হবে রোগ জানিও নিশ্চয়।

সন্ন্যাস রোগ।

বাতাদি দোষ সকল সন্ন্যাসে ধরিয়া বল
প্রাণ স্থান হৃদয়কে করিয়া আশ্রয়,
বাক্য আর শরীরের, নাশে চেষ্টা মানসের,
সেহেতু দুর্ব্বল নর মোহ প্রাপ্ত হয়।
নিষ্ক্রিয় কাষ্ঠের মত, সংজ্ঞাহীন যেন মৃত,
রোগীরে সন্ন্যাস রোগে দেখায় তেমন।
রোগ হ'লে উপস্থিত যদি না হয় বিহিত—
সূচীবেধ কিম্বা দান সুতীক্ষ্ণ অঞ্জন ;
তীক্ষ্ণ নস্য নাসিকায়, আলকুশী ঘসা গায়,
অথবা অপর ক্রিয়া সদ্য ফল যার,—
সংজ্ঞা ফিরাবার তরে, যদি না এ সব করে,
রোগী নাহি বাঁচে ঘটে শীঘ্র মৃত্যু তার।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম নিদান।

বিষের যে গুণ উক্ত মূর্চ্ছা অধিকারে,
মদেও বিষের সেই দশগুণ ধরে।

মদাত্যয় রোগ।

আবহিত মদ্যপান করয়ে যে জন,
মদাত্যয় রোগ তারে করে আক্রমণ।

মাত্রাভেদে মদ্যপানের দোষ ও গুণ।

কিন্তু মদ্য উপকারী অন্নের মতন ;
অবৈধ সেবনে মদ্য রোগের কারণ।
কিন্তু বিধিমত যদি মদ্য করে পান
মহা উপকার তায়, অমৃত সমান।
জীবন রক্ষায় অন্ন প্রধান উপায়।
কিন্তু অন্ন অনুচিত কেহ যদি খায়,
তাহেও বিষের মত মহাদোষ ধরে,
অনুচিত আহারীর প্রাণনাশ করে।
প্রাণহর বিষ কিন্তু এদিকে আবার
রোগ নাশে, যুক্তিযুক্ত করিলে আহার।
যথাবিধি, যথামাত্রা, ক্ষমতা যেমন,
হিতকর খাদ্য সনে মানব যখন
হয়ে অতি হৃষ্টচিত্ত মদ্যপান করে,
অমৃত সমান মদ্য উদর ভিতরে।
স্নিগ্ধ অন্নমাংস আদি ভক্ষ্য দ্রব্য সহ
যথাবিধি মদ্য যদি পান করে কেহ,
আয়ুর্বৃদ্ধি হয় তার, দেহে হয় বল,
পরিপুষ্ট হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল।
দেহ হয় কমনীয় বৈধ মদ্য পানে,
উৎসাহ বিক্রম বাড়ে তুষ্টি হয় মনে।

মদের প্রথম স্তর।

মাত্রা আদি ভেদে, যে অবস্থা মদে
চারি ভাগে ভাগ তার।
বাড়ে বুদ্ধি, স্মৃতি, হয় বড় প্রীতি,
সুখকর হয় আর।
অধ্যয়ন, জ্ঞান, স্বরশক্তি, পান,
ভোজন নিদ্রায় রতি
অতি বৃদ্ধি পায়, প্রথমাবস্থায়
মদ মনোরম অতি।

মদের দ্বিতীয় স্তর।

বাক্য, বুদ্ধি, স্মৃতি না পায় স্ফূরতি
মদের দ্বিতীয় স্তরে।
মদ্যপায়ী নবে কার্য্যে ও আকারে
উন্মত্তের ভাব ধরে।
শরীরে তখন হয় ঘন ঘন
অলসতা উপস্থিত,
মুহুর্মুহুঃ নর আলস্য কাতর
হয় নিদ্রা অভিভূত।

মদের তৃতীয় স্তর।

তৃতীয়ে যখন, করে আক্রমণ
জ্ঞানশূন্য হয় নরে,
অগম্য গমন, অভক্ষ্য ভোজন,
যতেক অকার্য্য করে।
অবৈধ আচার করে বারবার,
গুরুজন অপমান,

অতীব গোপন　　কথাও তখন
পেটে নাহি পায় স্থান।
নিকটে যখন　　আসে কোন জন
প্রাণ খুলে তারে কয়,
আয়ত্তে আপন　　না থাকে তখন
মদ পরবশ হয়।

মদের চতুর্থ স্তর।

মনুষ্য চতুর্থ মদে নিতান্ত অজ্ঞান,
ক্রিয়াহীন হয় ভগ্ন কাষ্ঠের সমান;
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ বিরহিত হয়;
অবিকল মৃততুল্য ভূমে পড়ে রয়।

মদ্যপানের অবৈধতা।

হিংস্র জন্তু সমাকুল পথেরে যেমন,
পরিহরি অন্য পথে যায় সুধীগণ,
সেই মত আছে যার হিতাহিত জ্ঞান,
অথবা যে নর হয় কৃতী, আত্মবান,
ইচ্ছায় বিপদকর রোগ ভয়ঙ্কর,
উন্মত্ততা আনিবে কে দেহের ভিতর।
উক্ত বিধি অতিক্রম করি প্রতিদিন,
একা যদি পান করে মদ্য অন্ন হীন,
উপস্থিত হয় যত কষ্ট সাধ্য রোগ;
এমন কি ঘটে তায় মৃত্যুফল ভোগ।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পান বিভ্রমের কারণ।

ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকার্ত্ত, ক্ষুধিত,
অথবা ব্যায়াম ভার বহন পীড়িত,

অথবা হইয়া ক্লান্ত পথ পর্য্যটনে,
কাতর হইয়া কিম্বা বেগ বিধারণে,
অতিরিক্ত ভোজ্য পানে পূর্ণোদর হয়ে,
অথবা অজীর্ণ কালে ভোজন করিয়ে,
অথবা মানব বলহীন অবস্থায়,
অথবা উন্মত্ত হয়ে, যদি মদ্য খায়,
নানাবিধ পীড়া তার উপস্থিত হয় ;—
পরমদ, পানাজীর্ণ কিম্বা পানাত্যয়,
অথবা পান-বিভ্রম করে আক্রমণ,
একে একে কহিতেছি সবার লক্ষণ।

বাতোল্বণ মদাত্যয়ের লক্ষণ।

বাতোল্বণ মদাত্যয়ে হয় হিক্কা, শ্বাস,
শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল আর নিদ্রা নাশ ;
বহুবিধ কহে রোগী প্রলাপ বচন—
ইহাতে ঘটিয়া থাকে এসব লক্ষণ।

পিত্ত ও কফোল্বণ মদাত্যয়েরলক্ষণ।

পিত্তোল্বণ মদাত্যয়ে বৃদ্ধি পিপাসার,
দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, মোহ হয়, অতিসার।
বিভ্রম, দেহের হয় হরিত বরণ।
কফোল্বণ মদাত্যয়ে অরুচি, বমন,
তন্দ্রা ও বমির বেগ, শীত অতিশয়,
দেহ তার আর্দ্র বস্ত্রাবৃত জ্ঞান হয়।

সান্নিপাত মদাত্যয়ের লক্ষণ।

তিন মদাত্যয়ে ঘটে যতেক লক্ষণ
সান্নিপাতে সেই সব হয় সংঘটন।

পরমদের লক্ষণ।

শ্লেষ্মাধিক্য, দেহ ভার, বিরস বদন,
পরমদ নাম রোগ জনমে যখন।
মল মূত্র রোধ হয়, রুচি নাহি রয়,
তন্দ্রা আসে, জনমে পিপাসা অতিশয়।
অস্থির করিয়া তুলে মাথার বেদনে,
ভাঙ্গিবার মত পীড়া হয় সন্ধিস্থানে।

পানাজীর্ণের লক্ষণ।

পানাজীর্ণ রোগ আসি যে সময় ধরে
অতি উগ্র উদর আধ্মান তাহে করে।
বমিও উদ্গার হয়, বিদাহ উদরে,
পীত মদ্য তাহাওনা পরিপাক করে।

পানবিভ্রম লক্ষণ।

পান বিভ্রমের রোগে সমুদায় গায়,
বিশেষ হৃদয়ে বিঁধে সূচী বেদনায়।
কফ স্রাব, কণ্ঠ হ'তে ধূম নির্গমন,
পীড়া, মূর্চ্ছা, শিরঃশূল, জ্বরও বমন।
সুরা অন্নে যেই যেই খাদ্য দ্রব্য হয়
দ্বেষ জন্মে তায়, অঙ্গে দাহ অতিশয়।

মদাত্যয়াদি রোগের অসাধ্য লক্ষণ।

মদাত্যয় আদি রোগে ওষ্ঠ যদি ঝুলে,
বাহ্যাঙ্গ শীতল, কিন্তু অভ্যন্তর জ্বলে,
তেলমাখা মত যদি রোগীর বদন,
কিম্বা জিহ্বা ওষ্ঠদ্বয়, অথবা দশন

হয় কৃষ্ণ, নীল, পীত ; আরক্ত লোচন,
তা হইলে সে রোগীরে ত্যজিবে তখন।

মদাত্যয় রোগের উপদ্রব।

এ সকল রোগে ঘটে হিক্কা, বমি, জ্বর,
কম্প, পার্শ্বশূল, ভ্রম, কাশ নিরন্তর।

উন্মাদাধিকার।

প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষ উন্মার্গ গমনে
ভীষণ মানস ব্যাধি উন্মত্ততা আনে।
বায়ু, পিত্ত, কফ যদি অতি রুষ্ট হয়,
অথবা মিলিত যদি হয় দোষ ত্রয়,
মানসিক দুঃখে কিম্বা গবল ভক্ষণে—
জনমে উন্মাদ রোগ এ ছয় কারণে।
অপ্রবৃদ্ধ, অল্পদিন হলে উপস্থিত
উন্মত্ততা মদ নামে হয় অভিহিত।

উন্মাদের কারণ।

বিরুদ্ধ ভোজন ক্ষীর-মীন সম্মীলন,
বিষযুক্ত অন্নাদি বা অশুচি ভোজন,
দেবতা ব্রাহ্মণ কিম্বা গুরু অপমান,
হর্ষে ভয়ে আঘাত যদ্যপি পায় প্রাণ,
বলী সনে যুদ্ধ আদি বিষম চেষ্টায়,—
এসব কারণে নর উন্মত্ততা পায়।
অল্প সত্ত্বগুণযুক্ত হয় যদি নর,
পূর্ব্বোক্ত কারণ ঘটে তাহার উপর,

বাত আদি দোষ তাহে অতি রুষ্ট হয়ে
বুদ্ধির নিবাস স্থান মানব হৃদয়ে,
হৃদাশ্রিত মনোবহা দশনাড়ী সনে
দূষিয়া বিকৃত করে মানবের মনে।

উন্মাদের লক্ষণ।

চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটে, বুদ্ধি ভ্রম আর,
আকুল নয়নে যেন হেরে চারিধার।
অস্থিরতা, অসম্বন্ধ বচন কথন,
শূন্য হিয়া,—উন্মাদের এসব লক্ষণ।

বাতিক উন্মাদের কারণ।

রুক্ষ ও শীতল কিম্বা অত্যল্প ভোজন,
ধাতুক্ষয়, উপবাস কিম্বা বিরেচন,—
একারণে বায়ু অতি কুপিত হইয়া,
চিন্তাদি করিয়া দুষ্ট, হৃদয় দূষিয়া
সত্বর নরের বুদ্ধি স্মৃতি নষ্ট করে,
এই হেতু বাতোন্মাদ রোগ আসি ধরে।

বাতিক উন্মাদের লক্ষণ।

অল্প হাসে, নাচে গায়, কত কথা কয়,
যখন উচিত নয় হাসে সে সময়,
অঙ্গের বিক্ষেপ করে, করয়ে রোদন,
দেহ হয় কৃশ, রুক্ষ, অরুণ বরণ।
আহার যদ্যপি রোগে পরিপাক হয়,
বাতোন্মাদ পায় বলবৃদ্ধি অতিশয়।

পিত্তোন্মাদের কারণ।

কটু, অম্ল, উষ্ণ কিম্বা অজীর্ণে আহারে,
অথবা খাইলে যাহা অঙ্গ জ্বালা করে,--
একারণে নাহি যার হিতাহিত জ্ঞান,
কিম্বা যে ইন্দ্রিয় বশ পশুর সমান,—
এ হেন ব্যক্তির পিত্ত পূর্ব্বের সঞ্চিত
বেগ সহ ঊর্দ্ধদিকে হইয়া ধাবিত,
চিন্তাদি করিয়া দুষ্ট, দূষিয়া হৃদয়ে,
শীঘ্র উগ্র পিত্তোন্মাদে দেহে আসে লয়ে।

পিত্তোন্মাদের লক্ষণ।

কিছু না সহিতে পারে করে আড়ম্বর,
তর্জ্জন গর্জ্জন করে, হয় দিগম্বর।
দ্রুতবেগে ছুটে রোগী, তাপ সদা গায়,
অভিলাষ সদা তার থাকিতে ছায়ায়।
ক্রোধ করে, অভিলাষ শীতল ভোজন;
পিত্তোন্মাদে পীত হয় দেহের বরণ।

কফজ উন্মাদের কারণ।

শ্রম নাহি করে কিন্তু অতি বেশী খায়,
হৃদয়স্থ কফ তাহে অতি দোষ পায়।
পিত্তযুক্ত হয়ে বুদ্ধি স্মৃতি নাশ করে,
চিত্ত মোহ পায় তাহে উন্মত্ততা ধরে।

কফজ উন্মাদের লক্ষণ।

বাক চেষ্টা অল্প অতি, রুচি নাহি রয়,
নিরজন প্রিয় রোগী, নারী প্রিয় হয়।

নিদ্রা বমি হয় রোগে, লালা স্রাব ঝরে,
ত্বক, মূত্র, নেত্র, নখ, শুক্লবর্ণ ধরে;
আহার হইলে শেষ ব্যাধি ধরে বল।—
কফোন্মাদে ঘটে এই লক্ষণ সকল।

সান্নিপাতিক উন্মাদ।

নিজ নিজ প্রকোপণ হেতু সমুদায়ে
বাত আদি দোষত্রয় প্রকুপিত হয়ে,
সন্নিপাতে পরিণত দোষের আকর।
তাহাতে উন্মাদ ঘটে অতি ভয়ঙ্কর।

সন্নিপাত উন্মাদের লক্ষণ।

বাতাদি ত্রিবিধোন্মাদে ঘটে যে লক্ষণ
সন্নিপাতে সে সবার হয় সম্মিলন।

সন্নিপাতোন্মাদের অসাধ্যতার কারণ।

সন্নিপাত জাতোন্মাদ কভু নাহি সারে,
এই হেতু কবিরাজ ত্যজিবেন তারে।
এক দোষ প্রশমনে অন্য দোষ বাড়ে,
এই হেতু সন্নিপাত রোগ নাহি ছাড়ে।
আমলকী আদি কিন্তু আছে মুষ্টিযোগ
যাহাতে ত্রিদোষ সারে, তাহে ছাড়ে রোগ।
সন্নিপাতোন্মাদে কিন্তু দোষ সমুদায়
ত্রিদোষে এমন ভাবে সংমিশ্রণ পায়—
সহস্র চেষ্টায় রোগ সারে না কখন;
অসাধ্য কহেন রোগে তাই বুধগণ।

শোকজ উন্মাদ।

রাজকর্ম্মচারী, শক্র অথবা তস্কর,
সেই মত হয় কিম্বা মানব অপর,
তাহাদের হতে মনে জন্মে যেই ত্রাস,
কিম্বা হয় ধনক্ষয়, কিম্বা বন্ধু নাশ,
অথবা বাঞ্ছিত নারী অপ্রাপ্তি কারণ
অতি গুরু আঘাত যদ্যপি পায় মন,—
ঘটে যদি এ সবার একটী কারণ
শোকজ উন্মাদ তাহে ধরে সুভীষণ।
এ রোগে রোগীর ঘটে জ্ঞান বিপরীত,
বুঝিতে না পাবে কিছু কি করা উচিত।
অতি গুপ্ত কথা মনে নাহি পায় স্থান,
কভু হাসে, কভু কাঁদে, কভু করে গান।

বিষজ উন্মাদ।

বিষজ উন্মাদ বোগে আরক্ত লোচন,
দৈন্য-ভাবাপন্ন রোগী, হয় শ্যাবানন ;
চেতনা বিহীন হয়, নাহি রয় বল,
কান্তি নাশ পায়, স্তব্ধ ইন্দ্রিয় সকল।
ঊর্দ্ধ ভাগে মুখ করি কিম্বা অধোমুখে
উন্মত্ততা রোগে রোগী যদি সদা থাকে,
অত্যন্ত দুর্ব্বল, কৃশ, নিদ্রা বিবহিত,
মরণ জানিও তার আসন্ন নিশ্চিত।

ভুতোন্মাদ।

ভুতোন্মাদ রোগে রোগী যে যে কথা কয়,
বোধ হয় কথা যেন মানুষের নয়।

বিক্রম ও শক্তি হয় অপদেব মত,
অমানুষ শরীরের চেষ্টা আছে যত।
এমন জনমে তার তত্ত্ব শিল্প জ্ঞান,
সজ্জানে কেহ না হয় তাহার সমান।
অপর উন্মাদে বৃদ্ধি কাল আছে তার—
ভূতোন্মাদে বৃদ্ধি কাল নাহি সে প্রকার।

অসুর গ্রহজ উন্মাদ।

অসুর গ্রহজোন্মাদে রোগী কলেবর
ঘর্ম্মেতে আপ্লুত হ'য়ে রহে নিরন্তর।
নির্ভয়, কুটিল নেত্র যেন সদা রোষ,
দেবগুরু ব্রাহ্মণের বলে যত দোষ।
দুষ্টমতি, বিমার্গে নয়ন সদা রয়,
ভোজনে অতুষ্ট, পান করে অতিশয়।

গন্ধর্ব্ব গ্রহজোন্মাদ।

গন্ধর্ব্ব গ্রহজোন্মাদে প্রহৃষ্ট অন্তর,
পুলিন বিহারী রোগী, হয় বনচর।
মাল্যগন্ধ বিলেপন হয় প্রিয় তার,
সর্ব্বদাই রহে রোগী অনিন্দিতাচার।
সদাই আনন্দে থাকে, গীত ভালবাসে;
মনোহর নৃত্য করে, সুমধুর হাসে।

যক্ষ গ্রহজোন্মাদ।

যক্ষ গ্রহ জাতোন্মাদে তাম্র নেত্র ধরে,
অতীব সুন্দর সূক্ষ্ম রক্ত বস্ত্র পরে।
গম্ভীর প্রকৃতি, রোগী দ্রুতগামী হয়,
সহিষ্ণু, তেজস্বী হয়, অল্প কথা কয়।

কি করিব দান আর দান করি কা'কে,
কেবল এ সব কথা রহে তার মুখে।

পিতৃগ্রহ জনিত উন্মাদ।

বাম উত্তরীয় হয়ে অতি শান্ত মনে,
বসে কুশপত্র বিরচিত আস্তরণে।
পিতৃ গ্রহ জাতোন্মাদে রোগী পিতৃগণে
উদ্দেশে করযে তৃপ্ত পিণ্ড জল দানে।
পিতৃভক্ত, মাংসপ্রিয়, এই রোগে নর
পায়স ও তিল, গুড় ভক্ষণ তৎপর।

নাগগ্রহ জাতোন্মাদ।

নাগ গ্রহ জাতোন্মাদ সমাক্রান্ত নর,
কদাচিৎ সর্প মত বুকে দিযা ভব
ভুমিতে গমন কবে, আব সর্ব্বক্ষণ
ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয করে জিহ্বায় লেহন।
গুড়, মধু, দুগ্ধ আর পায়স ভক্ষণ
ভালবাসে, হয় তার স্বভাব কোপন।

রাক্ষস-গ্রহ জনিত উন্মাদ।

মাংস, রক্ত, সুরাজাত দ্রব্য সমুদয়,
রক্ষ গ্রহ জাতোন্মাদে বড প্রিয় হয়।
অত্যন্ত নির্লজ্জ হয়, অতীব নিষ্ঠুব,
কোপন স্বভাব অতি, হয় অতি শূর।
এ রোগে বিপুল বল দেহে রোগী ধরে,
শৌচদ্বেষী হয় আর নিশায় বিহরে।

পিশাচ জনিত উন্মাদ।

পিশাচজ রোগে রোগী ঊর্দ্ধ বাহু রয়,
কৃশ ও রুক্ষাঙ্গ, সদা ভুল কথা কয়।
অত্যন্ত অশুচি রয়, মন্দ গন্ধ গায়,
অন্ন পানে বড় লোভ, রোগী বহু খায়।
জনশূন্য বনস্থলে করয়ে ভ্রমণ,
বিরুদ্ধ আচার নিত্য করয়ে সে জন।
নিরন্তর কাঁদে এই রোগ ধরে যায়,
সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া বেড়ায়।

গ্রহজোন্মাদের কারণ ও ফল।

হিংসা, পূজাপ্রাপ্তি আশে, মানব শরীরে পশে
দেবাসুর আদি গ্রহগণ।
হিংসায় যাহারে ধরে, অক্ষি তার স্থূল করে,
করে নর বিদ্রুত গমন।
ফেন করে বিলেহন, নিদ্রা আসে অনুক্ষণ,
কাঁপে রোগী পড়ি ভূমি পরে।
বিষম কুফল তার, রোগী নাহি পায় পার,
হিংসা আশে গ্রহ যারে ধরে।
হস্তীপৃষ্ঠ, মহীধর কিম্বা উঠে তরুপর
অথবা অপর উচ্চ স্থান—
তাহতে পড়িলে নর, গ্রহে যদি পায় ভর,
তাহারে করিবে ত্যজ্য জ্ঞান।

অসাধ্য উন্মাদ।

অতীত হইলে পর ত্রয়োদশ বৎসর,
উন্মত্ততা সকল প্রকার

কঠিন মুরতি ধরে, কিছুতেই নাহি সরে;
হয় রোগী চিকিৎসার বার।

দেবাদি ভিন্ন ভিন্ন গ্রহজোম্মাদের আবির্ভাব কাল নির্ণয়।

দেব গ্রহ সমুদায় পায় সবে পূর্ণিমায়,
অসুরেরা ঊষায়, সন্ধ্যায়;
গন্ধর্ব্বাদি গ্রহগণে অষ্টমীর আগমনে;
প্রতিপদে যক্ষ সমুদয়;
হ'লে অমা আগমন যত পিতৃ গ্রহগণ;
পঞ্চমীতে নাগ গ্রহ যত;
রাক্ষসাদি গ্রহচয় নিশা হ'লে সমুদয়;
চতুর্দ্দশী হইলে আগত
পিশাচাদি গ্রহ যারা নরদেহে পশি তারা
উন্মত্ত করিয়া তুলে নরে।
প্রতিবিম্ব দরপনে, শীত উষ্ণ প্রাণীগণে;
সূর্য্যকান্ত মণির ভিতরে
রবিকর পশে যবে, অথবা জীবাত্মা জীবে
আবেশ করয়ে যে সময়,
কেহ না দেখিতে পায়; তথা গ্রহ সমুদায়
গুপ্তভাবে দেহে প্রবেশয়।

দাহ নিদান।

মদ্যজ দাহ।

মদ্যপানে পিত্তদোষ হইলে কুপিত,
উষ্মা তার পিত্ত, রক্তে হয়ে বিজড়িত

ত্বক্‌কে হইয়া প্রাপ্ত করে উপস্থিত
ঘোর দাহ, মদ্যজ দাহ সে অভিহিত।

রক্তজ দাহ।

সর্ব্ব শরীরানুগত রক্ত যে সময়
অতি বৃদ্ধ হয়, দাহ জনমে নিশ্চয়।
ইহাকে রক্তজ দাহ কহে বুধগণ।
ইহাতে রোগীর ঘটে এসব লক্ষণ।—
তাম্র চক্ষু হয়, থাকে তাম্র আভা তায়,
কাতর অত্যন্ত রোগী হয় পিপাসায়।
তাহার সমস্ত অঙ্গ, বিশেষ বদন
লৌহ কিম্বা রক্ত গন্ধ যুক্ত সর্ব্বক্ষণ।
বোধ করে অনলে ঘেরেছে যেন তারে,
তাপ বোধ করে তথা শরীর উপরে।

পিত্তজ দাহ।

পিত্তজ্বরে সংঘটিত যেসব লক্ষণ
পিত্তজাত দাহে ঠীক জানিও তেমন।
পিত্তজাত জ্বরে যথা চিকিৎসা করয়
তাহাতেই দাহ রোগে প্রতিকার হয়।
জ্বরমত অস্থিরতা চিত্তের ভিতরে
নাহি থাকে, আমাশয়ে দোষ নাহি ধরে।—
পিত্তজাত জ্বরে আর দাহে পিত্তজাত
এইমাত্র হয়ে থাকে প্রভেদ লক্ষিত।

তৃষ্ণা নিরোধজ দাহ।

পিপাসা নিগ্রহ হেতু, শরীর ভিতরে
জলীয় পদার্থ যত অবস্থান করে,

সে সকল হয়ে যায় ক্ষীণ অতিশয়,
তাহাতে পিত্তের উষ্মা বিবৰ্দ্ধিত হয়।
বিবৰ্দ্ধিত সেই উষ্মা, দেহের বাহিরে
অথবা ভিতরে তাপ উপস্থিত করে।
গল, তালু, ওষ্ঠ যায় বিশুষ্ক হইয়া,
কাঁপে রোগী রসনায় বাহির করিয়া।

রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ।

প্রগাঢ় অস্ত্রেব যায় কোষ্ঠ হৃদয়াদি,
একেবারে শোনিতে পূরিয়া যায় যদি,—
এহেন কারণে যেই দাহ জন্ম লয়
রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজাত দাহ তারে কয়।

ধাতুক্ষয়জ দাহ।

রসরক্ত আদি ধাতু যেই হয় ক্ষয়
অমনিই দাহ রোগ উপস্থিত হয়।
তাহাতে মূৰ্চ্ছিত রোগী, তৃষ্ণায় কাতর,
নিশ্চেষ্ট হইয়া রয়, হয় ক্ষীণ স্বর।
রোগীর যদ্যপি নাহি হয় প্রতিকার
কখন কখন ঘটে মরণ তাহার।

মৰ্ম্মাভিঘাতজ দাহ।

মাথা, হিয়া, বস্তি আদি মৰ্ম্ম স্থান যত
দারুণ আঘাতে হয় যদ্যপি আহত,
সে কারণে যেই দাহ উপস্থিত হয়
মৰ্ম্ম অভিঘাত জাত দাহ তারে কয়।
অসাধ্য এব্যাধি, আর যদি দাহ রোগে
শীতগাত্র হয় রোগী কিন্তু দাহে ভোগে,

তাহইলে আছে দাহ যতেক প্রকার
অসাধ্য জানিও, তাহে নাহিক নিস্তার।

অপস্মার নিদান।

বাত আদি দোষ যত অতি বৃদ্ধ হয়ে
চাবিবিধ অপস্মার আনে দেহে লয়ে।
স্মৃতি নাশ করে বলে নাম অপস্মার,
ইহাতে সংরম্ভ হয়, হেরে অন্ধকার।

অপস্মারের পূর্ব্ব লক্ষণ।

উৎপত্তির পূর্ব্ব হতে রোগ অপস্মারে
শূন্যতা জনমে, হৃদি কাঁপে বারে বারে।
ঘর্ম্মাগম, অতি চিন্তা, মোহ হয় মনে,
ইন্দ্রিয়ের মোহ, নিদ্রা আসে না নয়নে।

বাতজ অপস্মারের লক্ষণ।

অনিলজ অপস্মারে রোগীর কম্পন,
ফেনের বমন, দন্তে দন্তের দংশন,
সর্ব্বদা ফেলিতে থাকে শ্বাস ঘনে ঘন;
কখন কখন রোগী করে দরশন
অরুণ বরণ রূপ, কভু বা অসিত,
দৃষ্টি পথে মিথ্যা প্রাণী হয় সমুদিত।

পিত্তজ অপস্মারের লক্ষণ।

মুখ বিনিঃসৃত ফেন পৈত্তিকাপস্মারে;
সর্ব্বাঙ্গ ও মুখ চক্ষু পীতবর্ণ ধরে।

কাল্পনিক রূপ যত করে নিরীক্ষণ—
পীতবর্ণ কখন বা লোহিত বরণ।
যথার্থ বস্তুও দেখে পীত বা লোহিত
উষ্ণ দেহ হয় রোগী, তৃষ্ণায় পীড়িত।
ইহা ভিন্ন সে রোগীর হেন বোধ হয়
সমগ্র জগৎ যেন হুতাশনময়।

শ্লেষ্মজ অপস্মারের লক্ষণ।

রোগীর মুখের ফেন, শ্লৈষ্মিকাপস্মারে,
অঙ্গ আর মুখ, চক্ষু শুক্ল বর্ণ ধরে।
শরীর শীতল, গুরু, হয় রোমাঞ্চিত,
শুক্ল বর্ণ কাল্পনিক প্রাণী হেরে কত।
বাতজ পিত্তজে জ্ঞান যে সময়ে ফিরে
অনেক বিলম্বে তার শ্লৈষ্মিকাপস্মারে।

ত্রিদোষজ অপস্মার।

বাতজাদি তিন অপস্মারে যে লক্ষণ
একাধারে যদি হয় সর্ব্ব সম্মিলন,
ত্রিদোষজ অপস্মার তাহা নাম ধরে,
অসাধ্য জানিও স্থির এই অপস্মারে।

অপস্মারের অসাধ্য লক্ষণ।

ক্ষীণের ও দীর্ঘকাল জন্ম দেহে যার,
দূরীভূত নাহি হয় হেন অপস্মার।
কাঁপে যদি বারম্বার, ক্ষীণ হয় আর,
ভুরু দুটী নড়ে, ঘটে নেত্রের বিকার,—

রোগীর যদ্যপি ঘটে এসব লক্ষণ,
অপস্মার রোগে তাব নিশ্চয় মরণ।

অপস্মারের কাল সাপেক্ষতা।

রুষ্ট দোষ সমুদায় পক্ষ অবসানে,
দ্বাদশ দিবস কিম্বা মাস ব্যবধানে,
অথবা ইহাব কিছু আগু পিছু কালে
মানবের দেহে আনে অপস্মাব বলে।
ব্যাধির কারণ হ'লে, ব্যাধি উপস্থিত
হইবে মানব দেহে জানিও নিশ্চিত।
যেই দোষগণ আসি দেহে পায় স্থান
তখনি আসিবে রোগ এই অনুমান।
যুগপৎ উপস্থিত কার্য্যও কারণ
অপস্মার রোগে কিন্তু হয় না তেমন।
যদিও শরীরে জাত কারণ সকলে,
অপস্মার আনে কিন্তু নির্দ্ধারিত কালে।
যেমন ববষাকালে বীজ ছড়াইলে
কোন কোন বীজ ফোটে শরতেব কালে,
সেইমত কালপূর্ণ হয় যে সময়
কোন কোন রোগ আসে জানিও নিশ্চয়।

বাতব্যাধি নিদান।

রুক্ষবা শীতল, লঘু, অল্প বা ভোজন,
অতীব মৈথুন, অতি রাত্রি জাগরণ,

বিষমোপচার, অতি বমি, বিরেচন,
অতিবিক্ত শ্রম, আর জল সন্তরণ,
সাধ্যের অতীত যদি করে উল্লম্ফন,
কিম্বা বেশী পথ যদি করে পর্য্যটন,
ব্যায়ামাদি কর্ম্ম, চিন্তা, শোক, ধাতু ক্ষয়,
কিম্বা রোগে অত্যন্ত কর্ষণ যদি হয়,
মল কিম্বা পুরীষের বেগ যদি ধরে,
কিম্বা আমবসে যদি মার্গ রোধ করে,
শরীরে আঘাত কিম্বা হয় মর্ম্মস্থানে,
কিম্বা যদি দিবানিশি বহে অনশনে,
গজ, উষ্ট্র, অশ্ব কিম্বা অন্য কোন যানে
যাইতে অত্যন্ত দ্রুত ভূমিতে পতনে,
রিক্ত হয় তাহে দেহে স্রোত আছে যত,
সে কারণে বায়ু পুনঃ হইয়া কুপিত,
পূর্ণ করি স্রোতোচয়, সকল শরীরে
কিম্বা এক অঙ্গে ব্যাধি আনয়ন করে।

বাতব্যাধির পূর্ব্বরূপ।

বাতব্যাধি দেহে জাত হয় যে সময়,
যেসব লক্ষণ দেহে প্রকাশিত হয়,
রোগপূর্ব্বে ঈষদ্ব্যক্ত সে সব লক্ষণ,
পূর্ব্বরূপ কহে তারে কবিরাজ গণ।

বাতব্যাধির রূপ।

দোষ ভেদে প্রকাশিত কভু স্বলক্ষণ,
বায়ুব চাপল্যে দোষ অভাব কখন ;

কখন লঘুতা দেহে বায়ুর শোষণে,
এগুলি এব্যাধিরূপ কহে বুধগণে।

বাতজাত সার্ব্বাঙ্গিক, ঐকাঙ্গিক বিবিধ পীড়া।

পর্ব্বের সঙ্কোচ, স্তম্ভ, রোমোদ্গম হয়,
ভেঙে যেন যায় অস্থি পর্ব্ব সমুদয়।
প্রলাপ উপজে রোগে; পৃষ্ঠ দেশে, করে,
অথবা মস্তকে নিদারুন ব্যথা ধরে।
খঞ্জতা, পঙ্গুতা হয়, কুব্জ হয়ে যায়,
অঙ্গ শোষ হয়, রোগী বঞ্চিত নিদ্রায়।
গর্ভ, শুক্র, রজোনাশ অথবা বিকৃতি,
কাঁপে অঙ্গ, লোপ পায় স্পর্শের শকতি।
রোগীর মস্তক, নাক, অথবা নয়ন,
অথবা জত্রুর আর গ্রীবার হুণ্ডন।
ইহা ভিন্ন দন্ত, ওষ্ঠ, কণ্ঠ আদি স্থানে
ভঙ্গবৎ পীড়া হয়, শূলব্যথা আনে।
একবিধ পীড়া হয় পাদ, পার্শ্ব দেশে,
নয়ন, শ্রবণ দ্বয় অথবা উরসে।
সর্ব্বদা আক্ষেপ হয়, শ্রান্তি বোধ আব
হেতুভেদে, স্থানভেদে বিবিধ বিকার।

কোষ্ঠাশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

রুষ্ট বায়ু কোষ্ঠাশ্রয় করয়ে যখন
মল ও মূত্রের তদা হয় নিরোধন,
কুঁচকিতে শোথ হয়, পীড়া হৃদি স্থলে,
পীড়া পায় রোগী গুল্ম, অর্শ, পার্শ্বশূলে।

সর্ব্বাঙ্গাশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় বায়ু করয়ে যখন
ভঙ্গবৎ পীড়া হয়, গাত্রের স্ফুরণ ;
দোষ ব্যাপ্তি হয় দেহে আর সন্ধিস্থলে,
সেই মত ব্যথা যথা স্ফোটক হইলে।

মলাশয়াশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

রুষ্টবায়ু মলাশয় আশ্রয়ে যখন
মল, মূত্র, অধোবায়ু পায় নিবর্ত্তন ;
উপস্থিত করে তাহে শূল রোগ আনি;
উপজে পাথরী রোগ, মূত্রে হয় চিনি।
উদর আধ্মান, শোষ, শূল ধরে শেষে
জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ দেশে।

আমাশয়াশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

ব্যথা হয়, করিলে আশ্রয় আমাশয়ে
পার্শ্বদ্বয়, নাভিদেশ, উদব, হৃদয়ে।
তৃষ্ণা ও উদ্গার হয়, বিসূচিকা, কাস,
কফ ও মুখের দোষ, আর হয় শ্বাস।

পক্বাশয়াশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

পক্বাশয়েকরে বায়ু আশ্রয় যখন
উদরেতে শূল হয়, অন্ত্রেব কূজন ;
গুড় গুড় ধ্বনি পেটে বেদনার সনে,
কষ্টে মলমূত্র ত্যাগ, ব্যথা ত্রিকস্থানে।
আমোদ, ইন্দ্রিয় শক্তি পায় বিলোপন ;—
উপস্থিত হয় রোগে এ সব লক্ষণ।

ত্বগাশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

স্ফুটিত ও রুক্ষ ত্বক, ত্বকে যদি পশে
শীর্ণ হয়ে যায় রোগী, নাবুঝে পবশে।
ঈষৎ বক্তিম হয়, কভুবা অসিত,
সূচীব সমান বেধ বেদনা সহিত।
ত্বক যেন এই রোগে লভয়ে বিস্তার,
পর্ব্বে পর্ব্বে জনমে প্রকোপ বেদনাব।

রক্তাশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

বক্তগত হ'লে বায়ু, সমুদায় গায়
বৈবর্ণ্য, কৃশতা, তাপ, ধবে বেদনায়।
পিডকা জনমে গাত্রে, রুচি নাহি রয,
ভুক্ত দ্রব্য পেটে যেন স্তব্ধ হয়ে বয়।

মাংসাশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

রুষ্ট বায়ু মাংস কিম্বা মেদগত হ'লে,
অতিশয় গুরুভাব প্রত্যঙ্গ সকলে।
বিনাশ্রমে শ্রান্তি বোধ, আব বোধ হয়
সূচীবিদ্ধ দণ্ডাহত গাত্র সমুদয়।

অস্থি মজ্জাশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

রুষ্ট বায়ু মজ্জা অস্থি করিলে আশ্রয়,
অস্থি পর্ব্বে ভঙ্গবৎ পীড়া জাত হয়;
সন্ধি শূল হয় আর বল মাংস ক্ষয়,
অনিদ্রা, বেদনা গাত্রে সকল সময়।

শুক্রাশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

রুষ্ট বায়ু শুক্রগত হলে অচিরাৎ
নর ও নারীর শুক্র গর্ভ করে পাত।

না হয় সুদীর্ঘ কাল রাখে রুদ্ধ করে,
অথবা বিকৃত রূপে পরিণত করে।

শিরাশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

হয় শূল, শিরাগত অনিল যখন,
শিরার সঙ্কোচ হয়, অথ বা পূরণ,
বাহ্য ও অন্তরায়াম উপস্থিত করে,
কুব্জতা জনমে আর অঙ্গে খিল ধরে।

স্নায়ুগত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

সার্ব্বাঙ্গিক ঐকাঙ্গিক রোগ সমুদয়
আসে বায়ু স্নায়ুগত হয় যে সময়।

সন্ধিগত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

রুষ্ট বায়ু যে সময় সন্ধি দেশ ধরে,
সন্ধিনাশ, শূল, শোথ উপস্থিত করে।

পিত্ত কফাবৃত প্রাণবায়ুর লক্ষণ।

প্রাণবায়ু পিত্তে যবে পায় আবরণ
দাহ হয়, আর হয় অত্যন্ত বমন,
বিরস বদন, তন্দ্রা, অবসন্ন কায় ;
দুর্ব্বলতা, কফে যদি আবরণ পায়।

পিত্ত কফাবৃত উদান বায়ুর লক্ষণ।

উদান অনিল যদি পিত্তযুক্ত হয়
দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম জন্মে, ক্লান্তি অতিশয়।
ঘর্ম্মাভাব, অগ্নিমান্দ্য, কফ আবরণে,
সর্ব্বদা শীততা গাত্রে, রোমোদ্গম ক্ষণে।

পিত্ত কফাবৃত সমান বায়ুর লক্ষণ।

সমান অনিল পিত্ত সংযুক্ত হইলে
উষ্ণগাত্র, স্বেদ, মূর্চ্ছা হয়, অঙ্গ জ্বলে;
কফযোগে মলমূত্র রুদ্ধ নিরন্তর,
থাকে থাকে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর।

পিত্ত কফাবৃত অপান বায়ুর লক্ষণ।

অপান বায়ুকে পিত্ত করিলে আবৃত,
রক্ত মূত্র, উষ্ণ দেহ, দাহ অবিরত।
শরীরের অধোভাগে, কফে যদি ঘেরে,
গুরুত্ব ও শৈত্য দুই উপস্থিত করে।

পিত্ত কফাবৃত ব্যানবায়ুর লক্ষণ।

ব্যানবায়ু পিত্তে যবে পায় অবরোধ,
গাত্রের বিক্ষেপ, দাহ, হয় ক্লান্তি বোধ।
স্তব্ধতা শরীরে হয়, কফাবৃত হ'লে
শোথ হয় সর্ব্ব অঙ্গে, আর ধরে শূলে।

আক্ষেপক।

শরীরের মধ্যে আছে যতেক ধমনী,
উর্দ্ধ কিম্বা অধঃ কিম্বা তির্য্যগগামিনী—
রুষ্ট বায়ু প্রাপ্ত হয় সবারে যখন
আক্ষেপক রোগ দেহে আসে সেই ক্ষণ।
মুহুর্মুহুঃ সঞ্চরণে চালে বায়ু দেহে;
আক্ষেপন হেতু রোগে আক্ষেপক কহে।

অপতন্ত্রক।

রুক্ষাদি স্বহেতু রুষ্ট বায়ু যে সময়
উর্দ্ধ অভিমুখে ধায় ছাড়ি পক্বাশয়,

তখন পশিয়া হৃদি, শিরঃ, শঙ্খদেশ,
তত্তৎ স্থানকে করে পীড়িত অশেষ।
আক্ষিপ্ত শরীর তাহে ধনুমত নত,
স্তব্ধাক্ষ, তাহাতে রোগী বিসংজ্ঞ, মূর্চ্ছিত।
পরিত্যাগ করে শ্বাস অতি কষ্ট সনে,
কপোতের মত শব্দ হয় ক্ষণে ক্ষণে।
দৃষ্টিশক্তি নাশ, রোগে সংজ্ঞা লোপ পায়,
একবিধ শব্দ কণ্ঠ হতে বাহিরায়।
হৃদি হতে যায় বায়ু চলিয়া যখন,
সুস্থ বোধ করে রোগী শরীর তখন।
আবার পশিলে হৃদে পুনঃ মূর্চ্ছা যায়,
এই হেতু কহে বৈদ্যে ভীষণ ইহায়।

দণ্ডাপতানক।

রুষ্ট বায়ু অতিশয় কফযুক্ত হয়ে,
দেহস্থ ধমনী যত আশ্রয় করিয়ে,
দণ্ডাপতানক নামে অন্য ব্যাধি আনে;
তাহাতে অশক্ত রোগী দেহ আকুঞ্চনে।

ধনুস্তম্ভ।

যে রোগে ধনুর মত দেহ হয় নত,
ধনুস্তম্ভ নামে তাহা হয় অভিহিত।

অন্তরায়াম ধনুস্তম্ভ।

অতি রুষ্ট বেগবান বায়ু যেই কালে,
অঙ্গুলি জঠর গুল্‌ফ কিম্বা বক্ষস্থলে,
হৃদয়ের অভ্যন্তর কিম্বা গলদেশ—
এ সকল স্থানে বায়ু করিয়া প্রবেশ

দেহ মধ্যে যত বায়ু করে আকর্ষণ;
অভ্যন্তরে ক্রোড় নত মানব তখন।
অভ্যন্তরায়াম ধনুস্তম্ভ তারে কয়,
ইহাতে রোগীর স্তব্ধ হয় চক্ষুদ্বয়।
পার্শ্বদ্বয় হয় ভগ্ন, আবদ্ধ চোয়াল,
রাশি রাশি কফ মুখে উঠে সদাকাল।

বহিরায়াম ধনুস্তম্ভ।

পিছনের দিকে আছে বাহ্য স্নায়ু যত
বায়ু যদি সে সকলে হয়ে অবস্থিত,
আকর্ষণ করে রুষ্ট হয় যে সময়,
মানবও বহির্ভাগে পৃষ্ঠ নত হয়।
অসাধ্য বহিরায়াম পণ্ডিতেরা কয়,
বক্ষ, কটী, উরু তাহে ভঙ্গ মত হয়।

অভিঘাতজ আক্ষেপ।

বিশেষ আঘাতে বায়ু হইয়া কুপিত,
স্বয়ং কিম্বা কফপিত্তে হইয়া অন্বিত,
অভিঘাতজাতাক্ষেপ আনয়ন করে।
আক্ষেপ কারণ ভেদে চারি রূপ ধরে—
দণ্ডাপতানক, বহিরভ্যন্তরায়াম,
অভিঘাতজাত, ধরে এই চারি নাম।
অসাধ্য সে অতি রক্তস্রাব গর্ভপাতে,
যে অপতানক জাত কিম্বা অভিঘাতে।

একাঙ্গ রোগ বা পক্ষাঘাত।

দুষ্ট বায়ু দেহ অর্দ্ধভাগ আক্রমিয়া,
সে দিকের শিরা স্নায়ু শোষণ করিয়া,

সন্ধিবন্ধ খুলে দিয়ে বাম বা দক্ষিণ,
একদিক একেবারে করে শক্তিহীন।
এই হেতু কোন কাজ নাহি হয় তায়,
সেই অঙ্গ পড়ে রয় বিচেতন প্রায়।
এ রোগে একাঙ্গ রোগ কেহ কেহ কয়,
কখন বা পক্ষাঘাত অভিহিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গ রোগ।

অত্যন্ত প্রদুষ্ট হ'য়ে অনিল যখন
শরীরের সর্ব্বস্থান করে আক্রমণ,
শরীরস্থ শিরা আর স্নায়ু আছে যত,
বিশোষণ করি, সন্ধি করি বিশ্লেষিত,
সর্ব্ব দেহে অকর্ম্মণ্য করে বিচেতন;
ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ রোগ কহে সে কারণ।

পক্ষাঘাতের লক্ষণ।

বায়ু পিত্ত যোগে যেই পক্ষাঘাত হয়,
তাহে হয় দাহ, মূর্চ্ছা, সন্তাপ উদয়,
শৈত্য, শোথ, কফযুক্ত অনিল যখন,
দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ।

পক্ষাঘাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

কফ পিত্তযুক্ত বায়ু যাহার কারণ,
হেন পক্ষাঘাত সাধ্য কহে বুধগণ।
কেবল অনিলে যেই পক্ষাঘাত হয়,
অতি কষ্টসাধ্য তাহা জানিও নিশ্চয়।
ধাতুক্ষয় বায়ু কোপে যেই রোগ ধরে,
অসাধ্য সে পক্ষাঘাত, কভু নাহি সারে।

অর্দ্দিত রোগ।

সদা করে উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন,
অথবা কঠিন দ্রব্য করিলে চর্ব্বন,
অতি হাসে, হাই তুলে, কিম্বা ভার বয়,
অথবা বিষম ভাবে যদি শুয়ে রয়—
এ সব কারণে বায়ু রুষ্টভাব ধ'রে
নরের বদন অতি প্রপীড়িত করে।
মুখার্দ্ধ ও গ্রীবাদেশ হয় বক্রীভূত,
শিরঃকম্প, বাক্য রোধ, নেত্রাদি বিকৃত।
এই রোগ বদনের যেইদিকে ধরে
সেদিকের গ্রীবাদেশ নিপীড়িত করে।
এভিন্ন ব্যথিত হয় চিবুক তাহার,
দশনে জনমে তার ব্যথা অনিবার।

অর্দ্দিত রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

অর্দ্দিত রোগেতে যবে আক্রমণ করে,
রোগ বলে নর যদি ক্ষীণ দেহ ধরে,
অথবা নিমেষ শূন্য তাহার লোচন,
অথবা যদ্যপি তার অস্পষ্ট বচন,
গলায় লাগিয়া রয় না হয় বাহির,
কিম্বা কাঁপে দেহ তার কভু নয় স্থির,
কিম্বা বর্ষ তিন চারি রোগ যদি রয়,
অসাধ্য তখন রোগ জানিও নিশ্চয়।

আক্ষেপকাদির উপশম লক্ষণ।

আক্ষেপক, ধনুস্তম্ভ, অপতানকাদি,
মানবের দেহে ধরে যত বাতব্যাধি

তাহে বায়ুবেগ যেই শান্ত মূর্ত্তি ধবে
অমনি সে রোগে রোগী মুক্তিলাভ করে।

হনুগ্রহ।

বেশী জিব ছোলে, দ্রব্য কঠিন চিবায়,
অথবা আঘাত যদি কোনমতে পায়,
কিম্বা এই মত যদি অপব কাবণ
উপস্থিত হযে মুখ কবে নিপীড়ন,
চোয়াল মূলেব বায়ু রুষ্টভাব ধবে,
চোয়াল শিথিল আব অধঃকৃত কবে।
হাঁকবিলে মুখ তার না বুজিতে চায,
বুজাইলে একবাব খোলা বড দায়।
হনুগ্রহ নাম রোগ যে মানবে ধবে
কষ্ট পায চিবাইতে কথা কহিবাবে।

মন্যাস্তম্ভ।

বিষম ভাবেতে গ্রীবা কবিলে স্থাপন,
বিবৃত বা ঊর্দ্ধনেত্রে কবিলে দর্শন,
অথবা যদ্যপি নব দিবানিদ্রা যায,
রুষ্ট বায়ু তাহে কফে আববণ পায।
সেই বায়ু মন্যাস্তম্ভ উপস্থিত করে,
এই রোগে রোগী গ্রীবা ঘুবাইতে নাবে।

জিহ্বাস্তম্ভ।

কুপিত অনিল বাগ্‌বাহিনী শিরায়,
অবস্থিত হয়ে জিহ্বাস্তম্ভ আনে তায়।
জিহ্বাস্তম্ভাক্রান্ত রোগী হয় যে সময়,
পানাশনে, কথনে সে অসমর্থ হয়॥

শিরা গ্রহ।

যখন অনিল অতি হইয়া কুপিত,
গ্রীবাদেশে অবস্থিত শিরা আছে যত—
শিরোধর সেই শিরা করযে বিকৃত,
শিরাগ্রহ নাম রোগ হয় উপস্থিত।

গৃধ্রসী।

গৃধ্রসী নামক বাত ব্যাধিতে প্রথমে,
ধরযে নিতম্ব দেশ, পরে যথাক্রমে
কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জানু জঙ্ঘা পাদদেশ,
স্তব্ধতা, বেদনা পায়, যাতনা অশেষ।
বাতাধিক্য যদি রয সর্ব্বদা স্পন্দন;
বাত কফাধিক্য হলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ।
অধিকন্তু জন্মে রোগে আধিক্য তন্দ্রার,
বিষম অরুচি আর দেহে গুরুভাব।

বিশ্বচী।

বাহুর পশ্চাৎ হ'তে শিরা যে সকল
আসিয়া পৌঁছিয়া আছে অঙ্গুলির তল,
রুষ্ট বায়ু তাহাদের বিদূষিত করে,
অকর্ম্মণ্য তাহে বাহু নড়িতে না পারে।
আকুঞ্চণ প্রসারণ কিছুই না হয়,
ইহারে বিশ্বচী রোগ বৈদ্যগণ কয়।
এক হস্তে এই রোগ কখন ধরয়,
কখন বা আক্রমণ করে বাহু দ্বয়।

ক্রোষ্টুকশীর্ষ।

বাতরক্ত জাত দোষ জানুর ভিতরে
মহাকষ্টকর শোথ উৎপাদন করে।
এই শোথ শৃগালের মাথার মতন;
এ রোগে ক্রোষ্টুক শীর্ষ কহে সেকারণ।

খঞ্জতা ও পঙ্গুতা।

কট্যাশ্রিত বায়ু রুষ্ট হইয়া যখন
জঙ্ঘার মহতী শিরা করি আকর্ষণ
এক পদে ধরে, রোগী খঞ্জ হয় তায়;
দ্বিপদে ধরিলে রোগী পঙ্গু হয়ে যায়।

কলায়খঞ্জ।

গমন আরম্ভ কালে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
খঞ্জের মতন পরে যে যায় চলিয়া,
সে রোগীরে নিদানে কলায়খঞ্জ বলে;
শিথিলতা ধরে রোগে সর্ব্ব সন্ধি স্থলে।

বাত কণ্টক (খুড়ুকা বাত।)

পাদন্যাস করে যদি উঁচু নিচু স্থানে,
অথবা অত্যন্ত পরিশ্রমের কারণে,
অত্যন্ত কুপিত হয়ে অনিল তখন
গুল্ফদেশে বেদনায় করে আনয়ন।
অভিহিত রোগ বাতকণ্টকাভিধানে,
তাহারে খুড়ুকাবাত কহে সাধারণে।

পাদ দাহ।

পিত্ত রক্ত যোগে বায়ু রুষ্ট ভাব ধ'রে
পাদদাহ নাম রোগ উপস্থিত করে।

এই রোগ, সদা যেই করয়ে ভ্রমণ
তাহারে প্রবল বেগে করে আক্রমণ।

পাদ হর্ষ।

বাতশ্লেষ্মা কোপে পাদহর্ষ রোগ হয়।
স্পর্শ শক্তি হীন তাহে হয় পাদদ্বয়;
ঝিনি ঝিনি ব্যথা হয় রোমাঞ্চের মত,
এ কারণে রোগ পাদহর্ষ অভিহিত!

অংশ শোষ।

স্কন্ধদেশ স্থিত বায়ু কুপিত হইয়া
স্কন্ধের শ্লেষ্মাকে ফেলে বিশুষ্ক করিয়া।
আছে শ্লেষ্মা ঠিক যেন অংশের বন্ধন;
অংশশোষ রোগ নরে ধরে সে কারণ।

অববাহুক।

স্কন্ধের অনিল রুষ্ট হইয়া যখন,
স্কন্ধের সকল শিরা করে আকুঞ্চন,
তাহে জন্মে রোগ অববাহুকাভিহিত;
জন্মে রোগ এক হ'লে কফ আর বাত।

অক্রিয়ক।

কফের সংযোগ বায়ু পায় যেই কালে,
আবরিয়া শব্দবহা ধমনী সকলে,
মনুষ্যকে অক্রিয়ক করে সে সময়
তাহে বোবা, খনা কিম্বা জড়ভাষী হয়।

তূনী।

মল মূত্রাশয় হতে উত্থিত হইয়া,
গুহ্য কিম্বা উপস্থকে যেন বিদারিয়া

যে বেদনা অধোদেশে করে আগমন,
এ হেন রোগেরে তূনী ক'ন বৈদ্যগণ।

প্রতিতূনী।

তূনী লক্ষণের যদি বৈপরীত্য হয়,
অর্থাৎ উপস্থে কিম্বা গুহ্যে যে সময়
ব্যথা উঠে পক্কাশয়ে করয়ে গমন,
প্রতিতুনী নাম বোগ ধবয়ে তখন।

আধ্মান।

বায়ু বোধে স্ফীত হয যখন উদব,
বেদনা জনমে পেটে তাহাব উপব,
ইহা ভিন্ন গুড্ গুড্ ধ্বনি তাহে হয,
অতি ঘোর সে বোগে আধ্মান রোগ কয়।

প্রত্যাধ্মান।

কফ ব্যাকুলিত হযে অনিল যখন
আমাশয হ'তে ঊর্দ্ধে কবয়ে গমন,
পার্শ্ব হৃদয়েব স্ফীতি কিন্তু না জন্মায,
তা হইলে প্রত্যাধ্মান রোগ কহে তায়।

বাতাষ্ঠীলা।

উত্তর প্রদেশে শীলা বর্ত্তুল আকার,
অথবা লৌহের ডাণ্ডি দীর্ঘ গোলাকাব—
কারো মত লৌহ ডাণ্ডি, কারো মত শীলা,
এ হেন যে বস্তু তাবে বলয়ে অষ্ঠীলা।
অষ্ঠীলার মত গ্রন্থি নাভি নিম্নেজাত
চল বা অচল ঊর্দ্ধে বিস্তৃত, উন্নত;

বাত, মূত্র, পুরীষের পায় নিরোধন;
বাতাষ্ঠীলা নাম গ্রন্থি করয়ে ধারণ।

প্রত্যষ্ঠীলা।

এ সব লক্ষণাক্রান্ত অষ্ঠীলা যখন
বাঁকিয়া উপরদিকে করিয়া গমন
জঠরের মধ্যে আসি উপস্থিত হয়,
তখন এহেন রোগে প্রত্যষ্ঠীলা কয়।

অনুলোমগ ও বিলোমগ বায়ুর ক্রিয়া।

অনুলোমগামী বায়ু বস্তি দেশস্থিত
সম্যক প্রকার মূত্র করায় নিঃসৃত;
কিন্তু বায়ু প্রতিলোম করিলে গমন
নানাবিধ মূত্ররোগ করে আনয়ন।

বেপথু।

বেপথু নামক বাত ব্যাধি যদি ধরে
সর্ব্ব অঙ্গে বিশেষতঃ কম্প ধরে শিরে।

খল্লী।

খল্লী নাম বাতব্যাধি ধরে যে সময়,
পাদ, জঙ্ঘা, উরু, কর বক্রীভূত হয়।

অন্য বাতব্যাধি।

ইহা ভিন্ন অকথিত নর দেহে উপস্থিত
বাতব্যাধি যত অবশেষ,
আছে যাহে যে লক্ষণ তাহা করি দরশন
স্থানে নামে করিবে নির্দ্দেশ।
বাতজাদি যত রোগে বর্ণিত হইল আগে
পিত্তাদির সংস্রব হেরিবে।

পিত্ত কিম্বা কফসনে বুঝিয়া হেরি লক্ষণে
বাতব্যাধি চিকিৎসা করিবে।

বাতব্যাধির সাধ্য লক্ষণ।

হনুস্তম্ভ কিম্বার্দ্দিত, আক্ষেপ বা পক্ষাঘাত,
কিম্বা রোগ অপতানকাদি;
বহুদিন যত্ন ক'বে যদ্যপি চিকিৎসা করে,
কিম্বা বোগী ধনী হয় যদি,
কভু সাবে কভু নয়, কিন্তু বোগ যে সময়
অল্প দিন হয় উপস্থিত,
অথবা রোগীব দেহে যদি অতি বল রহে,
হ'তে পাবে বোগ দূবীভূত।

বাতব্যাধির অসাধ্য লক্ষণ।

বিসর্প, বেদনা দাহ, মন্দাগ্নি, অরুচি, মোহ,
মল মূত্রে প্রবৃত্তিব হীন,
কিম্বা এই মত সব রহে অন্য উপদ্রব,
কিম্বা রোগী বল মাংস ক্ষীণ,
কিম্বা যদি শোথে ঘেবে, অঙ্গ ভাঙ্গে, কম্প ধবে,
স্পর্শ শক্তি পায় বিলোপন,
উদর আধ্মান, তথা দেহে একবিধ ব্যথা,—
বাতব্যাধি হবয়ে জীবন।

নীরোগ দেহের লক্ষণ।

দেহ স্থিত সমীরণ যদি করে সঞ্চরণ
অব্যাহত আপনার মনে,
নাহি হয় বৃদ্ধ ক্ষীণ, প্রকৃতিস্থ প্রতিদিন,
কিম্বা রয় আপন স্বস্থানে,—

বায়ু দেহ অভ্যন্তরে হেন গুণ যদি ধরে
নীরোগ হইয়া থাকে নর।
জীতে পারে বহুদিন, এমন কি পাঁচ দিন
একশত বিংশতি বৎসর।

বাতরক্ত নিদান।

লবনাম্ল, কটু, স্নিগ্ধ, উষ্ণাপক্ক, ক্ষার,
অথবা দুর্জ্জর দ্রব্য করিলে আহার,
জলচর স্থলচর জীব আছে যত
পচা, শুষ্ক মাংস তার হইলে ভক্ষিত,
কুলত্থ কলাই, মাষ, তিলকল্ক, মূলা,
শিম, শাক মত খাদ্য আছে যতগুলা,
মাংস, ইক্ষু, দধি, কাঁজি, সৌবীর আচার,
তক্র সুরাসব আর বিরুদ্ধ আহার,
পূর্ব্বাহার জীর্ণ নয় তথাপি ভোজন,
ক্রোধ, দিবানিদ্রা আর রাত্রি জাগরণ,—
বাত রক্ত রুষ্ট হয় এসব কারণে।
অথবা বিরুদ্ধাহার করে যেই জনে,
কিম্বা যেই কোমলাঙ্গ কিম্বা স্থূল কায়,
এইমত লোকে প্রায় এই রোগ পায়।
হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র পৃষ্ঠে যে করে ভ্রমণ,
বিদাহ জনক অন্ন যে করে ভোজন,
শরীরের রক্ত তার ভ্রমণ কারণে
ভুক্তান্ন বিদাহ হেতু দগ্ধ হয় ক্ষণে।

দগ্ধ রক্ত রুষ্ট বায়ু সহ সম্মিলিত
হইয়া চরণ দ্বয়ে হয় সে সঞ্চিত।
বাত, রক্ত উভয়েই হইয়া কুপিত
যদ্যপিও এই রোগে রুবে উপস্থিত,
তথাপি বায়ুর অতি প্রাবল্য কারণ
বাতরক্ত এই রোগে ক'ন বৈদ্যগণ।
রক্ত রুষ্ট হয় অম্ল বিদাহি ভোজনে ;
বায়ু হয় প্রকুপিত হস্ত্যাদি গমনে।
প্রদুষ্ট শোনিত হয়ে অনিল প্রেরিত
লম্বমান পদদ্বয়ে হয় সে সঞ্চিত।

বাত রক্তের পূর্ব্ব লক্ষণ।

বাতরক্ত সমুৎপন্ন হয় যে সময়
পূর্ব্বে তার সর্ব্ব দেহে অতি ঘর্ম্ম হয় ;
কখনবা একেবারে ঘর্ম্ম নাহি থাকে ;
দেহমধ্যে স্থানে স্থানে কৃষ্ণ চিহ্নে ঢাকে।

বাত রক্তের লক্ষণ।

স্পর্শশক্তি লোপ পায়, যে কোন কারণে
দেহ মধ্যে ক্ষত যদি হয় কোন স্থানে
পীড়িত সে স্থান হয় অতি বেদনায়,
শিথিল হইয়া যায় সন্ধি সমুদায়।
অলসতা বাড়ে আর অবসাদ ধরে,
পিড়কার সমুৎপত্তি হয় কলেবরে।
জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটী, স্কন্ধ, হস্ত, পদে,
কিম্বা সন্ধি স্থলে ব্যথা সূচী যেন বিঁধে।

বিদারণ মত পীড়া, কখন স্ফুরণ,
অঙ্গ যেন গুরুভারে করে আচ্ছাদন।
স্পর্শশক্তি পায় লোপ, কণ্ডু হয় আর
সন্ধি স্থলে জনমে বেদনা বারম্বার ;
আবার নিবৃত্তি পায়, বর্ণ হীন কায়,
দেহে জন্মে চাকা চাকা চিহ্ন সমুদায়।

বাতরক্তে অনিল প্রকোপের লক্ষণ।

রক্ত হ'তে রুক্ষতর অনিল যখন
বাত রক্তে ধরে শূল, অঙ্গের স্ফুরণ,
ভঙ্গবৎ পীড়া হয়, শোথের রুক্ষতা,
কখনবা শ্যাব কভু অসিত বর্ণতা।
রোগের লক্ষণ যত কভু বৃদ্ধি পায়,
কখন বা সে লক্ষণ হ্রাস হয়ে যায়।
ধমনী, অঙ্গুলি, সন্ধি হয় সঙ্কুচিত,
অত্যন্ত যাতনা, অঙ্গে ব্যথা উপস্থিত।
শীতে দ্বেষানুপশয়, স্তব্ধ হয় কায়,
কাঁপে অঙ্গ, স্পর্শ শক্তি হ্রাস হয়ে যায়।

বাত রক্তে রক্ত প্রকোপের লক্ষণ।

রক্ত যদি হয় রোগে অতি প্রকুপিত
শোথ হয় তাম্রবর্ণ, ক্লেদ সমন্বিত,
দাহ হয় অতিশয়, অতি কণ্ডু করে,
তোদ আর চিমিচিমি বেদনায় ধরে।
স্নিগ্ধকর হেন ক্রিয়া রুক্ষ কর আর—
সে ক্রিয়ায় উপশম না হয় পীড়ার।

বাতরক্তে পিত্তাধিক্যের লক্ষণ।

পিত্তাধিক বাতরক্তে ঘর্ম্মাগম, দাহ,
মত্ততা ও মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা আর হয় মোহ।
শোথ হয় স্পর্শাসহ, রক্তবর্ণ, স্ফীত,
দাহ, পাক, রহে অতি উষ্মার সহিত।

বাতরক্তে কফাধিক্যের লক্ষণ।

স্তৈমিত্য, গুরুত্ব, হয় কফ যদি অতি ;
অল্প হয় কফাধিক্যে স্পর্শের শকতি।
শৈত্য অনুভব হয়, দেহ সুচিকণ,
অল্প অল্প ব্যথা জন্মে, করে কণ্ডুয়ন।

দ্বিদোষ ও ত্রিদোষ আধিক্যের লক্ষণ।

দ্বিদোষ প্রাবল্যে ঘটে দ্বিদোষ লক্ষণ ;
ত্রিদোষ আধিক্যে সর্ব্ব লক্ষণ মিলন।

বাতরক্তের ক্রিয়া।

মূষিক বিষের ন্যায় মন্দ মন্দ বেগে
পাদমূল হ'তে এই বাতরক্ত রোগে,
কখনও হস্তমূল করিয়া আশ্রয়,
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব দেহে সঞ্চরিত হয়।

বাতরক্তের সাধ্যাদি লক্ষণ।

পাদমূল হ'তে জানু পর্য্যন্ত ব্যাপিত।
যেই বাতরক্তে ত্বক বিদীর্ণ দলিত,
পূযরক্ত ঝরে, হয় বল মাংস ক্ষয়,—
এই মত ধরে অন্য উপদ্রব চয়,

অসাধ্য সে বাতরক্ত ; বর্ষের ভিতরে
কিন্তু যদি জন্মে রোগ যাপ্য ভাব ধরে ।
মত্ততা ইন্দ্রিয় মোহ, অরোচক শ্বাস
শিরঃপীড়া, মাংসপচা, ব্যথা, নিদ্রানাশ,
মনোমোহ, তৃষ্ণা জ্বর, কম্প ও পঙ্গুতা,
হিক্কা ও বিসর্প, ভ্রম, অঙ্গুলি বক্রতা,
শোথ পাকে, ক্লান্তি, সূচীবিধন যাতনা,
স্ফোট, দাহ, আর যদি মর্ম্মের বেদনা—
এই উপদ্রব যুক্ত, কিম্বা যুক্ত মোহ,
হেন রোগে সারাইতে নাহি পারে কেহ ।
এই উপদ্রব যদি সব নাহি রয়
যাপ্য রোগ, শূন্য হ'লে সাধ্য সে নিশ্চয় ।
অচির উৎপন্ন এক দোষ অনুগত
বাতরক্ত রোগ যেই সাধ্য সে নিশ্চিত।
দ্বিদোষজ যাপ্য আর বহু উপদ্রবে
পূর্ণ, ত্রিদোষজ রোগ অসাধ্য জানিবে ।

উরুস্তম্ভ নিদান।

উষ্ণ, দ্রব, গুরু, লঘু, কঠিন, শীতল,
সেবিলে স্নিগ্ধ ও রুক্ষ দ্রব্য যে সকল,
বহুভাগজীর্ণ আর অল্পজীর্ণ নয়
ভোজন করয়ে যদি এমন সময়,
পরিশ্রম অতিশয়, শরীর চালন,
দিবা নিদ্রা কিম্বা অতি রাত্রি জাগরণ,

কুপিত হইয়া বায়ু এ সব কারণে
মিলিত হইয়া দুষ্ট মেদ শ্লেষ্মাসনে
উরুকে আশ্রয়ে যবে, করিয়া দূষিত
আমরস যুক্ত পিত্তে অত্যন্ত সঞ্চিত,
স্তিমিত শ্লেষ্মার বলে অনিল তখন
উরু দেশস্থিত অস্থি করয়ে পূরণ।
উরুদেশে তাহে অতি বেদনায় ধরে,
স্তব্ধ ও শীতল করে সমাক্রান্ত ভাবে।
সর্ব্বদাই উরুদেশ অচেতন রয়
রোগী মনে করে যেন উরু তার নয়।

উরুস্তম্ভের লক্ষণ।

অঙ্গের বেদনা, চিন্তা, স্তৈমিত্য ও জ্বর,
তন্দ্রা ও অরুচি আর বমি তদুপর,
স্পর্শ নাহি বুঝে, ঘটে অবসাদ পায়
অতি কষ্টে রোগে রোগী চরণ চালায়।
উরুস্তম্ভ রোগে ঘটে এ সব লক্ষণ ;
কেহ কেহ এই রোগে আঢ্য বাত ক'ন।

রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ।

রোগপূর্ব্বে নিদ্রাধিক্য, চিন্তা অতিশয়,
স্তৈমিত্য ও জ্বর, দেহ রোমাঞ্চিত হয়।
জঙ্ঘা উরু দুর্ব্বলতা, অরুচি বমন,
লক্ষিত হইয়া থাকে এসব লক্ষণ।

উরুস্তম্ভে তৈলাদি প্রয়োগের ফল।

সুপ্তি সংকোচাদি যত বাতের লক্ষণ—
উরুস্তম্ভ রোগে তাহা করি দরশন

ভ্রমে কেহ তৈলাদি প্রয়োগ যদি করে,
পাদ তাহে অবসাদ আর সুপ্তি ধরে।
উত্তোলন সঞ্চালন কষ্টসাধ্য হয়;
জঙ্ঘা ও উরুতে জন্মে গ্লানি অতিশয়।
অনুভব করে রোগী তাহার উপর
বেদনাও অল্প অল্প জ্বালা নিরন্তর।
পাদন্যাশে জন্মে ব্যথা নাহি বোঝে শীত,
রাখিতে চাপিতে নারে, না হয় চালিত।
অন্যে যদি ধ'বে তার চরণ সরায়
বোধ করে উরুপদ ভেঙ্গে বুঝি যায়।

উরুস্তম্ভের অসাধ্য লক্ষণ।

ছুঁচ ফোটামত ব্যথা, দাহ কম্প আব
ঘটে যদি রোগে, জেনো মরণ তাহার।
কিন্তু অল্প দিন জাত শূন্য উপদ্রবে
এ রোগেব সাধ্যমত চিকিৎসা কবিবে।

আমবাত নিদান।

যুগপৎ ক্ষীব মীন বিরুদ্ধ আহাব,
ব্যবায়, ব্যায়াম আদি বিরুদ্ধ বিহাব,
অগ্নিমান্দ্য, অক্ষমতা গমনাগমনে,
স্নিগ্ধান্ন ভোজন অন্তে ব্যায়াম করণে,—
অপক্ক আহার রস এসব কারণে
অনিলের বলে নীত হয় কফ স্থানে।

তথায় সে আম অতি হইয়া দূষিত
ধমনী সমূহে গিয়া হয় উপস্থিত।
বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন রস মিলে
সেই অম্ল রসে আরো দুষ্ট ক'রে তুলে।
পিচ্ছিল হইয়া রস নানা বর্ণ ধরে,
স্রোতোচয়ে ভার আর ক্লেশযুক্ত করে।
ইহাতে শরীর হয় সত্বর দুর্ব্বল
ভার সমাক্রান্ত হয়ে রয় হৃদিস্থল।
এই আমবাত ব্যাধি অতি ভয়ঙ্কর;
ঘটায় বিবিধ রোগ ইহার উপর।
বায়ু কফ যুগপৎকুপিত হইয়া
ত্রিক আর সন্ধিস্থলে প্রবেশ করিয়া
সর্ব্বগাত্র একেবারে স্তব্ধ ক'রে ফেলে,
আমযুক্ত দোষ হেতু আমবাত বলে।

আমবাতের সাধারণ লক্ষণ।

অঙ্গ মর্দ্দ, অরুচি ও তৃষ্ণা, অলসতা,
জ্বর ও অপরিপাক দেহের গুরুতা,
অবশেষে শোথে দেহ করে আচ্ছাদন,
আমবাত রোগে ঘটে এসব লক্ষণ।

আমবাত প্রকোপের ফল।

আম বাত যেসময় হয় প্রকুপিত
সর্ব্বরোগ হ'তে করে অধিক পীড়িত।
হস্তপদ, মাথা, গুল্‌ফ, ত্রিক, জানুদ্বয়,
উরু, সন্ধিস্থলে ব্যথাযুক্ত শোথ হয়।

দুষ্ট আম সেই স্থানে করয়ে আশ্রয়
বিছার কামড় মত জ্বালা সেথা হয়।

আমবাতের উপদ্রব।

অগ্নিমান্দ্য হয রোগে, মুখ নাসা দিযা
নিয়ত পতিত হয় সলিল ঝরিযা।
অরুচি, গুরুতা দেহে, বিরস বদন,
উৎসাহের হানি হয়, দাহ অনুক্ষণ।
বহুমূত্র, বমি, ভ্রম, তৃষ্ণা অতিশয,
কঠিনতা, শূল কুক্ষে, নিদ্রা বিপর্য্যয়,
হৃদয়ে বেদনা হয়, মল বদ্ধ করে,
অন্ত্রের কুজন হয, জড়তা শরীরে,
অনাহও অন্য অন্য কষ্টকর যত
উপদ্রব আমবাতে হয উপস্থিত।

দোষভেদে আমবাতের লক্ষণ।

পিত্ত হেতু গাত্রদাহ, রক্তবর্ণ কায়,
বাতজে ধরয়ে শূলসম বেদনায়;
কফজাত আমবাত যেসময় ধরে
স্তৈমিত্য গুরুতা হয়, দেহ কণ্ডু করে।

আমবাতের সাধ্যাদি লক্ষণ।

এক দোষজাত সাধ্য চিকিৎসায় সারে;
যাপ্য রোগ, দুই দোষে যদি জন্ম ধরে;
সর্ব্ব দেহ ব্যাপ্ত শোথ লক্ষণ সংযুত—
অসাধ্য সে আমবাত, তিন দোষ জাত।

শূল, পরিণামশূল, অন্নদ্রব শূল।

অষ্টবিধ শূল ;— দোষ প্রতিকূল
ভিন্ন ভিন্ন যদি হয়,
তিন শূল তায় জন্ম লাভ পায়
দুই দোষ যদি রয়,
একত্র মিলনে তাহে আনে তিনে,
তিন দোষ যদি মিলে
প্রকোপ তাহার এক আনে, আর
এক আমদোষ বলে।
ভিন্ন ভিন্ন দোষে ভিন্ন শূল রোষে
কিন্তু এ সবার পরে—
সকল সময় জানিও নিশ্চয়
অনিল প্রভুত্ব করে।

বাতিক শূল।

গমন অশ্বাদি যানে, ব্যায়াম, অতি মৈথুনে,
অথবা অধিক নিশা জাগরণ করিলে,
অত্যন্ত শীতল জল, পিয়ে যদি অবিরল
অথবা কলায়, মুগ, অরহব খাইলে,
কোদ ধান্যের ভক্ষণ, রুক্ষ দ্রব্যের সেবন,
পূর্ব্বাহার জীর্ণ নয় তবু পূরে উদরে,
অঙ্কুরিত যেই ধান্য খাইলে তাহার অন্ন,
অভিঘাতে, কষায় ও তিক্ত রস আহারে,
ক্ষীর-মীন সম্মিলন আদি বিরুদ্ধ ভোজন,
শুষ্ক মাংস কিম্বা শুষ্ক শাকাহার করিলে,

মূত্র, বায়ু, পুরীষের বেগ ধারণে শুক্রের,
শোক, উপবাস কিম্বা অতি কথা কহিলে,
অতি হাস্য অবিরত ইত্যাদি কারণ যত,
তাহাতে অনিল অতি প্রকুপিত হইয়া
পৃষ্ঠ, ত্রিক ও হৃদয়ে বস্তিদেশে পার্শ্ব দ্বয়ে
বাতজাত শূল আনে উপস্থিত করিয়া।

বাতিক শূলের প্রকোপ কাল।

ভুক্ত যে আহার, জীর্ণতায় তার,
মেঘাগমে, সায়ংকালে,
শীত বরষায়, অতি কোপ পায়,
অনিল জনিত শূলে।

বাতিক শূলের লক্ষণ।

অনিল কারণ, এরোগ যখন,
আক্রমণ করে নরে,
ব্যথা অবিরত হয় প্রশমিত,
আবার আসিয়া ধরে।
অধো বায়ু মল, স্তম্ভন কেবল,
এরোগ ধরিলে পায়,
সূচীবেধ সম, কিম্বা ভঙ্গোপম,
ধরে ঘোর বেদনায়।
স্বেদ নির্গমন, তৈলাদি মর্দ্দন,
হাত ঘসা ব্যথা স্থলে,
স্নিগ্ধোষ্ণ আহারে, এমত প্রকারে
উপশম পায় শূলে।

পৈত্তিক শূল।

অতি তীক্ষ্ণ, অতি উষ্ণ, অতি দাহ কর,
কিম্বা হ'লে ক্ষার দ্রব্য ভোজন তৎপর।
কুলত্থকলায়-যুষ, শিম্বী, তৈল পান,
তিলকল্ক, কটু, অম্ল, সৌবীর সন্ধান,
সুরায় প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য আছে যত,
এই মত অন্য দ্রব্য হইলে ভক্ষিত,
ক্রোধ, অগ্নিতাপ অতি পরিশ্রম আর,
মৈথুন ও রৌদ্র সেবা, বিদগ্ধ আহার,
এসব কারণে পিত্ত হইয়া কুপিত,
আশু নাভিদেশে করে শূল উপস্থিত।
তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, ভ্রম, চোষ,—
এলক্ষণ ঘটে, যদি রহে পিত্ত দোষ।
অর্দ্ধ রাত্র কালে, কিম্বা মধ্যাহ্ন সময়ে,
ইহা ভিন্ন শরত ঋতুর সমুদয়ে,
অথবা ভুক্তান্নজীর্ণ হয় যেইকালে,
অত্যন্ত প্রকোপ পায় পিত্তজাত শূলে।
শীত ঋতু সমাগমে শীতল ক্রিয়ায়,
সুস্বাদু শীতলাহারে উপশম পায়।

শ্লৈষ্মিক শূল।

জলময় দেশজ ও জলজ মাংসাদি,
দুগ্ধের বিকার যথা ক্ষীর, ছানা, দধি,
তক্রের কূর্চ্চিকা, মাংস ইক্ষুরস আর,
পিষ্টক, তিল তণ্ডুল, কৃশরা আহার,
এই মত অন্য অন্য দ্রব্য সমুদায়
অতি কফ জন্মে যায়, কেহ যদি খায়।

এসব কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়ে,
শূলরোগ উৎপাদন করে আমাশয়ে।
বমনের বেগ, কাশ অবসাদ দেহে,
অরুচি ও কোষ্ঠদেশ স্তব্ধ হয়ে রহে,
মুখ হ'তে জল ঝরে মাথা হয় ভার,
শ্লৈষ্মিক যে শূল এই লক্ষণ তাহার।
প্রভাতে, বসন্তে, শীতে আহারের পরে,
শ্লেষ্মা শূল বড়ই যাতনা দান করে।

ত্রিদোষজ শূল।

বাত আদি দোষত্রয় হয়ে প্রকুপিত,
ত্রিদোষলক্ষণ শূল করে উপস্থিত।
সান্নিপাত শূল অতি কষ্ট করে দান,
ভয়াবহ হয় বিষ বজ্রের সমান।
চিকিৎসায় এরোগ না হয় নিবারণ,
অসাধ্য এহেতু রোগে ক'ন বৈদ্যগণ।

আমজ শূল।

আটোপ, বমনবেগ, শরীরের ভার,
স্তৈমিত্য, বমন, মল মূত্র রোধ আর,
কফস্রাব, কফজাত শূলোক্ত লক্ষণ,
আমজাত শূলে সব দেয় দরশন।

দ্বন্দ্বজ শূল লক্ষণ।

হৃদি, পৃষ্ঠে, পার্শ্বদেশে, অথবা উভয় পাশে
বাতশ্লেষ্ম জাত শূল ধরে,
পিত্ত শ্লেষ্মে জন্ম যার, করে শূল অধিকার
কুক্ষিনাভি হৃদয় ভিতরে।

বাতিক পৈত্তিক শূলে, শরীরের যে যে স্থলে,
সর্ব্বদা করয়ে আক্রমণ,
বাত পিত্ত দোষ যোগে, সমুৎপন্ন শূল রোগে,
সে সে স্থলে ধরে অনুক্ষণ।
অধিকন্তু এই শূলে, অন্য লক্ষণ সকলে,
দেহ মধ্যে উপস্থিত করে,
রোগীর সমস্ত দেহে, আক্রমণ করে দাহে,
ভোগে রোগী অতিশয় জ্বরে।

শূলের সাধ্যাদি লক্ষণ।

সাধ্য শূল একদোষ জাত যদি হয়;
দ্বিদোষজ কষ্ঠ সাধ্য জানিও নিশ্চয;
ত্রিদোষজ হ'লে শূল অসাধ্য তখন,
বহু উপদ্রব কর বড়ই ভীষণ।

পরিণাম শূল।

নিজ কোপ হেতু রুষ্ট বায়ু বলবান
যায় সে যখন কফ পিত্ত সন্নিধান,
কফ ও পিত্তকে বায়ু দূষিয়া তখন,
পরিণাম শূল রোগ করে উৎপাদন।
ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় যে সময়,
সে সময়ে এই শূল প্রকুপিত হয়।

বাতিক পরিণাম শূলের লক্ষণ।

গুড় গুড় ধ্বনি পেটে উদর আধ্মান,
মল মূত্র রুদ্ধ হয়, দেহ কম্পবান,
অসুস্থচিত্ততা ঘটে রোগ আক্রমণে,
উপশম পায় রোগ স্নিগ্ধোষ্ণ সেবনে।

পৈত্তিক পরিণাম শূলের লক্ষণ।

অসুস্থচিত্ততা, তৃষ্ণা, দাহ ঘর্ম্ম আর,
পিত্তজাত পরিণাম শূলেব বিকাব,
লবন ও কটু অম্ল সেবনে জনম,
শীতল ক্রিযায় বোগ পায উপশম।

কফজ পরিণাম শূলের লক্ষণ।

অল্প কিন্তু ব্যথা অতি দীর্ঘ কাল বয,
বমিও বমন বেগ আব মূর্চ্ছা হয।
কটু কিম্বা তিক্ত দ্রব্য করিলে সেবন,
কফজাত এই শূল হয নিবাবণ।
প্রকাশ যদ্যপি পায দ্বিদোষ লক্ষণ,
দ্বিদোষজ শূল তাবে জানিও তখন,
ত্রিদোষ লক্ষণ যদি সংঘটিত হয,
ত্রিদোষজ পবিণাম শূল তাবে কয,
অগ্নি কিম্বা মাংস, বল যদি পায ক্ষয,
অসাধ্য এ শূল তবে জানিও নিশ্চয।

অন্নদ্রব শূল।

ভুক্ত দ্রব্য পবিপাকে কিম্বা পাক কালে
অপক্কাবস্থায কিম্বা ধবে যেই শূলে
কিম্বা পথ্যাপথ্য কিম্বা ভোজনাভোজন,
কিম্বা অন্য যেই কোন নিযম পালন
করিলে কিছুতে উপশম নাহি পায়,
ভীষণ সে শূল অন্ন-দ্রব কহে তায়।
এই শূলে যে পর্য্যন্ত না হয় বমন,
সে পর্য্যন্ত নিবৃত্ত না হয় কদাচন।

বমন করিলে পিত্ত জীর্ণ হ'য়ে যায়,
সে কারণে রোগী শূলে শান্তি লাভ পায়।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ নিদান।

হাঁচি ও উদ্গার, মূত্র, অধোবায়ুমল,
বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জৃম্ভা, চক্ষু জল,
দীর্ঘশ্বাস, নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে,
যে যে রোগ জন্মে সবে উদাবর্ত্ত বলে।

অধোবায়ুবেগরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

বায়ু, মূত্র, মলত্যাগে অপ্রবৃত্তি করে,
উদর আধ্মান, ক্লান্তি, বেদনা উদরে,
সূচীবেধ সম ব্যথা আর ধরে শূলে,
অধোগ বায়ুর বেগ ধারণ করিলে,

মলবেগ রোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

পেটে গুড়্ গুড়্ শব্দ শূলবদ্বেদনা,
গুহ্যদেশে কাটামত জনমে যাতনা,
মলত্যাগে ইচ্ছানাশ, ঊর্দ্ধ বাত ধরে,
মুখ দিয়া কভু মল নির্গমন করে।

মূত্ররোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

মূত্রাশয়ে আর লিঙ্গে শূলের বেদন,
মূত্রকৃচ্ছ্র ব্যথা হেতু দেহের নমন,
অথবা বঙ্ক্ষণদ্বয় হ'লে আকর্ষণ,
তেমন যাতনা এই রোগের লক্ষণ।

জৃম্ভাদি বেগরোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

রোধিলে জৃম্ভাব বেগ বাতাত্মক যত
মন্যা-গলস্তম্ভ, শিরোরোগ উপস্থিত।
রোগ ধরে কর্ণমধ্যে কখন বা চ'খে,
কখন নাসিকাদেশে কখন বা মুখে।
আনন্দ অথবা শোক এ দুই কারণে,
উপস্থিত হয় যদি সলিল নয়নে,
ত্যাগ যেবা নাহি করে, মাথা হয় ভার,
কষ্টদ পীনশ হয়, চক্ষুরোগ তার।
আধবগা, শিরঃশূল, ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল,
মন্যাস্তম্ভ—হাঁচি বেগ ধারণের ফল!
কণ্ঠ মুখ পরিপূর্ণ রোধিলে উদ্গার,
ছুঁচ ফোটা ব্যথা হৃদে, আমাশয়ে আর।
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট অব্যক্ত ভাষণ,
হিক্কাদি বাতিক পীড়া করে আগমন।
মুখে পড়ে কালদাগ, রুচি নাহি রয়,
কণ্ডু, কোঠ, বমি বেগ রোধ যদি হয়।
কুষ্ঠ ও বমন বেগ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর,
বিসর্প ও শোথ আদি রোগের আকর।
রোধনে শুক্রের বেগ, ধরে গুহ্যদেশে
শোথ ব্যথা, মূত্রাশয়ে আর অণ্ডকোষে।
মূত্ররোধ শুক্রাশ্মরী, শুক্রের ক্ষরণ,
বাত কুণ্ডলিকা রোগ করে আগমন।
ক্ষুধারোধে তন্দ্রা, অঙ্গ মর্দ্দ, রুচি নাশ,
শ্রান্তি বোধ হয় দৃষ্টি শক্তি পায় হ্রাস।

তৃষ্ণাবোধে শোষে মুখ আর শোষে গলা,
হৃদয়ে বেদনা হয় কর্ণে লাগে তালা।
শ্রান্ত ব্যক্তি দীর্ঘ শ্বাস রোধ যদি করে,
হৃদরোগ, মোহ আর গুল্ম রোগ ধরে।
হাই উঠে অঙ্গ ভাঙ্গে নিদ্রা বোধ আর,
তন্দ্রা আসে, চক্ষু আর মাথা হয় ভার।

উদাবর্ত্তের কারণ।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়, রুক্ষ ও কষায়,
কটু তিক্ত করিলে ভোজন,
হইয়া কুপিত, করয়ে ত্বরিত,
উদাবর্ত্ত রোগ আনয়ন।
বায়ু কোপ বলে, বাত, মূত্র, মলে,
কিম্বা রক্ত কফ যারা বহে,—
হেন স্রোত যত করে আবরিত,
মলেও শোষন করে বহে।
রোগীর হৃচ্ছূল, কিম্বা বস্তি শূল,
বিবমিষা, অস্বাস্থ্যে পীড়ন,—
রোগী তার তরে, অতি কষ্টে করে
বাত, মল, মূত্র বিসর্জ্জন।
ক্রমে ক্রমে শ্বাস, প্রতিশ্যায়, কাস,
শিরোরোগ, হিক্কা, বমি, জ্বর,
অঙ্গের প্রদাহ, পিপাসা ও মোহ,
করে তারে বড়ই কাতর।
ভুল হয় মনে, ভুল কথা শুনে,
আর বাত প্রকোপ কারণ,

দেহ মধ্যে তার, বিবিধ প্রকার,
পীড়া আসি করে নিপীড়ন।

আনাহের কারণ ও লক্ষণ।

পুরীষ, অপক্ব রস আহারের ফল,
ক্রমে ক্রমে যদি হয় সঞ্চিত কেবল,
বিবদ্ধ বায়ুর কোপে বাহিরিতে নারে ;
দারুণ আনাহ রোগ ক'ন বৈদ্য তারে।
আমজ আনাহ রোগে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়,
স্তব্ধতা হৃদয়ে, জ্বালা জনমে মাথায়।
আমাশয়ে শূল হয় আর গুরু ভার,
এ সব লক্ষণ পায়, না উঠে উদ্গার।
যে আনাহ জন্ম লয় মলের সঞ্চয়ে,
তাহে কটী পৃষ্ঠদেশ রহে স্তব্ধ হ'য়ে।
মল আর মূত্ররোধ পুরীষ বমন,
মূর্চ্ছা, শোথ, শূল আদি যতেক লক্ষণ।
অলসক রোগে যথা উদর আধ্মান,
বাত রোধ লক্ষণাদি, ইহার প্রমাণ।

গুল্ম নিদান।

বাত আদি দোষত্রয়, কুপিত যদ্যপি হয়,
অনুচিত আহার বিহারে,
হ'য়ে কোষ্ঠ মধ্যগত, দেখিতে গ্রন্থির মত,
গুল্ম রোগ উৎপাদন করে।

পঞ্চবিধ রোগ হয়, আশ্রয় করিয়া রয়,
দেহ মধ্যে পঞ্চবিধ স্থান,
বস্তি নাভি হৃদি দেশে, কখন উভয় পাশে,
গুল্মরোগ করে অবস্থান।
গোলাকারে জনমিয়া, নিম্নে বস্তি উর্দ্ধে হিয়া,
তার মাঝে কোন এক স্থানে,
গ্রন্থিরূপে জন্ম লয়, কখন অচল রয়,
কভু থাকে বত সঞ্চরণে।
পুষ্ট হয় সে কখন, অপুষ্ট বা কোন ক্ষণ
হেন গ্রন্থি গুল্ম নাম ধবে,
শ্লৈষ্মিক, পৈত্তিক, বাতে, রক্তদোষ, সন্নিপাতে,
এ পঞ্চে বিভাগ কবে তাবে।
শুদ্ধ পুরুষের নয়, স্ত্রীলোকের (ও) রোগ হয়,
ধাতুজ শোণিত কিন্তু যার
শুদ্ধই হয় কারণ, গুল্মবোগ সেই ক্ষণ
নারী মাত্রে করে অধিকাব।

গুল্মের পূর্ব্ব লক্ষণ।

পুর্ব্বে রোগ জন্মিবার বহুল হয় উদ্‌গার,
মল বোধ, অন্ত্রের কুজন,
সামর্থ্য নাহিক রয়, অন্নেতে অনিচ্ছা হয়,
ব্যথা জন্মে উদরে তখন।
বেদনা যেমন ধরে, গুড় গুড় শব্দ করে
উদর ফুলিয়া উঠে পরে,
বড় অগ্নিমান্দ্য হয়, গুল্মরোগ যে সময়
প্রবেশের উপক্রম করে।

গুল্মের সাধারণ লক্ষণ।

অরুচি, অন্ত্রকুজন, অতি কষ্টে প্রবর্ত্তন
মলমূত্র আর অধোবায়,
বায়ুর ঊর্দ্ধ.গমন অনাহাদি—এ লক্ষণ
সর্ব্ব গুল্ম রোগে দেখা যায়।

বাতগুল্মের কারণ।

অধিক বা অল্পভাগে কিম্বা অসময়ে
সেবন করিলে রুক্ষ অন্ন ও পানীয়ে,
বলীসহ যুদ্ধ আদি বিরুদ্ধ চেষ্টন,
মল ও মূত্রেব বেগ কবিলে ধারণ,
শোক ও আঘাত প্রাপ্তি, বিবেচন আদি
তাহে হয় অতিশয় বলক্ষয় যদি,
অথবা যদ্যপি কবা হয় অনশন,
বাতগুল্ম জন্ম লয় তাহার কারণ।
অনির্দ্দিষ্ট বোগ স্থান, নাভিতে কখন
পার্শ্বে কভু বস্তিদেশে কবয়ে ভ্রমণ।
আকৃতি সর্ব্বদা এক নাহি থাকে তাব
বড়, ছোট, গোলাকার কভু দীর্ঘাকার।

বাতগুল্মের লক্ষণ।

যন্ত্রণাও এ বোগেব একরূপ নয়,
কখন বা অল্প কভু অতি বেশী হয়।
কখন বা বোধ হয় সুচীবেধ করে,
কখন বা অন্যরূপ যাতনায় ধরে।
অপ্রবৃত্তি হয় অধোবায়ু নিঃসরণে,
একেবারে কোষ্ঠবদ্ধ হয় তার সনে।

এইমত ঘটে আব নানাবিধ দোষ,
গলাব নালীতে আর মুখে হয় শোষ
দেহ হয় শ্যাব কিম্বা অরুণ বরণ,
শীতের সহিত করে জ্বব আগমন।
কুক্ষিতে ও পার্শ্বদেশে, হৃদয় ভিতবে,
বেদনা জনমে স্কন্ধে আর ধরে শিবে।
বাড়ে বোগ ভুক্তাহাব পবিপাক পেলে,
উপশম হয় কিন্তু আহাব কবিলে।
খাইলে কষায় রুক্ষ কটু তিক্ত আব
বাতগুল্ম বোগে বড হয় অপকার।

পিত্তজগুল্মের নিদান।

কটু, অম্ল কিম্বা তীক্ষ্ণ উষ্ণ দ্রব্য আব
বিদাহি ও রুক্ষ দ্রব্য কবিলে আহাব,
অতি ক্রোধে কিম্বা সমধিক মদ্যপানে,
অতি রৌদ্র কিম্বা অগ্নি সন্তাপ সেবনে,
বিদগ্ধ অজীর্ণজাত দুষ্ট আমবসে
অধিক যদ্যপি হয়, কিম্বা রক্তদোষে—
পৈত্তিকগুল্মেব হয় ইহারা কাবণ,
তাহাতে ঘটিয়া থাকে এসব লক্ষণ।

পৈত্তিক গুল্মের লক্ষণ।

রক্তবর্ণ সর্ব্ব অঙ্গে বদনে বিশেষ,
জ্বর হয়, পিপাসায় দেয় বড় ক্লেশ।
খাদ্য পরিপাক পায় হেন অবস্থায়
উদর পীড়িত হয় অতি বেদনায়।

বিদাহ জনমে আর ঘর্ম্ম অতি আসে,
অসহ্য যাতনা হয় গুল্মের পরশে।

কফজ গুল্মের কারণ।

সেবনে শীতল গুরু স্নিগ্ধ দ্রব্য যত,
কিম্বা হ'লে শারীরিক চেষ্টা বিরহিত,
দিবানিদ্রা কিম্বা হ'লে অধিক ভোজন
হয় সবে কফজাত গুল্মের কারণ।

ত্রিদোষজ গুল্মের হেতু।

ত্রিগুল্মের হেতুগুলি এক হয় যবে
ত্রিদোষজ গুল্ম হেতু তখন জানিবে।

কফজগুল্মের লক্ষণ।

গাত্রদাহ, অবসাদ, জন্মে শীত জ্বর
স্তৈমিত্য বমন বেগ তাহার উপর।
কাস ও অরুচি জন্মে দেহ হয় ভার,
শীত পায়, হয় স্থিতি অল্প বেদনার।
গুল্মের কাঠিন্য ঘটে হয় সে উন্নত,
কফজ গুল্মেররূপ এ লক্ষণ যত।

গুল্মের অতিরিক্ত বিভাগ।

বাতিক পৈত্তিক আদি এই পঞ্চভাগে
গুল্মরোগ যদিও বিভাগ করি আগে,
তথাপি ঔষধ করিবারে নিরূপণ
দ্বিবিধ গুল্মের হেরি নিদান লক্ষণ,
কিম্বা বাত পিত্ত কফ তিন দোষে হেরি,
কাহার কি বলাবল তাহা লক্ষ করি,

মিশ্র লিঙ্গ দ্বন্দ্বজ এ ত্রিবিধ তখন
কবিবেন অতিরিক্ত ভাগ বৈদ্যগণ।

ত্রিদোষজ গুল্ম লক্ষণ।

অত্যন্ত বেদনাযুক্ত দাহ তদুপব,
কঠিন উন্নত হয যেমন পাথব,
সত্বর বিদাহি, দেয় ভয়ঙ্কব ক্লেশ,
মন দেহ অগ্নিবল কবয়ে নিঃশেষ।
তিন দোষে গুল্মবোগ জন্মে যেইক্ষণ
নিশ্চয জানিও বোগ অসাধ্য তখন।

রক্তগুল্মের হেতু।

অপক্ক গর্ভেব স্রাবে প্রসবেব পবে,
ঋতুকালে দোষকব আহাব বিহাবে,
পরিগ্রহ কবি বক্ত দুষ্ট সমীবণ
গর্ভাশয়ে রক্তগুল্ম কবে উৎপাদন।

রক্তগুল্মের লক্ষণ।

দাহ হয আব জন্মে অত্যন্ত বেদন
পিত্তজ গুল্মেব ঘটে এসব লক্ষণ।
ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোকের গর্ভে যেই মত
ঋতু বন্ধ হয়, মুখ বর্ণ ধরে পীত,
স্তনাগ্রভাগেব বর্ণ অসিত দেখায়,
স্ত্রীলোকেব নানা খাদ্যে অভিলাষ যায,
স্ত্রীভব এ গুল্ম যবে জনমে উদবে
গর্ভের মতন যত লক্ষণ সে ধরে।
প্রভেদ কেবল এই শিশু অঙ্গ চাপে
স্ত্রীলোকের গর্ভদেশ নিরন্তর কাঁপে,

রক্তগুল্ম গোলাকার অঙ্গ তার নাই
কাঁপিলে সমস্ত গুল্ম পেট কাঁপে তাই।
দীর্ঘকাল অন্তে কাঁপে নহে নিরন্তর,
গুল্মের কম্পনে কিন্তু যাতনা বিস্তর।
দশমাস কিন্তু রোগ না হ'লে অতীত
রক্তজ গুল্মের কভু ক'র না বিহিত।
বুঝিলেও রোগ তবু সন্দেহ কারণ
পূর্ব্বেই বিহিত না করেন বৈদ্যগণ।
অন্য যত রোগ আছে পুরাতন হ'লে,
সমধিক কষ্টসাধ্য নিদানেতে বলে।
কিন্তু এই রক্তগুল্ম যত দিন যায়
ব্যাধি গুণে সুখসাধ্য জানিও ইহায়।
এই হেতু কোন কোন শাস্ত্রকার ক'ন,—
গর্ভে গুল্মে এই মত প্রভেদ যখন,
গর্ভভয়ে নয়, কিন্তু পূরণের তরে
রোগের চিকিৎসাবিধি দশমাস পরে।

গুল্মরোগের অসাধ্য লক্ষণ।

গুল্ম যদি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া
অবস্থিতি করে সর্ব্ব উদর ব্যাপিয়া,
রসরক্ত আদি ধাতু করিয়া আশ্রয়
শিরাব্যাপ্ত কূর্ম্মবৎ সমুন্নত হয়।
অথবা রোগীর যদি হয় বলনাশ
অরুচি বমনবেগ কিম্বা বমি কাশ,
অথবা সর্ব্বদা রয় অসুস্থ অন্তর,
পিপাসা ও তন্দ্রা আর তদুপরি জ্বর,

প্রতিশ্যায়ে মুখনাসা হ'তে জল ঝরে—
এ হেন লক্ষণে রোগ কভু নাহি সারে।
নাভি, হৃদে, হস্তে, পদে যদি শোথ ধরে
কিম্বা ধরে জ্বর শ্বাস বমি অতিসারে
শ্বাস শূল তৃষ্ণা ঘটে রুচি নাহি রয়,
অকস্মাৎ হয়ে যায় গুল্মের বিলয়,
তাহার উপরে ঘটে দৌর্ব্বল্য লক্ষণ,
তখন জানিও স্থির রোগীর মরণ।

হৃদ্রোগ নিদান।

খাইলে অত্যুষ্ণ গুরু তিক্ত ও কষায়,
অতি শ্রমে অথবা আঘাত অতি পায়,
পূর্ব্বাহার জীর্ণ নয় তথাপি ভোজন,
মলাদির বেগ ধরা চিন্তা অনুক্ষণ,
এসব কারণে হৃদ্‌রোগ ফলভার;
দোষভেদে পঞ্চভাগে বিভাগ তাহার।
রুষ্টদোষ হৃদি মধ্যে হ'য়ে অবস্থিত
সেই স্থানস্থিত রসে করে বিদূষিত।
সেকারণে হৃদে নানা ধরে বেদনায়;
হৃদে পীড়া ব'লে হৃদ্‌রোগ কহে তায়।

বাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ।

যে রোগের একমাত্র অনিল কারণ
তাহাতে হৃদয় যেন করে আকর্ষণ।

সূচী দিয়া বিদ্ধ যেন দণ্ডদিয়া গুঁড়া,
অস্ত্র দিয়া দ্বিধা যেন শলা দিয়া ফোঁড়া
কুড়ালির ঘায়ে যেন কাটে পাটে পাটে,
তাহাতেই বুঝ রোগে কি যন্ত্রণা ঘটে।

পৈত্তিক হৃদ্রোগের লক্ষণ।

উষ্মাদাহ ধবে রোগে পীড়ে পিপাসায়,
বোধ হয় যেন কে শরীব চুষে খায়।
হৃদে গ্লানি কণ্ঠে যেন ধূম নির্গমন,
মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, মুখশোষ ইহাব লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণ।

শ্লেষ্মাজাত হৃদ্‌রোগ জনমে যখন,
সেসময় উপস্থিত এসব লক্ষণ।—
কফস্রাব অরুচি ও দেহের গুরুতা,
অগ্নিমান্দ্য, বদনের মাধুর্য্য জড়তা।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের লক্ষণ।

বাতজাদি তিন বোগে যে সব লক্ষণ
ত্রিদোষজে সে সকল দেয় দরশন।
অপিচ ইহাতে যদি ঘটে অপচার
তিল ক্ষীর গুড় আদি করিলে আহার,
হৃদে কোন স্থানে গ্রন্থি সমুৎপন্ন হয়,
তার ক্লেদ বস হ'তে ক্রিমি জন্ম লয়।
সেই তিন দোষ জাত হৃদ্রোগে তখন
সুতীব্র বেদনা হয় ক্রিমির কাবণ।
জনমে দারুণ পীড়া সূচী বেধ মত,
আর হয় ক্রিমি জন্য কণ্ডু উপস্থিত।

ক্রিমিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ।

অরুচি ও শোথ হয়, নেত্র হয় শ্যাব,
মুখ দিয়া ঝরে সদা কফাদির স্রাব।
শূল ধরে, বেগ হয় করিতে বমন,
হৃদয়স্থ রস যত হয় উদ্গীরণ।
সূচীবেধ সম পীড়া হেরে অন্ধকার,
ক্রিমিজ হৃদ্রোগ এই লক্ষণ তাহার।

হৃদ্রোগের সাধারণ লক্ষণ।

অবসন্ন দেহ, ক্লান্তি, ভ্রম, শোষ আর,
লক্ষণ এ হৃদ্রোগে সকল প্রকার।
ইহা ভিন্ন ক্রিমিজ হৃদ্রোগে যবে ধরে,
শ্লৈষ্মিক ক্রিমির সর্ব্ব উপদ্রবে ঘেরে।

মূত্রকৃচ্ছ্র নিদান।

ব্যায়াম ও তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সেবন,
রুক্ষ মদ্যপান যদি করে সর্ব্বক্ষণ,
নিত্য দ্রুত পৃষ্ঠযানে করিলে গমন,
জলময় দেশজাত মাংস অধ্যশন,
ভক্ষণ করিতে যদি রুচি নাশ পায়,
এ সব কারণে জন্মে মূত্রকৃচ্ছ্র তায়।
অষ্টবিধ এই রোগ—ভিন্ন ভিন্ন দোষে,
মিলিত ত্রিদোষ কিম্বা নিজ নিজ রোষে
যে সকল হেতু তাহে হইয়া কুপিত,
যে সময় বস্তিদেশে হয় উপস্থিত,

মূত্রমার্গ প্রপীড়িলে ক্লেশে মূত্র ঝরে;
এহেন যে রোগ মূত্র-কৃচ্ছ্র নাম ধরে।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

বাতজাত মূত্রকৃচ্ছ্রে কুঁচকির স্থানে,
লিঙ্গে, মূত্রাশয়ে পীড়ে সুতীব্র বেদনে।
ইহা ভিন্ন এই রোগে সদা সর্ব্বক্ষণ,
অল্প পরিমাণে হয় মূত্র প্রবর্ত্তন।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

অত্যন্ত বেদনা, কষ্টে দাহের সহিত
ঝরে মুহুঃ মূত্র, তার বর্ণ রক্ত পীত।

শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

লিঙ্গে আর বস্তিদেশে হয় গুরুভাব,
শোথ ও পিচ্ছিল মূত্র ঝরে অনিবার।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

ত্রিদোষ লক্ষণ যত প্রকাশিত হয়,
কষ্টসাধ্য এই রোগ জানিও নিশ্চয়।

আগন্তুজ মূত্র কৃচ্ছ্র।

মূত্রবহ যেই স্রোত, কণ্টকে হইলে ক্ষত,
যষ্টির আঘাতে কিম্বা হইলে আহত,
বাতজাত যেই মত, সেরূপ লক্ষণ যুত,
নিদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র করে উপস্থিত।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র।

মলের যে বেগ তাহা করিলে ধারণ,
অত্যন্ত বিগুণ তাহে হয় সমীরণ।

আধ্মান জনমে তাহে উদর ভিতরে,
নিদারুণ বাতশূল উপস্থিত করে।
উপস্থিত করে রোগে মূত্ররোধ আর,
পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র অভিধান তার।

অশ্মরীজ ও শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র।

পাথরী হইতে যেই মূত্রকৃচ্ছ্র হয়,
অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র সেই রোগে কয়।
বাত আদি দোষ বলে হলে বিদূষিত
অথবা মূত্রের পথে হয়ে বিধাবিত
শুক্র যদি মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদন করে,
সে রোগ শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র নাম ধরে।
বস্তি লিঙ্গে রোগে যেন শূল ব্যথা ধরে,
অত্যন্ত কষ্টের সনে মূত্র তাহে ঝরে।

শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ্র।

অশ্মরীশর্করা এই দুয়ের কারণ,
তুল্যরূপ, আর দুয়ে সমান লক্ষণ।
শর্করার আছে কিন্তু ভিন্ন বিবরণ;
সবিশেষ কহি তাই করহ শ্রবণ।
মূত্র শুক্র আর কফ পিত্তের উষ্মায়,
প্রথমেই যদি সবে পায় পক্বতায়,
পরে কফ সমাশ্লিষ্ট বায়ু বিশোষিত,
এমন হইলে হয় অশ্মরী কথিত।
কখন যদ্যপি কফ যে কোন কারণে,
সম্মিলিত নাহি রয় অশ্মরীর সনে,

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হয়ে তাহে শর্করার মত,
মূত্রমার্গ দিয়া হয় অশ্মরী ক্ষরিত।
তাহাকেই শর্করা কহেন বৈদ্যগণ।
শর্করা দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্রের কারণ।

শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

ইহাতে হৃৎপীড়া, কম্প, শূল কুক্ষিদেশে,
অগ্নিমান্দ্য মূর্চ্ছা আদি লক্ষণ প্রকাশে।
অশ্মরী-গুড়িকা আর শর্করা যখন
মূত্রবেগে স্রোতোমুখে হয় সংলগন,
দারুণ বেদনা হয় উপস্থিত তায়,
বর্জ্জিত হইলে মূত্র শান্তি রোগী পায়।
অশ্মরী শর্করারূপে পরিণত হয়;—
একারণে অভিন্ন পদার্থ দোঁহে কয়।

মূত্রাঘাত নিদান।

মূত্রাদির বেগ ধরা, রুক্ষাদি ভোজনে
কুপিত বাতাদি দোষ হ'য়ে সেই ক্ষণে
ত্রয়োদশ বাতকুণ্ডলিকা আদি যত
মূত্রাঘাত নাম রোগ করে উপস্থিত।
মূত্রাঘাতে মূত্রকৃচ্ছ্রে আছয়ে বিশেষ।
মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে হয় যন্ত্রণার শেষ
যে সময় হ'তে থাকে মূত্র নির্গমন,
রোগে কিন্তু মূত্রবন্ধ না রয় তেমন।
বিবদ্ধ অধিক হয় মূত্র মূত্রাঘাতে,
যাতনা মূত্রনকালে অল্পই তাহাতে।

বাতকুণ্ডলিকা।

দেহের রুক্ষতা আদি ঘটে যেইক্ষণ,
অথবা মূত্রাদি বেগ করিলে ধারণ,
সমীরণ তাহে অতি কুপিত হইয়া
বস্তি দেহস্থিত মূত্রে রহে আবরিয়া।
বেদনা সহিত তাহে আবর্ত্তের ন্যায
কুণ্ডল আকারে বায়ু চারিধারে যায।
সেকারণে মূত্র অতি অল্প অল্প ঝরে,
অথবা যাতনাসনে নির্গমন করে।
এই হেতু বাতকুণ্ডলিকা নাম ধরে,
এই ব্যাধি অতিশয় কষ্টদান করে।

অষ্ঠীলা।

গুদনাড়ী মূত্রাশয়ে, অনিল কুপিত
যে সময় করে রুদ্ধ, স্ফীত, আধ্মাপিত,
মলমূত্র মার্গ রোধি যাতনার সনে,
উন্নত ও বক্র ইতস্ততঃ সঞ্চরণে
জন্মে সমুন্নত গ্রন্থি অষ্ঠীলা আকার;
মূত্রাষ্ঠীলা এই হেতু নাম হয় তার।

বাতবস্তি।

মূর্খতাবশতঃ যেই মূত্রবেগ ধরে,
যে বায়ুর অবস্থিতি বস্তির ভিতরে,
বস্তি মুখ রোধ করে কুপিত হইয়া,
মূত্রের নিরোধ হয় তাহার লাগিয়া।
সেই রুষ্ট বায়ু পরে হইয়া পিণ্ডিত,
বস্তি আর কুক্ষিদেশে হয় অবস্থিত।

বাতবস্তি রোগ নাম ধরে সে কারণ,
কষ্টসাধ্য রোগ ইহা ক'ন বুধগণ।

মূত্রাতীত।

সুদীর্ঘ কালের তরে, মূত্রবেগ যদি ধরে,
প্রস্রাব বাহির তাহে হয় না সত্বর ;
মন্দ মন্দ বাহিরায়, বহে সূক্ষ্ম ধারা তায়,
সেই হেতু রোগ মূত্রাতীত নাম ধর।

মূত্র জঠর।

বেগ হ'লে অভিহত, উদাবর্ত্ত উপস্থিত ;
উদাবর্ত্ত হেতু দুষ্ট বায়ু যে অপান
উদরে পুরিয়া আগে, রোধি বস্তি অধোভাগে,
উপস্থিত করে তীব্র ক্লেশদ আধ্মান।

মূত্রোৎসঙ্গ।

লিঙ্গের গ্রন্থিতে লিঙ্গনালে বস্তিদেশে
সংশক্ত থাকয়ে মূত্র বাহিরে না আসে।
অত্যন্ত কুন্থন দিলে ঘটে সে কারণ,
বস্তি ছিঁড়ি মূত্র সনে রক্ত নির্গমন।
কখন বাহির হয় বেদনা সহিত,
বেদনা তাহাতে নাহি থাকে কদাচিত।
বিগুণ বায়ুতে ব্যাধি সমুৎপন্ন হয়,
ইহাকেই মূত্রোৎসঙ্গ বৈদ্যগণ কয়।

মূত্রক্ষয়।

রুক্ষ ক্লান্ত দেহ নর তার বস্তিস্থিত,
পিত্ত ও মারুত হয় যদ্যপি কুপিত,

সে কারণে উপস্থিত হয় মূত্রক্ষয়,
অত্যন্ত বেদনা রোগে, দাহ অতিশয়।

মূত্রগ্রন্থি।

বস্তি মুখ অভ্যন্তরে, সহসা জনম ধরে,
অশ্মরীর তুল্য গ্রন্থি ক্ষুদ্র গোলাকার,
তার সম বেদনায়, অস্থির করয়ে কায়,
হেন স্থির গ্রন্থি "মূত্রগ্রন্থি" নাম তার।
দুয়ের প্রভেদ এই— মূত্রগ্রন্থি নাম যেই
অকস্মাৎ, অশ্মরী সে ক্রমশঃ সঞ্চিত,
অশ্মরী যেমন হয়, পিত্তাদি কুপিত হয়,
মূত্রগ্রন্থি হলে হয় রক্ত প্রকুপিত।

মূত্রশুক্র।

সমধিক মূত্রবেগ রহে যেই কালে,
সে সময় রমণীর সঙ্গম করিলে,
সে সময় শুক্র হয়ে নিজ স্থানচ্যুত,
অনিলের বলে হয় ঊর্দ্ধদেশে নীত।
প্রস্রাবের আগে কিম্বা পশ্চাতে তখন,
ভস্মমাখা জল যেন হয় নিঃসরণ।
প্রস্রাবের সনে হয় শুক্রের ক্ষরণ,
মূত্রশুক্র বলে রোগে তাহার কারণ।

উষ্ণবাত।

ব্যায়াম, অধিক কিম্বা পথ পর্য্যটন,
কিম্বা হয় সমধিক আতপ সেবন,
এসব কারণে পিত্ত প্রকুপিত হয়;
বায়ুসনে মিলি করে বস্তিকে আশ্রয়।

দাহ উপস্থিত হয় এহেন কারণে
বস্তি লিঙ্গ আর পায়ুদেশ নাম স্থানে।
ঈষল্লোহিত পীত অথবা লোহিত,
কষ্টে মূত্র পুনঃ পুনঃ হয় প্রবর্ত্তিত।
দাহসনে নানাবর্ণ মূত্র যে সময়
ক্ষরিত তখন তারে উষ্ণবাত কয়।

মূত্র সাদ।

যদি পিত্ত, কফ কিম্বা পিত্তকফ দুয়ে
অনিলের বলে পড়ে ঘনীভূত হয়ে,
তা'হইলে শ্বেত, পীত, লোহিত বরণ,
গোরোচনা কিম্বা শঙ্খচূর্ণের মতন,
কিম্বা এই সব মিশে একবর্ণ ধরে
অল্প অল্প ঘন মূত্র প্রবর্ত্তন করে।
কষ্ট, দাহ উপস্থিত মূত্রনের কালে—
এহেন ব্যাধির নাম মূত্রসাদ বলে।

বিড়্ বিঘাত।

দেহ যদি হয় অতি রুক্ষ ও দুর্ব্বল
পুরীষ তখন পেয়ে অনিলের বল
ঊর্দ্ধে গিয়া মূত্রস্রোতে হয় উপনীত,
মল গন্ধ মূত্র তাহে হয় বিনির্গত।
অথবা মলের সনে হইয়া মিশ্রিত,
সমধিক কষ্টে হয় মূত্র প্রবর্ত্তিত।
মূত্রধার বিষ্ঠা সনে পায় সংমিশ্রণ,
বিড়বিঘাত মূত্রকৃচ্ছ্র নাম সেকারণ।

বস্তি কুণ্ডল।

দ্রুতপথ পর্য্যটন, পরিশ্রম উল্লঙ্ঘন,
আঘাত সম্প্রাপ্তি অতিশয়,
অতিশয় প্রপীড়ণে ছাড়িয়া আপন স্থানে
উত্থিত হইয়া মূত্রাশয়,
গর্ভবৎ স্থূলাকারে পার্শ্বে অবস্থিতি করে
ঠীক যেন কুণ্ডলের ভাব।
আর্ত্ত হ'য়ে রোগী তাহে শূল, কম্প আর দাহে
বিন্দু বিন্দু করয়ে প্রস্রাব।
বস্তি যদি চাপ পায় মূত্রধারা ঝরে তায়
কিন্তু তাহে বিষময় ফল ;—
বস্তিদেশ স্তব্ধ করে, কে যেন মোচড় মারে
যাতনায় করয়ে বিকল।

দোষভেদে মূত্রাঘাতরোগের ভাব।

বাতের প্রকোপ রোগে হয় যেই ক্ষণ,
সেসময় হয় রোগ বড়ই ভীষণ।
শস্ত্র, বিষসম করে ভীতির সঞ্চার ;
বাতোদ্বনে প্রায় রোগ হয় দুর্নিবার।
পিত্তান্বিত হ'লে শূল, দাহ অনুক্ষণ,
বিবর্ণ হইয়া যায় মূত্রের বরণ।
দেহ গুরু, শোথ, কফান্বিত যেইক্ষণ,
শ্বেতবর্ণ মূত্র হয় স্নিগ্ধ আর ঘন।
বস্তিমুখরন্ধ্র যদি কফে রুদ্ধ হয়,
তদুপরি পিত্তের আধিক্য যদি রয়,
অসাধ্য মূরতি ধরে এ রোগ তখন।
কফাবৃত বস্তিমুখ না হয় যখন,

কিম্বা বস্তি কুণ্ডল আকার নাহি রয়,
তা'হইলে সাধ্য রোগ জানিও নিশ্চয়।
কুণ্ডলী হইলে বস্তি, পায় পরকাশ
এসব লক্ষণ—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা আর শ্বাস।

অশ্মরী নিদান।

রুষ্ট বায়ু, পিত্ত, কফে, রুষ্ট শুক্রে আর
জনমে অশ্মরী রোগ চারিটী প্রকার।
শুক্রজ অশ্মরী ভিন্ন যত আছে আর,
শ্লেষ্মা হয় সমবায়ি কারণ সবার।
অশ্মরী ভীষণ ব্যাধি চিকিৎসা না হ'লে
নিশ্চিতই মরে রোগী এ রোগ কবলে।
আপনি হইয়া অতি রুষ্ট সমীরণ
বস্তি মধ্যে গত মূত্র শুক্রে যেইক্ষণ,
অথবা পিত্ত ও কফে করে বিশোষিত,
অশ্মরীর রূপে তারা হয় পরিণত।
বায়ুবিশোষিত হ'য়ে গো-পিত্ত যেমন
ক্রমে গোরচনারূপ করয়ে ধারণ,
অশ্মরীও, হ'লে তথা পিত্ত বিশোষণ
মানবের দেহে করে জনম গ্রহণ।

অশ্মরীর পূর্ব্বরূপ।

ত্রিদোষজ হয়ে থাকে অশ্মরী সকল।
বাতাদি দোষের কিন্তু যার বেশী বল,
অশ্মরীর সে দোষের নামে নাম হয়;
এই হেতু এই রোগ চারিবিধ কয়।

বোগের জনম পূর্ব্বে বস্তি কোলে আগে
তার পাশে স্থান তাহে বড় ব্যথা লাগে ;
মূত্রে ছাগ গন্ধ হয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বর,
অরুচি লক্ষণ ঘটে তাহার উপর।

অশ্মরীর সাধারণ লক্ষণ।

নাভি ও সেবনী আর বস্তির উপরে
নাভিব যে নিম্নভাগ ব্যথা সেথা ধরে।
মূত্রমার্গ রোধে যদি অশ্মরী কারণ,
সবিচ্ছেদ ধারে হয় মূত্র নির্গমন।
অশ্মরী যখন কিন্তু অনিল চালিত
মূত্রমার্গ হ'তে হয় স্থানান্তবে গত,
বিনাক্লেশে তাহে গোমেদক মনি মত
অতি স্বচ্ছমূত্র ঝরে ঈষৎ লোহিত।
বিপথে যে যায় সেই মূত্রেব আঘাতে
যদি কভু ক্ষত করে মূত্রবাহী স্রোতে,
কিম্বা যদি ক্ষত হয় অশ্মরী পীড়নে,
মূত্র বিনির্গত হয় শোনিতেব সনে।
প্রস্রাব যদ্যপি করে বেগের সহিত,
তাহাতে যাতনা অতি হয় উপস্থিত।

বাতাশ্মরীর লক্ষণ।

বাতজ অশ্মরী রোগ ধরে যেই ক্ষণ
রোগী সদা করে দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ ;
রোগীর সকল দেহ হয় বিকম্পিত,
অত্যন্ত যাতনা রোগে হয় উপস্থিত।

যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে
লিঙ্গ, নাভিস্থল রন্ধ্রে সর্ব্বদা টিপিতে।
কুন্থন করিলে মূত্র ত্যাগের কারণ
বায়ু সনে মল মূত্রবিন্দু নিঃসরণ।
এহেন লক্ষণ ধরে বায়ুজ অশ্মরী—
কভু শ্যাব, কভু বা অরুণ বর্ণ ধরি
অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যেন কণ্টকের মত
অঙ্কুর সমূহ দিয়া হয় আচ্ছাদিত।

পিত্তজ অশ্মরীর লক্ষণ।

পিত্তজ অশ্মরী রোগ হয় যে সময়
বস্তিদেশে দাহ তদা উপস্থিত হয়।
এহেন যাতনা তাহে বোধ হয় আর
পচ্যমান হয় যেন প'শে সেথা ক্ষার।
উষ্ণস্পর্শ, ভল্লাতক বীজের আকার,
রক্ত, পীতবর্ণ কভু কৃষ্ণবর্ণ তার।

কফজ অশ্মরীর লক্ষণ।

অশ্মরী জনমে যদি কফের কারণে
বস্তিদেশে ব্যথা যথা সূচীর বিন্ধনে।
শীতল, মসৃণ, গুরু, বৃহৎ আকার,
মধুপিঙ্গলাভ কভু শুক্লবর্ণ তার।

বালকের অশ্মরীর কারণ।

দিবানিদ্রা কিম্বা মিষ্ট দ্রব্যের আহার
অজীর্ণে ভোজন যদি হয় পুনর্ব্বার;—
এইমত আছে যত অপর কারণ
তাহাতে অশ্মরী করে জনম গ্রহণ।

সেকারণ সর্ব্বদাই ঘটে শিশুগণে,
এ পীড়া তাদের তাই বেশী পরিমাণে।
কিন্তু শিশু বস্তিযন্ত্র, অশ্মরী, আকারে
অতিক্ষুদ্র হয় ব'লে, পারাযায় তারে
অঙ্গুলী প্রভৃতি দিয়া করিতে ধারণ,
কিম্বা শস্ত্র দিয়া করিবারে উৎপাটন।

শুক্রাশ্মরী।

যদ্যপি শুক্রের বেগ করয়ে ধারণ
শুক্রাশ্মরী তাহে করে জনম গ্রহণ।
মৈথুনের বেগে যেই শুক্র উপস্থিত,
স্বস্থান হইতে তাহা হইয়া স্খলিত
মৈথুন অভাব হেতু বাহিরিতে নারে।
কোষ মধ্যে বস্তি মুখে লিঙ্গের ভিতরে
অবস্থান করে সদা যেই সমীরণ
অতিশয় রুষ্ট হয় তাহার কারণ।
সেই বায়ু বলে শুক্র গৃহীত, শোষিত
হইয়া অশ্মরীরূপে হয় পরিণত।
মৈথুন ক্রিয়ায় আছে শকতি যাহার
এই শুক্রাশ্মরী রোগ জন্মে শুধু তার।
অপ্রাপ্ত বয়স যত বালকের তাই,
এই রোগে পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

শুক্রাশ্মরীর লক্ষণ।

রোগাগমে শূলবৎ ব্যথা বস্তি দেশে,
মূত্রকৃচ্ছ্র, আর হয় শোথ অণ্ডকোষে।

যেমুহূর্ত্তে শুক্রাশ্মরী হয় সে সঞ্জাত,
তার সঙ্গে হয় শুক্র আসিয়া সঞ্চিত।
লিঙ্গ যদি, কিম্বা কোষ মধ্যে যেইক্ষণ
অশ্মরীর স্থান যেই, হয় নিপীড়ণ,
তাহা হ'লে পায় সেই অশ্মরী বিলয,
শর্করা, সিকতা রূপে পরিণত হয়।

শর্করা ও সিকতার প্রভেদ।

নিপীড়নে বায়ু বলে অতি সূক্ষ্ম তাবা,
সিকতা হইতে কিছু বৃহত শর্কবা।
যে সময় সমীরণ অনুলোম রয়,
মূত্রমার্গ দিয়া তারা বিনির্গত হয়।
কিন্তু প্রতিলোম রয় অনিল যখন,
কোনমতে শর্করাও সিকতা তখন
বাহির হইতে নারে মূত্র মার্গ দিয়া,
মূত্রস্রোতে তাই রয় নিরুদ্ধ হইয়া।

আবদ্ধ শর্করা ও সিকতার লক্ষণ।

অবসাদ, কুক্ষিশূল, দৌর্ব্বল্য, কৃশতা,
উষ্ণবাত, তৃষ্ণা আর অরুচি পাণ্ডুতা।
হৃদয়ের পীড়া আর জনমে বমন,—
এইসব উপদ্রব করে আগমন।
অশ্মরী, শর্করা আর সিকতার বলে
হয় যদি শোথ অণ্ডকোষে, নাভিস্থলে,
মূত্রের নিরোধ কিম্বা শূলের বেদন—
উপস্থিত হয় যদি এসব লক্ষণ,

তাহা হলে ফল তার বড় বিষময়
সত্বর রোগীর ঘটে মরণ নিশ্চয়।

প্রমেহ নিদান।

কেবল নিশ্চিন্তভাবে সকল সময়
বসিয়া থাকিলে তাহে যেই সুখ হয়,
সেই সুখ অনুভবে সদা ইচ্ছা হয়,
অথবা নিদ্রার ইচ্ছা সকল সময়,
গ্রাম্যোদক, দুগ্ধ, দধি সকল প্রকার,
জলদেশ জাত আমিষের যুষ আর,
নূতন পানীয়, অন্ন, দ্রব্য গুড় জাত,
অথবা অপর কফকর দ্রব্য যত,—
এবম্বিধ যত দ্রব্য করিলে ভক্ষণ,
প্রমেহ রোগের হয় জনম কারণ।

কফজ মেহের সম্প্রাপ্তি।

মেদ আর মাংস কফ হ'য়ে বস্তিগত,
কিম্বা শরীরজ ক্লেদে করিলে দূষিত
কফজ মেহের করে দেহে উৎপাদন।
কফজ মেহের কফ সম্প্রাপ্তি কারণ।

পিত্তজ মেহের সম্প্রাপ্তি।

উষ্ণস্পর্শ উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের সেবনে
কুপিত হইয়া পিত্ত দেহে সেই ক্ষণে,
উক্ত মেদ প্রভৃতিকে দুষিত করিয়া
পৈত্তিক প্রমেহে ফেলে দেহে জন্মাইয়া।

বাতজ মেহের সম্প্রাপ্তি।

কফপিত্ত যে সময় হয় হীন বল,
অনিল তখন অতি হইয়া প্রবল
বসা, মজ্জা, ওজঃ, লসীকাদি ধাতুচয়
বস্তিমুখে আনে যদি, মেহ জন্ম লয়।

কফজাদি মেহের সাধ্যত্বাদি নির্ণয়।

কফ জাত দশবিধ মেহ সাধ্য হয়,
কারণ তাদের সব সমক্রিয়া রয়।
কটু, তিক্ত আদি যে ভেষজ সমুদয়
প্রয়োগ করিলে কফদোষ শান্তি হয়,
সেই সেই ভেষজাদি প্রয়োগ করিলে
সাম্যভাব ধবে দূষ্য পদার্থ সকলে।
ষড়বিধ মেহ, পিত্তে জন্ম লয় যারা,
বিষম ক্রিয়ার হেতু যাপ্য হয় তারা।
মধুরাদি যে ভেষজ হয় পিত্তহর,
সে সব ভেষজ পুনঃ হয় মেদস্কর।
কটুকাদি যাহা করে মেদের হরণ,
সে সব ভেষজ হয় পিত্তের কারণ।
এইরূপে ঔষধের বৈষম্য ক্রিয়ায়,
যাপ্য হয় পিত্তজাত মেহ সমুদায়।
বায়ুজাত চারি মেহ মহাত্যয় বলে,
আরোগ্য না পায় তারা অসাধ্য সকলে।
মজ্জাদি গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী সমীরণ
অনেক বিপত্তি, আশু অনিষ্ট কারণ,
এহেতু ঔষধ যত বিবিধ প্রকার,
সেবনে রোগের নাহি হয় প্রতিকার।

প্রমেহের সাধারণ কারণ।

বায়ুপিত্ত কফ এই ত্রিদোষ প্রবল,
মেদ, রক্ত, শুক্র আর দেহ মধ্যে জল,
বসাও লসীকা, মজ্জা, ওজঃ রস আর,
মাংসাদি পদার্থ দূষ্য বিবিধ প্রকার;—
প্রমেহেব এই সব হেতু সাধাবণ।
সকল মেহের সংখ্যা বিংশতি গণন।
কফজ মেহের বিশ, পিত্তে ছয়, আর
বায়ুজ প্রমেহ হয় চাবিটী প্রকার।

মেহরোগের পূর্ব্ব লক্ষণ।

মেহের জন্মেব যেই উপক্রম হয়,
দন্তে, চক্ষু, কর্ণে অতি মলের সঞ্চয়,
দেহে চিক্কণতা হয়, জ্বালা হাত পায়,
মুখে মধুবতা হয় ধরে পিপাসায়।
আবিল বর্ণতা, মূত্র অতি পরিমাণ,
সকল মেহের এই লক্ষণ সমান।

মেহের বিভিন্নতার কারণ।

বাতজাদি মেহ আছে যতেক প্রকার,
দোষ ও পদার্থ দূষ্য এক সবাকার।
এক না হইয়া তবু নিম্নের কারণ
বিংশতি প্রকারে মেহ বিভাগ গণন।
সংযোগ ও ন্যূনাধিক্যে পাঁচটী বরণ—
শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, শ্যাব, লোহিত যেমন
কপিলাদি নানা বর্ণ উৎপাদন করে,
যদিও মেহের হেতু একরূপ ধরে,

কিন্তু সেই হেতু, বর্ণ সংযোগ মতন,
দোষ, দূষ্য পদার্থের বিভিন্ন মিলন—
উৎকর্ষ কাহারো কিম্বা অপকর্ষ কার
মূত্রের প্রদান করে বিভিন্ন আকার।
মূত্রের বরণ হয় ভিন্ন যেই মত,
মূত্র সনে ভিন্ন মেহ হয় উৎপাদিত।

কফজ মেহের প্রকার ভেদ।

কফজাত মেহ হয় দশটী প্রকার —
উদক ও ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ আর,
সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্র ও সৈকত,
শনৈর্মেহ, লালামেহ, দশম সে শীত।

কফজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ।

স্বচ্ছ ও শীতল, শ্বেত বহু পরিমিত,
জলের মতন আর গন্ধ বিরহিত,
কিঞ্চিৎ আবিল তাহে পিচ্ছিলতা রহে,
হেনমূত্র ত্যজে রোগী উদকের মেহে।
ইক্ষুমেহে যে প্রস্রাব করয়ে বর্জ্জন,
অতি মিষ্ট হয় ইক্ষু রসের মতন।
সান্দ্রমেহে যে প্রস্রাব করে বিবর্জ্জন,
বাসি যদি হয় তাহা হয়ে যায় ঘন।
সুরামেহে মূত্র যেন সুরা অবিকল,
নিম্নভাগ ঘন আর উপরি নির্ম্মল।
পিষ্টমেহে রোগী যবে করয়ে মূত্রণ,
রোমাঞ্চিত হয় তার শরীর তখন।
পিটুলি গোলার মত জলের আকারে,
বহু পরিমাণে শ্বেত মূত্রত্যাগ করে।

শুক্রমেহে প্রস্রাব শুক্রের আভা পায়,
অধিকন্তু শুক্র থাকে সংমিশ্রিত তায়।
সিকতা মেহের হয় জনম যখন,
তখন মূত্রের ঘটে নিম্নের লক্ষণ :—
অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্ত কণিকা সংযুত,
বালুকা কণার মত মূত্র বিনিঃসৃত।
শীতমেহে মধুর আস্বাদ মূত্র হয়,
বহু পরিমিত, রহে ঠাণ্ডা অতিশয়।
শনৈর্মেহ যে সময় হয় উপস্থিত,
অল্প অল্প মূত্র তদা হয় বিনির্গত।
লালামেহে মূত্র সদা লালাযুক্ত রয় ;
তন্তুযুক্ত, প্রস্রাব পিচ্ছিল অতিশয়।

পিত্তজ মেহের প্রকার ভেদ।

নীলমেহ, কাল মেহ, হরিদ্রা ও ক্ষার,
মাঞ্জিষ্ঠ ও রক্ত ; পিত্তহেতু সবাকার।

পিত্তজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ।

ক্ষারজল মত গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ রহে,
ক্ষারস্পর্শ যুক্ত মূত্র হয় ক্ষার মেহে।
নীলমেহে নীল হয় মূত্রের বরণ,
কালমেহে মূত্র হয় কালির মতন।
হরিদ্রে হরিদ্রাবর্ণ, কটুরস হয়,
মূত্রত্যাগে মূত্রনালে জ্বালা অতিশয়।
মঞ্জিষ্ঠা প্রমেহে মূত্র আমগন্ধ যুত,
মঞ্জিষ্ঠা জলের মত বরণ লোহিত।
রক্তমেহে আমগন্ধ মূত্র নির্গমন,
উষ্ণ ও লবণাস্বাদ, রক্তের বরণ।

বাতজ মেহের প্রকার ভেদ।

বসা, মজ্জ, ক্ষৌদ্র, হস্তি এ চারি প্রকার,
মেহ যেই, বায়ু হয় কারণ সবার।

বাতজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ।

বসামেহ জলমিলে হয় অবিরত,
বসাভ ও বসামিশ্র মূত্র বিনির্গত।
মজ্জমেহ হলে মজ্জ আভার মতন
আভাযুক্ত মজ্জমিশ্র মূত্র নির্গমন।
ক্ষৌদ্রমেহ আক্রমণ করে কিন্তু যায়,
মূত্র তার হয় রুক্ষ, মধুব কষায়।
হস্তিমেহে নিবস্তব মত্ত হস্তি মত
করে রোগী মূত্রত্যাগ বেগ বিবর্জ্জিত।
কখন বা মূত্র তার রোধ হয়ে যায়,
লসীকা পদার্থ রহে বিমিশ্রিত তায়।
বসামেহ সর্পিনামে সুশ্রুতে পঠিত,
ক্ষৌদ্র মধুমেহ নামে চরকে আখ্যাত।

কফজ মেহের উপদ্রব।

আহার অপরিপাক, অরুচি, বমন,
নিদ্রাধিক্য, আর্দ্র-কাস, পীনস লক্ষণ।

পিত্তজ মেহের উপদ্রব।

বস্তি, লিঙ্গে সূচীবেধ সমান বেদন,
অণ্ডকোষ বিদারণ পাক নিবন্ধন।
পিপাসা প্রদাহ আর অম্লোদ্গার জ্বর,
মূর্চ্ছা, মলভেদ হয় তাহার উপর।

বাতজমেহের উপদ্রব।

উদাবর্ত্ত, কম্প আর বেদনা হৃদয়ে,
ভক্ষণের লোভ নানা খাদ্য সমুদয়ে,
নিদ্রার রাহিত্য হয়, শোষ, শূল, শ্বাস,
উপদ্রব চরমতা ধরে যক্ষ্মাকাস।

প্রমেহের অসাধ্য লক্ষণ।

বাতজাদি উল্লিখিত উপদ্রব যত,
কিম্বা উপদ্রব যত সুশ্রুতে কথিত
প্রকাশ যদ্যপি পায় সে সব লক্ষণে,
কিম্বা যদি মূত্র বিনির্গত ধাতু সনে,
সে মূত্রের পরিমাণ বেশী যদি হয়,
কিম্বা শরাবিকা আদি পীড়কা নিচয়
যদ্যপি মেহের সনে হয় আবির্ভূত,
তাহ'লে সে মেহে মৃত্যু ঘটিবে নিশ্চিত।
প্রমেহ রোগীর বীজ দোষের কারণ
পুত্রেও প্রমেহ রোগে করে আক্রমণ।
এহেন প্রমেহ রোগ কভু নাহি সারে।
পিতা, পিতামহ, মাতামহ আদি ক'রে
বংশ পরম্পরাক্রমে কুষ্ঠাদি আগত,
প্রমেহ রোগের মত সাধ্য বহির্ভূত।

মধুমেহ।

অচিকিৎস্য যদি রয়, সকল মেহই হয়
অবশেষে মধুমেহরূপে পরিণত।
মধুমেহ হয় যবে অসাধ্য সে রোগ তবে;
মধুবৎ মূত্র মেহে হয় বিনির্গত।

বিভিন্ন কারণ দ্বয় প্রমেহ কারণ হয়—
ধাতুক্ষয় হেতু, বায়ু হইলে কুপিত,
অথবা পিত্তাদি দোষ যদ্যপি করয়ে রোষ
তাহে যদি হয় বায়ুপথ আবরিত।
আবদ্ধ হইলে বায় অতিশয় রোষ পায়;
সেই রুষ্ট বায়ু রোগে দ্বিতীয় কারণ।
একমাত্র সমীরণ মধুমেহের কারণ;
রোষের প্রকার ভেদে বিভিন্ন লক্ষণ।

বায়ুর রোষভেদে মধুমেহের রূপ।

ধাতুক্ষয়ে হয় যদি রুষ্ট সমীরণ,
মধুমেহ হয় বাত মেহের মতন।
পিত্ত আদি দোষাবৃত বায়ুব কারণ
মধুমেহরোগ যদি করে আগমন,
বাতিক লক্ষণ যত কভু ঘটে তায়;
কিম্বা যত দোষ মার্গরোধ যাহে পায়,—
বায়ু, পিত্ত, কিম্বা কফ—যাহার কারণ
মার্গরোধে, মেহ করে জনম গ্রহণ
সে দোষ লক্ষণ তাহে হয় প্রকাশিত।
বিশেষ লক্ষণ এই তাহে সংঘটিত ঃ—
অকস্মাৎ মেহ হয় ক্ষীণ ক্ষণে ক্ষণে,
পুনঃ রুদ্ধ হ'য়ে পিত্ত আদি আবরণে
ক্ষণে ক্ষণে প্রবল সে হয় পুনর্ব্বার।
অসাধ্য জানিও স্থির লক্ষণ তাহার।
সকল প্রকার মেহে বিনা চিকিৎসায়
মধুর আস্বাদ মুত্রে মধুরস প্রায়।

ভূয়িষ্ঠ মধুর রসে শরীর পূর্ণিত
তাহারাও মধুমেহ নামে অভিহিত।

প্রমেহরোগ উপেক্ষার ফল।

শরাবিকা, কচ্ছপিকা, বিনতা, জালিনী,
মসুরিকা, শর্ষপিকা, অলজী, পুত্রিনী,
বিদারিকা, বিদ্রধি এ দশম প্রকার
পিড়কা জনমে, ফল মেহ উপেক্ষার।

শরাবিকার লক্ষণ।

হয় সমুন্নত প্রান্তভাগ যত,
নিম্ন হয় মধ্যস্থলে,
শরাব আকার যেই পিড়কার,
শরাবিকা তারে বলে।
এ পিডকাচয় সন্ধি স্থলে হয়
মর্ম্মস্থানে কভু ধরে,
জনম কখন করয়ে গ্রহণ
মাংসল ধমনী পরে।

জালিনীর লক্ষণ।

তীব্রদাহে হয় যুক্ত সমুদয়,
ব্যাপ্ত কভু মাংস জালে,
জন্ম যদি ধরে পিড়কা আকারে
জালিনী তাহারে বলে।

বিনতার লক্ষণ।

পৃষ্ঠে বা উদরে নীলবর্ণ ধরে,
অত্যন্ত বেদনা তাহে,
ক্লেদযুক্ত অতি, বৃহৎ আকৃতি,
পিড়কা বিনতা কহে।

অলজীর লক্ষণ।

বরণ লোহিত কখন অসিত
ঘেরে থাকে ফোঁড়া তায়,
অতি ক্লেশ দেয় যেই পিড়কায়
অলজী বলয়ে তায়।

মসূরিকার লক্ষণ।

মসুব কলাই যা দেখিতে পাই
আকৃতি ও পরিমান,
সে আকৃতি মত পিড়কার যত
মসূরিকা সমাখ্যান।

সর্ষপিকার লক্ষণ।

শ্বেতসরিষাব আকার যাহার
পবিমান সেইমত,
পিড়কায় হেন করে বৈদ্যগণ
সর্ষপিকা অভিহিত।

পুত্রিণীর লক্ষণ।

অতি সূক্ষ্ম যত স্ফোটক আবৃত,
দেখিতে বৃহদাকার
পিড়কা শরীরে জন্ম যদি ধরে
পুত্রিনী আখ্যান তার।

বিদারিকা।

যেই পীড়কাব হয় গোলাকার
কুষ্মাণ্ডের কন্দ মত,
কিম্বা যদি হয় শক্ত অতিশয়
বিদারিকা সে কথিত।

বিদ্রধি।

পিড়কা যখন করয়ে গ্রহণ
জনম শরীর পরে,
ধরিলে তখন বিদ্রধি লক্ষণ
বিদ্রধি বলয়ে তারে।

প্রমেহ ব্যতিরেকে পিড়কার উৎপত্তি।

যে মেহ হইতে যেই দোষজাত হয়
সেই মেহজাত যত পিড়কানিচয়;
সেই দোষে সমুৎপন্ন জানিও নিশ্চয়।
কখন কখন কিন্তু ইহা দৃষ্ট হয়—
প্রমেহ যাহার নাই দুষ্টমেদ তার
উৎপাদন করে দেহে নানা পিড়কার।
উদর ও পৃষ্ঠ আদি আপন আপন
বাসস্থান যেপর্য্যন্ত না করে গ্রহণ,
সেপর্য্যন্ত তারা কভু হয় না লক্ষিত,
নিজ নিজ লক্ষণ না করে প্রকাশিত।

অসাধ্য পিড়কা।

গুহ্যদেশে, স্কন্ধে, পৃষ্ঠে, মস্তকে, হৃদয়ে,
অথবা মরম স্থানে জন্মে যে সময়ে,
কিম্বা তৃষ্ণা কাস আসি উপদ্রব যত
পিড়কার রোগে যদি হয় সমুদিত,
অথবা অগ্নির শক্তি হ্রাস যদি হয়
তাহ'লে পিড়কারোগ অসাধ্য নিশ্চয়।

মেদো নিদান।

দিবস নিদ্রায় প্রিয় হয় যদি নর,
ব্যায়াম বর্জ্জিত যদি তাহার উপর,
অথবা খাইলে দ্রব্য শ্লেষ্মাক্রান্ত যায়,—
এসব কারণে পরিপাক নাহি পায়
ভুক্তদ্রব্যে সমুৎপন্ন অন্নরস যত।
তখন মধুর রসে হয় পরিণত।
মধুর অপক্ক সেই অন্নের রসের
স্নেহ হ'তে বৃদ্ধি হয় মেদ পদার্থের।
রসরক্ত আদি বাহি স্রোত সমুদায়
মেদ বৃদ্ধি হেতু সবে রুদ্ধ হয়ে যায়।
শরীরের মধ্যে স্রোতরোধের কারণ
অন্য ধাতু পুষ্ট হ'তে পারে না তখন।
মেদ সে কেবল ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া
সর্ব্ব কার্য্যে ফেলে নরে অশক্ত করিয়া।

মেদোরোগের লক্ষণ।

নিদ্রাধিক্য, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা আর ক্ষুদ্র শ্বাস,
অবরুদ্ধ হ'য়ে যায় সহসা উচ্ছ্বাস।
অবসাদ, ক্ষুধা আর ঘর্ম্ম নির্গমন,
শরীর হইতে মন্দ গন্ধ নিঃসরণ,
মৈথুন শকতি আর বল হয় হ্রাস;—
মেদোরোগে পায় এই লক্ষণ প্রকাশ।
সকল জীবের অস্থি অথবা উদরে—
এই দুই স্থানে মেদ অবস্থান করে।

মেদরোগ সমাক্রান্ত নর যে সময়
প্রায়শঃ উদর তার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মেদোরোগের বায়ুর ক্রিয়া।

যেপ্রকারে কুমারের পণ
কর্দ্দমে করিলে আবরণ,
অভ্যন্তরগত বায়ু তার
না পাবিয়া বাহিরে গমন
প্রজ্বলিত ক'বে হুতাশন
দহন করে সে মৃত্তিকার;

মেদ ধাতু বলে সেই মত
মার্গ অবরোধ হেতু বাত
রয়ে যায় কোষ্ঠের ভিতরে।
সবিশেষ করি সঞ্চরণ,
কোষ্ঠাগ্নিব ক'বে সন্ধুক্ষণ
বিশোষিত করয়ে আহারে।

মেদস্বী ব্যক্তির সেকারণ
যাহা নিত্য করযে ভোজন
শীঘ্র তাহা পরিপাক হয়।
উদরের মধ্যে যে সময়
ভুক্তদ্রব্য কিছু নাহি রয়,
পুনঃ হয় ক্ষুধার উদয়।

আহারের যদ্যপি সময়
কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয়,
তাহাতেও ফল সুভীষণ।—
বায়ু হ'তে জন্ম হয় যার,
সেই মত বিবিধ প্রকার
বাতপীড়া করে আগমন।

মেদোরোগে অগ্নি ও মারুতের ক্রিয়া।

দাবানল বনদাহ করযে যেমন,
মেদস্বী ব্যক্তির তথা বায়ু, হুতাশন,
নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত করি,
স্থুল যেই নর তার লয় প্রাণ হরি।

মেদোবৃদ্ধির ফল।

মেদ ধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'লে অতিশয়,
অকস্মাৎ বায়ু আদি দোষ সমুদয়,
প্রমেহ, পিড়কা জ্বর কিম্বা ভগন্দর,
নানারোগ আনি রোগী বিনাশে সত্বর।

অতি স্থূলের লক্ষণ।

মেদ ও মাংসের অতি বৃদ্ধির কারণে,
গমনাগমন আদি অঙ্গ সঞ্চালনে
যাহার উদর, পাছা, কিম্বা দুই স্তন
সঞ্চালিত হয়; কিম্বা অযথা যখন
মাংস উপচয়, উৎসাহের বৃদ্ধি হয়,
এহেন মানব তারে অতি স্থূল কয়।

উদর নিদান।

সকল ব্যাধিই, অগ্নি হ'লে মন্দীভূত,
বিশেষ উদর রোগ হয় সমাগত।
অজীর্ণে, মলিন অন্ন করিলে ভোজন,
মলের সঞ্চয়, হয় উদর কারণ।
বাত আদি দোষগণ হইয়া সঞ্চিত,
রুদ্ধ করি স্বেদ অম্বুবহ স্রোত যত,
প্রাণাপান বায়ু আর অগ্নিকে দূষিত
করিয়া উদর রোগ করে উৎপাদিত।
উদর আধ্মান আর অশক্তি গমনে,
অপ্রবৃত্তি অধোবায়ু মল নিঃসরণে,
অতিশয় মন্দীভূত জঠর অনল,
শোথ হয় আর অতি শরীর দুর্ব্বল,
সর্ব্ব অঙ্গে অবসাদ, দাহ তন্দ্রা আর,—
লক্ষণ উদর রোগে সকল প্রকার।

উদররোগের প্রকারভেদ।

বায়ু, পিত্ত, কফে, তিনদোষ এক হ'য়ে,
প্লীহজ, ক্ষতজ, মল জলের সঞ্চয়ে ;—
জনমে উদর রোগ এ অষ্ট প্রকার,
একে একে কহিতেছি লক্ষণ সবার।

বাতোদরের লক্ষণ।

কুক্ষি, নাভি, হস্ত, পদে শোথ বাতোদরে,
কুক্ষি, পার্শ্বোদর, কটী পৃষ্ঠে ব্যথা ধরে।
পর্ব্বভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, হয় মলরোধ,
শরীরের অধোভাগ হয় গুরুবোধ।

শুষ্ক কাস, মূত্র ত্বক অথবা নয়ন
শ্যাববর্ণ ধরে কিম্বা অরুণ বরণ।
সহসা উদর শোথে হ্রাস বৃদ্ধি হয়,
উদরেতে ধরে আর ব্যথা অতিশয়।
আঘাত করিয়ে কেহ ভাঙে যেন পেটে,
অথবা এমন বোধ ছুঁচ যেন ফোটে।
অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আর অসিত বরণ
দেহ পরে বহু শিরা দেয় দরশন।
উদর আঘাতে শব্দ হয় উৎপাদন,
সমীরণ পরিপূর্ণ ভস্ত্রায় যেমন।
শব্দ ও বেদনা সনে বায়ু বাতোদরে
উদরের সর্ব্ব স্থানে বিচরণ করে।

পিত্তোদরের লক্ষণ।

পিত্তোদরে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা আর,
মুখে কটু স্বাদ হয়, ভ্রম, অতিসার।
পীতবর্ণ ধরে ত্বক, মুখ ও নয়ন,—
প্রকাশিত হয়, এই সকল লক্ষণ।
উষ্মাযুক্ত, দাহান্বিত, ঘর্ম্মাক্ত উদর,
সুকোমল বোধ হয় দিলে তায় কর,
হরিৎ ও পীত আর তাম্রের বরণ,
উদরে ব্যাপিয়া রয় শিরা অগণন।
নিরীক্ষণ একবার কর যদি পেটে,
বোধ হয় তাহা হ'তে ধুম যেন উঠে।
শীঘ্র পাকি জলোদরে হয় পরিণত।
সর্ব্বদা উদর রয় বেদনা সংযুত।

শ্লৈষ্মোদরের লক্ষণ।

অঙ্গ অবসাদ শ্লেষ্ম জনিত উদরে,
স্পর্শজ্ঞানাভাব, গাত্র গুরুভাব ধরে।
নিদ্রা ও বমন বেগ অরুচি ও শ্বাস,
ত্বগাদির শুক্লবর্ণ, শোথ আর কাস।
ইহাতে উদর শোথ, বৃহৎ, স্তিমিত,
শুক্লবর্ণ শিরাগণে হয় সমাবৃত,
চিক্কণ, কঠিন, বোধ পবশে শীতল,
বৃদ্ধি পায় দীর্ঘকালে, গুরু ও অচল।

ত্রিদোষজ উদর রোগ।

দুঃশীলা কামিনীগণ, নিঃস্নেহ পতির মন,
অথবা অপব কোন পুরুষ বাঞ্ছিত
বশীভূত করিবারে, তাহাব অজ্ঞাতসারে
নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা, আর্ত্তব শোনিত,
অন্ন পান এই দুয়ে, দেয় যদি মিশাইয়ে,
এহেন মলিন অন্ন কবিলে ভোজন;
অথবা শত্রুর দানে, সংযোগজ বিষ পানে,
অথবা খাইলে মাছ বিষ সংমিশ্রণ;
কিম্বা তৃণপত্র আদি, এ সবার ক্বাথ যদি
মিশিয়া জলের সনে দুষ্ট করে তায়;
এহেন প্রদুষ্ট জলে, অগ্নি ও ওষধি বলে,
নষ্ট তেজ বিষ কিম্বা কেহ যদি খায়;
রক্ত আর দোষ ত্রয়, তাহে প্রকুপিত হয়,
সেই হেতু আছে যত ত্রিদোষ লক্ষণ,

সম্যক প্রকাশ পায়, মানবের দেহে তায়
ভীষণ জঠর রোগ করে উৎপাদন।

ত্রিদোষজ উদরের প্রকোপ কাল।

এহেন উদর রোগ শীত আগমনে,
অথবা প্রখর যবে বহে সমীরণে,
কিম্বা জল ঝড় মেঘ বিশিষ্ট দিবসে,
হয় অতি দাহ যুক্ত কিম্বা অতি রোষে।

ত্রিদোষজ উদরের লক্ষণ।

পাণ্ডুবর্ণ হয় রোগী, কৃশ হয় কায়,
কণ্ঠ শুকাইয়া যায় অতি পিপাসায়।
রোগ বলে আসে তার মূর্চ্ছা নিরন্তর,
এ রোগের অন্য নাম বলে দুষ্যোদর।

প্লীহোদর।

বিদাহি, কফজ দ্রব্য ভোজনে যে রত,
হইয়া প্রদুষ্টতার কফ ও শোণিত,
তাহাতে প্লীহার করে বর্দ্ধন সাধন;
বৃদ্ধ প্লীহা হয় পুনঃ উদর কারণ।
এই হেতু এই রোগে প্লীহোদর কয়,
বামদিকে পেটে প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

প্লীহোদরের লক্ষণ।

হয় মন্দ জ্বর, রোগী অবসন্ন অতি,
কিছুমাত্র নাহি থাকে অগ্নির শকতি।
কফ পিত্তজাত যত উপদ্রবে ঘেরে,
ক্ষীণবল হয় রোগী, পাণ্ডুবর্ণ ধরে।

যকৃদ্দাল্যুদর।

উদরের বামে হ'লে প্লীহার বর্দ্ধন,
প্লীহোদর রোগ নাম ধরয়ে যেমন,
সেই মত উদরের দক্ষিণে ভিতরে
যকৃৎ নামে যে যন্ত্র অবস্থান করে,
সেই যন্ত্র হয় যবে বৃদ্ধ কলেবর,
তখন তাহাকে কয় যকৃদ্দাল্যুদর।

দোষভেদে প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ।

বায়ুর প্রকোপ যদি দুই রোগে রয়,
উদাবর্ত্ত, বেদনা, আনাহ তাহে হয়।
পিত্তের প্রকোপে, মোহ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর ;
কফের প্রকোপে গাত্র গুরু নিরন্তর,
অরুচি, উদর হয় কঠিন তখন,
প্রকাশিত হয়ে থাকে এ সব লক্ষণ।

বদ্ধ গুদোদর।

শাক কিম্বা শালুকাদি করিলে আহার
অন্ত্র নাড়ী হয়ে যায় বিবদ্ধ যাহার,
অথবা কর্করা আদি কিম্বা চুল দিয়া
অন্ত্রনাড়ী যায় যার বিবদ্ধ হইয়া,
সম্মার্জ্জনী বিনিক্ষিপ্ত ধুলি রাশি প্রায়,
দোষ বিমিশ্রিত তার মল সমুদায়
অন্ত্রনাড়ী স্থানে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া,
গুদনাড়ী স্থানে যায় আবদ্ধ রহিয়া।

মলরোধ হেতু তাহে অতি কষ্ট সনে
বিনির্গত হয় মল অল্প পরিমাণে।
বৃদ্ধি পায় হৃদি নাভি মধ্যবর্ত্তী স্থান,
বদ্ধ গুদোদর তাই এর অভিধান।

ক্ষতোদর বা পরিস্রাব্যুদর।

কণ্টকাদি যুক্ত অন্ন কবিলে ভোজন,
পাকাশয় স্থান হ'তে যদ্যপি কখন
ভুক্ত অন্ন বক্র ভাবে আগমন করে,
তাহা হ'লে কণ্টকাদি শল্যের প্রহারে
অন্ত্র নাম যেই নাড়ী ভেদ হয়ে যায়।
কখন কখন ভেদ করয়ে তাহায়
হাই তোলা, কিম্বা অতি করিলে ভোজন।
এইরূপে অন্ত্র ছিন্ন হয যেই ক্ষণ,
বহু পবিমাণে তাহা হইতে তখন
বিনিঃসৃত হয স্রাব জলের মতন।
নাভি অধোভাগ তাহে বর্দ্ধিত করিয়া
পুনঃ পুনঃ বাহিরায় গুহ্যদ্বার দিয়া।
ক্ষত কিম্বা পবিস্রাব্যুদর রোগে কয়,
ইহাতে উদর যেন সূচীবিদ্ধ হয়।
অথবা উদব যথা করে বিদারণ,
সেই মত জনমায় অসহ্য বেদন।

দকোদর বা জলোদর।*

স্নেহময় পদার্থের পিচকারী দান,
বমন বা বিরেচন, কিম্বা স্নেহপান।

কিম্বা নিরূহণ নাম পিচকারী দিলে
আশু যদি পান করে সুশীতল জলে।
কিম্বা যদি স্নেহ দ্রব্যে উপলিপ্ত রয়,
জলবহ স্রোত তাহে বিদূষিত হয়।
সেই দুষ্ট নাড়ী হ'তে হইয়া নিঃসৃত
পীতজল উদরকে করয়ে বর্দ্ধিত।
জলের সঞ্চয়ে রোগ জনমায় বলে,
দকোদর কিম্বা তায় জলোদর বলে।

দকোদরের লক্ষণ।

দকোদর হ'লে হয় উদর চিক্কণ,
বৃহৎ ও স্ফীত যথা সলিলে পূরণ।
নাভি চতুর্দ্দিক হয় বেদনা সংযুত।
জলপূর্ণ ভিস্তি যথা হলে সঞ্চালিত,
ক্ষুব্ধ ও কম্পিত আর শব্দযুক্ত হয়,
দকোদরে সেই মত ঘটে সমুদয়।

উদর রোগের সাধ্যাদি নিরূপণ।

উদর সকলবিধ জন্ম যেই ধরে,
অমনি সে কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিও তাহারে।
রোগীর শরীরে কিন্তু রয় যদি বল,
উদরে সঞ্চিত যদি নাহি হয় জল,
অথবা রোগটী যদি অল্পদিন ধরে,
তথাপি বিশেষ যত্নে সাধ্য জেনো তারে।
বদ্ধ গুদোদর কিন্তু পক্ষ অবসানে,
প্রায়শই রোগীরে বিনাশ করে প্রাণে।

এইরূপ জাতোদক সকল প্রকার,
অথবা ছিদ্রান্ত্রোদক নাম হয় যার—
এই মত আছে যত প্রকার উদর,
সকলই হয়ে থাকে প্রাণনাশ কর।
কিন্তু যদি শল্যশাস্ত্রে কথিত যেমন
অস্ত্রের চিকিৎসা হয় তাহার মতন,
তাহইলে পঞ্চদশ দিবসের (ও) পরে,
কখন কখন রোগ সাধ্য ভাব ধরে।

উদর রোগের অরিষ্ট লক্ষণ।

শোথযুক্ত হয় যদি রোগীর নয়ন,
লিঙ্গ যদি বক্রভাব করয়ে ধারণ,
অত্যন্ত পাতলা চর্ম্ম আর সে মলিন,
বল, অগ্নি, রক্ত, মাংস হয় পরিক্ষীণ,—
এ সব লক্ষণ রোগে ঘটিবে যখন,
ত্যজিবে রোগীরে তার নিশ্চয় মরণ।
অথবা এ রোগে পার্শ্ব ভঙ্গ হয় যার,
জনমে বিদ্বেষ অন্নে, হয় অতিসার।
বিরেচন হয় তবু কোষ্ঠ খালি নয়,
ত্যজিবে তারেও, তার আসন্ন সময়।

শোথ নিদান।

শোথের সম্প্রাপ্তি।

দুষ্ট রক্ত পিত্ত কফে রুষ্ট সমীরণ,
বহির্ভাগে আছে যত শিরা অগণন,—

সেই শিরা অভ্যন্তরে যবে লয়ে যায়,
নিজের (ও) যদ্যপি গতি অবরোধ পায়,
সেই দুষ্ট রক্তপিত্ত কফের কারণ
যে সময় উচ্চতাব করে উৎপাদন
ত্বক্ মাংস বিজড়িত ঘন কলেবরে,
সে সময় সেই রোগ শোথ নাম ধরে।
রক্ত, পিত্ত, কফ বায়ু পূর্ব্ব উক্ত যারা,
শোথ পদার্থের উপাদান হয় তারা।

শোথের প্রকারভেদ।

বাতাদি পৃথক দোষ হেতু ভিন্নতায়,
দ্বন্দদোষে কিম্বা মিলে দোষ সমুদায়,
অভিঘাতে, বিষপানে, রূপভেদে আর,
শোথ সমুদয় হয় নবম প্রকার।
বাত, পিত্ত, কফজ ও বাত পিত্ত জাত,
বাতশ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম, ত্রিদোষ জনিত,
অভিঘাত জাত, আর বিষ জাত—নয়।
শোথের প্রকারভেদ এই সমুদয়।

শোথের পূর্ব্ব লক্ষণ।

শিরার বিস্তার হ'লে পীড়া যে প্রকার,
সেই মত পীড়া, তাপ, গাত্রে গুরু ভার।—
যে সময় শোথ রোগ হবে উপস্থিত,
তার পূর্ব্বে এ সব লক্ষণ প্রকাশিত।

শোথের কারণ।

বিরেচন ও বমনাদি শুদ্ধি ক্রিয়া তরে,
অথবা জ্বরাদি ব্যাধি দেহে যবে ধরে,

বিগুণ ভোজন হ'লে কিম্বা অভোজনে,
কৃশ ও দুর্ব্বল নর এ সব কারণে।
তীক্ষ্ণবীর্য্য, উষ্ণগুন কিম্বা অম্ল আর,
গুরুপাক দ্রব্য কিম্বা করয়ে আহার,
তা' হইলে শোথ রোগ সমুৎপন্ন হয়।
সেরূপ অপক্ক যত দ্রব্য সমুদয়,
ভক্ষণ সে সব দ্রব্য কিম্বা পান দধি,
বিরুদ্ধ ভোজন যত ক্ষীর মৎস্য আদি,
মৃত্তিকা ও শাক কিম্বা দুষ্ট অন্নাহার,
কিম্বা অন্ন বিষ বিমিশ্রিত সঙ্গে যার,
অর্শরোগ, কিম্বা হ'লে শ্রম বিবহিত,
অথবা শরীব যায় শোধন উচিত—
বিরেচন অথবা বমন ক্রিয়া আদি,
প্রয়োগে শোধিত দেহ নাহি হয় যদি,
রক্তস্রাব, অভিঘাত মর্ম্মের ভিতরে,
বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম ভাল নাহি করে ঃ—
সংঘটিত হয় যদি এ সব কারণ,
তাহাতেও শোথ করে জনম গ্রহণ।
এই সব দোষ যাহা হইল বর্ণন,
বাতাদি দোষজ শোথে সে সব কারণ।
ইহাদের মধ্যে কিন্তু মর্ম্মের পীড়ন,
আগন্তু শোথের কভু হয় সে কাবণ।

শোথের সাধারণ লক্ষণ।

শোথের স্ফীততা স্থিতি কিম্বা তার ভার
সমুদয় শোথ রোগে একই প্রকার।

অনিয়ত এই রোগ, বিনা চিকিৎসায়
কখন নিবৃত্তি পায় কভু জনমায়।
শোথ স্থান উষ্ণ আর শিরাসমাবৃত,
বিবর্ণ, রোগীর দেহ, হয় রোমাঞ্চিত।

বাতজ শোথের লক্ষণ।

বায়ুজাত শোথ সদা করে সঞ্চরণ,
কর্কশ, অরুণ কিম্বা অসিত বরণ,
পাতলা ও ঘর্ম্মযুক্ত, স্পর্শ শক্তি হীন,
সর্ব্বদাই করে শোথ যেন ঝিন ঝিন।
বায়ুর চলত্ব হেতু কখন কখন
বিনা কারণেই শোথ পায় প্রশমন।
টিপিলে বসিয়া যায়, ছাড়া যদি যায়
উন্নত হইয়া তাহা উঠে পুনরায়।
এই শোথ দিবাভাগে হয় বলবান,
শুষ্ক প্রায় হয়ে যায় হ'লে নিশামান :

পৈত্তিক শোথের লক্ষণ।

কোমল সগন্ধ হয় পিত্তে যদি জাত,
শোথ হয় রক্তবর্ণ কৃষ্ণ কিম্বা পীত।
যন্ত্রনাদায়ক হয় উষ্মা বহে তায়,
সবিশেষ দাহান্বিত হয়ে পেকে যায়।
রোগীর পিপাসা ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম আর
মত্ততা, রক্তিমাবর্ণ চক্ষু হয় তার।

শ্লৈষ্মিক শোথের লক্ষণ।

গুরু ও অচল, শোথ পাণ্ডুবর্ণ হয়,
অধিকন্তু জনমে অরুচি অতিশয়।

মুখাদি হইতে রোগে সদা জল ঝরে,
নিদ্রা, বমি, অগ্নিমান্দ্য তাহার উপরে।
সম্যক প্রকাশে, কিম্বা হ'তে প্রশমণ
এই শোথ করে অতি সময় গ্রহণ।
টিপিলে বসিয়া যায়, দিলে সে ছাড়িয়া
উঠিয়া না পড়ে কিন্তু রহে সে বসিয়া।
বলবান হয় শোথ রাত্রি যদি পায়
দিবস আসিলে কিন্তু হয় শুষ্ক প্রায়।

দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ শোথ।

এক হ'লে দ্বিদোষের নিদান লক্ষণ,
দ্বিদোষজ শোথ তারে জানিও তখন।
ত্রিদোষের নিদানও লক্ষণ মিলিলে
ত্রিদোষজ শোথ রোগ সে সময় বলে।

অভিঘাতজ শোথ।

অস্ত্র শস্ত্র আদি দ্বারা ছেদ, ভেদ, ক্ষত
ইত্যাদি কারণে যেই শোথ উপস্থিত,—
আগন্তুকারণ সেই শোথে সে সময়
অভিঘাত জাত শোথ বৈদ্যগণ কয়।

অন্য আগন্তুজ শোথ।

হিমবায়ু কিম্বা সামুদ্রিক সমীরণ
কিম্বা আলাকুশী শুঁয়া করিলে স্পর্শন,
অথবা ভেলার রস লাগে যে সময়,
গায়ে তাহে শোথ রোগ সমুৎপন্ন হয়।

আগন্তুজ শোথের লক্ষণ।

যে সকল শোথ জাত আগন্তু কারণ
তারা সবে ইতস্ততঃ করে সঞ্চরণ।
উষ্মাযুক্ত হয় আর ববণ লোহিত
প্রায়শই হয় পিত্তলক্ষণ সংযুত।

বিষজ শোথের কারণ।

বিষধর প্রাণী যদি দেহে যায় চলে,
কিম্বা তাহাদের মূত্র শবীরে লাগিলে,
অথবা এমন প্রাণী বিষ নাই যার
তাহারও দাড, দন্ত নখের প্রহাব,
মল, মূত্র, শুক্র লিপ্ত মলিন বসন
পবিধান কেহ যদি করে সর্ব্বক্ষণ,
কিম্বা বিষবৃক্ষাগত সমীব স্পর্শনে,
অথবা সংযোগজাত বিষ বিমিশ্রণে
যেই চূর্ণ, তাহে যদি শবীব ঘষিত—
এ সব কারণে হয় শোথ রোগ জাত।
এই মত বিষ যত হেতু সমুদয়
এহেতু এ শোথ রোগে বিষজাত কয়।

বিষজ শোথের লক্ষণ।

এই শোথ হয় অতি সঞ্চারী, কোমল,
অধোমার্গে ক'রে ইহা গমন কেবল
অতি শীঘ্র জনমায়, দাহ যুক্ত তায়,
অধিকন্তু অস্থির করয়ে বেদনায়।

দোষভেদে শোথের উৎপত্তি স্থান।

বক্ষস্থল আদি উদরের দেহে যত
শোথহেতু হয দোষ আমাশয় স্থিত।
পক্বাশয় স্থিত দোষে শোথ জন্মলয়
বক্ষস্থল হ'তে তথা যথা পক্বাশয়।
মলাশয় স্থিত দোষ নিম্নের শরীরে
প্রায়শই শোথ রোগ উৎপাদন করে।
দোষ যদি সকল শরীর গত হয়
সর্ব্বদেহে শোথ রোগ তাহে জন্ম লয়।

শোথের সাধ্যাদি ভেদ।

সর্ব্বাঙ্গেও মধ্যদেহে যেই শোথ হয
কষ্ট সাধ্য রোগ তাহা জানিও নিশ্চয়।
অর্দ্ধদেহে হরগৌরী নর সিংহাকারে
যেই শোথ হয তাহা কভু নাহি সারে।
প্রথমে যে শোথ নিম্ন অঙ্গে আবির্ভূত
হইযা ক্রমশঃ হয় উর্দ্ধাঙ্গে প্রসৃত,
শোথ প্রকোপণহেতু হেতু যদি তার,
তাহ'লে সে শোথ রোগে নাহিক নিস্তার।
কিন্তু পাণ্ডুরোগে যদি উপদ্রব মত
শোথ রোগ পাদদেশে হয় সমাশ্রিত,
মারাত্মক নহে তাহা, হেতু দূর হ'লে
শোথ হ'তে ত্রাণ পায় মানব সকলে।
স্ত্রীলোকের শোথ যাহা হয় মুখে জাত
সাংঘাতিক হয় তাহা হ'লে অধোগত।

নরও নারীর শ্রোথ গুহ্যে যদি ধরে
উভয়েরি সেই শোথ প্রাণনাশ করে।
তাহারে করিবে ত্যাগ যেই শোথে শ্বাস,
দৌর্ব্বল্য ও বমি আর বাড়য়ে পিয়াস,
অন্নেতে অরুচি জন্মে, আর ধবে জ্বরে,—
এইমত অন্য যত উপদ্রবে ঘেবে।
অচিব উৎপন্ন উপদ্রব বিরহিত
শোথ বোগ সাধ্য হয় জানিও নিশ্চিত।
উদরও গলদেশে, কুক্ষি, মর্ম্ম স্থান,
আশ্রয় কবে যে শোথ তাহে হরে প্রাণ।
যেই শোথ অতি স্থূল, কর্কশতা ধরে
পবিত্রাণ নাহি তায় ত্যজিবে তাহারে।
বালক, দুর্ব্বল, বৃদ্ধে যেই শোথ ধরে
অসাধ্য সে শোথ রোগ কভু নাহি সারে।

বৃদ্ধি নিদান।

(কোষ বৃদ্ধি, অন্ত্র বৃদ্ধি)।

প্রকুপিত অধোমার্গগামী সমীরণ,
বঙ্ক্ষণ হইতে মুষ্কে করি আগমন
ফলকোষ বাহিনী যে ধমনী সকল,
সে সবাবে প্রপীড়িত করে অবিরল।
তাহাতে সে ফলকোষ বিবর্দ্ধিত হয়,
স্ফীত ও বেদনা যুক্ত হয় অতিশয়।
আয়তনে কোষ বিবর্দ্ধিত হয় ব'লে
নিদানেতে এপীড়ায় বৃদ্ধি রোগ বলে।

বৃদ্ধির প্রকার ভেদ।

সপ্তবিধ এই পীড়া; বাতজ, পিত্তজ,
কফরক্ত মেদজাত, মূত্রজ, অন্ত্রজ।
মূত্রজ, অন্ত্রজ বৃদ্ধি ইহার ভিতরে
সমুৎপন্ন হয়, বায়ু কোপ যদি করে।
কারণ বিভেদ হেতু এই ব্যাধি দ্বয়
পৃথক পৃথক রূপে সমাখ্যাত হয়।

বাতিক বৃদ্ধি।

অনিলে যে জন্ম লয়, কুরণ্ড তাহারে কয়;
ব্যথাযুক্ত অত্যল্প কারণে,
রুক্ষ পূর্ণ সমীরণ, চর্ম্মপুটক মতন,
বোধ হয় তাহার স্পর্শনে।

পৈত্তিক বৃদ্ধি।

পিত্তে হয় জন্ম যার, আকার দেখিতে তার,
যথা পক্ক ফল উডুম্বর।
শেষে সে পাকিয়া যায়, উষ্মার সংযোগ তায়,
আর রহে দাহ নিরন্তর।

কফজ বৃদ্ধি।

কফজ প্রবৃদ্ধি কোষে ধরে নিম্নউক্ত দোষে,—
শীতল ও সমাক্রান্ত ভারে;
কঠিন, অতি চিক্কণ, সদা করে কণ্ডুয়ণ,
অল্প ব্যথা তাহার উপরে।

রক্তজ বৃদ্ধি।

স্ফোটকে ব্যাপৃত, আর অসিত বরণ,
উপস্থিত হয় পিত্ত-বৃদ্ধির লক্ষণ।

মেদোজ বৃদ্ধি।

মেদোজ যে বৃদ্ধি তাহা অত্যন্ত কোমল,
দেখিতে যেমন হয় পক্ক তাল ফল,
হয় বৃদ্ধি নীলবর্ণ বর্ত্তুলের প্রায়,
কফজ বৃদ্ধির থাকে লক্ষণ তাহায়।

মূত্রজ বৃদ্ধি।

মূত্রবেগ যারা করে ধারণ নিয়ত,
তাদের মূত্রজ বৃদ্ধি হয় উপস্থিত।
এই বৃদ্ধি রোগগ্রস্ত নর যে সময়
চলে যায় কোষ তার অবনত হয়।
আর জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের মত,
ক্ষোভযুক্ত হয়, মৃদু বেদনা সংযুত।
আর তাহা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়,
মূত্রকৃচ্ছ্র মত ব্যথা জন্মে অতিশয়।

অন্ত্র বৃদ্ধি।

অনিল প্রকোপ ধরে, এমন আহার করে,
অথবা শীতল জলে স্নান,
মলমূত্রে উপস্থিত, বেগ যদি হয় ধৃত,
বেগ নাই, তবু বেগ দান।
গুরুভার সংবহন, অতি পথ পর্য্যটন,
বিষম ভাবেতে হয় অঙ্গ প্রবর্ত্তন।
অথবা করিলে তাহা, ক্ষোভের কারণ যাহা,
বলবদ্বিগ্রহ ধনুরাদি আকর্ষণ।
সঞ্চালিত সমীরণ, ক্ষুদ্রান্ত্রের যেই ক্ষণ,
কিয়দংশে করি সঙ্কুচিত,

নিজ স্থান পরিহরি, নিম্নেতে গমন করি,
বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে উপস্থিত,
তখনি প্রকাশি বলে, বায়ু সেই সন্ধিস্থলে,
করয়ে যে শোথ উৎপাদন,
অন্ত্রবৃদ্ধি তাবে কয়, আকাব তাহার হয়,
ঠিক যেন গ্রন্থিব মতন।

অন্ত্রবৃদ্ধির লক্ষণ।

অন্ত্রবৃদ্ধি যদি নাহি হয় চিকিৎসিত,
অণ্ডকোষ হয় তাহে বৰ্দ্ধিত ও স্ফীত।
বেদনা সংযোগ থাকে, স্তম্ভিত সে রয়।
কিন্তু যদি প্রপীড়িত হয় সে সময়,
তা'হইলে বায়ু শব্দবিশিষ্ট হইযা,
তখনই চলে যায় উপবে উঠিযা।
আবার ছাড়িয়া তারে দিলে সেই ক্ষণ,
নামিয়া আসিয়া করে শোথ উৎপাদন।
বাতজ বৃদ্ধির মত ইহার লক্ষণ,
অসাধ্য এ ব্যাধি, ইহা সারে না কখন।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ নিদান।

বড়, ছোট মুষ্ক মত, দৃঢ হয়ে গলে
লম্বিত যে শোথ তারে গলগণ্ড বলে।
গলদেশে বায়ু, কফ, মেদ প্রকুপিয়া,
মন্যানাম শিরাদ্বয়ে আশ্রয় করিয়া,

ক্রমে ক্রমে প্রকাশিয়া আপন লক্ষণ,
গলদেশে গণ্ড রোগ করে উৎপাদন।
গণ্ডরূপী সেই শোথে যত বুধগণ,
গলগণ্ড অভিধান করেন প্রদান।

বাতিক গলগণ্ড।

সূচিকা বেধের সম বেদনা সংযুত,
কৃষ্ণবর্ণ শিরা দিয়া হয় সমাবৃত;
কর্কশ ও শ্যাব কিম্বা অরুণ বরণ,
বাড়িতে সে দীর্ঘ করে সময় গ্রহণ।
এইরূপ গলগণ্ড নাহি পাকে প্রায়,
সহসা বা কোন গলগণ্ড পেকে যায়।
বাত গলগণ্ড রোগে বিরস বদন,
তালু, গলদেশ রয় শুষ্ক সর্ব্বক্ষণ।

কফজ গলগণ্ড।

কঠিন, কফজ হয় গলগণ্ড যত
কফের প্রকৃতি হেতু শ্বেত আভা যুত,
ভাবযুক্ত আর করে উগ্রকণ্ডুয়ন,
শীতল ও বড় হয় তার আয়তন।
বৰ্দ্ধিত সুদীর্ঘকালে কোন বা সময়
মন্দ মন্দ ব্যথা ধ'রে পরিপক্ক হয়।
এরোগে মধুর রসে মুখ বিমিশ্রিত,
তালু আর গলদেশ শ্লেষ্মবিলেপিত।

মেদোজ গলগণ্ড।

মেদোজাত গলগণ্ড ভারী ও চিকণ
পাণ্ডুবর্ণ, দুর্গন্ধও করে কণ্ডুয়ন,

সমাক্রান্ত থাকে সদা অল্প বেদনায়।
অল্প মূল হয়ে ইহা অলাবুর ন্যায়,
ক্রমশঃ ক্রমশঃ হয়ে অতি স্থূল শেষে
বিলম্বিত হয়ে পড়ে রয় গলদেশে।
দেহের বৃদ্ধিতে হয় বৃদ্ধিও ইহার,
শরীরের হ্রাস সনে হ্রাস হয় তার।
এই গলগণ্ড রোগে রোগীর বদন
তৈলাভ্যক্ত মত হয় অত্যন্ত চিক্কণ।
ইহা ভিন্ন এই রোগ উপস্থিত যার
গলদেশে শব্দতার হয় বার বার।

গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ।

নিশ্বাস প্রশ্বাসে যার অতি কষ্ট হয়,
সর্ব্বগাত্র সুকোমল, কৃশ অতিশয়,
আহারে অরুচি হয়, ভঙ্গ হয় স্বর,
রোগ যদি হয় এক বর্ষের উপর,
তা'হলে সে গলগণ্ড রোগীরে তখন
অসাধ্য জানিয়া রোগ করিবে বর্জ্জন।

গণ্ডমালা।

দুষ্ট মেদ আর কফ হইতে বগলে,
স্কন্ধ মন্যা শিরাদ্বয়ে, বঙ্ক্ষণে ও গলে,
শেয়াকুল, আমলকী, কুলের আকারে
অনেক সংখ্যক যেই গণ্ড জন্ম ধরে,
তখন সে সমুদায়ে গণ্ডমালা বলে ;
গণ্ডমালা অল্প অল্প পাকে দীর্ঘকালে।

অপচী।

এহেন যে গণ্ডমালা তার গণ্ড যত
দীর্ঘকাল ব্যাপি যদি হয় অবস্থিত,
তাহ'লে সে সব গণ্ড হেন ভাব পায়—
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পেকে যায়।
পক্ক হ'লে অবিরল স্রাব ঝরে তার;
কোনটী কোনটী হয় অদৃশ্য আবার।
আবার কতকগুলি নূতন উদ্ভূত
তখন অপচী নামে রোগ অভিহিত।

অপচীর সাধ্যাদি লক্ষণ।

উপদ্রব বিরহিত অপচী যখন,
সেই রোগ সাধ্য হয় কথিত তখন।
কিন্তু রোগে যে সময় উপদ্রব ধরে—
পীনস ও পার্শ্বশূল কাস কিম্বা জ্বরে,
অথবা যদ্যপি রোগী করয়ে বমন
এ অপচী রোগ হয় অসাধ্য তখন।

গ্রন্থি রোগ।

বাতাদি সকল দোষ, মেদ ও শোনিত
অথবা মেদ ও শিরা করিয়া দূষিত,
গ্রন্থিরূপ যেই শোথ করে উৎপাদন
তাহাকেই গ্রন্থি রোগ বলে বুধগণ।

বাতিক গ্রন্থির লক্ষণ।

আকৃষ্ট হইয়া যেন হয় দীর্ঘিকৃত,
ছিন্ন হয়, সূচীবেধ বেদনা সংযুত,

প্রক্ষিপ্ত, মথিত আর দ্বিধাকৃত হয়,—
বাতিক গ্রন্থির এই লক্ষণ নিচয়।
কৃষ্ণবর্ণ, বস্তিমত মৃদু ও আয়ত
ফাটিলে নির্ম্মল রক্ত হয় বিনির্গত।

পিত্তজ গ্রন্থির লক্ষণ।

অতিদাহ, অন্তস্তাপ, পীড়া ছেদ মত
পিত্তজাত গ্রন্থি রোগে হয় উপস্থিত।
ইহা ভিন্ন পাক তাহে জন্মে অতিশয়
অগ্নি শিখা মত জ্বালা উপস্থিত হয়।

কফজ গ্রন্থির লক্ষণ।

অবিবর্ণ, অল্প ব্যথাযুক্ত ও শীতল,
অতিশয় কণ্ডুযন করে অবিরল,
পাথরের মত শক্ত বাড়ে দীর্ঘকালে
শুক্ল, ঘন পূয ঝরে বিদীর্ণ হইলে।

মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণ।

বৃহৎ ও কণ্ডুযুক্ত আর সুচিক্কণ,
মেদোজ গ্রন্থিতে কিন্তু না রয় বেদন।
দেহের বৃদ্ধিতে হয় বর্দ্ধন ইহার,
শরীরের ক্ষয় সনে ক্ষয় হয় তার।
ঘৃতের সদৃশ কিম্বা তিলকল্ক মত
বিদীর্ণ হইলে হয় মেদ বিনির্গত।

শিরাজ গ্রন্থি।

বলবদ্বিগ্রহাদি ব্যায়াম সকল,
রুষ্ট হয়ে বায়ু তাহে ব্যক্তি যে দুর্ব্বল,

শিরা সমুদয়ে করি আক্ষিপ্ত তাহার,
সঙ্কোচিত, সংপিণ্ডিত বিশোষিত আর,
সত্বর সে সমুন্নত আর গোলাকারে
শিরাজাত যেই গ্রন্থি উৎপাদন করে,
তাহাকে শিরাজ গ্রন্থি ক'ন বুধগণ।
চলিষ্ণু যদ্যপি হয় কিম্বা সবেদন,
তাহ'লে শিরাজ গ্রন্থি কৃচ্ছ্র সাধ্য হয়।
কিন্তু যদি কিছুমাত্র বেদনা না রয়
অথবা, অচল বড় হয় মর্ম্মোত্থিত,
তাহা হ'লে এই রোগ সাধ্য বহির্ভূত।

অর্ব্বুদ (আব)।

বাতাদি সকল দোষ কুপিত হইয়া,
রক্ত আর মাংস দুয়ে দূষিত করিয়া
অচল ও গোলাকার অল্প ব্যথা সনে
যেই মাংসোচ্ছ্রয় দেহে আনে একস্থানে,
বেশী দূরে মূল তার বৃহৎ আকার
অর্ব্বুদ, ভাষায় হয় আব নাম তার।
অর্ব্বুদের বৃদ্ধি হ'তে দীর্ঘকাল যায়
চির কাল কাঁচা থাকে নাহি পাকে প্রায়।
বায়ু, পিত্ত, কফ, মাংস মেদ ও শোনিত—
যখন সকলে হয় অত্যন্ত বিকৃত,
সেসব কারণ বশে ভিন্ন ভিন্নাকারে
বিবিধ অর্ব্বুদ যত জন্মলাভ করে।
বাতজাদি গ্রন্থি ভেদে লক্ষণ যেমন
অর্ব্বুদেও দোষ ভেদে তেমন লক্ষণ।

রক্তার্ব্বুদ।

দুষ্ট পিত্ত রক্ত আর, শিরা সমুদয়ে
সংকোচিত, সংপিণ্ডিত করে যে সময়ে,
তাহ'তে ঈষৎ পাক মাংসাঙ্কুরাবৃত
স্রাবযুক্ত মাংসপিণ্ড করয়ে উদ্গত।
শীঘ্র শীঘ্র মাংসপিণ্ড হয় বিবর্দ্ধিত,
রুধিরের স্রাব তাহে ঝরে অবিরত।
এহেন অর্ব্বুদরোগে রক্তার্ব্বুদ কয়।
সকল অর্ব্বুদে রক্ত মাংস বস্তুদ্বয়
যদিও পদার্থ দূষ্য, কিন্তু রক্তার্ব্বুদে
শোনিতে বিশেষ দোষ, মাংসে মাংসার্ব্বুদে।
সেই হেতু রোগী নব উপদ্রুত হয়
উপদ্রবে, যাহার কারণ রক্ত ক্ষয়।
সেই হেতু রোগী রোগে পাণ্ডুবর্ণ ধরে।
অসাধ্য এহেন ব্যাধি প্রাণ নাশ করে।

মাংসার্ব্বুদ।

অর্দ্দিত যে কোন অঙ্গ মুষ্টির প্রহারে,
তথাকার মাংস যদি দুষ্টভাব ধরে,
ঈষৎ বেদনাযুক্ত কিম্বা অবেদন,
দেহের সমানবর্ণ অথবা চিক্কণ,
অল্প পাক যুক্ত কিম্বা পাক বিরহিত,
স্থির ও কঠিন অতি প্রস্তরের মত—
যখন এহেন শোথ হয় উৎপাদন
মাংসার্ব্বুদ রোগ আখ্যা ধরয়ে তখন।

বায়ু দোষ মাংসার্ব্বুদ জনম কারণ।
সদাই স্বভাব যার আমিষ ভোজন,
মাংসার্ব্বুদ সে ব্যক্তির মাংস দুষ্টি তরে
সাধ্য বহির্ভূত হয়, গাঢ় ভাব ধরে।

অর্ব্বুদের অসাধ্য লক্ষণ।

উল্লিখিত বাতজাদি অর্ব্বুদ ভিতরে,
মর্ম্মে সমুৎপন্ন যাহা, স্রাব যার ঝরে,
নাড়ী আদি স্রোতোজাত অথবা অচল,
ঔষধ প্রয়োগে তার নাই কিছু ফল।
অর্ব্বুদের উপরে যে অর্ব্বুদ জন্মায়,
তাহাও সারে না কভু তেয়াগিবে তায়।
আর বর্জ্জনীয় যদি দ্বিবর্ব্বুদ ফোটে,—
এক সঙ্গে কিম্বা দুটী ক্রমে ক্রমে উঠে।

অর্ব্বুদ না পাকিবার কারণ।

কফের আধিক্য আর মেদ বহুলতা,
গ্রথিতত্ব তার সঙ্গে দোষের স্থিরতা,
এ ভিন্ন ব্যাধির নিজ স্বভাব কারণ,
অর্ব্বুদ সকল পক্ক হয় না কখন।

শ্লীপদ নিদান (গোদ)।

উৎপন্ন শ্লীপদ ব্যাধি হইবে যখন,
আগেই তাহার করে জ্বর আক্রমণ।
বঙ্ক্ষণে শোথের জন্ম বেদনা সংযুক্ত,
ক্রমে সেই শোথ হয় পাদে উপস্থিত।

ইহাকে শ্লীপদ রোগ ক'ন বুধগণ।
কেহ ক'ন এই রোগ করে আক্রমণ
লিঙ্গ, নেত্র, কর্ণদ্বয় কিম্বা দুটী করে ;
কখন জনমে রোগ ওষ্ঠের উপরে।

বাতিক শ্লীপদ।

বাতজ যখন, শ্লীপদ তখন,
হয় রুক্ষ, প্রস্ফুটিত,
কৃষ্ণবর্ণ তার, তীব্র বেদনার
যাতনায় সমাশ্রিত।
তদুপরি ব্যথা, থাকে যেন কোথা,
অকস্মাৎ এসে ধরে,
নাই দিন ক্ষণ, সর্ব্বদা তখন,
আক্রমণ করে জ্বরে।

পিত্তজ শ্লীপদ।

পিত্তজ যখন, শ্লীপদ তখন
হয় অতি সুকোমল,
পীতবর্ণ তাব, জ্বরের প্রসার,
দাহ তায় অবিরল।

শ্লেষ্মজ শ্লীপদ।

শ্লেষ্মে যে সময়, রোগ জন্ম লয়,
শ্লীপদের এ মূরতি,—
পাণ্ডুবর্ণ ধরে, শ্বেত, যুক্ত ভারে,
চিক্কণ কঠিন অতি।

শ্লীপদের অসাধ্য লক্ষণ।

প্রবৃদ্ধ হইলে, এই শ্লীপদে যখন
অনেক শিখর হয় বল্মীক মতন,
অথবা শ্লীপদ যদি বর্ষের উপরে
রোগীব চরণ পরে আক্রমণ করে,
অথবা যাহার হয় বৃদ্ধি অতিশয়,
এহেন শ্লীপদ কভু আরোগ্য না হয়।
শ্লেষ্মানুগ হয় যাহা, রস যাহে ঝরে,
যে শ্লীপদে অতিশয় কণ্ডুযন কবে,
বাত আদি দোষ মধ্যে যাহাব কাবণে
জন্মে রোগ, সেই সব দোষের লক্ষণে
অত্যুন্নত ভাবে যদি প্রকাশিত হয,
শ্লীপদ অসাধ্য তাহে জানিও নিশ্চয।

শ্লীপদের দোষ প্রাধান্য ও দেশভেদে জন্মবাহুল্য।

শ্লীপদেব আবির্ভাব হয় দেহে যবে,
যে দোষেই হ'ক কফপ্রাধান্য জানিবে।
যেই হেতু কফ ভিন্ন অপর কাবণ
গুরুত্ব ও মহত্ব না আনে কদাচন।
অতিশয় পুরাতন জল যেই খানে
সঞ্চিত রহিয়া যায় বেশী পবিমাণে,
সর্ব্ব ঋতুতেই যেই দেশ সুশীতল,
বাহুল্য জনমে রোগ সে দেশে কেবল।

বিদ্রধি নিদান।

অত্যন্ত কুপিত বাত আদি দোষ ত্রয়
যখন অস্থিকে রয় করিয়া আশ্রয়,
ত্বক মাংস, রক্তমেদে করিয়া দূষিত
অতি অবগাঢ় মূল, অতি ব্যথা যুত,
উৎপাদয় কষ্টদ যে শোথ গোলাকারে
বিদ্রধি, ভাষায় ফোঁড়া ব'লে থাকে তারে।

বিদ্রধির প্রকার ভেদ।

বাতজ, পিত্তজ কেহ কেহবা কফজ,
তিন দোষজাত কেহ, ক্ষতজ, রক্তজ।

বাতিক বিদ্রধি।

বাতে জন্ম যার, কৃষ্ণ বর্ণ তার
অরুণ কখন হয়,
বৃহৎ আকৃতি, কভু ক্ষুদ্র অতি,
অত্যন্ত বেদনা রয়।
অনিলের ক্রিয়া বিষম বলিয়া
উৎপত্তি বিভিন্ন তার,
অনিলের ক্রিয়া বিভিন্ন বলিয়া
পাক নানাবিধ আর।

পিত্তজ বিদ্রধি।

পক্ক উড়ুম্বর সমবর্ণ ধর
কিম্বাশ্যাব বর্ণ আর;
পাকিবে যখন, কিম্বা উৎপাদন,
অল্পই সময় তার।

জনম সময়　　　এই রোগে হয়
উপস্থিত দাহ, জ্বর,
পাকিবে যখন　　　জ্বর ও বেদন
হয় অতি তীব্রতর।

কফজ বিদ্রধি।

শরাবের ন্যায়　　　আকৃতি সে পায়
পাণ্ডুবর্ণ সুশীতল,
হয় সে চিক্কণ,　　　অল্পই বেদন
সেথায় রহে কেবল।
কফজ যখন　　　বিদ্রধি তখন
হয় তার সেই কালে
পাকও উত্থান—　　　দুই সমাধান
অতিশয় দীর্ঘকালে।

দোষভেদে স্রাবের ভেদ।

বাতজ বিদ্রধি স্রাব অত্যন্ত তরল,
বাত অনুরূপ বর্ণ কৃষ্ণাদি সকল।
পৈত্তিক বিদ্রধি হ'লে স্রাববর্ণ পীত,
শ্লৈষ্মিকের স্রাব শ্বেত বরণ সহিত।

সান্নিপাতিক বিদ্রধি।

সন্নিপাতে বিদ্রধি যদ্যপি জন্ম লয়
ধরে কৃষ্ণপীত আদি বর্ণ সমুদয়।
তোদ দাহ আদি নানা ব্যথা সমন্বিত,
শ্বেত পীত আদি বহুবিধ স্রাব যুত,
অত্যুন্নত অগ্রভাগ বিষম আকৃতি,
পাকে সে বিষম ভাবে বড় হয় অতি।

ক্ষতজ বিদ্রেধি।

লোষ্ট্রাদি ও শস্ত্রে যেই ক্ষত বা আহত
অপথ্য সেবনে যদি হয় সে নিরত,
ক্ষতোষ্মা তাহার হয়ে অনিল চালিত,
রক্ত আর পিত্ত দুযে কবিয়া দূষিত,
বিদ্রধি উৎপন্ন করে শরীরে তখন ;
ক্ষতজ বা আগন্তুজ নাম সে কারণ।
ঘটয়ে লক্ষণ পিত্তবিদ্রধির যত
জ্বর তৃষ্ণা আর দাহ হয় উপস্থিত।

রক্তজ বিদ্রেধি।

রক্তের প্রকোপে যেই বিদ্রধি জন্মায়
হয় সমাবৃত কৃষ্ণবরণ ফোঁড়ায়,
শ্যাববর্ণ, তীব্রদাহ, বেদনা সংযুত
লক্ষণ তাহাতে পিত্তবিদ্রধির যত।

অন্তবিদ্রেধির স্থান।

বাত আদি দোষ ত্রয় হইয়া কুপিত,
পৃথক পৃথক ভাবে অথবা মিলিত,
অত্যুন্নত গুল্মমত বল্মীক আকারে
বিদ্রধি উৎপন্ন করে দেহ অভ্যন্তরে।
গুহ্যদেশে, বস্তিমুখে, বঙ্ক্ষণ দ্বিতযে,
নাভিতে, প্লীহায়, কুক্ষিদেশে, বুক্ক দ্বয়ে,
যকৃতেও ক্লোমে আর হৃদয় উপরে
ভিতর বিদ্রধি যত জন্ম লাভ করে।
সাধারণ লক্ষণ এ বিদ্রধির যত
বাহ্য বিদ্রধির যত লক্ষণের মত।

ইহা ভিন্ন স্থান ভেদে উৎপত্তি কারণে
বিশেষ বিশেষ হয় লক্ষিত লক্ষণে।

স্থানভেদে অন্তর্বিদ্রধির বিশেষ লক্ষণ।

গুদনাড়ী'পরে অন্তর্বিদ্রধি হইলে
নিরোধ করিয়া রয় অধোগ অনিলে।
বস্তিদেশে জনমিলে মূত্রকৃচ্ছ্র হয়;
আর তাহে মূত্র হয় অল্প অতিশয়।
নাভিতে হইলে হিক্কা জনমে তখন,
পেটে হয় গুড় গুড় ধ্বনি সবেদন।
কুক্ষিতে হইলে হয় বায়ু প্রকুপিত।
বিদ্রধি যখন হয় বঙ্ক্ষণ আশ্রিত,
কটী আর পৃষ্ঠে ধরে তীব্র বেদনায়,
বুকে হ'লে পার্শ্বের সঙ্কোচ তাহে পায়
শ্বাস অববোধ হয় জন্মিলে প্লীহায়,
হৃদয়ে হইলে তীব্র ব্যথা সর্ব্ব গায়।
অধিকন্তু তাহে জন্মে অতিসার কাস,
যকৃতে হইলে হয় হিক্কা আর শ্বাস।
জনমিলে ক্লোম নামে পিপাসার স্থানে
পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা তাহে জন্মে জল পানে।

অন্তর্বিদ্রধির ফল।

বুক প্লীহা আদি স্থান নাভি ঊর্দ্ধস্থলে
করে যে গ্রহণ জন্ম বিদ্রধি সকলে,
বিদীর্ণ হইয়া গেলে তাহারা পাকিয়া
পূয আদি বহির্গত হয় মুখ দিয়া।

নাভি অধোভাগে হয় যে বিদ্রধি জাত
পূয তার গুহ্য দিয়া হয় বিনির্গত।
অধঃস্রাবে রক্ষা হয় কখন জীবন
ঊর্দ্ধস্রাব হয় কিন্তু মৃত্যুর কারণ।
হৃদি নাভি বস্তি ছাড়া ফোড়া অন্যস্থানে
ভেদ যদি করা যায় অস্ত্র সঞ্চালনে,
তাহাতে রোগীর কভু প্রাণ রক্ষা হয়।
এই তিন স্থানে অস্ত্রে মরণ নিশ্চয়।
আমাবস্থা, পক্কাবস্থা, আর পচ্যমান
বিদ্রধি অবস্থা হয় ব্রণের সমান।

বিদ্রধির মৃত্যু লক্ষণ।

উদর আধ্মান, মূত্ররোধ ও বমন
হিক্কা ও পিপাসা আর সুতীব্র বেদন,
শ্বাস আদি উপদ্রব হ'লে উপস্থিত
বিদ্রধিতে প্রাণ নাশ করযে নিশ্চিত।

ব্রণশোথ নিদান।

যে স্থানে হইবে ব্রণ অগ্রেই তথায়
হয় শোথ, কহে রোগ পূর্ব্বরূপ তায়।
ব্রণশোথ ছয়বিধ,—বাতজ, পিত্তজ,
কফজ, ত্রিদোষ জাত, রক্ত আগন্তুজ।
শোথের লক্ষণ যাহা পূর্ব্বের কথিত,
এই ব্রণশোথ রোগে হয় সেই মত।
তবে পক্ক অপক্কাদি বিশেষ লক্ষণ,
এ রোগের কহিতেছি করহ শ্রবণ।

দোষভেদে ব্রণ শোথের পকাপক্কের লক্ষণ।

ব্রণ শোথ বাত জাত হয় যে সময়,
তখন বিষম ভাবে পক্ক তাহা হয়।
পিত্তজাত শোথ পাকে শীঘ্র অতিশয়,
কফজ শোথেব পাক বিলম্বেতে হয়।
ব্রণশোথ আগন্তুজ রক্তজ যখন,
পিত্তশোথ মত শীঘ্র পাকে সে তখন।

আম বা অপক্ক শোথের লক্ষণ।

অল্প অল্প উষ্মারয়, অল্প শোথ হয়,
কিন্তু সেই শোথ হয় শক্ত অতিশয়।
ত্বকের সমান বর্ণ, অত্যল্প বেদন,—
অথবা অপক্ক শোথে এ সব লক্ষণ।

ব্রণশোথের পক্ক লক্ষণ।

ব্রণ শোথ যে সময় পাকিতে আরম্ভ হয়
সে সময় হয় হেন জ্ঞান,
অনল পোড়ায় তায়, পিপীলিকা কামড়ায়,
পানি দ্বারা হয় পীড্যমান।
শস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন করে, পচ্যমান যেন ক্ষাবে,
আঙুলে করয়ে বিঘটন,
যেন বিঁধে সূচিকায়, ধরে সেই যাতনায়,
দণ্ডে যথা করিলে তাড়ন।
পার্শ্বে যদি বহ্নি রয়, নরদেহ সে সময়,
তাপে যথা করয়ে কাতর,
তেমতি উত্তাপ রয়; দাহযুক্ত অতিশয়,
বিবর্ণতা তাহার উপর।

রোগীর যন্ত্রণা যত, সংঘটিত সেই মত,
কামড়ালে যেমন বিছায়,
শয়ন উপবেশনে, কিম্বা গিয়া কোন স্থানে,
রোগী শান্তি লাভ নাহি পায়।
অনিলে পরিপূরিত, সমাধ্মাত বস্তিমং
হয় সে আয়ত অতিশয়,
বিদ্যমান রহে তায়, অতি জ্বর পিপাসায়,
খাদ্যে কিছু রুচি নাহি রয়।

পক্ক ব্রণশোথের লক্ষণ।

ব্রণশোথ পক্ক হ'লে ব্যথা হ্রাস হয়,
শোথও তেমন আর উন্নত না রয়।
আগেকার হতে হয় অল্প আয়তন,
দেখিতে তাহারে হয় লোহিত বরণ।
তখন শোথের মাংস কুঁচকিয়া যায়,
উপস্থিত সূচীবেধ সম যাতনায়।
সদা চুলকায় আর পিত্তকোপ জাত,
উপশম হয় আছে উপদ্রব যত।
ত্বক কিছু ফাটাফাটা, চাপ যদি পায়,
কিম্বা নিজে নিজে শোথ নিম্ন হয়ে যায়।
বস্তিতে যেমন হয় জলের সঞ্চার,
পূযের সঞ্চার হয় তেমতি ইহার।
এক প্রান্তে টিপ দিলে অঙ্গুলী প্রদানে,
পূয গিয়া অভিঘাত করে অন্য স্থানে।
ব্রণশোথ যে সময় পরিপক্ক হয়,
ভোজনে তখন ইচ্ছা উপস্থিত হয়।

সর্ব্বপক্ক শোথে ত্রিদোষের অনুবন্ধত্ব।

বায়ু ব্যতিরেকে কভু হয় না বেদনা,
পিত্ত ব্যতিরেকে কভু পাক সম্ভবে না।
কফ ব্যতিরেকে পূযোৎপত্তি নাহি হয় ;
অতএব পরিপক্ক হয় যে সময়,
ব্রণ আদি শোথ আছে যতেক প্রকার,
জানিও নিশ্চয় তাহে ত্রিদোষে প্রসার।

পূয বিনিঃসৃত না হইবার ফল।

বায়ুবলে দীপ্ত হয়ে অনিল যেমন,
শীঘ্র শীঘ্র তৃণ আদি করয়ে দাহন,
সেইরূপ শোথ পূয নির্গত না হ'লে
মাংস শিরা আর স্নায়ু নাশয়ে সকলে।
কিছুই না বুঝি যেই ভিষক অজ্ঞান
অপক্ক শোথের পরে অস্ত্র করে দান,
কিম্বা যেই পক্ক শোথে অবহেলা করে,
অনিশ্চিত কারী সেই মহামূর্খ নরে—
নিদান শাস্ত্রানভিজ্ঞ ভিষক দুজনে,
চণ্ডালের মত পাপী স্থির জেনো মনে।
শোথের অবস্থা—পক্ক, আম, পচ্যমান,
যে বুঝে করিও তারে চিকিৎসক জ্ঞান।
যে না বুঝে কিছু তারে লোভ পরায়ণ,
তস্করের সমধর্ম্মী জানিও তখন।

শারীর ব্রণ নিদান।

শারীর, আগন্তুভেদে ব্রণ দ্বিপ্রকার।
বিকৃত বাতাদি দোষে জন্ম হয় যার,

তাহাকে শারীর ব্রণ, অস্ত্রাদির ঘায়
যেই ব্রণ জন্মে আগন্তুজ বলে তায়।

বাতজ ব্রণের লক্ষণ।

শ্যাববর্ণ হয় ব্রণ বাতজ যখন,
অচল, কঠিনবোধ করিলে স্পর্শন,
অল্প অল্প রস তাহে নিরন্তর ঝরে,
তদুপরি অতিশয় বেদনায় ধরে।
যন্ত্রণা তাহাতে সূচীবেধের সমান,
নিরন্তর রহে তাহে স্ফূর্ত্তি বিদ্যমান।

পিত্তজ ব্রণের লক্ষণ।

পিত্তজাত ব্রণ হলে তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর,
ক্লেদ হয়, দাহ ধরে তাহার উপর,
সেই ব্রণ স্থান যেন হয় বিদারণ,
দুর্গন্ধ সংযুক্ত স্রাব ইহার লক্ষণ।

কফজ ব্রণের লক্ষণ।

অত্যন্ত পিচ্ছিল, কফজাত ব্রণ যত,
ভার সমাক্রান্ত হয়, পিচ্ছিল, স্তিমিত;
পাণ্ডুবর্ণ, অল্প ক্লেদ, অল্প ব্যথা রয়;
এ ব্রণ পাকিতে লয় অনেক সময়।

রক্তজ ব্রণ।

দুষ্ট রক্ত হ'তে যার হয় উৎপাদন,
তাহাকে রক্তজ ব্রণ কহে বুধগণ।
রক্তজাত ব্রণ হয় রক্তিমা বরণ,
ইহাতে কেবল হয় রক্ত নিঃসরণ।

দ্বিজ ব্রণ।

রক্তবাতে, রক্তপিত্তে, রক্ত কফে আর,
যেই ব্রণ জন্ম ধরে দ্বিজ নাম তার।

ত্রিজ ব্রণ।

রক্তসনে দুই দোষ মিলিত যখন,
ত্রিদোষ মিলনে কিম্বা হয় ত্রিজব্রণ।

সুশ্রুত মতে ব্রণের প্রকারভেদ।

পঞ্চদশবিধ ব্রণ সুশ্রুতের মতে,
ভিন্নে তিন, দ্বন্দে তিন, এক সন্নিপাতে।
রক্ত আর রক্তসনে দোষ সম্মিলনে,
অষ্টবিধ—এই মত পঞ্চদশ গণে।

ব্রণের সাধ্যাদি লক্ষণ।

ব্রণ যদি জন্মে স্থানে মর্ম্মবিরহিত,
ত্বক্‌ কিম্বা মাংস পরে অল্পদিন জাত,
তৃষ্ণা আদি উপদ্রব বিরহিত হয়,
রোগী যদি যুবা, হিতাহিত জ্ঞান রয়,
কাল যদি সেই সঙ্গে হয় সুখকর,
ব্রণ হ'তে তবে মুক্তি লাভ করে নর।
কিন্তু যদি পূর্ব্ব গুণে হীন কেহ হয়,
কষ্টসাধ্য ব্রণ তবে জানিও নিশ্চয়।
ভূরি উপদ্রবযুক্ত, সর্ব্বগুণ-হীন,
সে ব্রণ আরোগ্য আশা ছাড়িবে প্রবীণ।

দুষ্ট ব্রণ।

যে ব্রণ দুর্গন্ধযুক্ত, পূয সংমিশ্রণে,
দুষ্টরক্ত যাহা হ'তে ঝরে অনুক্ষণে,
কোটর অম্বিত আর দীর্ঘকাল রয় ;
গন্ধস্রাব কিম্বা যাহে ঝরে অতিশয়,
কিম্বা নাহি থাকে শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ
দুষ্ট ব্রণ নাম ধরে সে ব্রণ তখন।

শুদ্ধ ব্রণ।

জিহ্বা তলদেশ মত হয় যেই ব্রণ,
কোমল মসৃণ হয় অথবা চিক্কণ,
অবঙ্কুর, অল্প অল্প বেদনা সংযুত,
শুদ্ধ ব্রণ তারে কয়, স্রাব বিরহিত।

সংরোহৎ বা আরোগ্যোন্মুখ ব্রণ।

যে ব্রণ রহিত ক্লেদ না করে বিদার,
পিড়কাবিশিষ্ট, সংরোহদাখ্যা তার।

সংরূঢ় (আরোগ্য-প্রাপ্ত) ব্রণ।

আর যে ব্রণের স্রাব মুখ পূর্ণ হয়,
শোথ ও বেদনা, গ্রন্থি কিছু নাহি রয়,
বরণ ত্বকের মত, সমতলাকার,
আরোগ্য তখন স্থির জানিও তাহার।

রোগীভেদে ব্রণের সাধ্যাসাধ্যত্ব।

কুষ্ঠ, মধুমেহ, আর রাজযক্ষ্মা যার,
বিষার্ত্ত যে নর ব্রণ কৃচ্ছ্র সাধ্য তার।

যে ব্রণ হইতে বাত আদি দোষ জাত,
হয় বসা, মেদ, মাংস, মস্তিষ্ক নিঃস্রুত,
আগন্তুজ ব্রণ যদি তাহা নাহি হয়,
তা' হইলে সেই ব্রণ অসাধ্য নিশ্চয়।
কিন্তু আগন্তুজ ব্রণ হয় যে সময়,
পূর্ব্বের কথিত যত পদার্থ নিচয়
সেই ব্রণ হ'তে যদি হয় বিনির্গত,
তা হইলে হয় রোগ সাধ্য কদাচিত।

প্রাণনাশক ব্রণ।

মদিরা, অগুরু, জাতিফুল, পদ্ম, ঘৃত,
চম্পক, চন্দন মত সৌরভ সংযুত,
পারিজাত আদি দিব্য পুষ্পের মতন,
গন্ধযুক্ত হ'লে ব্রণ নাশয়ে জীবন।
অত্যন্ত বেদনাযুক্ত মর্ম্মস্থান জাত,
বাহিরে শীতল, মধ্যে দাহ অনুভূত,
অথবা বাহিরে দাহ, অন্তরে শীতল,
কিম্বা যাহে মাংস ক্ষয় কিম্বা ক্ষয় বল,
পূযাধিক্য, অরুচিও রহে শ্বাস, কাস,
এহেন ব্রণের বৃথা আরোগ্য প্রয়াস।
সম্যক যতনে কিম্বা যে ব্রণ না সাবে,
যশোলিপ্সু কবিরাজ ছাড়িবেন তাবে।

সদ্যোব্রণ নিদান।

নানাবিধ ধারমুখ অস্ত্র আছে যত,
শরীরের নানা স্থানে হ'লে নিপতিত,

নাসাকৃতি ব্রণ তাহে সমুৎপন্ন হয়,
সদ্যোব্রণ কিম্বা তারে আগন্তুজ কয়।
ছয়বিধ এই ব্রণ হয় বিকথিত,
ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, ঘৃষ্ট ও পিচ্ছিত।

ছিন্ন ব্রণ।

তির্য্যক্ বা ঋজুভাবে, অস্ত্রের কারণ,
আয়ত হইয়া ছিন্ন হয় যেই ব্রণ;
কিম্বা অস্ত্রাঘাতে কোন অঙ্গের পতন
হইলেও ছিন্ন নাম তাহার তখন।

ভিন্ন ব্রণ।

শক্তি, দন্ত, বাণ, খড়্গ অগ্রভাগ দিয়া,
কিম্বা শৃঙ্গদ্বারা যায় যদ্যপি বিঁধিয়া,
মূত্রাশয়, রক্তাশয় আদি কোষ্ঠ দেশ,
সে সকল হ'তে যদি রস ঝরে শেষ,
এরূপ লক্ষণযুক্ত হইলে তখন,
ভিন্ন অভিধান তার দেন বুধগণ।

কোষ্ঠ অভিধান।

গ্রহণ্যাখ্য অগ্নিস্থান আর আমাশয়,
পক্বাশয়, মূত্রাশয় কিম্বা রক্তাশয়,
হৃদয়, ফুস্ ফুস্ আর পুরীষ আধান,
এই সকলের হয় কোষ্ঠ অভিধান।

কোষ্ঠভেদের লক্ষণ।

শক্তি আদি শস্ত্র দিয়া বিভিন্ন হইয়া,
যে সময় যায় কোষ্ঠ শোণিতে পূরিয়া,

লিঙ্গ ও নাসিকা হ'তে কিম্বা গুহ্যদ্বার
হইতে পড়িতে থাকে শোণিতের ধার।
হয় দাহ, মূর্চ্ছা, শ্বাস, তৃষ্ণা আর জ্বর,
আধ্মান, অরুচি হয় তাহার উপর।
মল, মূত্র, অধোবায়ু পায় নিরোধন,
স্বেদ নির্গমন, চক্ষু রক্তিম বরণ।
মুখে রক্তগন্ধ হয়, দুর্গন্ধ শরীরে,
হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূল ব্যথা ধরে।

আমাশয় ভেদের বিশেষ লক্ষণ।

আমাশয় দেশ ভিন্ন হইয়া যখন,
রক্তপূর্ণ হয়, তাহে রক্তের বমন ;
অতীব আধ্মান আর অতি ভয়ঙ্কর
শূলের বেদনা হয় তাহার উপর।

পক্বাশয় ভেদের বিশেষ লক্ষণ।

ভিন্ন পক্বাশয় রক্তে পূর্ণিত হইলে,
গাত্রের গুরুতা হয়, আর ধরে শূলে।
নাভিদেশ অধোভাগ অত্যন্ত শীতল,—
উপস্থিত হয় এই লক্ষণ সকল।

বিদ্ধ ব্রণ।

কোষ্ঠ ভিন্ন অন্য অন্য অঙ্গ যে সময়,
সূক্ষ্ম মুখ শল্যদ্বারা অভিহত হয়,
হউক বা না হউক শল্য বহির্গত,
ব্রণ হ'লে হয় তাহা বিদ্ধ অভিহিত।

ক্ষত ব্রণ।

অতি ছিন্নে, অতি ভিন্নে যে সব লক্ষণ,
ব্রণে যদি নাহি থাকে তার নিদর্শন ;
অথচ ছেদ ও ভেদে একত্র মিলনে,
ব্রণরূপে আনে দেহে যে সব লক্ষণে,
উভয়ের সে লক্ষণ একত্র মিলিত
হয় যে বিষম ব্রণে নাম তার ক্ষত।

পিচ্ছিত ব্রণ।

মুদ্গার প্রহারে কিম্বা কপাট পীড়নে
শরীরের কোন অঙ্গ যদি অস্থি সনে
চেপ্টাইয়া হয় মজ্জ রক্ত পরিপ্লুত,
তখন সে ব্রণ নাম ধরয়ে পিচ্ছিত।

ঘৃষ্ট ব্রণ।

কর্করাদি অভিঘাতে অথবা ঘর্ষণে,
শরীরের ত্বক্ যদি উঠে কোন স্থানে,
তাহে যদি সেই অঙ্গ উষ্মাযুক্ত হয়,
কিম্বা স্রাবান্বিত হয় ঘৃষ্ট তারে কয়।

ব্রণ মধ্যে শল্য থাকিলে তাহার লক্ষণ।

যার মধ্যে শল্য থাকে শ্যাববর্ণ তার,
সশোথ, পিড়কাব্যাপ্ত, আর বারম্বার
রক্ত ঝরে, কোমল ও মুখ সমুন্নত
বুদবুদ্ তুল্য মাংস, বেদনা সংযুত।
সপ্তত্বক্ অতিক্রমি শিরাভেদ ক'রে,
কিম্বা শিরাত্যাগ করি কোষ্ঠ অভ্যন্তরে

যদ্যপি কখন যায় শল্য প্রবেশিয়া,
আটোপ, আনাহ হয়, ক্ষত মুখ দিয়া,
মল, মূত্র, ভুক্তদ্রব্য আদি নির্গমন—
এই মত উপদ্রব হয় সংঘটন।

কোষ্ঠে রক্তবন্ধের ফল।

আসিতে না পারি যদি শোণিত বাহিরে,
বদ্ধ হয়ে রয়ে যায় কোষ্ঠের ভিতরে,
তাহ'লে রোগীর হস্ত, চরণ, বদন
শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ করয়ে ধারণ।
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হয় শীতল তাহার,
নয়ন যুগল হয় রক্তবর্ণ আর।
আক্রমণ করে আর আনাহ পীড়ায়।
ত্যজিবে রোগীরে হেরি এই অবস্থায়।

মর্ম্মক্ষতের লক্ষণ।

মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ‹‹র সন্ধিগত
মর্ম্ম যদি শল্যের আঘাতে হয় ক্ষ‹
তাহা হ'তে ঘটে ভ্রম, পিপাসা, পতন,
করপদ ক্ষেপনাদি বিরুদ্ধ চেষ্টন,
অঙ্গের শৈথিল্য, তাপ, বলক্ষয় করে,
হিক্কা ও উদ্গার আদি ঊর্দ্ধবাতে ধরে।
ইন্দ্রিয়ের মোহ হয়, সুতীক্ষ্ণ বেদন,
নানাবিধ বাতব্যাধি করে আগমন।
লিঙ্গ, ভগ, গুহা, মুখ, নাক হতে আর,
মাংস ধৌত জল মত রক্তের নিঃসার ;
আর ঘটে ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যনাশ,—
মর্ম্মক্ষতে এ সকল লক্ষণ প্রকাশ।

মর্ম্মরহিতশিরাক্ষতের লক্ষণ।

যে সকল শিরাদেশ মর্ম্ম বিরহিত,
শল্য দিয়া বিদ্ধ কিম্বা হয় যদি ক্ষত,
তখন সুরেন্দ্রগোপকীটের মতন,
বহু রক্ত স্রাব হয় লোহিত বরণ।
শিরঃপীড়া অগ্নিমান্দ্য আক্ষেপক আদি
ক্ষতজ অনিল আনে নানাবিধ ব্যাধি।

মর্ম্মরহিত স্নায়ুক্ষতের লক্ষণ।

মর্ম্মহীন স্নায়ুদেশ বিদ্ধ যদি হয়,
যেই অঙ্গ বিদ্ধ তাহা বক্র হয়ে রয়।
অসমর্থ হয় নর কার্য্য সম্পাদনে,
পীড়িত হইয়া থাকে অত্যন্ত বেদনে।
অতি দীর্ঘকালে হয় ব্রণের রোহণ,
অঙ্গ অবসাদ আদি ঘটায় লক্ষণ।

মর্ম্মরহিত সন্ধিক্ষতের লক্ষণ।

অচল, সচল কিম্বা, সন্ধি আছে যত,
মর্ম্মহীন সে সকল হয় যদি ক্ষত,
তাহাতে শোথের বৃদ্ধি হয় অতিশয়,
দারুণ বেদনা জন্মে, হয় বলক্ষয়।
আর সেই সন্ধিস্থান চারিদিক ঘেরে
শোথ জন্মে, সে সবার কার্য্যনাশ করে।

মর্ম্মরহিত অস্থিক্ষতের লক্ষণ।

বিদ্ধ যদি হয় অস্থি মর্ম্ম বিরহিত,
দিবানিশি অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত,

শয়নোপবেশনাদি কোন অবস্থায়,
কোন মতে রোগী শান্তি লাভ নাহি পায়।

মর্ম্মক্ষতের লক্ষণ।

মর্ম্মহীন শিরা আদি বেধের কারণ
পৃথক্ পৃথক্ যাহা কহিনু লক্ষণ,
মর্ম্মবিদ্ধ হইলেও সে সব লক্ষণ,
তদুপরি ভ্রম প্রলাপাদি সংঘটন।
মাংস মর্ম্ম বিদ্ধ হ'লে রোগীর মূরতি
পাণ্ডুবর্ণ, নষ্ট তার স্পর্শের শকতি।

ব্রণের উপদ্রব।

বিসর্প ও পক্ষাঘাত, অপতানকাদি বাত,
শিরাস্তম্ভ তাহার উপর,
বেদনা অত্যন্ত ব্রণে, উন্মত্ততা, মোহ ক্ষণে,
হনুস্তম্ভ, পিপাসা ও জ্বর।
বমি, কাস, অতিসার, হিক্কার লক্ষণ আর,
শ্বাস আর বিকম্পিত কায়।—
উপস্থিত হলে ব্রণ, ঘটে এর যে লক্ষণ,
উপদ্রব কহে বৈদ্যে তায়।

ভগ্ন নিদান।

হে হুতাশ! সংক্ষেপতঃ ভগ্ন দ্বিপ্রকার,
কাণ্ড ভগ্ন হয় এক সন্ধি ভগ্ন আর।
সন্ধি সীমা পর্য্যন্ত আছয়ে লম্বমান
এক এক অস্থি তার কাণ্ড অভিধান।

নলক, কপাল আর তরুণ, বলয়,
রুচক এপঞ্চ অস্থি কাণ্ড সবে কয়।
•এই পঞ্চবিধ অস্থি হ'লে বিশ্লেষণ,
তাহারেও ভগ্ন আখ্যা দেন বুধগণ।
অতএব সন্ধিগত অস্থি বিশ্লেষণে,
কথিত সে রোগ সন্ধিভগ্ন অভিধানে।
সন্ধিভগ্ন ছয়—উৎপিষ্ট, বিবর্ত্তিত,
বিশ্লিষ্ট ও ক্ষিপ্ত, অধঃক্ষিপ্ত, তীর্য্যগ্‌গত।

সন্ধি ভগ্নের সাধারণ লক্ষণ।

অত্যন্ত যাতনা হয় অঙ্গ প্রসারণে,
অথবা পরিবর্ত্তনে কিম্বা আকুঞ্চণে।
অসহ্য যাতনা হয় পরশে সে স্থান,
সর্ব্বভগ্নে এ লক্ষণ রহে বিদ্যমান।

উৎপিষ্ট ভগ্ন।

দুই অস্থি সন্ধিস্থলে, অস্থিদ্বয়ে ঘৃষ্ট হ'লে
উৎপিষ্ট তখন নাম তার।
ভগ্নের উভয় ধারে এই রোগে শোথ ধরে,
রাত্রিকালে বৃদ্ধি যাতনার।

বিশ্লিষ্ট ভগ্ন।

সন্ধিভগ্নে যে সময় সন্ধি শিথিলতা হয়,
বিশ্লিষ্ট তখন তারে কয়।
উৎপিষ্ট ভগ্নের মত, •এই সন্ধি ভগ্নে যত,
শোথ ধরে পারশে উভয়।
উৎপিষ্ট ভগ্নের স্থলে ব্যথা বাড়ে রাত্রিকালে,
দিবসে থাকে না তত ভার,

এই ভগ্নে অতিশয় সর্ব্বদা বেদনা রয়,
এইমাত্র প্রভেদ ইহার।

বিবর্ত্তিত ভগ্ন।

সন্ধিস্থল বিবর্ত্তনে, উল্টাইয়া যেই ক্ষণে
যায়, তার নাম বিবর্ত্তিত।
বিবর্ত্তিত সন্ধিভঙ্গে, হয় তীব্র ব্যথা অঙ্গে
অস্থিদ্বয় পার্শ্ব অবস্থিত।

তির্য্যগ্গত ভগ্ন।

সন্ধিস্থল অস্থি যদি ছাড়ি সন্ধিস্থান
সরিয়া তির্য্যক্ভাবে করে অবস্থান,
তাহাকে তির্য্যগ্গত সন্ধিভগ্ন কয়,
ভীষণ বেদনা তাহে উপস্থিত হয়।

ক্ষিপ্ত ভগ্ন।

সন্ধিস্থল অস্থি কভু ছাড়ি সন্ধিস্থান
ঊর্দ্ধদিকে ক্ষিপ্ত হ'লে ক্ষিপ্ত অভিধান।
সন্ধিভগ্নে ধরে শূল সম বেদনায়,
অধিকন্তু অস্থিদ্বয় বিষমত্ব পায়।

অধঃক্ষিপ্ত ভগ্ন।

অস্থি যদি সন্ধিস্থল হইতে সরিয়া
কিঞ্চিৎ নিম্নের দিকে আসে সে পড়িয়া,
তখন তাহাকে অধঃক্ষিপ্ত ভগ্ন কয়।
অধঃক্ষিপ্তে এ লক্ষণ উপস্থিত হয়।—
অত্যন্ত বেদনা করে জনম গ্রহণ,
সন্ধির স্থলের তথা হয় বিঘটন।

কাণ্ড ভগ্ন।

বিকথিত কাণ্ড ভগ্ন দ্বাদশ প্রকার :—
কর্কটক, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত আর,
পিচ্চিত ও কেহ অস্থি ছল্লিকা কথিত,
কাণ্ড ভগ্ন, বক্র, অতিপাতিত, স্ফুটিত,
কোন কাণ্ড ভগ্ন নাম মজ্জাগত তাব,
ইহা ভিন্ন ছিন্ন আছে দুইটী প্রকার।

কর্কটক।

অস্থির উভয় পার্শ্ব পেয়ে নিপীড়ন,
দুই দিক নিম্ন মধ্য উন্নত যখন,
গ্রন্থিমত হয়ে হয় কর্কট আকার,
কর্কটক ভগ্ন হয় অভিধান তার।

অশ্বকর্ণ।

বিপুল অস্থির যবে হয় নির্গমন,
সে সময় যদি মূর্ত্তি করয়ে ধারণ
ভগ্নস্থান অবিকল অশ্বকর্ণ মত,
ভগ্ন তদা অশ্বকর্ণ হয় বিকথিত।

বিচূর্ণিত।

অস্থি চূর্ণ হ'লে নাম বিচূর্ণিত তার,
শব্দ ও স্পর্শনে হয় প্রতীতি ইহার।

পিচ্চিত।

অস্থি যদি কোন মতে যায় চেপ্টাইয়া,
তখন সে অভিহিত পিচ্চিত বলিয়া।
যদ্যপি প্রবল শোথ হয় উপস্থিত,
তাহাতেই উপলব্ধ হয় সে পিচ্চিত।

অস্থিছল্লিকা।

অস্থি পার্শ্ব অবস্থিত অত্যল্প যখন
কোন অস্থি ছন্ন হ'তে পায় বিশ্লেষণ,
বল্কলবিহীন অস্থি—তাহার কারণে,
অভিহিত ভগ্ন অস্থিছল্লিকাভিধানে।

কাণ্ড ভগ্ন।

যদিও কর্কট আদি যে কোন প্রকার
হ'ক ভগ্ন, কাণ্ড ভগ্ন নাম সবাকার,
তথাপি পৃথক অস্থি ত্বকে যদি ঝুলে,
সবিশেষে সেই ভগ্নে কাণ্ড ভগ্ন বলে।

অতিপাতিত।

নিঃশেষে হইয়া ছিন্ন হইলে পাতিত,
তখন সে ভগ্ন অতিপাতিতাভিহিত।

মজ্জাগত।

অস্থি অবয়ব যদি পেষিত হইয়া
অস্থি মধ্যভাগে যায় প্রবেশ করিয়া,
তাহাতে যদ্যপি মজ্জা হয় নিঃসারিত,
তখন সে ভগ্ন নাম ধরে মজ্জাগত।

স্ফুটিত ও বক্রভগ্ন।

বহুধা বিদীর্ণ কিম্বা অল্পই স্ফুটিত
হ'লে, অস্থি ভগ্ন হয় স্ফুটিত কথিত।
এই ভগ্নে শূক পূর্ণ সম ব্যথা রয়,
কুব্জীভূত হ'লে অস্থি বক্র ভগ্ন কয়।

দুই প্রকার ছিন্ন।

প্রথম সে অল্পই বিদীর্ণ তাহা হয়--
একতর পার্শ্ব তার ভগ্ন হয়ে রয়,
বিদীর্ণ হইয়া রয় অন্য পার্শ্ব তার।
বহুধা বিদীর্ণ হয় দ্বিতীয় প্রকাব।

কাণ্ড ভগ্নের সাধারণ লক্ষণ।

অঙ্গের শৈথিল্য আব শোথেব উদয়,
স্পন্দন ও বেদনার বৃদ্ধি অতিশয়,
ব্যথা সূচীবেধ কিম্বা শূলেব মতন,
শব্দ হয় ভগ্ন স্থান করিলে পীড়ন।
শুইলে বসিলে যেই কোন অবস্থায
অস্থি ভগ্নে বোগী শান্তিলাভ নাহি পায়।
অত্যন্ত বেদনা হেতু, সেই ভগ্ন স্থান
পবশনে বোধ হয় যায় যেন প্রাণ।
উল্লিখিত কাণ্ড ভগ্ন দ্বাদশ প্রকার,
ইহা ভিন্ন নানা ভগ্ন আছে যত আর,
সংক্ষেপতঃ তাহাদেব নাম অনুসারে
স্বরূপ দেখিয়া বুঝে লবে সবাকারে।

কষ্ট সাধ্য ভগ্ন।

ভগ্নরোগী যদি বাত প্রকৃতিক হয়,
রোগ প্রতিকারে যদি যত্ন নাহি রয়,
জ্বর ও উদরাধ্মান করে আগমন,
মল ও মূত্রের গতি পায় নিরোধন—
হেন উপদ্রব যদি উপস্থিত থাকে,
অতি কষ্ট সাধ্য ভগ্ন জানিবে তাহাকে।

অসাধ্য ভগ্ন।

যদ্যপি রোগীর অস্থি কটীদেশস্থিত
হয় ভগ্ন, অধঃক্ষিপ্ত, সন্ধি বিমোচিত,
অথবা জঘন দেশ প্রতিপিষ্ট হয়,
সে রোগীর মুক্তি আশা কিছু নাহি রয়।
কপালাস্থি অসংশ্লিষ্ট, ললাট চূর্ণিত,
বক্ষ, পৃষ্ঠ, শঙ্খ কিম্বা মস্তকের যত
অস্থি আছে সে সকল ভগ্ন যদি হয়,
অসাধ্য সে অস্থি ভগ্ন জানিও নিশ্চয়।
যে সময় ভগ্ন হয় অস্থি সমুদয়,
স্থাপন বন্ধন যদি ভাল নাহি হয়,
নাড়িলে চাড়িলে ভয়ে যদ্যপি বিক্রিয়
হয়ে যায় যত অস্থি, তাহা বর্জনীয়।

অস্থি বিশেষে ভগ্নের বিশেষত্ব।

অস্থির বিশেষে ভগ্ন ভিন্ন নামে করে।
তরুণাস্থি বেঁকে গেলে ভগ্ন বলে তারে।
নাসিকা ও কর্ণযুগে, কোমলাস্থি যত,
আর অক্ষিদ্বয়পুটে করে অবস্থিত।
নলবৎ ছিদ্র যুক্ত অস্থি আছে যত
সে সকল হয় নলকাস্থি বিকথিত।
নলকাস্থি বিদীর্ণ হইলে ভগ্ন কয়;
কপালাস্থি যত্তেক বিভক্ত সমুদয়।
দন্ত আদি রুচকাস্থি হয় অভিহিত।
ভগ্নকয় সেই অস্থি হইলে স্ফুটিত।

নাড়ীব্রণ (নালিঘা) নিদান।

অহিত আহারাচারে যেই অজ্ঞ নরে,
অপক্ক বা অতি পূয যাহার ভিতরে
হেন শোথে উপেক্ষা করয়ে যেইক্ষণ,
নাহি করে কভু তার শোধন পীড়ন,
তখন সে শোথস্থিত পূয আছে যত
ক্রমে হয়ে ত্বক্ মাংস শিরা স্নায়ুগত,
কিম্বা গিয়া সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ মর্ম্মদেশ
বিদীর্ণ করিয়া করে ভিতরে প্রবেশ।
সে পূযের অতিমাত্র গমন কারণ
এই মত ব্রণ সবে কহে গতিব্রণ।
সচ্ছিদ্র নাড়ীর ন্যায় বহন কারণে
অভিহিত কিন্তু নাড়ীব্রণ অভিধানে।

নাড়ীব্রণের প্রকার ভেদ।

নাড়ীব্রণ পঞ্চবিধ বাতজ, পিত্তজ,
কফজ, ত্রিদোষজাত, শল্য নিমিত্তজ।

বাতিক নাড়ীব্রণের লক্ষণ।

বাতে জন্ম যার, হেন ব্রণ তার,
মুখ সূক্ষ্ম অতিশয়,
কর্কশ সে ব্রণ, তাহে সর্ব্বক্ষণ,
শূলের বেদনা রয়।
দিনমান হতে, রাত্রিকালে তাতে,
ঝরে বেশী পরিমাণে

রস অনুক্ষণ, থাকে সর্ব্বক্ষণ
ফেন যুক্ত তার সনে।

পৈত্তিক নাড়ীব্রণের লক্ষণ।

পিত্তে আনে যায়, নাড়ীব্রণ তায়,
জনমে পিপাসা জ্বর।
রহে বিদ্যমান আশ্রয়ি সে স্থান,
অতি দাহ নিরন্তর।
দিবস আগতে, নিশামান হ'তে
পিত্তজাত নাড়ীব্রণে
পীতবর্ণ ধ'রে সর্ব্বদাই ঝরে
রস বেশী পরিমাণে।

শ্লৈষ্মিক নাড়ীব্রণের লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক যে ব্রণ, হয় সে কঠিন,
করে অতি কণ্ডূয়ন,
ব্যথা নাহি রয় ; ক্ষরে যে পূয়ময়
নিশাকাল আগমন,
এই নাড়ী ব্রণে, বেশী পরিমাণে,
স্রাব বিনির্গত হয় ;
বরণ তাহার, শ্বেত, ঘন আর,
পিচ্ছিল সে অতিশয়।

ত্রিদোষজ নাড়ীব্রণ।

বাতজাদি তিন বিধ নাড়ীব্রণ যত,
তাদের লক্ষণ যেই ব্রণেতে লক্ষিত,
ইহা ভিন্ন রহে যাহে দাহ, শ্বাস, জ্বর,
মুখশোষ, মূর্চ্ছা ঘটে তাহার উপর,

সেই নাড়ীব্রণ সান্নিপাত নাম ধরে,
অতি ভয়ঙ্কর তাহা প্রাণনাশ করে।
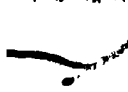
শল্যনিমিত্ত নাড়ীব্রণ।

দেখিতে না পাওয়া যায়, প্রবিষ্ট যে শল্য তায়,
ত্বক্ আদি বিদীর্ণ করিয়া
পশে যত অভ্যন্তরে, শল্যের বিভেদ তরে,
নাড়ীব্রণ পড়ে জনমিয়া।
শল্য নিমিত্তজ ব্রণ, তাহা হ'তে অনুক্ষণ,
ফেণ যুক্ত আর উন্মথিত,
স্বচ্ছ, রক্ত বিমিশ্রিত, উষ্ণ হয়ে রস যত,
সবেদন হয় বিনিঃস্রুত।

সাধ্যাসাধ্য নাড়ীব্রণ।

অসাধ্য সে নাড়ী ব্রণ তিনদোষে যার
জন্ম, যত্নসাধ্য কিন্তু অপর প্রকার।

ভগন্দর নিদান।

গুহ্যদেশ পার্শ্বস্থিত দ্বি-অঙ্গুলি স্থান
ব্যাপিয়া পিড়কা যেই করে অবস্থান,
যাহাতে যাতনা অতি হয় নিরন্তর,
বিদীর্ণ হইলে তার নাম ভগন্দর।

ভগন্দরের কারণ।

কষায় ও রুক্ষবস্তু করিলে সেবন,
অতিশয় প্রকুপিত হয়ে সমীরণ,
উৎপাদন করে তাহা যেই পিড়কার,
প্রথম হইতে যদি নাহি হয় তার

উত্তম চিকিৎসা, তাহে উপেক্ষিত হয়ে,
দারুণ বেদনা সনে উঠে সে পাকিয়ে।
এ পিড়কা হয়ে যায় বিদীর্ণ যখন,
ফেন বিনিঃস্রুত হয় অরুণ বরণ,
শেষেতে এরূপ ঘটে ক্ষত মুখ দিয়া,
বায়, মূত্র, বিষ্ঠা, শুক্র নির্গত হইয়া।

শতপোনক।

বহুমুখ হ'লে ব্রণ চালনী আকারে,
তখন শতপোনক নাম তাহা ধরে।

উষ্ট্রগ্রীব।

যেই হেতুবশে পায় পিত্ত প্রকোপণ
পিত্ত প্রকুপিত হয়ে তাহাব কারণ
গুহ্যদেশে যে পিড়কা উৎপাদন করে,
পাকিয়া দুর্গন্ধ উষ্ণ পূয় স্রহে ঝবে।
উষ্ট্র গ্রীবামত ইহা হয় বক্রাকারে,
উষ্ট্র-গ্রীব বলে তাই এই ভগন্দবে।

পরিস্রাবি।

পরিস্রাবি নামে এক আছে ভগন্দর
ঘণস্রাবি, কণ্ডুয়ন করে নিরন্তর;
কঠিন ও শ্বেতবর্ণ, অত্যল্প বেদন।
কফ হয় এই ভগন্দরের কাবণ।

শম্বুকাবর্ত্ত ভগন্দর।

ইহাতে অপর ভগন্দরের সমান
বর্ণ ও বেদনা স্রাব রহে বিদ্যমান।

আকৃতি গোস্তন মত পিড়কাবস্থায় ;
কিন্তু এই ভগন্দরে পরিণতি পায়
পূর্ণনদী-শম্বুকাবর্ত্তের রূপ মত,
এই হেতু ইহা শম্বুকাবর্ত্ত কথিত।

উন্মার্গি ভগন্দর।

কণ্টকাদি দিয়া হ'লে গুহ্যদেশ ক্ষত,
হয় যদি কোন মতে তাহা উপেক্ষিত,
তাহে সেই ক্ষতে করে শোষ উৎপাদন,
সেই শোষে ক্রিমি করে জনম গ্রহণ।
জনম গ্রহণ করি সেই ক্রিমিগণ,
ক্ষতজাত শোষে পরে করি বিদারণ
বহু মুখযুক্ত ব্রণ উৎপাদন করে।
উন্মার্গি বলিয়া থাকে এই ভগন্দরে।

ভগন্দরের অসাধ্য লক্ষণ।

যন্ত্রণাদায়ক অতি, কষ্টসাধ্য আর,
ভগন্দর রোগ আছে যতেক প্রকার।
ত্রিদোষ জনিত, বিশেষতঃ যাহা ক্ষতে
জন্ম পায়, তাহা নাহি সারে কোন মতে।
মল,মূত্র, ক্রিমি, শুক্র, অধোসমীরণ
নির্গত যে ভগন্দরে নাশয়ে জীবন।

উপদংশ (গরমী) নিদান।

অতি অনুরাগ কিম্বা কলহাদি বশে
হস্ত দন্ত নখাঘাত হয় লিঙ্গ দেশে,

অধিক মৈথুনে, কিম্বা বিনা প্রক্ষালন,
অথবা করিলে দুষ্ট যোনিতে গমন,
কিম্বা ক্ষারযুক্ত উষ্ণ জলে প্রক্ষালন,
অথবা করিলে ব্রহ্মচারিণী গমন—
এইমত করিলে বিবিধ অপচার
উপদংশ জন্মলয় পাঁচটী প্রকার।

বাতিকোপদংশের লক্ষণ।

বাতদোষে উপদংশ জনমে যখন
স্ফোট সমুদয় হয় অসিত বরণ,
সূচীবেধ কিম্বা ভেদ সম যাতনায়
ধরে, আব সর্ব্বক্ষণ স্ফূর্ত্তি রহে তায়।

পৈত্তিকোপদংশের লক্ষণ।

পিত্তজাত উপদংশে স্ফোটক সকল
পীতবর্ণ, ক্লেদ দাহ যুক্ত অবিরল।

কফজ উপদংশের লক্ষণ।

উপদংশে কফ যদি হেতু হয় তার
শুক্লবর্ণ হয় স্ফোট, বৃহৎ আকার,
সর্ব্বদাই অতিশয় কণ্ডুয়ন করে,
শোথযুক্ত আর তাহে ঘনস্রাব ঝরে।

ত্রিদোষজ উপদংশের লক্ষণ।

অসাধ্য ত্রিদোষ জাত উপদংশ যত
প্রতিদোষ-উক্তস্রাব ব্যথা তায়স্থিত।

উপদংশের অসাধ্য লক্ষণ।

যেই উপদংশ মধ্যে ক্রিমি জনমিয়া
সমস্তই লিঙ্গ ফেলে ভক্ষণ করিয়া,

মুষ্কমাত্র অবশেষ রাখে সে কেবল
বর্জ্জিবে সে উপদংশে চিকিৎসা বিফল।
ব্যবায়াদি ক্রিয়া রত যেই মূঢ় নরে
জাতমাত্র উপদংশে চিকিৎসা না করে,
শোথ, ক্রিমি, দাহ, পাক উপসর্গ যত,
হয় যদি উপদংশ মধ্যে উপস্থিত
তা হইলে কালক্রমে লিঙ্গ হয় ক্ষয় ;
এই উপদংশে ঘটে মরণ নিশ্চয়।

লিঙ্গবর্ত্তি বা লিঙ্গার্শের লক্ষণ।

যেই সন্ধি অবস্থিত কোষের ভিতরে,
লিঙ্গ পর্ব্বে কিম্বা যাহা অবস্থান করে,
সেই সন্ধিস্থলে উপর্য্যুপরি সংস্থিত
অঙ্কুরের মত মাংস প্রতান সঞ্জাত
হইয়া ক্রমশঃ তাম্রচূড় শিখামত
বর্ত্তির আকারে তাহা হয় পরিণত।
জন্মে ইহা ত্রিদোষে, পিচ্ছিল, অবেদন ;
চিকিৎসায় সহজে সে নাহয় দমন।
এই ব্যাধি লিঙ্গবর্ত্তি নামে হয় খ্যাত ;
কখন কখন লিঙ্গ অর্শ অভিহিত।

শূকদোষ নিদান।

লিঙ্গ বৃদ্ধি অভিলাষে যেই মূঢ় নর
শূকাদি প্রলেপ দেয় তাহার উপর,

তা হইলে অষ্টাদশ বিধ শূকজাত
লিঙ্গোপরে রোগ যত হয় উপস্থিত।
জলজাত বিষজন্তু একটী প্রকার
জলমল-সমুৎপন্ন শূক নাম তার।

সর্ষপিকা।

শূকাদি যে দোষ অগ্রে হইল বর্ণন
তাহে কিম্বা দুষ্ট যোনি করিলে গমন,
সর্ষপিকা নাম রোগ সমুৎপন্ন হয়।
শ্বেত সর্ষপের মূর্ত্তি যেই মত হয়,
সর্ষপিকা পিডকা দেখিতে সেই মত ;
বায়ু আর শ্লেষ্মা যোগে এই পীড়া জাত।

অষ্ঠীলিকা।

অপ্রশস্ত, বক্রাকৃতি, অষ্টীলার মত
অত্যন্ত কঠিন যেই পিডকা সঞ্জাত,
শূকদ্বারা অনিলের প্রকোপ কারণ ;
অষ্ঠীলিকা নাম তার দেন বুধ গণ।

গ্রথিত।

শূক আদি যত লিঙ্গে সম্পূরিত
যদি নিরন্তর করে,
গ্রন্থির মতন করিয়া ধারণ
আকার তাহার তবে,
যেই পিড়কার জন্ম হয়, তার
গ্রথিত এ অভিধান।
কফদোষ বলে গ্রথিত সকলে
লভয়ে শরীরে স্থান।

কুম্ভিকা।

কৃষ্ণবর্ণ, আর আকার তাহার
জামের বীজের মত
এহেন পিড়কা কথিত কুম্ভিকা,
রক্তপিত্তে তাহা জাত।

অলজী।

শূকদোষ বশে যে পিড়কা আসে
অলজী তাহারে কয় ;
প্রমেহ সঞ্জাত অলজীর মত
লক্ষণ তাহার হয়।

মৃদিত।

শূকদোষে হয় যদি লিঙ্গ বিমর্দ্দন
সশোথ পিডকা তাহে করে উৎপাদন।
মৃদিত আখ্যানে তাহা হয় অভিহিত।
মৃদিত পিড়কা হয় বাতকোপ জাত।

সংমূঢ়।

শূকপাত হেতু যদি হাত দিয়া তায়
লিঙ্গকে টিপিয়া অবনত করা যায়,
পিডকা সংমূঢ় নামে জন্মে সে কারণে।
এ পিড়কা জন্ম লয় রুষ্ট সমীরণে।

অধিমন্থ।

শূকদোষ হেতু দীর্ঘ অঙ্কুরের সনে
জনম গ্রহণ করে যে পিড়কা গণে
অধিমন্থ নাম তার, মধ্যবিদারিত,
ইহাতে রোমাঞ্চ হয় ব্যথা উপস্থিত।

পুষ্করিকা।

পুষ্করিকা নামে আছে অপর প্রকার
রোগ, শূক দোষ হেতু জন্ম হয় তার।
চতুষ্পার্শে তার ক্ষুদ্র আকার ধরিয়া
পিড়কা অনেক বিধ থাকে জনমিয়া।
আকৃতি তাহার পদ্ম কর্ণিকার মত,
রক্তপিত্ত যোগে ইহা হয় সমুদ্ভূত।

স্পর্শহানি।

শুকদোষ হেতু বশে দেহের ভিতরে
সকল শোণিত যদি দুষ্ট ভাব ধরে,
স্পর্শের শকতি তাহে বিনাশিত হয়,
এই হেতু এই রোগে স্পর্শ হানি কয়।

উত্তমা।

লিঙ্গ বর্দ্ধনের তরে, পুনঃ পুনঃ যদি করে
শূকের প্রলেপ তাহে নর,
হয়ে অতি কোপযুক্ত, করে তার পিত্তরক্ত,
পিড়কা আক্রান্ত কলেবর।
এহেন পিড়কা যেই, উত্তমাখ্যা ধরে সেই,
আকৃতি এ পিড়কার যত
কখন মুগের ন্যায়, কভু বা দেখিতে তায়
ঠিক মাষকলায়ের মত।

শতপোনক।

শুকদোষ হেতু যবে চালনীর মত,
লিঙ্গদেশে যেই ছিদ্র করে উপস্থিত,

সেই ব্যাধি হয় শতপোনক নামক,
এ প্রকার রোগ হয় বাতরক্তাত্মক।

ত্বকৃপাক রোগ।

শূকযোগ হেতু স্থর দাহেব সহিত
ত্বগুপবি হয় যেই পাক উপস্থিত,
তখন সে রোগ ত্বকৃপাক অভিহিত।
এই ত্বকপাক ব্যাধি বাতপিত্তকৃত।

শোনিতার্ব্বুদ।

শোণিত অর্ব্বুদ নামে শূকদোষ তবে
অপব প্রকাব এক ব্যাধি জন্ম ধরে।
লিঙ্গের উপবিভাগে তাহার কারণ
স্ফোটক উৎপন্ন হয অসিত বরণ।
ব্যাপ্ত হয বক্তবর্ণ পিডকায় যত,
ব্রণভূমি হয় অতি বেদনা সংযুত।

মাংসার্ব্বুদ।

শূকপাত করি যদি লিঙ্গেব উপরে,
সেই লিঙ্গে প্রহারাদি ক্রিয়া যদি করে,
লিঙ্গমাংস দুষ্ট হয, আর মাংস দোষে
মাংসার্ব্বুদ লিঙ্গোপরি জন্মে অবশেষে।

মাংসপাক।

লিঙ্গ মাংস বিগলিত, বাত আদি দোষ যত
সংযুক্ত সে সবার বেদন।
একত্র ত্রিদোষ বল, যে রোগ তাহার ফল
মাংসপাক নামীয় তখন।

বিদ্রধি।

সন্নিপাত জাত পূর্ব্বের কথিত,
বিদ্রধির যে লক্ষণ,
শূকদোষ জাত, বিদ্রধির যত,
সেই মত সংঘটন।

তিলকালক।

অসিতবরণ কিম্বা বিবিধ বরণ
বিষযুক্ত শূক আদি প্রয়োগ কারণ,
যদ্যপি সমস্ত লিঙ্গ উঠয়ে পাকিয়া,
সর্ব্ব মাংস তাহে কৃষ্ণ বরণ ধরিয়া
বিগলিত হয়; পীড়া সন্নিপাতে জাত,
এই রোগ হয় তিলকালকাভিহিত।

অসাধ্য শূক।

শূকদোষজাত মধ্যে এই সমুদয়
রোগ যত হয় সবে অসাধ্য নিশ্চয়।—
মাংসার্ব্বুদ, মাংসপাক কিম্বা হয় যদি
কিম্বা যদি হয় তিলকালক বিদ্রধি।

কুষ্ঠ নিদান।

বিরুদ্ধ আহার যত— ক্ষীর মৎস্য সম্মিলিত,
সেইমত পানীয় যখন;
দ্রব দ্রব্য স্নিগ্ধ হয়, কিম্বা গুরু যে সময়
দ্রব্য যত তাহার ভোজন;
বমন যে উপস্থিত, মল মূত্র আদি যত
তার যদি বেগ ধরা যায়;

অতি ভোজনের পরে ব্যায়াম যদ্যপি করে,
তাপ যদি অতি সেবে তায় ;
হইয়া আতপ ক্লান্ত কিম্বা হয়ে পরিশ্রান্ত
কিম্বা যদি ভয়ার্ত্ত হইয়া
অল্পক্ষণ তার পরে শীত জল পান করে
বিশ্রামের লাভ না করিয়া ,
যদি ভোজনের পরে পুনশ্চ ভোজন করে,
অজীর্ণ যখন খাদ্য তার ;
বিরেচন বমনাদি পঞ্চ কর্ম্ম পরে যদি
সংসাধিত অহিত আচার ;
নূতন চালের অন্ন দধি মৎস্যাহার জন্য,
আম, মূলা, অম্ল ও লবণ,
তিল, ক্ষীর, গুড় আদি অধিক ভক্ষিত যদি,
কিম্বা অতি মিষ্টান্ন ভোজন ;
জীর্ণ নয় ভুক্তাহার অল্পক্ষণ পরে তার
হয় রত যদ্যপি মৈথুনে ;
নিদ্রা গেলে দিনমানে, দ্বিজ গুরু অপমানে,
অন্য ঘোর পাপ আচরণে ;—
এ সব কারণ বশে বাত আদি তিন দোষে
হ'য়ে অতিশয় প্রকুপিত,
দুষ্ট করি ত্বক তায়, রক্ত, মাংস, লসীকায়,
কুষ্ঠরোগ করে উৎপাদিত।

কুষ্ঠরোগের উপাদান।

কফ, পিত্ত আর বাত— এই তিন দোষ যত,
রস আদি দুষ্য চতুষ্টয়—

এ সাত পদার্থ যোগে আনে দেহে কুষ্ঠরোগে ;
তাই সপ্তে উপাদান কয়।

কুষ্ঠের প্রকার ভেদ।

মহাকুষ্ঠ সপ্তবিধ, ক্ষুদ্র কুষ্ঠ যত
একাদশ বিভিন্ন প্রকার বিকথিত।
যদিও সকল কুষ্ঠ ত্রিদোষে জন্মায়,
যেই দোষ যেইরূপ প্রবলতা পায়
সেদোষেব সম্যক আধিক্য অনুসারে
বিভাগ ধরয়ে কুষ্ঠ সাতটী প্রকারে।
ভিন্নদোষে তিন, দ্বন্দ্ব দোষে তিন, আর
ত্রিদোষ মিলনে হয় একটী প্রকার।
যদিও বিভক্ত কুষ্ঠ সপ্তম প্রকাবে
আঠার বিভাগ তাব অবস্থানুসাবে।

কুষ্ঠ রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ।

কুষ্ঠরোগ সমুৎপন্ন হইবে যখন,
তার আগে ভাগে ঘটে এসব লক্ষণ।—
কোন অঙ্গ অতিশয় খর বোধ হয়,
কোন অঙ্গ স্পর্শনে মসৃন অতিশয়।
কখন বা অতিশয় ঘর্ম্ম নির্গমন,
ঘর্ম্মোদ্গম একেবারে থাকেনা কখন।
শরীর বিবর্ণ, দাহ, কণ্ডু করে অতি,
কোন অঙ্গে লোপ পায় স্পর্শের শকতি।
সুচীবেধ সম পীড়া, শরীরে তাহার
চিহ্ন প্রকাশিত হয় মণ্ডল আকার।

বোল্‌তার দংশনে শোথ জনমে যেমন
দেহ পরে চিহ্ন যত দেখায় তেমন।
ক্লান্তি বোধ হয় আর যে কোন কারণে
ক্ষত হ'লে অতি ব্যথা হয় সেই স্থানে।
ক্ষত জনমিতে লাগে অনেক সময়,
জনমিলে কিন্তু ক্ষত দীর্ঘকাল রয়।
অল্পই কারণে কোপ, ক্ষত শুষ্ক হ'লে
তথাপি রুক্ষতা রয় সেই ব্রণ স্থলে।
রোমাঞ্চিত দেহ তার হয় অনুক্ষণ,
শোণিত তাহার ধরে অসিত বরণ।

সপ্ত মহাকুষ্ঠ।

কাপাল।

যে কুষ্ঠ কাপাল নামে হয় অভিহিত,
কিয়দংশ ধরে তার বরণ অসিত।
কিয়দংশ হয় তার অরুণ বরণ,
কপাল পদার্থ হয় দেখিতে যেমন।
এই কুষ্ঠ হয় রুক্ষ পরশনে খর,
সূচীবেধসম ব্যথা তাহার উপর।
ইহাতে পাতলা হয় ত্বক অতিশয়,
চিকিৎসায় সহজে না দূরীভূত হয়।

উড়ুম্বর।

উড়ুম্বর ফল ধরে আকৃতি যেমন,
উড়ুম্বর নাম কুষ্ঠ দেখিতে তেমন।

রক্তবর্ণ, দাহ ধরে, করে কণ্ডুয়ন,
ব্যাধি স্থানে রোম হয় পিঙ্গল বরণ।

মণ্ডল।

যে কুষ্ঠ মণ্ডল নামে হয় অভিহিত,
কিযদংশ রক্তবর্ণ, কিয়দংশ শ্বেত।
স্থায়ি ভাবাপন্ন, আর্দ্র, স্বেদ তাহে ঝরে,
সর্ব্বদা উন্নত রয মণ্ডল আকারে।
সমুদ্গাত কুষ্ঠ যত মিলে পরস্পরে,
চিকিৎসায় এই ব্যাধি অতি কষ্টে সারে।

ঋষ্যজিহ্ব।

হরিণের রসনার আকৃতি যেমন
ঋষ্যজিহ্ব কুষ্ঠ ধরে আকৃতি তেমন।
কর্কশ ও প্রান্তভাগে বরণ লোহিত,
মধ্যে শ্যাব বর্ণ আর বেদনা সংযুত।

পুণ্ডরীক।

যেই মত মূর্ত্তি ধরে লোহিত কমল
পুণ্ডরীক সেই মত হয় অবিকল।
প্রান্তমধ্য রক্তবর্ণ শ্বেত আভাযুত,
ইহার আকার হয় দেখিতে উন্নত।

সিধ্ম।

সিধ্মকুষ্ঠ—দেখিতে সে লাউফুল মত
লোহিতাভ শ্বেত, সূক্ষ্ম চর্ম্মে আচ্ছাদিত
ঘর্ষিত যদ্যপি কভু হয় ব্যাধিস্থল
বিনির্গত হয় গুঁড়া পদার্থ সকল।

এই সিধ্ম কুষ্ঠ ব্যাধি প্রায়শঃ সকলে
বাহুল্য রূপেতে জন্ম লয় বক্ষস্থলে।

কাকণ।

কাকণ, কুঁচের বর্ণ হয় যেই মত,
হয় মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ, শেষেতে লোহিত
অসাধ্য এ কুষ্ঠ হয় তিন দোষ জাত,
পাকযুক্ত, আর তীব্র বেদনা সংযুত।

একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

এক কুষ্ঠ।

যেই কুষ্ঠ হ'লে ঘর্ম্ম নাহি হয় আর
আর যাহা মহাবাস্ত করে অধিকার,
আর যেই কুষ্ঠ করে আকৃতি ধারণ
মাছের আঁইশ হয় দেখিতে যেমন—
চক্রের আকার যুক্ত যথা অভ্রস্তর,
এহেন যে কুষ্ঠ হয় এক নাম ধর।
এই কুষ্ঠ ক্ষুদ্র মধ্যে সবার প্রধান—
এই হেতু এক নামে তার অভিধান।

চর্ম্মাখ্য।

রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল হস্তীচর্ম্ম মত,
চর্ম্মাখ্য এহেন কুষ্ঠ হয় অভিহিত।

কিটিম।

শ্যাববর্ণ, রুক্ষ, শুষ্ক, ক্ষতস্থান মত
খর স্পর্শ যেই তাহা কিটিমাভিহিত।

বৈপাদিক।

যেই কুষ্ঠে হাত আর পদ ফেটে যায়,
তীব্র ব্যথা থাকে কহে বৈপাদিক তায়।

অলসক।

যে কুষ্ঠ স্ফোটক ব্যাপ্ত লোহিত বরণ,
অলসক নাম তার, কবে কণ্ডুয়ন।

দদ্রু মণ্ডল।

সমুন্নত যেই কুষ্ঠ মণ্ডল আকারে,
আর যাহা সর্ব্বদাই কণ্ডুয়ন করে,
রক্তবর্ণ পিড়কা সমূহে ব্যাপ্ত থাকে,
হেন কুষ্ঠ বলে দদ্রু মণ্ডল তাহাকে।

চর্ম্মদল।

শূলবদ্বেদনাযুক্ত, রক্তের বরণ,
যে কুষ্ঠ স্ফোটক ব্যাপ্ত করে কণ্ডুযন,
স্পর্শাসহ আর যাহে মাংস পড়ে গলে,
তখন সে কুষ্ঠরোগে চর্ম্মদল বলে।

পামা (চুলকণা) ও কচ্ছু (খোস)।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রাবান্বিত দাহ থাকে তায়,
কণ্ডুযুক্ত, পামা কহে হেন পিড়কায়।
যে সময় এই পামা তীব্র দাহ যুত
স্ফোটক সকল দিয়া হয় আবরিত,
তখন সে অভিহিত কচ্ছু অভিধানে।
হস্তে ও নিতম্বে হয় বহু পরিমাণে।

বিস্ফোটক।

শ্যাব বা অরুণ বর্ণ পাত্‌লা চর্ম্মতায়,
বিস্ফোটক নাম ধরে স্ফোট সমুদায়।

শতারুঃ।

রক্ত শ্যাববর্ণ, দাহ বেদনা অন্বিত,
বহু ব্রণ যেই তাহা শতারুঃ কথিত।

বিচর্চ্চিকা ও বিপাদিকা।

শ্যাববর্ণ স্রাবযুক্ত কণ্ডূয়ন করে,
পিড়কাবিশিষ্ট, বলে বিচর্চ্চিকা তারে।
বিচর্চ্চিকা যে সময় হয় পাদজাত,
তখন সে বিপাদিকা নামে অভিহিত।

দোষভেদে কুষ্ঠের লক্ষণ।

কুষ্ঠরোগ বায়ুজাত হয় যে সময়,
শ্যাব বা অরুণ বর্ণ রুক্ষ অতিশয়।
স্পর্শন করিলে তাহা বোধ হয় খর,
অত্যন্ত বেদনা থাকে তাহার উপর।
পিত্তজাত কুষ্ঠ হয় পূতি-ক্লেদ যুত,
রক্তবর্ণ, দাহ আর স্রাব সমন্বিত।
কফজাত, ক্লেদযুক্ত, নিবিড়াবয়ব,
চিক্কণ ও কণ্ডুযুক্ত শৈত্য ও গৌরব।
দ্বন্দ্বজ যে কুষ্ঠ তাহে দ্বিদোষ লক্ষণ,
সান্নিপাতে তিনদোষ হয় সংঘটন।

সপ্তধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণ।

কুষ্ঠরোগ যে সময় হয় রসগত,
অঙ্গের বৈবর্ণ হয়, রুক্ষতা লক্ষিত,

বিলুপ্ত হইয়া যায় স্পর্শের শকতি,
রোমাঞ্চিত হয় দেহ ঘর্ম্ম হয় অতি।
কণ্ডু করে রক্তগত কুষ্ঠ যে সময়,
অধিক তাহাতে হয় পূযের সঞ্চয়।
মাংসগত হ'লে কুষ্ঠ পুষ্টিলাভ করে,
কার্কশ্য জনমে তায়, মুখে শোথ ধরে,
পিড়কা, বেদনা যথা বিঁধন সূচীর,
স্ফোটক উদ্ভব হয়, কুষ্ঠ রয় স্থির।
মেদোগত হ'লে ক্ষত লভয়ে বিস্তার,
গতিশক্তি নাশ হয়, হস্তক্ষয় আর,
অঙ্গের বক্রতা আর পূর্ব্বের কথিত,
রস আদি গত কুষ্ঠ লক্ষণ লক্ষিত।
অস্থি মজ্জাগত কুষ্ঠ হয় যে সময়,
সে সময় সে রোগীর নাসাভঙ্গ হয়।
লোচন রক্তিম বর্ণ, ক্ষতের ভিতর
ক্রিমির উদ্ভব হয়, ভঙ্গ হয় স্বর।
কুষ্ঠের বাহুল্য হেতু পিতার মাতার
প্রদুষ্ট যদ্যপি হয় শুক্র রক্ত আর,
তাদের সন্তান লয় জনম যখন,
তাহারেও কুষ্ঠরোগে করে আক্রমণ।

কুষ্ঠরোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব।

রস রক্ত কিম্বা যদি হয় মাংসগত,
সাধ্য হয় কুষ্ঠ আর বাতশ্লেষ্ম জাত।
মেদোগত দ্বন্দ্বজাত কুষ্ঠ যাপ্য হয়,
কিম্বা অস্থি মজ্জাগত হয় যে সময়,

ক্রিমিব্যাপ্ত, তৃষ্ণা দাহ মন্দাগ্নি সংযুত,
অসাধ্য সে কুষ্ঠ, কিম্বা তিন দোষ জাত।

অরিষ্ট লক্ষণ।

যে রোগীর কুষ্ঠ ফাটে স্রাব তাহে ঝরে,
স্বরভঙ্গ হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ ধরে,
বিরেচন বমনাদি পঞ্চম প্রকার,
চিকিৎসায় হয় নাই যার প্রতিকার—
হেনভাব রোগ যদি করয়ে ধারণ,
রোগীর আসন্ন মৃত্যু জানিও তখন।

দোষভেদে কুষ্ঠোৎপত্তি।

উডুম্বর কুষ্ঠ হয় পিত্তদোষ বলে,
মণ্ডল, বিচর্চ্চী, কফে; কাপাল অনিলে,
ঋষ্যকুষ্ঠ হয় হ'লে বাতপিত্ত যোগ,
বাতশ্লেষ্ম বলে হয় এক কুষ্ঠ রোগ।
চর্ম্মাখ্য, কিটিম, সিধ্ম, অলসক আর
বিপাদিক, সমাযোগে বাত ও শ্লেষ্মার।
শতারুঃ, বিস্ফোট, দদ্রু, পামা, চর্ম্মদল,
আর পুণ্ডরীক কুষ্ঠ পিত্তশ্লেষ্ম ফল।
ত্রিদোষের যে সময় হয় সম্মিলন,
জনম গ্রহণ তাহে করয়ে কাকণ।

মহাকুষ্ঠের নাম।

মণ্ডলাখ্য, পুণ্ডরীক, দদ্রু, উডুম্বর,
কাপাল, কাকণ, ঋষ্যজিহ্ব নাম ধর—
এই সপ্তরোগ মহাকুষ্ঠ নাম ধরে,
ক্ষুদ্র কুষ্ঠ নামে হয় আখ্যাত অপরে।

শ্বিত্র (ধবল) রোগ।

কুষ্ঠ আর শ্বিত্র এই ব্যাধি যে উভয়
একই কারণ বশে সমুৎপন্ন হয়।
একই চিকিৎসা বলে দুই রোগ সারে
একারণে শ্বিত্র উক্ত কুষ্ঠ অধিকারে।
প্রভেদ এই যে কুষ্ঠ ত্রিদোষ মিলনে,
শ্বিত্র জন্মে ভিন্ন ভিন্ন দোষের কারণে।
রস আদি উল্লিখিত সপ্ত ধাতুগণ
সবারে করিয়া থাকে কুষ্ঠ আক্রমণ।
শ্বিত্র রোগ আসি কিন্তু ধরে যে সময়
রক্ত মাংস মেদে শুদ্ধ করয়ে আশ্রয়।
কুষ্ঠের প্রমাণ হয় রসাদির স্রাবে,
স্রাব কিন্তু নাহি রয় শ্বিত্রের উদ্ভবে।
শ্বিত্র হয় যে সময় অরুণ বরণ
তখন কিলাস নাম করয়ে ধারণ।

দোষভেদে শ্বিত্রের লক্ষণ।

বাতজাত শ্বিত্র রুক্ষ, অরুণ বরণ ;
পৈত্তিক শ্বিত্রের বর্ণ তাম্রের মতন,
কিম্বা কমলের পত্র হয় যেই মত
মধ্যে শ্বেত, অন্তভাগে বরণ লোহিত।
দাহযুক্ত হয় আর রোম নাশ করে।
কফজাত শ্বিত্র তাহা শ্বেত বর্ণ ধরে,
আর ঘন, গুরু হয়, করে কণ্ডুয়ন।
রসভেদে শ্বিত্র রোগে তদ্রূপ লক্ষণ।—

রক্তাশ্রিত শ্বেত, যদি মাংসকে আশ্রয়
করে, সে কারণে শ্বিত্র তাম্র বর্ণ হয়।
শ্বেত বর্ণ ধরে শ্বিত্র হ'লে মেদ গত।
রক্তাদি আশ্রয় ভেদে শ্বিত্র দোষজাত,
অথবা ব্রণজ শ্বিত্র হয় ক্রমান্বয়
কষ্টসাধ্য রোগ, ইহা জানিও নিশ্চয়।

শ্বিত্রের সাধ্যাসাধ্যত্ব।

অচির উৎপন্ন, অসংশ্লিষ্ট পরস্পর
শ্বিত্র হ'লে অল্প পরিমিত কলেবর,
উহা যদি অগ্নিদগ্ধে নাহয় সঞ্জাত,
কিম্বা শ্বিত্রস্থান লোম নাহি হয় শ্বেত—
এহেন লক্ষণ যুক্ত শ্বিত্র সাধ্য হয়;
অন্যথা হইলে তার অসাধ্য নিশ্চয়।
গুহ্য, হস্ততল, পদতল ওষ্ট জাত
ত্যাজ্য, যে কিল্লাস শ্বিত্র দীর্ঘকাল জাত।

কুষ্ঠাদির সংক্রামকত্ব।

একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন,
মৈথুন, নিঃশ্বাস আঁর শরীর স্পর্শন,
রোগী বস্ত্র মাল্য লেপনাদি ব্যবহারে,-
কুষ্ঠ ও নেত্রাভিষ্যন্দ রাজযক্ষ্মা জ্বরে,
পাপজ, ভুতোপসর্গজাদি রোগগণ
এক হ'তে অন্যজনে করে আক্রমণ।

শীতপিত্ত উদর্দ্দ ও কোঠ নিদান।

সেবিলে শীতল বায় কফ ও মারুত তায়
প্রদুষ্ট হইয়া মিলে পিত্তের সহিত,
ত্বক কিম্বা ধাতুগণ করিয়া পরিসর্পন
শীতপিত্ত নাম রোগ করে উপস্থিত।

শীতপিত্তের পূর্ব্ব লক্ষণ।

এই শীতপিত্ত রোগে ধরিবার আগে ভাগে
জনমে অরুচি, তৃষ্ণা পায় অনুক্ষণ,
বেগ হয় বমনের, অবসাদ শরীরের,
গুরু দেহ, চক্ষু হয় আরক্ত বরণ।

শীতপিত্ত ও উদর্দ্দের লক্ষণ।

বোল্তায় যদ্যপি করে শরীর দংশন
তাহে দেহোপরে শোথ জনমে যেমন,
শীত পিত্ত উদর্দ্দে তেমন শোথ হয়।
তোদ রহে তাহে, কণ্ডু করে অতিশয়;
বমি আর, জ্বর দাহ রহে বিদ্যমান।
শীতপিত্তে বায়ু, কফ উদর্দ্দে প্রধান।

উদর্দ্দ শোথের রূপ।

মধ্যনিম্ন, রক্তবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত আর
শিশির সম্ভূত হয় মণ্ডল আকার।
দোষ মধ্যে কফ যবে অতি কোপ করে
জনমে উদর্দ্দ শোথ দেহের উপরে।

কোঠ ও উৎকোঠ।

সম্যক না হ'লে বমি বমন ক্রিয়ায়
পিত্ত, শ্লেষ্মা, ভুক্তান্ন যা' বাহিরিতে চায়—
অনির্গমে সেসবার শরীর উপরে
রক্তবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত মণ্ডল আকারে
যে বহু সংখ্যক শোথ সমুৎপন্ন হয়,
কোঠ নাম ধরে সেই শোথ সমুদয়।
পুনঃ পুনঃ শোথ যদি জন্মলাভ করে
উৎকোঠ তখন সেই শোথ নাম ধরে।

অম্লপিত্ত নিদান।

বিরুদ্ধ ভোজন ক্ষীর-মৎস্যাদি মিলিত
বিদাহি দ্রব্যও অম্ল, অন্ন বিদুষিত,
এইমত পিত্তের প্রকোপ যাহে পায়
পানাহারে অন্য অন্য দ্রব্য সমুদায়,
বিদগ্ধ হইয়া পিত্ত পূর্ব্বের সঞ্চিত
অম্লপিত্ত রোগ রূপে হয় পরিণত।

অম্লপিত্তের লক্ষণ।

ভুক্তান্ন অপরিপাক তিক্তাম্ল উদ্গার,
বুক আর গলা জ্বলে, হয় দেহ ভার।
ক্লান্তি বোধ হয়, উঠে বেগ বমনের,
অরুচি, যতেক এই লক্ষণ রোগের।

অধোগ অম্লপিত্তের লক্ষণ।

অধোগামী অম্লপিত্তে হরিত ও পীত
নানাবর্ণ মলভেদ দুর্গন্ধ সহিত।

জ্ঞান বৈপরিত্য হয় তৃষ্ণায় বিকল,
কোঠোৎপত্তি হয়, মন্দ জঠর অনল।
করে দাহ, মূর্চ্ছা আর ভ্রম আগমন,
সর্ব্বদা উঠয়ে বেগ করিতে বমন।
ঘর্ম্মোদ্গম হয় আর রোমাঞ্চ শরীরে,
এরোগে রোগীর অঙ্গ পীতবর্ণ ধরে।

ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তের লক্ষণ।

ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্ত হয় যেইক্ষণ
নিম্নের লক্ষণ যুক্ত উঠয়ে বমন।—
নীল কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ কখন বা পীত
আরক্ত বা রক্তবর্ণ কভুবা হরিত।
অতিশয় অম্ল, মাংসজল যেইমত
অতীব পিচ্ছিল হেন কফ সমাযুত।
কটু তিক্ত আদি রস যতেক প্রকার.
বমনেব সঙ্গে যোগ থাকে সবাকার।
ভুক্তদ্রব্য হয়ে যায় বিদগ্ধ যখন,
অভুক্তাবস্থায় কিম্বা কখন কখন,
তিক্ত কিম্বা অম্লবস বমি উঠে তাব,
সেই মত তিক্ত অম্ল উঠয়ে উদ্গার।
দাহ হয় কুক্ষিদেশে, কণ্ঠে, হৃদিস্থলে,
মাথায় বেদনা হয় হস্ত পদ জ্বলে।
দেহের উষ্ণতা হয়, অরুচিতে ধরে,
পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর হয় দেহ কণ্ডু করে,
পিড়কা অনেকবিধ হয় দেহে জাত,
অন্য নানাবিধ রোগ হয় উপস্থিত।

অম্লপিত্তের সাধ্য যাপ্যত্ব।

অল্পদিন মাত্র যদি, দেহে রোগ আনে,
অম্লপিত্ত সাধ্য হয় বিশেষ যতনে।
যাপ্য হয় অম্লপিত্ত দীর্ঘকাল জাত,
শুভাদৃষ্টে কাহারো বা কষ্টে দূরীভূত।

অম্লপিত্তের প্রকার ভেদ।

অম্লপিত্ত রোগ হয় তিনটী প্রকার,
বাতাত্মক, শ্লেষ্মাত্মক, বাতশ্লেষ্মে আর।
বিশেষ রাখিয়া দৃষ্টি দোষের লক্ষণে,
রোগাবধারণ করিবেক বুদ্ধিমানে।
অধোগামী অম্লপিত্তে জ্ঞান অতিসার,
ঊর্দ্ধগে বমনরোগ ভ্রান্তি হয় আর।

বাতজ অম্লপিত্তের লক্ষণ।

বাতাত্মক অম্লপিত্তে প্রলাপ, কম্পন,
মূর্চ্ছা, গাত্র চিমি চিমি, শূলের বেদন,
হেরে অন্ধকার, ধরে বিপরীত জ্ঞানে,
অবসাদ, রোমোদ্গম, মোহ হয় মনে।

কফজ অম্লপিত্তের লক্ষণ।

কফাত্মক অম্লপিত্তে কফ নিষ্ঠীবন,
গুরুতা জড়তা দেহে জনমে তখন।
অরুচি, শীতানুভব, অবসন্ন-কায়,
বমি হয়, মুখ হয় বিলিপ্ত শ্লেষ্মায়,
অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বলতা, করে কণ্ডুয়ন,
নিদ্রাধিক্য—ঘটে এই সকল লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্মজ অম্লপিত্তের লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্মে অম্লপিত্ত জনমে যখন,
ঘটে তায় বাত পিত্ত দুয়েরি লক্ষণ।

পিত্তশ্লেষ্মজ অম্লপিত্তের লক্ষণ।

জন্মে যেই, কোপ হ'লে পিত্ত ও শ্লেষ্মার,
তিক্ত, অম্ল কটু তাহে উঠয়ে উদ্গার।
দাহ ধবে কণ্ঠে, কুক্ষিদেশে ও হিয়ায়,
হয় ভ্রম মূর্চ্ছা বমি, রুচিনাশ পায়।
মধুর আস্বাদ মুখে, জল তাহে ঝরে,
আলস্য জনমে আর ব্যথা ধরে শিরে।

বিসর্প নিদান।

লবণাম, কটু, উষ্ণ দ্রব্যাদি সতত
সেবনে বাতাদি দোষ হয় প্রকুপিত।
কুপিত হইলে বাত আদি দোষগণ
বিসর্প নামক রোগ করে উৎপাদন।
শরীরের সর্ব্ব স্থানে হয় বিসর্পিত;
একারণে হয় রোগ বিসর্প কথিত।

বিসর্পের প্রকার ভেদ।

বাত পিত্ত শ্লেষ্মজাত আর সান্নিপাত,
বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম জাত।
বাতপিত্তে যে বিসর্প দেহে লয় স্থান,
তখন অগ্নিবিসর্প তার অভিধান।

বাতশ্লেষ্মে পিত্তশ্লেষ্মে যে যে বিসর্পক,
এক গ্রন্থি আখ্যা ধরে, অন্য কর্দ্দমক।

বিসর্পের উপাদান।

বিসর্পে লসীকা, রক্ত, ত্বক, মাংস আর,
কুষ্ঠরোগ মত, দুষ্য এ চারি প্রকার।
তিন দোষ—বায়ু, পিত্ত আর সমীরণ,
সমুদয়ে উপাদান সাতটী গণন।

কুষ্ঠ ও বিসর্পের প্রভেদ।

কুষ্ঠরোগে দোষ দুষ্য বস্তু আছে যত,
বহু কার্য্যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিয়ত,
স্থিরভাবে কার্য্য করে পদার্থ সকল,
এই রোগে রক্তপিত্ত না হয় প্রবল।
বিসর্পে শোণিত, পিত্ত কিন্তু বল ধ'রে
বিসর্পিত হয়ে যায় সত্বর শরীরে।

বাতিক বিসর্পের লক্ষণ।

যে বিসর্পে হেতু বাত, তাহে বাত জ্বর মত,
মস্তকে, হৃদয়ে, গাত্রে আর
উদর উপরে তথা, হয় শোথ, ধরে ব্যথা
ভঙ্গের মতন বেদনার।
আবির্ভাব তদুপরে সূচী যেন বিদ্ধ করে,
হয় আর অঙ্গের স্ফুরণ,
রোমোদ্গম হয় গায়, পরিশ্রান্ত হয় কায়,
প্রকাশিত এ সব লক্ষণ।

পৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ।

পিত্তে হয় জন্ম যার, এহেন বিসর্প তার
হয় অতি লোহিত বরণ,
শীঘ্র বিসর্পণ করে; আর যথা পিত্ত জ্বরে,
প্রকাশিত তেমন লক্ষণ।

কফজ বিসর্পের লক্ষণ।

কফজ বিসর্প কণ্ডুযুক্ত ও চিক্কণ,
আর তাহে থাকে কফ জ্বরের লক্ষণ।

সান্নিপাতিক বিসর্পের লক্ষণ।

সন্নিপাতে জাত হয় বিসর্প যখন,
বাতিকাদি ত্রিরোগের বিভিন্ন লক্ষণ
সমুদয় এক সঙ্গে হয়ে সম্মিলিত
বিসর্প রোগীব দেহে হয় প্রকাশিত।

অগ্নি বিসর্পের লক্ষণ।

বাতপিত্তজাত অগ্নি বিসর্প লক্ষণ—
জ্বর, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা, বমন,
ভ্রম; ব্যথা সমাক্রান্ত হয় সন্ধিস্থল,
তমক, অরুচি, মন্দ জঠর অনল।
এ গ্রন্থি বিসর্প রোগে সমস্ত শরীরে
বোধ হয় যেন ব্যাপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গারে।
এ বিসর্প শরীবের যেই যেই স্থানে
বিচরণ করে ঠিক দেখায় সেখানে
নির্ব্বাণ অঙ্গার মত অসিত বরণ,
কভু নীল রক্তবর্ণে করে আচ্ছাদন।

অগ্নিদগ্ধ স্থান হয় যেমত প্রকার,
স্ফোটক ব্যাপিয়া রয় চারি ধারে তার।
এ বিসর্প শীঘ্র শীঘ্র গমন কারণ,
অতি ত্বরা মর্ম্ম স্থান করে আক্রমণ।
তাহে বায়ু প্রবল হইয়া অতিশয়,
বেদনা আক্রান্ত করে অঙ্গ সমুদয়,
সংজ্ঞা নিদ্রা নাশ করে, শ্বাস হিক্কা আনে।
এরূপ অবস্থা হয়, ভূমি শয্যাসনে
সুখ নাহি পায় রোগী শত চেষ্টা ক'রে,
বিবিধ যন্ত্রণা ভোগে এহেন প্রকারে।
ক্রমে হয়ে ক্লিষ্ট, অবসন্ন, সংজ্ঞাহীন,
হয়ে যায় রোগী চির নিদ্রায় বিলীন।

গ্রন্থি বিসর্প।

কুপিত অত্যন্ত বায়ু হয় যে সময়
দুষ্ট কফে তাহা যদি অবরুদ্ধ হয়,
বাতাবরোধক কফে করি বিদারণ
বহুভাগে, গ্রন্থি শ্রেণী করে উৎপাদন।
অথবা কুপিত বায়ু, বহু রক্ত যার,
ত্বক্, শিরা, স্নায়ু মাংস গত রক্ত তার
সম্যক দুষিত করি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে
গ্রন্থিমালারূপে দেহে উদ্ভাবিত করে।
এই গ্রন্থিমালা দীর্ঘ, বর্ত্তুল আকার,
স্থূল ও কঠিন হয়, বর্ণ রক্ত আর।

গ্রন্থি বিসর্পের লক্ষণ।

ইহাতে প্রবল জ্বর, ব্যথা অতিশয়,
শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমি, মুখশোষ হয়।

বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ, অতিসার
ভ্রম জন্মে, জ্ঞান হয় বিপরীত তার ;
অগ্নিমান্দ্য—এসব লক্ষণ উপস্থিত।
বাতশ্লেষ্মা কোপে হয় রোগ সমুদ্ভূত।

পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ।

পিত্তশ্লেষ্ম জাত রোগে জড়তা ও জ্বর
নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরোব্যথা হয় তদুপর।
দেহ অবসাদ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখলেপ,
অগ্নিমান্দ্য, অস্থিভেদ, অরুচি, আক্ষেপ ;
ইন্দ্রিয় গুরুতা জন্মে, পিপাসায় ধরে,
অপক্ক পুরীষ যত নির্গমন করে।
লিপ্ত হয়ে যায় যত স্রোত সমুদায়।
এরূপ লক্ষণ যত পরকাশ পায়।
প্রায় আমাশয়ে রোগ হয়ে সমুদ্ভূত
শরীরের একদেশ করে অধিকৃত।
ইহা পাণ্ডুবর্ণ অতি পীত বা লোহিত
পিড়কা সমূহ দ্বারা হয় আচ্ছাদিত।
মলিন, শোথ সংযুত, গুরু ও চিক্কণ
কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণ অসিত বরণ।
অতি উষ্ণবর্ণ হয়, পাকে সে ভিতরে,
ক্লিন্ন ও বিদীর্ণ হয় পাঁক বর্ণ ধরে।
শবের দুর্গন্ধ হয়, গ'লে পড়ে মাস,
তাহার কারণে স্পষ্ট পায় পরকাশ
বিসর্প স্থানের শিরা স্নায়ু সমুদয়।
এহেন বিসর্প রোগে কর্দ্দমাখ্য কয়।

ক্ষতজ বিসর্প।

শস্ত্রাদি প্রহারে কিম্বা হিংস্রজন্তু যত
তাহাদের নখদন্তে পাইলে আঘাত,
কুপিত অনিল সেই ক্ষত নিবন্ধন
রক্ত ও পিত্তের হ'য়ে বিকার কারণ,
কুলথ কলায় মত যাহার আকার,
এহেন স্ফোটকগণে ব্যাপ্ত চারিধার,
বিমিশ্রিত কৃষ্ণ আর লোহিত বরণে,
পিত্তজ বিসর্প মত বিসর্পকে আনে।

বিসর্পের উপদ্রব।

জ্বর অতিসার হয়, উঠয়ে বমন,
ত্বক্ ও মাংসের তথা হয় বিদারণ।
ক্লান্তি বোধ হয় আর অরুচিতে ধরে,
ভুক্তবস্তু কিছুমাত্র জীর্ণ নাহি করে।

বিসর্পের সাধ্যাসাধ্যত্ব।

সাধ্য সে বিসর্প এক দোষে জন্ম যার;
ক্ষতজ বিসর্পাসাধ্য ত্রিদোষজ আর।
যে অগ্নি-বিসর্পে দেহ অসিত বরণ—
উৎকট পৈত্তিক, তাহে করিবে বর্জ্জন।
মর্ম্মস্থানে জন্মে যে বিসর্প সমুদায়
অতিশয় কষ্টসাধ্য জেনো সে সবায়।

বিস্ফোট নিদান।

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহি আহার,
রুক্ষ ও অপক্ক দ্রব্য কিম্বা খায় ক্ষার,

রৌদ্র সেবা, অধ্যশন, ঋতু বিপর্য্যয় ;—
একারণে দোষ যত প্রকুপিত হয়।
তাহে অস্থি, রক্ত, মাংস করিয়া দূষিত,
ভয়ঙ্কর বিস্ফোটক করে উপস্থিত।
বিস্ফোটক আসি দেহে যে সময় ধরে,
তার পূর্ব্বে জ্বরে দেহ আক্রমণ করে।
সর্ব্বদেহে, কিম্বা দেহে কোন এক স্থানে
জ্বরযুক্ত, কিম্বা দগ্ধ মতন আগুনে
যে সব স্ফোটক জন্মে রক্তপিত্ত বলে,
বিস্ফোটক নাম তারা ধরয়ে সকলে।

বাত বিস্ফোটকের লক্ষণ।

মাথার বেদনা, শূলানি যাতনা,
উপস্থিত তৃষ্ণাজ্বর,
কৃষ্ণবর্ণ হয় স্ফোটক নিচয়,
পর্ব্বভেদ তদুপর।

পৈত্তিক বিস্ফোটকের লক্ষণ।

পিত্তের কারণ বিস্ফোট যখন
জনম গ্রহণ করে,
স্রাব নির্গমন, ধরয়ে বেদন,
পীড়ে দাহ আর জ্বরে।
অতিশয় তায় ধরে পিপাসায়,
আর বিস্ফোটক যত
লোহিত বরণ, করয়ে ধারণ,
পীতবর্ণ বিমিশ্রিত।

শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকের লক্ষণ।

শ্লেষ্মে জন্ম যায়, বিস্ফোটক তার
হেতু ঘটে এ লক্ষণ :—
রুচির হীনতা, শরীরে জড়তা,
স্ফোটকের কণ্ডুয়ন
পাণ্ডুবর্ণ ধরে, অল্প ব্যথা করে,
কঠিন হইয়া থাকে;
কভু বমি হয়, স্ফোটক নিচয়
অতি দীর্ঘকালে পাকে।

দ্বন্দ্বজ বিস্ফোটকের লক্ষণ।

বাত পিত্ত বিস্ফোটকে সুতীব্র বেদন;
বাতশ্লেষ্ম বিস্ফোটক করে কণ্ডুয়ন,
গুরুতা, স্তৈমিত্য জন্মে তাহার উপর;
পিত্তশ্লেষ্ম বিস্ফোটকে দাহ, বমি, জ্বর,
আর তাহা অতিশয় করে কণ্ডুয়ন—
প্রকাশিত হয় তাহে এ সব লক্ষণ।

সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের লক্ষণ।

মধ্যনিম্ন বিস্ফোটক তিনদোষ জাত,
অল্পপাক, সুকঠিন, প্রান্তে সে উন্নত।
বিস্ফোটক রক্তবর্ণ, থাকে তায় দাহ,
বমি, মূর্চ্ছা হয় রোগে, তৃষ্ণা জ্বর মোহ।
বেদনা, প্রলাপ হয়, কম্প তন্দ্রা আদি
যতেক লক্ষণ ঘটে, অসাধ্য এ ব্যাধি।

রক্তজ বিস্ফোটকের লক্ষণ।

পিত্তকোপ হেতু রক্ত হইয়া দূষিত
রক্তজাত বিস্ফোটক করে উপস্থিত।
কুঁচ আর প্রবালের বরণ যেমন,
এই বিস্ফোটক হয় দেখিতে তেমন।
বিবিধ ঔষধ দানে সিদ্ধ ফল যায়,
তাহাতেও রোগের না হয় প্রতিকার।

বিস্ফোটকের সাধ্যাসাধ্যত্ব।

সাধ্য হয় বিস্ফোটক এক দোষ জাত,
দ্বিদোষজ কষ্ট সাধ্য, তিন দোষ জাত—
বহু উপদ্রব হয় উপস্থিত যায়,
ভীষণও সাধ্যাতীত জানিও তাহায়।

মসূরিকা (বসন্ত) নিদান।

কটু অম্ল ক্ষার দ্রব্য লবণ ভোজন,
বিরুদ্ধ ভোজন ক্ষীর-মীন সম্মিলন,
পূর্ব্বাহার জীর্ণ নয় তবু পেট পূরে,
দুষ্ট অন্ন শিম্বি শাক ইত্যাদি আহারে,
বিষাদি সংস্পর্শ দুষ্ট হয় যেই ক্ষণ
জল সমীরণ, তাহা করিলে সেবন,
অথবা যখন কোন দেশের উপরে
ক্রূর গ্রহগণ যদি কুনয়নে হেরে,—
এ সব কারণে দোষ হয়ে প্রকুপিত,
প্রদুষ্ট রক্তের সনে হইয়া মিলিত,

নরদেহ সমাচ্ছন্ন করে পিড়কায়
আকৃতি ও পরিমাণে মসূরের ন্যায়।
এই হেতু এই রোগে মসূরিকা বলে,
ভাষায় এ রোগে বলে বসন্ত সকলে।

মসূরিকার পূর্ব্ব লক্ষণ।

গাত্রের বেদনা, কণ্ডু, আর হয় জ্বর;
ভ্রম জন্মে, ত্বক ফুলে, উদ্ভ্রান্ত অন্তর।
শরীর বিবর্ণ হয়, আরক্ত লোচন,—
রোগ পূর্ব্বে প্রকাশিত এ সব লক্ষণ।

বাতজ মসূরিকার লক্ষণ।

মসূরিকা জন্মে যদি বাত কোপ তরে,
পিড়কা অরুণ কিম্বা শ্যাববর্ণ ধরে।
সুতীব্র বেদনাযুক্ত আর রুক্ষ হয়,
কঠিন, পাকিতে লয় অনেক সময়।

পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ।

পিত্তের প্রকোপে যার জন্ম হয়, স্ফোট তার
কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা রক্ত পীত,
অত্যুগ্র বেদনা যুত, দাহ তায় অবিরত,
পেকে যায় স্ফোটক ত্বরিত।
সন্ধি অস্থি পর্ব্ব তায় বোধ যেন ভেঙ্গে যায়;
কাস, কম্প, উদ্ভ্রান্ত অন্তর;
জিহ্বা ওষ্ঠ তালু শোষ, জনমে পিপাসা দোষ,
রুচি নাশ তাহার উপর।

রক্তজ মসূরিকার লক্ষণ।

মসূরিকা যে সময় হয় রক্তজাত,
তাহে অঙ্গমর্দ্দ আর দাহ উপস্থিত।

অরুচি, মুখের প্যাক, ভেদ হয় মল,
তৃষ্ণা ও আরক্ত হয় নয়ন যুগল।
জ্বর হয়, বেগ তার অত্যন্ত প্রবল;
ঘটে পিত্ত মসূরিকা লক্ষণ সকল।

শ্লৈষ্মিক মসূরিকার লক্ষণ।

শ্লেষ্মজাত মসূরিকা-স্ফোট সমুদয়
শ্বেতবর্ণ চিক্কণ ও স্থূল অতিশয়।
অল্পই বেদনাযুক্ত কণ্ডু তাহে রয়,
পাকিবার তরে স্ফোট দীর্ঘকাল লয়।
স্তৈমিত্য জনমে রোগে কফ অতি ঝরে,
শরীরে গুরুতা জন্মে ব্যথা ধরে শিরে।
বমনের বেগ হয়, বিনাশ রুচির,
নিদ্রা তন্দ্রা বাড়ে হয় অলস শরীর।

ত্রিদোষজ মসূরিকার লক্ষণ।

ত্রিদোষজ মসূরিকা লোহিত বরণ,
মধ্যভাগে নিম্ন চেপ্‌টা চিড়ার মতন।
অত্যন্ত বেদনা তায় বহে সর্ব্বক্ষণ,
দুর্গন্ধ সংযুক্ত স্রাব হয় নিঃসরণ।
সমুৎপন্ন হয় স্ফোট বহু পরিমাণে,
অসাধ্য বসন্ত ইহা পাকে বহুদিনে।

চর্ম্মদল।

অপর বসন্ত আছে নাম চর্ম্মদল,
উপদ্রব ঘটে তায় নিম্নোক্ত সকল:—
অরুচি, স্তম্ভিতভাব, কণ্ঠ রোধ হয়,
সর্ব্বদাই রোগে রোগী ভুল কথা কয়।

অবস্থান করে সদা উদ্‌ভ্রান্ত অন্তরে
দুশ্চিকিৎস্য রোগ ইহা বহু কষ্টে সারে।

রোমান্তী (হাম)।

রোমকূপ মত হয় উন্নতি যাহার
সেইমত যে পিড়কা রক্তবর্ণ যার,
রোমান্তী বলিয়া থাকে হেন পিড়কায়;
হাম নামে অভিহিত হয় সে ভাষায়।
দুষ্ট পিত্ত কফে জন্ম, রোগ পূর্ব্বে জ্বর,
কাশ ও অরুচি ঘটে রোগের উপর।

রসগত মসূরিকার লক্ষণ।

যে সময় মসূরিকা হয় রসগত
আকৃতি তাহার জল-বুদবুদের মত।
দোষের প্রকোপ বেশী নাহি থাকে তায়,
এই রোগে বলে পানবসন্ত ভাষায়।
বিদীর্ণ হইয়া যায় বসন্ত যখন
বিনির্গত হয় স্রাব জলের মতন।

রক্তগত মসূরিকা।

রক্তবর্ণ, মসূরিকা রক্তগত হ'লে,
সূক্ষ্ম চর্ম্মযুক্ত, ইহা পাকে স্বল্পকালে।
এবসন্ত সাধ্য হয়, কিন্তু সে সময়
শোনিতের দোষ যদি সমধিক রয়,
কৃচ্ছ্রসাধ্য হয় তাহে জানিও নিশ্চিত,
বিদীর্ণ হইলে হয় রক্ত বিনিঃসৃত।

মাংসগত মসূরিকা।

বিলম্বেতে পাকে মসূরিকা মাংসগত,
কঠিন ও স্নিগ্ধ, পুরু চর্ম্মে আচ্ছাদিত।

এই রোগে কণ্ডু, জ্বর, অন্তর চঞ্চল,
গাত্রশূল, তৃষ্ণা আদি লক্ষণ সকল।

মেদোগত মসূরিকা।

মেদোগত মসূরিকা মণ্ডল আকার,
কোমল, কিঞ্চিৎ রয় উন্নতি তাহার।
ঘোর জ্বর উৎপাদক, হয় সবেদন,
আকার তাহার স্থূল, দেখিতে চিক্কণ।
মনের বিভ্রম ঘটে, চাঞ্চল্য চিত্তের,
সন্তাপাদি উপদ্রব ঘটে এ রোগের।
কখন কখন শুদ্ধ দৈববশে নরে
এ ভীষণ ব্যাধি হ'তে মুক্তিলাভ করে।

অস্থিমজ্জাগত মসূরিকা।

ক্ষুদ্রাকৃতি মসূরিকা অস্থি মজ্জাগত,
রুক্ষ, চিড়ামত চেপ্‌টা, কিঞ্চিৎ উন্নত।
গাত্রসম বর্ণ তার, অতি মোহ তায়,
অত্যন্ত অরতি আর ধরে বেদনায়।
ছিন্ন যেন বোধ হয় মর্ম্মস্থান যত,
আর যেন বোধ হয় ভ্রমর দংশিত
হইতেছে অস্থি যত আছয়ে শরীরে।
এইরোগ অতি শীঘ্র প্রাণনাশ করে।

শুক্রগত মসূরিকা।

মসূরিকা শুক্রগত হয় যে সময়
দেখিতে পকাভ হয় পক্ক কিন্তু নয়।
অত্যন্ত বেদনাযুক্ত সূক্ষ্ম ও চিক্কণ,
স্তৈমিত্য অরতি রয়, দাহ অনুক্ষণ।

মূর্চ্ছা হয়, অবশেষে ধরে মত্ততায়—
এইমত উপদ্রব পরকাশ পায়।
শুক্রগত মসূরিকা বড়ই ভীষণ,
নিশ্চয় রোগীর তাহা নাশয়ে জীবন।

মসূরিকার সাধ্যাসাধ্যত্ব।

সুখসাধ্য মসূরিকা রস রক্ত গত,
আর পিত্ত শ্লেষ্ম কিম্বা পিত্ত শ্লেষ্মজাত।
বায়ু বাতপিত্ত কিম্বা বাতশ্লেষ্মে যার
জনম, আরোগ্য কষ্টে সে মসূরিকার।
অতএব অতিশয় করিয়া যতন
চিকিৎসা করিবে এই রোগ বৈদ্যগণ।
জন্মে যে বসন্ত, হ'লে ত্রিদোষ মিলন,
তাহা হ'তে মুক্তি রোগী নাপায় কখন।
ইহাদের কোনগুলি প্রবালের মত
লোহিত বরণ দিয়া হয় আচ্ছাদিত।
কেহবা চিক্কণ কৃষ্ণ যথা জামফল,
রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ ধরে কেহবা কেবল।
লৌহের গুড়ক হয় যেমত প্রকার,
অতসী ফলের মত বর্ণ হয় কা'র।
ইহাভিন্ন ভিন্নভিন্ন দোষ অনুসারে
এবসন্ত বিবিধ প্রকার বর্ণ ধরে।

মসূরিকার অসাধ্য লক্ষণ।

হয় যদি কাস হিক্কা বিভ্রান্ত অন্তর,
প্রলাপ ও অতি কষ্টপ্রদ তীব্র জ্বর,

অরতি ও মূর্চ্ছা হয় তৃষ্ণা অনুক্ষণ,
দাহ জন্মে আর ঘটে গাত্রের ঘূর্ণন,
নাসিকা ও মুখ চক্ষু দিয়া রক্ত ঝরে,
আর কণ্ঠদেশে ঘুর ঘুর শব্দ করে,
অতি বেদনার সনে বাহিরায় শ্বাস,
ছাড়িবে তখন রোগে আরোগ্য প্রয়াস

মসূরিকার অরিষ্ট লক্ষণ।

মসূরিকা রোগ সমাক্রান্ত হয়ে নর
পিপাসায় হয় যদি অত্যন্ত কাতর,
বায়ুর প্রকোপে জাত অপতানকাদি
বাতব্যাধি করে দেহে আক্রমণ যদি,
মুখ ব্যতিরেকে শুদ্ধ নাসা পথ দিয়া
রোগীদীর্ঘশ্বাস যায় যদ্যপি বহিয়া—
রোগীর যদ্যপি ঘটে এসব লক্ষণ
নিশ্চয় জানিও তারে গতাসু তখন।

মসূরিকার ভাবী ফল।

কখন কখন রোগ নিবৃত্তির পরে,
মনিবন্ধে কনুয়ে ও কাঁধের উপরে
অতি কষ্ট প্রদ শোথ হয় উপস্থিত;
চিকিৎসায় সহজে না হয় দূরীভূত।

ক্ষুদ্ররোগ নিদান।

অজগল্লিকা।

মুগ কলায়ের মত আকৃতি ধরিয়ে যত
দেহপরে জনমে পিড়কা,

কফ বাতে জন্ম পায়, বালকেরে ধরে প্রায়,
নাম ধরে সে অজগল্লিকা।
গাত্র বর্ণ যেই মত বর্ণ-তার সেই মত,
দেখিতে সে অত্যন্ত চিক্কণ,
পিড়কাএ সমুদয় গ্রন্থিল দেখিতে হয়,
তাহে কিছু না থাকে বেদন।

যব প্রখ্যা।

যবের আকার যেই পিড়কার
গ্রন্থিল-কঠিন অতি,
কফ বাতজাত যব প্রখ্যা খ্যাত,
মাংসেতে তাহার স্থিতি।

অন্ত্রালজী।

অবক্র উন্নত, অল্পপূয যুত,
ঘন ও মণ্ডলাকার;
বাত শ্লেষ্মজাত পিড়কা উদ্ভূত
অন্ত্রালজী নাম তার।

বিবৃতা।

পক্ক উড়ুম্বর ফল যে প্রকার
বরণ তাহার মত,
আকারে মণ্ডল পিড়কা সকল
অতি দাহ সমন্বিত,
পিত্তদোষ বলে জনমে সকলে;
সদা মুখ সবাকার
রহে বিস্তারিয়া; বিবৃতা বলিয়া
তাই অভিধান তার।

কচ্ছপিকা।

কচ্ছপের যে আকার আকার যদ্যপি তার
পাঁচ ছ'টী একত্র গ্রথিত,
বাতশ্লেষ্মে জন্ম লয় অত্যন্ত কঠিন হয়,
কচ্ছপিকা হয় অভিহিত।

বল্মীক।

গ্রীবা স্কন্ধ কক্ষ হস্ত পদ সন্ধিস্থলে
কিম্বা যে পিড়কা হয় সমুৎপন্ন গলে,
অনেক শিখর হয় বল্মীকের মত,
এহেন পিড়কা হয় বল্মীকাভিহিত।
ত্রিদোষজ এই ব্যাধি, যদ্যপি সময়ে
চিকিৎসিত নাহি হয়, ক্রমশঃ বাড়িয়ে—
স্রাব আর অতিশয় বেদনা সংযুত
বহু মুখে অগ্রভাগ যার সমুন্নত—
বিসর্প রোগের মত করে বিসর্পণ,
অসাধ্য এ ব্যাধি হয় হ'লে পুরাতন।

ইন্দ্রবিদ্ধা।

বীজ যত পদ্ম বীজকোষের ভিতরে
মধ্যভাগে যথাস্থিত মণ্ডল আকারে,
সেইরূপ ভাবে যদি ত্বকের উপরে
পিড়কা সমূহ যত জন্ম লাভ করে,
তখন সে পিড়কায় ইন্দ্রবিদ্ধা কয়
বাতপিত্ত যোগে রোগ সমুৎপন্ন হয়।

গর্দ্দভিকা।

বাতপিত্তে সমুৎপন্ন মণ্ডল আকার,
উঁচু উঁচু গোল গোল রক্ত বর্ণ তার,

এহেন পিড়কাব্যাপ্ত বেদনা সংযুত
হেন ব্যাধি গর্দ্দভিকা নামে অভিহিত।

পাষাণ গর্দ্দভ।

অল্প অল্প ব্যথাযুক্ত হনু সন্ধি পরে
কঠিন চিক্কণ যেই শোথ জন্ম ধরে,
পাষাণ গর্দ্দভ নাম ধরে সেই রোগে।
জন্মে ইহা বাতশ্লেষ্ম দুই দোষ যোগে।

পনসিকা।

কর্ণ অভ্যন্তরে উগ্র বেদনা সংযুত
স্থির ভাবে যে পিড়কা হয় সমুদ্ভূত,
বুধগণ পনসিকা বলেন তাহাকে
এ পিড়কা সমুদায় অভ্যন্তরে পাকে।

জ্বাল গর্দ্দভ (অগ্নিবাত)

যে শোথ পাতলা আর পাক বিরহিত,
বিসর্পের মত যাহা হয় বিসর্পিত,
যাহে দাহ আর জ্বর রহে বিদ্যমান,
সে শোথের হয় জ্বালগর্দ্দভাভিধান।
এ জ্বালগর্দ্দভ অগ্নিবাত নামে খ্যাত,
পিত্তের প্রকোপে হয় এই রোগ জাত।

ইরিবেল্লিকা।

অত্যুগ্র বেদনা আর জ্বর করে দান,
গোলাকারে জন্ম লয় শিরে তার স্থান,
ত্রিদোষ লক্ষণে তিন দোষজ পিড়কা—
নিদানে কথিত হয় সে ইরিবেল্লিকা।

কক্ষা।

বাহু পার্শ্ব স্কন্ধে কক্ষে, অসিত বরণ
ব্যথাযুক্ত যে স্ফোটক করে আক্রমণ,
কক্ষা নাম ধরে সেই স্ফোট সমুদয়,
কক্ষারোগ পিত্তের প্রকোপে জন্ম লয়।

গন্ধমালা।

কক্ষোক্ত স্ফোটের ঘটে যেমন লক্ষণ,
সেই মত ত্বক মধ্যে করে যে গমন,
এক এক পিড়কায় গন্ধমালা কয়,
এ ব্যাধিও পিত্তের প্রকোপে জন্ম লয়।

অগ্নি রোহিণী।

কক্ষদেশস্থিত মাংস করে বিদারণ,
অন্তর্দ্দাহ আনে, হয় জ্বরের কারণ,
প্রদীপ্ত অঙ্গার যেইমত মূর্ত্তি ধরে
হেন স্ফোট, বলে অগ্নি রোহিণী তাহারে।
ত্রিদোষের সম্মিলনে রোগ জন্ম লয়
অসাধ্য এ রোগ নাহি প্রতিকার হয়।
সাত কিম্বা দশ কিম্বা পঞ্চদশ দিন,
ইহার ভিতরে রোগী হয় প্রাণ হীন।

চিপ্প (আঙ্গুল হাড়া)।

বায়ু পিত্ত নখ মাংসে করিয়া দূষিত
দাহ পাক যুক্ত যেই রোগ করে জাত,
চিপ্প বা অঙ্গুলিবেষ্ট রোগ বলে তায়,
ভাষায় সে অভিহিত আঙ্গুল হাড়ায়।
এই রোগ হ'লে অল্প দোষে সমুদ্ভূত
অথবা পরুষ হ'লে কুনখ আখ্যাত।

অনুশয়ী।

ত্বক্ সমবর্ণ অন্তঃপাক যুক্ত হয়,
অতএব গম্ভীর যে ব্যাধি জন্ম লয়
পায়ের উপর, অল্প শোথ রয় তাহে,
এহেন যে ব্যাধি তায় অনুশয়ী কহে।

বিদারিকা।

ভূমি কুষ্মাণ্ডের মত শোথ গোলাকারে
বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে কক্ষে যদি জন্ম ধরে,
বিদারিকা নাম ব্যাধি ধরয়ে তখন।
ত্রিদোষজ ব্যাধি, তায় ত্রিদোষ লক্ষণ।

শর্করার্ব্বুদ।

দূষিত করিয়া মাংস শিরা মেদ স্নায়ু,
গ্রন্থি উৎপাদন করে দুষ্ট কফ বায়ু।
বিদীর্ণ হইলে গ্রন্থি তা হ'তে তখন
ঘৃত মধু বসামত স্রাব নির্গমন।
ধাতু ক্ষয় হেতু পূর্ব্বদুষ্ট সমীরণ
কুপিত অধিকতর হইয়া তখন
জন্মাইয়া থাকে মাংস করি সংশোধিত,
অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থি শর্করার মত।
এই অর্ব্বুদের মধ্যে শিরা আছে যত
সে সকল হ'তে পচা দুর্গন্ধ সংযুত
স্রাব বিনির্গত হয় বিবধ বরণ,
কখন সহসা হয় রক্ত নির্গমন।

পাদদারী।

যেবা করে পদব্রজে অধিক ভ্রমণ,
তাঁহার চরণ রুক্ষ হইয়া তখন

বায়ুবলে অতিশয় হয় বিদারিত,
হেন রোগ হয় পাদদারী অভিহিত।

কদর (কুলআঁঠি)

পদতল হয় যদি কণ্টক কাঁকরে
ক্ষত বা আহত, তাহে কুলের আকারে
গ্রন্থিরূপে যেই ব্যাধি সমুৎপন্ন হয়,
তাহাকে কদর কিম্বা কুল আঁঠি কয়।

অলস (পাঁকুই)।

প্রদুষ্ট কর্দ্দম যত করি পরশন
পদাঙ্গুলিদ্বয় মধ্যভাগ যেইক্ষণ
হয় ক্লিন্ন, কণ্ডু দাহ বেদনা অন্বিত,
তখন সে রোগ হয় অলস কথিত।

ইন্দ্রলুপ্ত (টাক)।

কুপিত অনিল পিত্ত লোমকূপে গিয়া,
সেই স্থানস্থিত যত কেশ উঠাইয়া
দুষ্ট শ্লেষ্ম আর রক্ত দিয়া সে সকল
রোমকূপে অবরুদ্ধ রাখয়ে কেবল,
তাই তথা অন্য কেশ উঠিতে না পায়
ইন্দ্রলুপ্ত খালিত্য বা রুহ্যা কহে তায়

দারুণক।

দারুণকে কেশভূমি কণ্ডুয়ন করে,
কঠিন ও রুক্ষ ফাটা ফাটা দাগ ধরে।
বাতশ্লেষ্ম কোপে এই ব্যাধি জন্ম পায়,
রুসী খুস্‌কি নাম তার চলিত ভাষায়।

অরুষিকা।

যাহাতে মস্তকে বহুমুখ সমন্বিত
আর বহু ক্লেদযুক্ত ব্রণ হয় জাত,
এহেন যে রোগ অরুষিকা কহে তায়।
কফ, রক্ত, ক্রিমি কোপে এরোগ জন্মায়।

পলিত (পাকাচুল)।

ক্রোধ শোক, দেহোষ্মা, উদ্ভব শ্রমে যার,
কিম্বা পিত্ত করে যদি শির অধিকার,
অকালে সকল কেশ পক্ক হয় তাহে,
ইহাকেই পলিত বা পাকা চুল কহে।
অকাল পলিত পক্ষে জানিও নিদান,
বৃদ্ধের পালিত্য পায় বয়োধর্ম্মে স্থান।

মুখ দূষিকা (বয়োব্রণ)।

শিমুল কাঁটার মত সে সকল ব্রণ
যুবা নর মুখে করে জনম গ্রহণ,
সে সকল ব্রণ মুখদূষিকা কথিত ;
কফ বায়ু রক্ত দোষে রোগ সমুদ্ভূত।

পদ্মিনী কণ্টক (পদ্মকাঁটা)।

পদ্ম কণ্টকের ন্যায় ত্বকের উপর
কণ্টকে আকীর্ণ আর পাণ্ডুবর্ণ ধর,
কণ্ডুযুক্ত বৃত্তাকার উদ্গত মণ্ডল,
পদ্মিনী কণ্টক নাম ধরে সে সকল।
পদ্ম কাঁটা নাম ধরে চলিত ভাষায়
বাতশ্লেষ্ম কোপে এই ব্যাধি জন্ম পায়।

জতুমণি (জড়ুল)।

ত্বগুপরি মসৃণ ও কিঞ্চিৎ উন্নত
বেদনা বিহীন তার বরণ অসিত—
এবম্বিধ যে মণ্ডল সমুৎপন্ন হয়,
জড়ুল বা জতুমণি সে মণ্ডলে কয়।
সহজ অর্থাৎ রোগ জন্মসনে জাত ;
জন্মে ব্যাধি কফরক্ত হ'লে প্রকুপিত।
কারোমত নরনারী অঙ্গ অনুসারে
জতুমণি শুভবা অশুভ ফল ধরে।

মাষক (আঁচিল)।

ত্বকের উপর মাষকলায়ের মত,
অসিত বরণ আর কিঞ্চিৎ উন্নত,
অবেদন কঠিন যে আকৃতি উদ্ভূত
বাত কোপে জাত তাহা মাষক কথিত।

তিলকালক (তিল)

ত্বকের উপর অনুন্নত অবেদন,
অসিত বরণ আর তিলের মতন,
ত্রিদোষে আকৃতি যেই সমুৎপন্ন হয়
তাহাকে তিলকালক কিম্বা তিল কয়।

ন্যচ্ছ (ছোদ্র বা ছুলি)

মহদায়ত কিম্বা হয়ে স্বল্প আয়তন,
বেদনা রহিত শ্যাব অসিত বরণ,
গাত্র পরে যে মণ্ডল হয় সমুদ্ভূত
তাহা ন্যচ্ছ ছোদ্র কিম্বা ছুলি অভিহিত।

মুখব্যঙ্গ (মেছেতা)

ক্রোধ পরিশ্রম হেতু হইয়া কুপিত
বায়ুপিত্ত হ'যে যবে মুখে উপস্থিত
শ্যাববর্ণ অনুন্নত আব অবেদন
যে সকল মণ্ডল কবযে উৎপাদন,
নিদানেতে সে সবায মুখ ব্যঙ্গ বলে,
ভাষায মেছেতা বলে এহেন মণ্ডলে।

নীলিকা।

ব্যঙ্গের লক্ষণ যুক্ত চিহ্ন যদি হয়
কৃষ্ণবর্ণ, নীলিকা তখন তাবে কয়।
ব্যঙ্গে নীলিকায এই প্রভেদ লক্ষিত—
ব্যঙ্গ হয শ্যাববর্ণ, নীলিকা অসিত।
ভোজ মতে ব্যঙ্গ বোগ শুদ্ধ মুখে ধবে,
নীলিকা জনমে সর্ব্ব গাত্রেব উপবে।

পরিবর্ত্তিকা (মুদ)।

লিঙ্গ হ'লে অভিহত কিম্বা অতি প্রপীড়িত
কিম্বা অতি হইলে মর্দ্দিত,
সেই অভিঘাত বশে ব্যান ব্যায়ু যদি রোষে
লিঙ্গ চর্ম্মে করয়ে আশ্রিত,
সে চর্ম্ম হয়ে দূষিত কিম্বা হয়ে বিবর্ত্তিত,
রূপ ধ'রে গ্রন্থির সমান,
লিঙ্গ মণি যাবে কয় তাঁর অরোভাগে হয়
সে দূষিত চর্ম্ম লম্বমান।
সে পরিবর্ত্তিকা খ্যাত কিম্বা মুদ অভিহিত ;
বাতজ সে হয যে সময়,

হয়সে বেদনা যুত, হ'লে কফ অনুগত
কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত রয়।

অবপাটিকা।

অনার্ত্তবা বালিকার সূক্ষ্মমুখ যোনি তার,
হর্ষে বা বলের সনে করিলে গমন,
লিঙ্গের উপরিস্থিত চর্ম্ম যদি উদ্বর্ত্তিত,
কিম্বা যদি হস্ত অভিঘাতের কারণ;
কিম্বা যদি তার পরে, বলের প্রয়োগ করে,
তাহে যদি ওই চর্ম্ম উল্‌টাইয়া যায়—
ঊর্দ্ধে হয়ে অবস্থিত আর না হয় মুদ্রিত,
তা' হইলে বলে অবপাটিকা তাহায়।

নিরুদ্ধ প্রকাশ।

অবপাটিকার হেন, ঊর্দ্ধ চর্ম্ম যেই ক্ষণ
লিঙ্গকে সুদৃঢ়রূপে করয়ে আশ্রয়,
হয় যদি সে কারণ, মূত্রস্রোত নিরোধন,
তা' হইলে নিরুদ্ধ প্রকাশ তারে কয়।
এই রোগ প্রবর্ত্তনে, চর্ম্ম যদি নিপীড়নে
লিঙ্গমণি পূর্ণ ভাবে রুদ্ধ নাহি করে,
তাহে বেদনা সহিত হয় মূত্র প্রবর্ত্তিত
অল্প অল্প পরিমাণে মন্দ মন্দ ধারে।
সম্পূর্ণ যদ্যপি তায়, লিঙ্গমণি রোধ পায়,
একেবারে মূত্র তাহে বন্ধ হয়ে যায়;
এই নিরুদ্ধ প্রকাশে বায়ু যদি অতি রোষে,
রোগী হয় পীড্যমান অতি বেদনায়।

সন্নিরুদ্ধ গুদ।

মলবেগ ধৃত, সে হেতু কুপিত,
যখন অপান বায়,
রোগীর তখন, তাহার কারণ,
মলমার্গ রোধ পায়।
ইহা ভিন্ন তার, হয় সূক্ষ্ম দ্বার,
তাহে পুরীষের যত
কষ্টে নির্গমন, এ ব্যাধি ভীষণ
সন্নিরুদ্ধ গুদ খ্যাত।

অহিপূতন।

শিশু সকলের গুহ্যদেশে অবস্থিত
মলমূত্র ঘর্ম্ম যদি না হয় বিধৌত,
ক্লেদের কারণ ওই স্থানের উপরে
রক্ত আর কফোদ্ভব কণ্ডু জন্ম ধরে।
চুলকায় যদি তাহা সহসা সে ক্ষত
হইয়া তাহ'তে হয় স্রাব বিনির্গত।
সম্মিলিত হ'লে ক্ষত কষ্ট করে দান,
এই রোগ ধরে অহিপূতন আখ্যান।

বৃষণকচ্ছু।

স্নান যেবা নাহি করে, শরীর মার্জ্জন,
অণ্ডকোষস্থিত মলা তাহার তখন
ঘর্ম্মে ক্লিন্ন হ'লে করে কণ্ডু উৎপাদন,
সেই কণ্ডু করা যায় যদ্যপি ঘর্ষণ,
শীঘ্র ক্ষত হয়ে হয় স্রাব বিনির্গত,
কথিত বৃষণকচ্ছু শ্লেষ্মারক্তজাত।

গুদ ভ্রংশ।

অতি মলভেদে কিম্বা অধিক কুন্থনে,
রুক্ষ ও দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তির যে ক্ষণে
গুদনাড়ী বাহিরে করযে আগমন,
গুদভ্রংশ রোগ তারে বলযে তখন।

বরাহ দংষ্ট্রক।

বরাহদংষ্ট্রক রোগে রোগীর শরীরে
স্থানে স্থানে পাকে ত্বক ক্ষতের আকারে।
ক্ষতপ্রান্ত রক্তবর্ণ, দাহ থাকে তায়,
কণ্ডু জ্বর আনে, ধরে তীব্র বেদনায়।

মুখ রোগাধিকার।

ওষ্ঠগত মুখরোগ নিদান।

আনূপ মাংস ও ক্ষীর মৎস্য কিম্বা দধি
অত্যন্ত সেবনে, রুষ্ট দোষ বাত আদি
মুখ মধ্যে নানা রোগ উৎপাদন করে,
কফ রোগে বিশেষ প্রাধান্য কিন্তু ধরে।

বাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

বাতজাত ওষ্ঠ রোগ ধরে যে সময়,
কর্কশ ও রুক্ষ জড়বৎ ওষ্ঠদ্বয়,
ধরে তোদ আদি বাত বেদনা আসিয়া,
অতি ব্যথা হয় ওষ্ঠে যায় সে ফাটিয়া।

পিত্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

পীত আভা ওষ্ঠদ্বয়ে, ব্যথা করে দান,
পিড়কা সমূহে হয় ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থান।
পিড়কা পাকিয়া উঠে সেই সমুদয়,
ওষ্ঠদ্বয়ে রোগে দাহ উপস্থিত হয়।

কফজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

শীতল পিচ্ছিল গুরু কণ্ডু সমন্বিত
হয ওষ্ঠদ্বয আব বেদনা বহিত,
ত্বকেব সমান বর্ণ পিডকা নিচযে
এই বোগে ওষ্ঠদ্বয় বহে ব্যাপ্ত হয়ে।

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

ত্রিদোষ জনিত ওষ্ঠবোগে ওষ্ঠদ্বয
কভু কৃষ্ণ, কভু পীত, কভু শ্বেত হয।
পিডকা যতেক আছে বিবিধ প্রকার
আকীর্ণ কবিয়া রয় ওষ্ঠদ্বয তাব।

রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

রক্ত প্রকোপজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয,
খর্জ্জুব ফলের ন্যায বর্ণবক্ত হয—
আকীর্ণ হইযা বয় হেন পিডকায়;
বক্তবর্ণ হযে বক্তস্রাব কবে তায়।

মাংসজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

গুরু স্থূল মাংসপিণ্ডমত সমুন্নত
হয় ওষ্ঠদ্বয রোগে মাংসদোষ জাত।

আর ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয়ে ক্রিমি জনমিয়া
বর্দ্ধিত হইতে থাকে সেস্থানে থাকিয়া।

মেদোজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

ঘৃতের উপরিভাগ স্বচ্ছ যেই মত,
সেই মত ওষ্ঠদ্বয় রোগে মেদোজাত।
গুরু কণ্ডুযুক্ত হয়, স্ফটিকের ন্যায়,
সর্ব্বদা নির্ম্মল স্রাব নিঃস্রুত তাহায়।

অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

কুঠার আঘাত কিম্বা বিদারণ মত,
হয় রোগে ওষ্ঠদ্বয় বেদনা সংযুত।

দন্তবেষ্ট গত মুখরোগ নিদান।

শীতাদ।

দন্তবেষ্ট হ'তে, রোগে শীতাদাভিহিত
অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয় বিনির্গত।
ক্রমশঃ পচিয়া মাংস দন্তের সকল,
দুর্গন্ধ সক্লেদ কৃষ্ণবরণ কোমল
হইয়া ক্রমশঃ সব শেষে পড়ে ঝ'রে।
কফ রক্ত দুষ্টি হেতু এই রোগ ধরে।

দন্ত পুপ্পুটক।

দুই কি তিনটী দন্তবেষ্ট যে সময়
অতিশয় শোথে সদা সমাশ্রিত রয়,
তখন তাহাকে দন্তপুপ্পুটক কয়;
কফরক্ত দোষে এই ব্যাধি জন্ম লয়।

দন্তবেষ্ট।

রোগ যবে দন্তবেষ্ট অভিহিত হয়,
অত্যন্ত নড়িতে থাকে দন্ত সে সময় ;
পূয রক্ত তাহা হ'তে হয় বিনির্গত ;
রক্তের প্রকোপে হয় এই রোগ জাত।

শৌষির।

যন্ত্রণাদায়ক শোথ দাঁতের গোড়ায়
হয় যদি, আর লালা স্রাব হয় তায়,
তখন সে রোগ হয় শৌষিরাভিহিত।
কফরক্ত কোপে হয় এই রোগ জাত।

মহা শৌষির।

দাঁতের যে মাড়ি তাহা হইতে কখন
দন্ত সকলের যদি হয় বিচলন,
ইহা ভিন্ন তালু আর দন্ত সমুদয়
কিম্বা ওষ্ঠ দ্বয় যদি ক্লেদ যুক্ত হয়,
কথিত সে রোগ মহা শৌষিরাভিধানে,
জনম লভয়ে ব্যাধি ত্রিদোষ মিলনে।

পরিদার।

যেই রোগে দন্তমাংস সকল গলিত,
আর যাহা হ'তে হয় রক্ত বিনিঃসৃত,
তখন সে রোগ পরিদর নাম ধরে।
জন্মে ব্যাধি রক্তপিত্ত কফের বিকারে।

উপকুশ।

দন্তবেষ্টে দাহ পাক হ'লে উপস্থিত,
আর সেই হেতু দন্ত হইলে পতিত,

তখন তাহাকে উপকুশ রোগ কয়।
রক্তপিত্ত কোপে এই ব্যাধি জন্ম লয়।

বৈদর্ভ।

দন্তবেষ্ট ঘৃষ্ট হ'লে যদ্যপি প্রবল
শোথ হয়, আর নড়ে দশন সকল,
তাহা হ'লে কহে রোগ বৈদর্ভ তাহায়;
অভিঘাত বশে এই ব্যাধি জন্ম পায়।

খলিবৰ্দ্ধন।

রুষ্ট হ'লে সমীরণে, প্রবল যাতনা সনে
অতিরিক্ত দন্ত যদি বিনির্গত হয়,
খলিবৰ্দ্ধনাভিহিত, ভাষায় আক্কেল দাঁত,
উদ্গাত হইলে দন্ত যাতনা না রয়।

করাল।

দন্তমূল সমাশ্রিত বায়ু হ'য়ে প্রকুপিত,
ক্রমে ক্রমে বিষম ও বিকট আকাব
দন্ত করে উৎপাদিত, করাল সে অভিহিত;
অসাধ্য এ ব্যাধি প্রতিকার নাহি তার।

অধিমাংস।

হনুর কুহরস্থিত, শেষ দন্ত মূলাশ্রিত
হইয়ে প্রবল শোথ অতি কষ্টকর,
লালা স্রাব ঝরে তায়, কফে সে উদ্ভব পায়;
হেন শোথ হয় অধিমাংস নাম ধর।

দন্তনাড়ী।

নাড়ী ব্রণ অধিকারে বাত পিত্ত কফ তরে
আগন্তু ও সন্নিপাত জাত—
পঞ্চবিধ নাড়ী ব্রণ, তাহাদের যে লক্ষণ
আগে ভাগে হয়েছে লিখিত,
পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ যুত হয়ে থাকে উপস্থিত
দন্তমূলে করি আক্রমণ,—
বিবিধ কারণ বশে পঞ্চবিধ রোগ আসে
নাম সে সবার নাড়ী ব্রণ।

দন্তগত মুখরোগ নিদান।

দালন।

দালন নামক দন্তরোগে বোধ হয়
বিদীর্ণ হইয়া যায় দন্ত সমুদয়—
যন্ত্রণা এহেন বিধ হয় উপস্থিত ;
ব্যাধির জনম বায়ু হ'লে প্রকুপিত।

ক্রিমিদন্তক।

দন্ত মধ্যে ছিদ্র হয় অসিত বরণ,
আক্রমণ করে ক্রিমিদন্তক যখন।
বেদনা দায়ক শোথ দন্তমূলে ধরে
নড়ে দন্ত আর তাহে লালা স্রাব ঝরে।
সহসা বাড়িয়া উঠে বেদনা সেথায় ;
জন্মে রোগ অনিল প্রকোপ যদি পায়।

ভঞ্জনক।

বাতশ্লেষ্মে ভঞ্জনক করে আনয়ন,
ভগ্নদন্ত বক্রমুখ ইহার লক্ষণ।

দন্তহর্ষ।

বায়ুব প্রবাহ শীত কিম্বা উষ্ণ হয়,
সহিতে যদ্যপি নাবে দন্ত সমুদয়,
অথবা সহিতে নারে অম্লেব স্পর্শন—
যেই দন্ত বোগে ঘটে এ সব লক্ষণ,
এহেন ব্যাধিবে দন্তহর্ষ বোগ বলে।
জন্মে, বাত পিত্তকোপ একত্র মিলিলে।

দন্ত বিদ্রধি।

দন্তমাংস যে সময় অতি দুষ্ট হয,
আব তাহা মল আব স্রাব যুক্ত বয়,
দাহ ও বেদনা যুক্ত ভিতবে বাহিবে
তাহে যদি গুরুশোথ উৎপাদন কবে,
তখন সে বোগ দন্তবিদ্রধি কথিত।
ফেটে গেলে পূয রক্ত হয় বিনিঃসৃত।

দন্ত শর্করা।

যে সময় মল, যাহা হয় দন্তগত,
হয় যদি তাহা পিত্ত বায়ু বিশোষিত,
হয় তাহে খরস্পর্শ শর্কবাব ন্যায়,
তখন বলয়ে দন্ত শর্করা তাহায়।

কপালিকা।

যে দন্ত শর্করা দন্ত অবযব সনে
খাপরার মত ফেটে যায় যেই ক্ষণে,

সেই দন্তশর্করায় কপালিকা কয়,
বিনষ্ট সকল দন্ত এই রোগে হয়।

শ্যাব দন্তক।

পিত্ত আর দুষ্ট রক্তে যে কোন দশন,
হয় যদি মর্ম্ম অংশ তাহার তখন
শ্যাববর্ণ, কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ দগ্ধমত,
তখন সে পীড়া শ্যাবদন্তকাভিহিত।

জিহ্বাগত মুখরোগ নিদান।

বাতজ জিহ্বারোগের লক্ষণ।

বায়ুজাত জিহ্বারোগে রসনা স্ফুটিত,
রস আস্বাদনে হয় শক্তি বিরহিত,
আর শাক নাম বৃক্ষ পত্র যেই মত,
হয় জিহ্বা সেই মত কণ্টকে আবৃত।

পিত্তজ জিহ্বারোগের লক্ষণ।

রক্তবর্ণ দীর্ঘ দাহজনক কণ্টকে
পৈত্তিক রসনা রোগে জিহ্বা ব্যাপ্ত থাকে।

শ্লেষ্মজ জিহ্বারোগের লক্ষণ।

শ্লেষ্মজাত জিহ্বারোগ হয় যে সময়,
সে সময় হয় জিহ্বা গুরু অতিশয়।
শিমূলের কাঁটা হয় দেখিতে যেমন,
সেইমত মাংসাঙ্কুরে জিহ্বা আচ্ছাদন।

অলাস।

প্রদুষ্ট রক্ত ও কফ রসনার তলে
যে দারুণ শোথে সমুৎপন্ন করি তুলে,

তাহাকে অলাস কহে ; বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'লে,
জিহ্বাস্তম্ভ হয় আর পাক জিহ্বা মূলে।

উপজিহ্বা।

দুষ্ট কফ রক্ত করি জিহ্বায় উন্নত,
নিম্নভাগে যেই লালাস্রাব কণ্ডুযুত
আর দাহযুক্ত শোথ উৎপাদন করে,
উপজিহ্বা নামরোগ বলয়ে তাহারে।

তালুগত মুখরোগ নিদান।

গলশুণ্ঠি।

দুষ্ট কফ আর রক্তে তালুমূলাশ্রিত,
যেই শোথ সমুৎপন্ন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত
হইয়া, অনিল পূর্ণ চর্ম্মপুট মত
ধরয়ে আকার তাহা গলশুণ্ঠি খ্যাত।
গলশুণ্ঠি রোগে হয় উপস্থিত কাস,
তৃষ্ণার প্রকোপ বাড়ে আর হয় শ্বাস।

তুণ্ডীকেরী।

দেখিতে যেমন হয় তুণ্ডীকেরী ফলে,
সেই মত শোথ যদি হয় তালু মূলে,
তখন তাহাকে বৈদ্যে তুণ্ডীকেরী কয় ;
কফ রক্ত কোপে রোগ সমুৎপন্ন হয়।
এই রোগে তোদ সদা বিদ্যমান থাকে
দাহ উপস্থিত হয়, আর ইহা পাকে।

অধ্রুষ।

তালুদেশে রক্তদোষে লোহিত বরণ
অল্প স্থূল যেই শোথ দেয় দরশন,

তখন সে শোথ হয় অধ্রুষ কথিত।
হয় রোগে জ্বর, তীব্র ব্যথা উপস্থিত।

কচ্ছপ।

শ্লেষ্মাকোপে তালুদেশে অল্প ব্যথা যুত
কুর্ম্মাকৃতি যেই শোথ হয় উপস্থিত,
উৎপন্ন হইতে শোথ দীর্ঘকাল লয়,
কচ্ছপ নামেতে তাহা অভিহিত হয়।

রক্তার্ব্বুদ।

রক্তকোপে তালুমধ্যে পদ্ম কর্ণিকার,
শোথ হয় সমুৎপন্ন, ধরিয়ে আকার।
এহেন যে শোথ তারে রক্তার্ব্বুদ কয়,
রক্তার্ব্বুদ লক্ষণ সকল তাহে রয়।

মাস সংঘাত।

কফদোষে তালু দেশে বেদনা রহিত
যে দুষ্ট মাংসোপচয় সে মাংস সংঘাত।

তালু পুট্‌পুট্‌।

দুষ্ট কফ মেদ বশে তালুর ভিতরে,
সমুৎপন্ন যেই শোথ কুলের আকারে,
স্থায়ী হয়ে রয়, ব্যথা নাহি থাকে তায়,
তালু পুট্‌ পুট্‌ রোগ অভিধান পায়।

তালু শোষ।

তালু শোষ নামে আছে অপর প্রকার
তালুরোগ, বাতকোপে জন্ম হয় তার।
অতি তালুশোষ তাহে, বিদারণ মত
পীড়া হয়, আর হয় শ্বাস উপস্থিত।

তালুপাক।

পিত্তকোপে কষ্টদ যে পাক উপস্থিত
তালুদেশে তালুপাক নামে তাহা খ্যাত।

কণ্ঠগত মুখরোগ নিদান।

রোহিণী।

এক এক ক'রে কিম্বা হয়ে সম্মিলিত,
বায়ু পিত্ত কফ যদি হয় প্রকুপিত,
মাংস ও রক্তকে দুষ্ট করিয়া তখন
মাংসাঙ্কুর সমুদয় করে উৎপাদন।
রোহিণী তাহার নাম, তার মাংসাঙ্কুরে
কণ্ঠরোধ হ'লে রোগী প্রাণত্যাগ করে।

বাতজ রোহিণীর লক্ষণ।

বাতজ রোহিণী রোগে বেদনা দায়ক
মাংসাঙ্কুর সমুদয় কণ্ঠ নিরোধক,
রসনার চারিধারে সমুৎপন্ন হয়,
স্তম্ভাদি বাতবেদনা তাহে জন্ম লয়।

পিত্তজ রোহিণীর লক্ষণ।

শীঘ্র সমুৎপন্ন হয় মাংসাঙ্কুর যত,
শীঘ্র পাকে হয় তীব্র জ্বর উপস্থিত।

কফজ রোহিণীর লক্ষণ।

কণ্ঠস্রোত রোধ করে মাংসাঙ্কুর যত
কঠিন সকলে আর অচল উন্নত।

সান্নিপাতিক রোহিণীর লক্ষণ।

রোহিণী জনমে যদি সন্নিপাত বলে
দুর্নিবার্য্য হয় মাংস অঙ্কুর সকলে,
এই সব মাংসাঙ্কুর পাকে অভ্যন্তরে ;
ত্রিদোষ লক্ষণ তাহে আক্রমণ করে।

রক্তজ রোহিণীর লক্ষণ।

রক্তজ রোহিণী পিত্ত রোহিণীর মত
স্ফোটকে আকীর্ণ হয়, সাধ্য সে কথিত।

কণ্ঠ শালুক।

কফের প্রকোপ হেতু কণ্ঠের ভিতরে
শালুকের কন্দ মত কুলাঁটি আকারে
খরস্পর্শ কঠিন যে গ্রন্থি জন্ম ধরে,
হেন গ্রন্থি বলে কণ্ঠ শালুক তাহারে।
কণ্টক ও শূকমত ব্যথা দান করে,
অস্ত্রের প্রয়োগ বিনা রোগ নাহি সারে।

অধিজিহ্ব।

কফ আর রক্তকোপে উপরে জিহ্বার
জিহ্বাগ্রভাগের ন্যায় ধরিয়ে আকার
যেই শোথ জন্মে তাহা অধিজিহ্ব খ্যাত ;
এ রোগ পাকিলে হয় সাধ্য বহির্ভূত।

বলয়।

দুষ্ট কফ কণ্ঠদেশে বলয় আকৃতি,
উন্নত আকারে করে যে শোথের স্থিতি,
বলয় তাহারে কয়, এহেতু বলয়ে
অন্নবহ স্রোত সব যায় রুদ্ধ হয়ে।

অতি কষ্টে শক্তি তার হয নিবারণ ;
অতএব হেন রোগে করিবে বর্জ্জন।

বলাস।

শ্লেষ্মা ও অনিল যদি হয়ে প্রকুপিত
কণ্ঠদেশে মর্ম্মচ্ছেদি ব্যথা উপস্থিত
করে, ব্যথা জন্মে তায, আর ধরে শ্বাস,
দুর্নিবার্য্য রোগ, বলে তাহারে বলাস।

এক বৃন্দ।

দুষ্ট কফ রক্ত কণ্ঠে দাহ কণ্ডুযুত,
অল্পপাকী, মৃদু ভারসম্পন্ন, উন্নত,
গোলাকার যেই শোথ করে উৎপাদন,
এক বৃন্দ নাম হয় তাহার তখন।

বৃন্দ।

কণ্ঠদেশে পিত্ত রক্ত প্রকোপে উন্নত
গোলাকার, তীব্র জ্বর আর দাহ যুত,
যে শোথ উৎপন্ন হয়, বৃন্দ তারে কয়।
বাতাত্মক হ'লে বৃন্দ তোদ.যুক্ত হয়।

শতঘ্নী।

যেই শিলা সমাচ্ছন্ন লৌহের কাঁটায়
বৃহৎ আকার, বলে শতঘ্নী তাহায়।
বাতাদি ত্রিদোষ কোপে, কণ্ঠরোধ ক'রে
কঠিন যে বর্ত্তি জন্মে শতঘ্নী আকারে,
মাংসের অঙ্কুরে তার ব্যাপ্ত হয় কায়,
এহেন যে রোগ বলে শতঘ্নী তাহায়।
প্রাণনাশ কর রোগ, ত্রিদোষের বলে
যত ব্যথা, বিদ্যমান ইহাতে সকলে।

শিলায়ু।

আমলার আঁটী যেই মত মূর্ত্তি ধরে,
কফ আর রক্ত কোপে কণ্ঠের উপরে
সেই মত শক্ত আর অতি ব্যথা যুত
যেই শোথ জন্মে, শিলায়ু সে অভিহিত।
বোধ হয় কণ্ঠে যেন সংলগ্ন আহার,
বিনা অস্ত্রে এ রোগের নাহি প্রতিকার।

গলবিদ্রধি।

ত্রিদোষ প্রকোপ হেতু যদ্যপি ব্যাপিয়া
সর্ব্বকণ্ঠ, উপস্থিত যে শোথ আসিয়া,
হেন রোগ বলে গল বিদ্রধি তাহারে
তাহে হেন উপদ্রবে আক্রমণ করে ঃ—
তোদ দাহ কণ্ডু আদি ত্রিদোষ জনিত
সর্ব্ববিধ ব্যথা তাহে হয় উপস্থিত।
সন্নিপাত বিদ্রধির যে সব লক্ষণ
ইহাতেও সে সকল দেয় দরশন।
স্থানভেদে চিকিৎসার বিভেদ কারণ
ভিন্ন ভাবে এ রোগের হইল বর্ণন।

গলৌঘ।

অন্নজল যায় গতি বোধ পায়,
অথবা প্রশ্বাস শ্বাস ;
কফ রক্তজাত, যে শোথ বৃহত
গলে পায় পরকাশ,
গলৌঘ তাহারে সমাখ্যাত করে ;
রোগীও তাহার তরে

সমাক্রান্ত হয়, বল অতিশয়
ধরে যেই হেন জ্বরে।

স্বরঘ্ন।

স্বরঘ্ন যে ব্যাধি, শ্বাসমার্গ রোধি,
কফ তাহে রয় ব'লে,
রোগী তরে তাব, মূর্চ্ছা যায়, আব
ঘন ঘন শ্বাস ফেলে।
তাহার উপর ভগ্ন হয় স্বর,
কণ্ঠে রস নাহি বয়,
অবশ হইয়া রহে সে পড়িয়া,
বাতব্যাধি জন্ম লয়।

মাংস তান।

বিস্তৃত ও কষ্টদ যে শোথ লম্বমান
ক্রমে ক্রমে কণ্ঠরোধি নাশ করে প্রাণ,
এহেন ভীষণ শোথে মাংসতান কয়,
ত্রিদোষ প্রকোপে এই ব্যাধি জন্ম লয়।

বিদারী।

তোদ আর দাহযুক্ত কণ্ঠের ভিতরে
তাম্রের বরণ যেই শোথ জন্ম ধরে,
বিদারী তাহার নাম; ইহাতে পচিয়া
খসে পড়ে শোথ মাংস দুর্গন্ধ হইয়া।
পিত্তকোপে জন্মে ব্যাধি, যে পার্শ্বে শয়ন
অভ্যাস, সে পার্শ্বে হয় শোথ উৎপাদন।

সর্ব্বসর মুখরোগ নিদান।

বাতিক সর্ব্বসর রোগের লক্ষণ।

সর্ব্ব মুখ, সুচীবেধ বেদনা দায়ক
আবরণ ক'রে রাখে যতেক স্ফোটক।

পৈত্তিক সর্ব্বসর রোগের লক্ষণ।

দাহযুক্ত, পীত কিম্বা রক্তের বরণ
ক্ষুদ্র স্ফোটকেতে মুখ পায় আবরণ।

শ্লৈষ্মিক সর্ব্বসর রোগের লক্ষণ।

কণ্ডুযুক্ত অল্প অল্প বেদনা সংযুত
গাত্রের সমান বর্ণ স্ফোটকে আবৃত।

মুখরোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব।

ওষ্ঠগত রোগ মধ্যে যাহা মাংসগত,
অসাধ্য ত্রিদোষজাত আর রক্তগত।
ত্রিদোষজ নালী, মহা শৌষিরাভিহিত,
বর্জ্জনীয়, রোগ মধ্যে দন্তবেষ্ট গত।
দন্তগত রোগে শ্যাবদন্ত ও দালন,
তেয়াগিবে, আর নাম যাহার ভঞ্জন।
জিহ্বাগত রোগ নাম অলাস যাহার
তেয়াগিবে, তালুগত অর্ব্বুদেরে আর।
কণ্ঠগত মুখরোগ যেই সমুদয়,
তার মধ্যে বিদারিকা স্বরঘ্ন বলয়,
বৃন্দ ও বলাস আর গলৌঘ শতঘ্নী,
মাংসতান ত্যজ্য আর ত্যজিবে রোহিণী।

মুখরোগ এই ঊনবিংশতি প্রকার,
অসাধ্য জানিবে ফল নাই চিকিৎসার।

কর্ণস্রোতোগত রোগ নিদান।

কর্ণশূল।

প্রতিলোম ভাবে কর্ণগত সমীরণ
এদিক ওদিক যদি করে বিচরণ,
তাহে অতি কষ্টকর কর্ণের ভিতরে
নিদারুণ শূল আনি উপস্থিত করে।
পিত্ত কিম্বা কফ দোষে, রক্ত প্রকুপিত,
এ দুয়ের মধ্যে যাহে হয় আবরিত,
তাহার (ও) লক্ষণ যত প্রকাশিত করে;
কর্ণশূল নাম ব্যাধি, অতি কষ্টে সারে।

কর্ণনাদ।

কর্ণ মধ্যে কর্ণস্রোতোগত সমীরণ,
ভেরী ও মৃদঙ্গ শঙ্খ শব্দের মতন
বিবিধ প্রকার শব্দ করে অনুভূত;
হেন রোগ কর্ণ নাদ নামে অভিহিত।

বাধির্য্য (কালা)

শুদ্ধবায়ু কিম্বা কফযুক্ত সমীরণ
শব্দবহ স্রোতে যবে করে আবরণ,
বাহিরের শব্দ রোগী শুনিতে না পারে;
বাধির্য্য রোগের নাম, কালা বলে তারে।

কর্ণক্ষ্বেড়।

সংযুক্ত হইয়া বায়ু পিত্তাদি সহিত
যখন করয়ে এক শব্দ উপস্থিত,
শুনিতে ক্ষ্বেড়ের মত শব্দ যদি হয়
তখন এহেন রোগে কর্ণক্ষ্বেড় কয়।

কর্ণস্রাব।

মস্তকে আঘাত কিম্বা জলে নিমজ্জন,
কিম্বা কর্ণ বিদ্রধির প্রপাক কারণ,
হয় যদি সমীরণ অতি প্রকুপিত,
আর তাহে কর্ণ যদি হয় প্রপীড়িত,
তাহা হ'তে পূয, রস, জল বিনিঃসৃত
হয়, তাই রোগ কর্ণস্রাব অভিহিত।

কর্ণকণ্ডু।

কর্ণগত কফযুক্ত বায়ু যে সময়
কণ্ডু তুলে কাণে, কর্ণকণ্ডু তারে কয়।

কর্ণগূথ।

কর্ণশ্লেষ্মা পিত্তোষ্মায় হইলে শোষিত,
তখন সে রোগ কর্ণগূথ অভিহিত।

কর্ণ প্রতিনাহ।

কর্ণগূথ যদি স্নেহ স্বেদ আদি দিয়া
বিলীন হইয়া যায় অথবা গলিয়া,
আর নাক মুখ দিয়া হয় বিনির্গত,
তখন সে রোগ কর্ণ প্রতিনাহ খ্যাত
কর্ণপ্রতিনাহে অন্য বিকার লক্ষিত—
অর্দ্ধাবভেদক তাহে হয় উপস্থিত।

ক্রিমিকর্ণ রোগ।

ক্রিমি যদি জন্ম লয় কর্ণের ভিতরে
মাংস ও শোণিত দুই পচিবার তরে,
অথবা মক্ষিকা ডিম্ব প্রসব করিলে
তখন তাহাকে ক্রিমিকর্ণরোগ বলে।

কর্ণে পতঙ্গাদি প্রবেশের ফল।

কাণকোটারি ও পতঙ্গাদি যেই ক্ষণে
একবার কোন মতে প্রবেশে শ্রবণে,
অত্যন্ত অসুখ হয় ব্যাকুলতা সনে
তোদ জন্মে, আর ধরে দারুণ বেদনে।
সর্ব্বদা করিতে থাকে কাণ ফরফর,
কীট যবে চলে ফিরে কর্ণের ভিতর।
তখন রোগীর হয় অত্যন্ত যাতনা,
নিস্পন্দ হইলে কীট লাঘব বেদনা।

কর্ণ বিদ্রধি।

কর্ণে ক্ষত আর অভিঘাতের কারণ,
অথবা যখন পায় দোষ প্রকোপণ,—
দ্বিবিধ বিদ্রধি জন্মে এ দুই প্রকারে।
আগন্তজ, দোষজ এ দুই নাম ধরে।
এই রোগে সূচীবেধ বেদনার মত
ব্যথা হয়, আর যেন ধূম বিনির্গত।
এই মত পীড়া হয়, দাহ থাকে তায়,
কর্ণের ভিতরে অতি সন্তাপ জন্মায়।
কর্ণ বিদ্রধির রোগে রক্ত কিম্বা পীত,
অরুণ বরণ স্রাব হয় বিনিঃসৃত।

কর্ণ পাক।

ক্লিন্ন, পূতি ভাবযুক্ত কর্ণ যদি হয়
পিত্তকোপে, কর্ণপাক রোগ তারে কয়।

পূতি কর্ণক।

কর্ণ বিদ্রধির পাকে, কিম্বা কর্ণে যদি থাকে
জল প্রবেশিয়া,
পূতিকর্ণ বলে তারে, পচা গন্ধ, যদি ঝরে,
পূয কর্ণ দিয়া।

কর্ণশোথ।

পূর্ব্বের কথিত যত আছে রোগ সে ব্যতীত
কর্ণের ভিতরে
কভু শোথে আক্রমণ করে, অর্ব্বুদে কখন,
অর্শ কভু ধরে।
শোথ অর্শ কিম্বা আরে যেরূপ দেখিতে পারে
লক্ষণাদি ধর,
সে লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তারা যবে জন্ম লয়
কর্ণের ভিতর।

কর্ণরোগ নিদান।

বাতজ কর্ণরোগের লক্ষণ।

নানাবিধ শব্দ হয় ব্যথা জন্মে অতিশয়,
কর্ণমল শুষ্ক হয়ে যায়;
পাতলা স্রাব সদা ঝরে, শ্রবণের শক্তি হরে—
এহেন লক্ষণ দেখা দেয়।

পৈত্তিক কর্ণরোগের লক্ষণ।

শোথ হয় রক্তবর্ণ বিদীর্ণ যেমন কর্ণ
হেন পীড়া করে আগমন,
বিদাহ সমুপস্থিত, দুর্গন্ধ ও বর্ণে পীত,
শ্রবণে স্রাবের নির্গমন।

শ্লৈষ্মিক কর্ণরোগের লক্ষণ।

বিপরীত শব্দ শুনে, কর্ণে ধরে কণ্ডুয়নে,
শোথের কাঠিন্য উপস্থিত ;
শ্বেত বরণ চিক্কণ স্রাব হয় নির্গমন
অল্প অল্প বেদনা সহিত।

সান্নিপাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ।

ত্রিবিধ যে কর্ণরোগে লক্ষণ লক্ষিত
সান্নিপাতিকের রোগে সর্ব্ব সংঘটিত।
ইহা ভিন্ন যে দোষের আধিক্য লক্ষিত
তদ্দোষজ বর্ণযুক্ত স্রাব বিনির্গত।

পরিপোটক।

সুকোমল কর্ণপালি বর্দ্ধন কারণ
যদি কেহ টানি তারে রাখে বহুক্ষণ,
তার পরে ছেড়ে দিলে, কর্ণ পালি পরে
পরিপোটকাভিহিত শোথ জন্ম ধরে।
সেই শোথ ফাটাফাটা, স্তব্ধ, সবেদন,
কৃষ্ণ বা অরুণ, জন্মে বায়ুর কারণ।

উৎপাত।

ভারযুক্ত অলঙ্কার করিলে ধারণ,
তাড়নাদি কিম্বা অতি ঘর্ষণ কারণ,

রক্তপিত্ত বলে কর্ণপালির উপরে
বেদনা সংযুক্ত যেই শোথ জন্ম ধরে,
শ্যাব কিম্বা রক্তবর্ণ যুক্ত দাহ পাকে—
এহেন যে শোথ বলে উৎপাত তাহাকে।

উন্মন্থক।

বলের প্রয়োগে কর্ণ করি আকর্ষণ
টানিয়া ধরিলে, রুষ্ট হয়ে সমীরণ,
কফযুক্ত হয়ে কর্ণ পালির উপরে
কণ্ডুযুক্ত যেই শোথ উৎপাদন করে,
স্তব্ধ আর বহে তাহে অত্যল্প বেদন,
উন্মন্থক নাম হয় তাহার তখন।

পরিলেহী।

কফ রক্ত কোপ জাত যেই ক্রিমিগণ
সর্ষপের মত ক'রে আকার ধারণ
কর্ণপালি পরে তারা করি বিচরণ
হয় কণ্ডু দাহযুক্ত পিড়কাকারণ।
পিড়কাত্মক সে ব্যাধি ক্রিমি সমুদ্ভূত,
কর্ণদেশে ইতস্ততঃ হ'য়ে বিসর্পিত,
পালি ও শস্কুলী নাম শ্রবণ গহ্বরে,
মাংসহীন, কিম্বা তাহা আচ্ছাদিত করে।
কর্ণের উপরে এই ব্যাধি সুভীষণ
পরিলেহী এই নাম করয়ে ধারণ।

নাসারোগ নিদান।

পীনস।

পীনস বা অপিনস নামক পীড়ায়
শ্লেষ্মা দিয়া অবরোধ করে নাসিকায়,

কখন বা হয় নাসা বাত বিশোষিত,
ধূম নির্গমন মত পীড়ায় পীড়িত।
কখন বা শুষ্ক হয়, আর্দ্র কোন ক্ষণে
শক্তি নাহি থাকে ঘ্রাণে আর আস্বাদনে।
বাতশ্লেষ্মভব রোগ, লক্ষণ লক্ষিত
হয় বাতশ্লেষ্মভব প্রতিশ্যায় মত।

পূতিনস্য।

দুষ্ট রক্ত পিত্ত কফে হইয়া আবৃত
তালুমূলে হয় যবে অনিল দূষিত,
পূতিভাবে মুখে নাকে বিনির্গত হয়,
তখন সে নাশারোগে পূতিনস্য কয়।

নাসা পাক।

দুষ্ট পিত্ত করি যবে নাসিকা আশ্রয়
সমুৎপন্ন করে সেথা পিডকা নিচয়,
অথবা দারুণ পাক উপস্থিত করে,
অথবা যে রোগে নাসা ক্লিন্ন ভাব ধরে,
কিম্বা যাহে নাসা পূতিভাবাপন্ন হয়,
তখন সেহেন রোগে নাসা পাক কয়।

পূয রক্ত।

দোষ দুষ্টি বশে, কিম্বা আঘাত কারণ,
ললাট প্রদেশে, নাসা হইতে যখন
রক্ত বিমিশ্রিত পূয হয় বিনিঃসৃত,
তখন সে রোগ পূয রক্ত অভিহিত।

ক্ষবথু (হাঁচি)

নাসা মর্ম্মে দুষ্ট বায়ু কফ অনুগত
হ'য়ে যবে সুপ্রবল শব্দের সহিত

নাসা হ'তে বিনির্গত হয় বার বার,
তখন ক্ষবথু রোগ নাম হয় তার।

আগন্তুজ ক্ষবথু।

রাই সর্ষপাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের ভোজনে,
কটু দ্রব্য ঘ্রাণ কিম্বা সূর্য্য দরশনে,
অথবা সূত্রাদি দিয়া নাসার যখন
তরুণাস্থি মর্ম্মের যে হয় সংঘর্ষণ—
এ সকল কারণেও হাঁচি আসে নাকে,
ব'লে থাকে আগন্তুজ ক্ষবথু ইহাকে।

ভ্রংশথু।

মস্তক ভিতরে পূর্ব্ব সঞ্চিত ও ঘন
কফ সূর্য্যতাপে হয় দগ্ধ যেই ক্ষণ;
লোনা রস যুক্ত হয়ে যবে নাসিকায়
বিনির্গত হয়, বলে ভ্রংশথু তাহায়।

দীপ্ত।

দীপ্তনাম রোগে অতি দাহ নাসিকায়,
অগ্নিশিখামত বহে প্রদীপ্তি তাহায়—
এলক্ষণ, আর ধূম নির্গমণ মত
উষ্ণ শ্বাস নাসা হ'তে হয় বিনির্গত।

প্রতীনাহ।

বায়ুসনে শ্বাসমার্গ রোধ যদি করে
তখন সে রোগ প্রতীনাহ নাম ধরে।

নাসাস্রাব।

নাসিকার অভ্যন্তর হইতে যখন
ঘন বা তরল কফ হয় নির্গমন,

বর্ণতার কভু শুক্ল কখন বা পীত,
তখন সে রোগ নাসাস্রাব অভিহিত।

নাসাশোষ।

নাসাস্রোত কিম্বা শ্লেষ্মা নাসাস্রোতোগত
অনিলের বলে যবে হয় বিশোষিত,
কিম্বা পিত্ত-প্রতপ্ত যখন শ্লেষ্মা হয়,
আর সেকারণে যদি কষ্টে অতিশয়
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দুই হয় বিনির্গত
তখন সে রোগ নাসাশোষ অভিহিত।

অপক্ক পীনসের লক্ষণ।

অপক্ক পীনস রোগ বহে যেইক্ষণ,
মাথা ভার, তরল স্রাবের নির্গমন,
অরুচি জনমে আর হয় ক্ষীণ স্বর,
নাসিকা হইতে সর্দ্দি ঝরে নিরন্তর।

পক্ক পীনসের লক্ষণ।

মাথাভার আদি যত অপক্ক লক্ষণ
সমস্তই রহে, পক্ক পীনস যখন।
প্রভেদ ইহাতে এই শ্লেষ্মা হয়ে ঘন
নাসারন্ধ্র মধ্যে যায় হইয়া বিলীন।
অপর লক্ষণ ঘটে তাহার উপর
পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে বর্ণ আর স্বর।

প্রতিশ্যায়।

দুই বিধ হয় প্রতিশ্যায়ের নিদান
একবিধ সদ্য প্রতিশ্যায়ে দেয় স্থান।
দোষের সঞ্চয়, কোপ করি উৎপাদন
অপর সে এই রোগ করে আনয়ন।

সদ্য প্রতিশ্যায় জনক নিদান।

মল মূত্রাদিব যত বেগ যদি হয় ধৃত,
অজীর্ণ কাবণ,
ধূলি ধুম যদি পায় প্রবেশিতে নাসিকায়
অধিক কখন,
ক্রোধ ঋতু বিপর্য্যয়, দিবানিদ্রা অতিশয়,
রাত্রিজাগরণ,
শৈত্য, শীত জল আর ধূম অথবা তুষার,
মৈথুন রোদন,—
এসব কারণে যত যদ্যপি মস্তকস্থিত
কফ হয় ঘন,
বায়ুরুষ্ট ভাব ধ'রে প্রতিশ্যায় রোগে করে
সদ্য উৎপাদন।

চয়াদি ক্রমজনক নিদান।

বায়ু পিত্ত কফ কিম্বা রক্ত যেইক্ষণে
পৃথক পৃথক ভাবে কিম্বা সম্মিলনে,
মস্তক ভিতরে যদি ক্রমশঃ সঞ্চিত ;
কিম্বা সেসবার কোপ হেতু আছে যত,
তাহে যদি সেসকলে পায় প্রকোপণ,
তাহে শেষে প্রতিশ্যায় করে আগমন।

প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বরূপ।

আগেই হইতে প্রতিশ্যায় আসিবার
শুব্ধতা জনমে, হাঁচি, হয় মাথা ভার,

রোমাঞ্চ জনমে গাত্রে, অঙ্গের মর্দ্দন,
নাসা হ'তে হয় যেন ধূম নির্গমন,
তালু জ্বালা হয়, নাকে মুখে ঝরে জল ;—
প্রকাশিত হয় হেন লক্ষণ সকল।

বাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ।

প্রতিশ্যায় জন্মে যবে বাতের কারণ
নাসিকা হইয়া যায় বিবদ্ধ তখন,
আর যেন বোধ হয় নাসা আচ্ছাদিত ;
পাত্‌লা স্রাব তাহা হ'তে হয় বিনির্গত।
গলতালু ওষ্ঠদেশ শুষ্ক হয়ে যায়,
শঙ্খে ধরে সূচীবেধ সম বেদনায়,
এরোগে রোগীর হাঁচি হয় নিরন্তর,
বদন বিরস হয়, ভঙ্গ হয় স্বর।

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ।

প্রতিশ্যায় হয় যদি পিত্ত দোষ জাত
পীতবর্ণ উষ্ণ স্রাব হয় বিনির্গত;
পাণ্ডুবর্ণ হয় রোগী, কৃশ হয়ে যায়,
হয় সে সন্তপ্ত, আর পীড়িত উষ্মায়,
আর যেন নাসিকাও মুখদেশ দিয়া
সধূম অনল যায় বাহির হইয়া।

শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ।

শ্লেষ্মা দোষে এই রোগ জন্মে যেইক্ষণে
তাহে হয় নাসা দিয়া বহু পরিমাণে
শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ কফ নির্গমন,
শুক্লবর্ণ ধরে তার শরীর নয়ন।

মাথা হয় ভারাক্রান্ত, আর অতিশয়
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু নাসা কণ্ডুযুক্ত হয়।

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়।

যে পক্ক অপক্ক কিম্বা রোগ প্রতিশ্যায়
পুনঃ পুনঃ জন্ম ধরে আবার মিলায়,
কারণ তাহার যদি কিছু নাহি থাকে
সন্নিপাত জাত রোগ জানিবে তাহাকে।

কষ্টসাধ্য প্রতিশ্যায়।

যেই রোগে নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয় অতি
আর যাহে লোপ পায় ঘ্রাণের শকতি;
নাসিকা কখন আর্দ্র, শুষ্ক বা কখন,
কখন বা বদ্ধ বিবৃত বা কোন ক্ষণ—
এহেন লক্ষণযুক্ত যেই প্রতিশ্যায়
অতি কষ্টসাধ্য রোগ জানিবে তাহায়।

রক্তজ প্রতিশ্যায়

নাসা হ'তে, প্রতিশ্যায় রক্তজ যখন,
রক্তস্রাব হয়, চক্ষু আরক্ত বরণ;
মুখে আর নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয় অতি,
বিলুপ্ত হইয়া যায় ঘ্রাণের শকতি।

অসাধ্য প্রতিশ্যায়।

সর্ব্ব প্রতিশ্যায়, নাহি হ'লে চিকিৎসিত,
কালে দুষ্ট প্রতিশ্যায়ে হয় পরিণত।
অসাধ্য হইয়া থাকে দুষ্ট প্রতিশ্যায়,
শ্বেত ও চিক্কণ ক্ষুদ্র ক্রিমি জন্মে তায়।

ক্রিমিজাতশিরোরোগে যে সব লক্ষণ
ইহাতে ঘটিয়া থাকে সে সব তখন।

গাঢ় প্রতিশ্যায়ের ফল।

গাঢ়তর যে সময় হয় প্রতিশ্যায়
আন্ধ্য বধিরতা জন্মে, ঘ্রাণ নাশ পায়।
বিবিধ উৎকট নেত্ররোগ, শোথ, কাস,
পীনস ও অগ্নিমান্দ্য রোগের প্রকাশ
উপরোক্ত রোগ ভিন্ন নাসিকা ভিতরে
অর্ব্বুদ সাতটী বিধ জন্ম লাভ করে।
চারিবিধ শোথ, অর্শ চারিটী প্রকার
সমুৎপন্ন রক্তপিত্ত চারিবিধ আর।

নেত্ররোগ নিদান।

নেত্র সর্ব্বগত রোগ নিদান।

সন্তপ্ত হইয়া জল আতপাদি দিয়া
সহসা যদ্যপি চক্ষে যায় প্রবেশিয়া,
বহুক্ষণ দূরস্থিত বস্তু দরশিলে,
অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তু নিয়ত দেখিলে,
রাত্রি জাগরণ, নিদ্রা যাইলে দিবসে,
চক্ষু মধ্যে ঘর্ম্ম ধূলি ধূম যদি পশে,
বমিবেগ বিধারণ, অত্যন্ত বমন,
রাত্রিকালে দ্রব অন্ন করিলে সেবন,
মলমূত্র বায়ুবেগ রোধ বারম্বার,
সর্ব্বদা ক্রন্দন ক্রোধ শোকক্রিয়া আর,

মস্তকে আঘাত, মদ্যপান অতিশয়,
অতি ক্লেশ, অশ্রুরোধ, ঋতু বিপর্য্যয় ;—
কুপিত বাতাদি দোষ এ সব কারণ
নানাবিধ চক্ষুরোগ করে আনয়ন।

নেত্রাভিষ্যন্দ (নেত্রপ্রদাহ, চোক উঠা)

নেত্রের প্রদাহ হয় চারিটী প্রকার—
বাত পিত্ত কফজাত রক্তজাত আর।
এই চক্ষু উঠা রোগ অতি ক্লেশকর,
প্রায় সর্ব্ববিধ নেত্ররোগের আকর।

বাতিকাভিষ্যন্দের লক্ষণ।

বাতিকাভিষ্যন্দে সূচীবেধের মতন
যন্ত্রণা, জড়িমা হয়, রোম উদ্গমন,
কর্কবিকা রুক্ষতা ও বেদনা মাথায়,
শুষ্কভাব, শীতলাশ্রুপাত হয় তায়।

পিত্তজাভিষ্যন্দের লক্ষণ।

শীতলাভিলাষ, পাক, প্রদাহ নয়নে
বিনির্গত হয় বাষ্প বহু পরিমাণে।
বোধ হয় যেন হয় ধূম নির্গমন,—
পিত্তজাভিষ্যন্দে ঘটে এ সব লক্ষণ।

কফজাভিষ্যন্দের লক্ষণ।

গুরুতা জনমে, হয় উষ্ণে আকিঞ্চন,
অক্ষিশোথ হয়, কণ্ডু, শীতল নয়ন,
চক্ষুতে পিঁচুটী হয় আর অবিরত
পিচ্ছিল হইয়া স্রাব হয় বিনির্গত।

রক্তজাভিষ্যন্দের লক্ষণ।

পৈত্তিকাভিষ্যন্দে ঘটে যতেক লক্ষণ
রক্তজাভিষ্যন্দে সব দেয় দরশন।

অধিমন্থ।

উক্তবিধ অভিষ্যন্দ উপেক্ষিত হ'লে,
অধিমন্থরূপে হয় পরিণত কালে।
অধিমন্থ রোগের লক্ষণ সাধারণ—
সুতীব্র বেদনা রোগে রয় সর্ব্বক্ষণ।

অধিমন্থের লক্ষণ।

চক্ষু আর মস্তকের অর্দ্ধভাগ যেন
মথিত ও উৎপাটিত বোধ হয় হেন।
দোষভেদে অভিষ্যন্দে যে সব লক্ষণ
দোষভেদে অধিমন্থে সে রোগ মতন।

দোষভেদে অধিমন্থের ক্রিয়া।

আহার বিহার আদি নিয়ম পালন
নাকরে যদ্যপি রোগী, এ রোগ তখন
শ্লৈষ্মিক হইলে দৃষ্টি সাত দিনে হরে;
রক্ত অধিমন্থ পাঁচ দিনের ভিতরে,
বাতজাত ছয় দিনে; পিত্তে জন্ম যার,
সদ্যই দর্শন শক্তি নাশ করে তার।

তরুণ নেত্ররোগের লক্ষণ।

নেত্রগত রোগ হয় তরুণ যখন
অত্যন্ত বেদনা, চক্ষু রক্তিমা বরণ,

শোথ, কর্করিকা, সূচীবেধের মতন
পীড়া ও শূলানি আর অশ্রুর পতন।

পক্কনেত্ররোগের লক্ষণ।

বেদনা ও শোথ হয় অল্প অশ্রু ঝরে,
কণ্ডু হয়, নেত্র স্বাভাবিক বর্ণ ধরে।

সশোথ ও অশোথ নেত্রপাক।

পক্ক উড়ুম্বর মত লোহিত বরণ,
কিম্বা হয় কফযুক্ত যদ্যপি নয়ন,
পিঁচুটি বিলিপ্ত হয় অশ্রু তাহে ঝরে,
কিম্বা যদি হয় শোথ তাহার উপরে,
তখন সশোথ নেত্রপাক তারে কয়।
কিন্তু যদি নেত্রপাকে শোথ নাহি রয়,
কিন্তু থাকে সে রোগের অন্যান্য লক্ষণ,
অশোথ সে নেত্রপাক কথিত তখন।

হতাধিমন্থ।

বাতাত্মক অভিষ্যন্দ হ'লে উপেক্ষিত
শীঘ্র অবসন্ন আর করয়ে পীড়িত
চক্ষু, তোদ শূল আদি নানা বেদনায়।
তখন হতাধিমন্থ রোগ বলে তায়।

বাতপর্য্যয়।

এই নেত্ররোগে রুষ্ট হয়ে সমীরণ
করয়ে পর্য্যায়ক্রমে যুগল নয়ন,
আর ভ্রূযুগলপরে বিবিধ প্রকার
সুতীব্র বেদনা উপস্থিত বারম্বার।

শুষ্কাক্ষিপাক।

শুষ্ক অক্ষিপাক রোগে চক্ষু নিমীলিত
আর হয় অতিশয় দাহ সমাযুত।
কঠিন চক্ষুর পাতা রুক্ষ হয় আর,
দরশন শক্তি নাহি হয় পরিষ্কার।
অতিশয় কষ্ট হয় নেত্র উন্মীলনে,—
উপস্থিত হয় এই সকল লক্ষণে।

অন্যতোবাত।

এই রোগে রুষ্ট বায়ু ঘাড়ে কিম্বা কাণে,
মস্তকে বা হনুদেশে মন্যানাম স্থানে,
কিম্বা অন্য কোন স্থানে হয়ে অবস্থিত
নেত্র ভ্রূযুগলে করে ব্যথা উপস্থিত।
অবস্থিত হয়ে সমীরণ এক স্থানে
যেহেতু অন্যত্র তাহা বেদনায় আনে,
এই হেতু এই রোগে বৈদ্যগণ যত
করেন অন্যতোবাত নামে অভিহিত।

অম্লাধ্যুষিত।

মধ্যে অল্প নীল, প্রান্তে লোহিত হইয়া
এ রোগে রোগীর চক্ষু উঠয়ে পাকিয়া।
এই রোগে দাহ হয় আর শোথ ধরে
নয়নের স্রাব হয় তাহার উপরে।
ভোজনে অধিক অম্ল, হইয়া কুপিত
পিত্ত করে চক্ষে এই ব্যাধি উপস্থিত॥

শিরোৎপাত।

শিরোৎপাত নাম রোগ ধরে যে সময়
তাহাতে চক্ষের যত শিরা সমুদয়
অবেদন কিম্বা সবেদন হয়ে, অনুক্ষণ
তাম্রবর্ণ হয় কিম্বা বিকৃত বরণ।

শিরা প্রহর্ষ।

শিরোৎপাত চক্ষুরোগ অজ্ঞান বশতঃ
যদি কভু একেবারে হয় উপেক্ষিত,
তখন সে রোগ শিরাপ্রহর্ষাভিহিত
অন্য একবিধ রোগে হয় পরিণত।
তাম্রবর্ণ গাঢ় অশ্রু হয় নির্গমন,
বস্তু নাহি পাবে রোগী করিতে দর্শন।

নেত্রকৃষ্ণগত রোগ নিদান।

সব্রণ শুক্র।

চক্ষুর কৃষ্ণাংশে যদি সূচীবিদ্ধ মত
নিমগ্ন ও শুক্লবর্ণ আকৃতি লক্ষিত,
সে চিহ্ন দেখিতে যদি হয় গোলাকার,
তখন সব্রণ শুক্র নাম হয় তার।
এই রোগে জনমে বেদনা অতিশয়,
তদুপরি উষ্ণস্রাব বিদ্যমান রয়।

সব্রণ শুক্রের সাধ্যাসাধ্যত্ব।

সব্রণ এ শুক্র যদি দৃষ্টি মণ্ডলের
নিতান্ত নিকটে নয়, কিম্বা ভিতরের

বহুদূর যদি নাহি আক্রমণ করে,
তা হইলে এই রোগ সাধ্যভাব ধরে।
লক্ষণ যদ্যপি হয় তার বিপরীত,
কিম্বা যুগ্ম শুক্র হ'লে অসাধ্য নিশ্চিত।

অব্রণ শুক্র।

সব্রণ শুক্রের মত, ব্রণ নাহি যায়
এবম্বিধ অন্য শুক্র চক্ষে স্থান পায়।
অভিষ্যন্দ জাত রোগ জ্বালা তাহে রয়,
শঙ্খ ইন্দু বুন্দ মত শুভ্রবর্ণ হয়।
পাতলা আকাশস্থিত মেঘের আকৃতি;
অব্রণ এ শুক্র হয় সুখসাধ্য অতি।

অব্রণ শুক্রের সাধ্যাসাধ্যত্ব।

ভিতর হইতে যদি সমুৎপন্ন হয়,
বিস্তৃত ও দীর্ঘকাল যদি জন্ম লয়।
হেন গুণ সংযুত অব্রণ শুক্র যত
অতি কষ্টে সাধ্য হয় জানিও নিশ্চিত।
ওই শুক্র মধ্যভাগমাংস যে সময়
বিদীর্ণ হইলে তাহা ছিদ্রযুক্ত হয়,
নিম্ন কিম্বা সমুন্নত মাংসেতে আবৃত,
চঞ্চল ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা আচ্ছাদিত,
যদি দৃষ্টিনাশক, লোহিত প্রান্ত হয়,
পটল দ্বিতয় যদি করয়ে আশ্রয়,
জাত যদি রোগ দীর্ঘ সময় গ্রহণে—
অসাধ্য অব্রণ শুক্র এহেন লক্ষণে।

অসাধ্য শুক্র।

পিড়কা জন্মিলে নেত্রে, উষ্ণ অশ্রুপাত,
শুক্র যদি হয় মুগ আকৃতির মত,
অথবা তিত্তিব পক্ষী পক্ষেব মতন,
ব্রণ শুক্র বোগ হয় অসাধ্য তখন।

অক্ষিপাকাত্যয়।

সর্ব্বকৃষ্ণ মণ্ডল যে বোগ আক্রমণে
আববিত হয়ে রয় শুক্র আবরণে,
তখন সে বোগে কয় অক্ষিপাকাত্যয়।
অসাধ্য এ ব্যাধি, তিন দোষে জন্ম লয়।

অজকাজাত।

শুষ্ক ছাগী বিষ্ঠা মত ধবিয়ে আকৃতি
ঈষল্লোহিত বর্ণ, ব্যথাযুক্ত অতি,
ব্যাপিযা কৃষ্ণ মণ্ডল মেদ উপচয
হইলে অজকাজাত রোগ তাবে কয়।
অজকা জাতেব এই হেবিবে লক্ষণ—
ইহাতে পিচ্ছিল আব অতিশয় ঘন
রক্তেব বরণ স্রাব হয় বিনিঃসৃত।
তৃতীয পটল হ'তে এ রোগ উদ্ভূত।

নেত্র দৃষ্টিগত রোগ নিদান।

ভিন্ন ভিন্ন পটলে দোষ ব্যবস্থিত হইবার লক্ষণ।

দৃষ্টিমণ্ডলের ভিতর দিকের
প্রথম পটলে হ'লে

দোষ ব্যবস্থিত, দৃশ্য দ্রব্যে যত
সম্যক দৃষ্টি না চলে।
রোগী সেকারণ যত বস্তুগণ
অস্পষ্ট দেখিতে পায়।
দ্বিতীয় পটলে দোষ সমাশ্রিলে
বিভ্রম ঘটায় তায়।
মশক মক্ষিকা মণ্ডল পতাকা
জল রবিকর আর,
মণ্ডূকাদি গতি, কুণ্ডল আকৃতি,
বৃষ্টি মেঘ, অন্ধকার ;—
উপস্থিত নাই হেন রূপ তাই
বোধ হয় উপস্থিত।
দূরে বস্তু আছে বোধ হয় কাছে,
কাছে যাহা অবস্থিত,
হেন বোধ হয় কাছে যেন নয়,--
ভ্রম হেন জনমায়।
অতি সযতনে সূচীছিদ্র স্থানে
রোগী না দেখিতে পায়।
তৃতীয় পটলে দোষ গত হ'লে,
রোগী অধোদিকে আর
দেখিতে না পায়, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি যায়,
তথাপি বৃহদাকার
বস্তু সমুদয় হেন বোধ হয়
আবৃত বসনে যেন ;
নাসিকা শ্রবণ আর চক্ষু হীন
বোধ হয় প্রাণীগণ।

দোষাদি সকল হইলে প্রবল
দোষের বরণ মত,—
যথা কফে শ্বেত, পিত্তাধিক্যে পীত—
বর্ণাদি হয় লক্ষিত।

দৃষ্টিমণ্ডলের স্থানভেদে অবস্থিত দোসের লক্ষণ।

দুষ্ট দোষ দৃষ্টি মণ্ডলের অধঃস্থল
অধিকার করে যদি, পদার্থ সকল
নয়নের কাছে যদি অবস্থান করে,
দেখিতে সে সব বস্তু নাহি পায় নরে।
উপরে থাকিলে দোষ বস্তু দূরস্থিত
পার্শ্বেতে থাকিলে পার্শ্বে না হয় লক্ষিত।
দোষ যদি চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রয
ভিন্নরূপ সম্মিলিত যেন বোধ হয়।
দুষ্ট দোষ দুই ভাগে অবস্থিত হ'লে
একটী আকৃতি ভ্রম হয় দুই ব'লে।
অনির্দ্দিষ্ট ভাবে যদি অবস্থিত রয
একটীকে অনেক বলিয়া ভ্রম হয়।
মধ্যভাগে তির্য্যগ্‌ভাবে যদি অবস্থিতি
এক বস্তু দুই ব'লে জনমে প্রতীতি।

তিমির (লিঙ্গনাশ)।

চতুর্থ পটল দোষ করিলে আশ্রয
তিমির নামক রোগ সমুৎপন্ন হয়।
দৃষ্টির সর্ব্বতোভাবে রোধ তাহে করে।
যতদিন গাঢ়তর ভাব নাহি ধরে

ততদিন এই রোগে পদার্থ সকল
যাহারা দেখিতে হয় অত্যন্ত উজ্জ্বল—
চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও বিদ্যুৎ যেমন
তেজোময় পদার্থও নির্ম্মল রতন,
কথঞ্চিৎ দেখা যায় এ বস্তু সকলে ;
তাহাও না হয় আর গাঢ়তর হ'লে ।
ইন্দ্রিয় শক্তির নাশ এই রোগে হয়,
এই হেতু এই রোগে লিঙ্গ নাশ কয় ।
এই লিঙ্গনাশ রোগ অন্য নাম ধরে
কেহবা নীলিকা কেহ কাচ বলে তারে ।

বাতিক লিঙ্গনাশের লক্ষণ ।

লিঙ্গনাশ বাতজাত হয় যে সময়
সে সময় সে রোগীর যেন বোধ হয়—
আবিল অথবা অল্প লোহিত বরণ
কুটিল যতেক রূপ করিছে ভ্রমণ ।

শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশের লক্ষণ ।

শ্লেষ্মাজাত লিঙ্গনাশে রূপ সমুদয়
স্নিগ্ধ শুক্ল আর অতি স্থূল বোধ হয় ।
মেঘশূন্য নভস্থল যেন মেঘাবৃত,
পদার্থ সকল যেন সলিল প্লাবিত ।
ইহা ভিন্ন এই রোগে আরো বোধ হয়
জড়ীভূত যেন যত পদার্থ নিচয় ।

রক্তজ লিঙ্গনাশের লক্ষণ ।

রক্তজাত লিঙ্গনাশ ধরে যেই ক্ষণ
কৃষ্ণবর্ণ বস্তু যত রক্তিম বরণ,

কখন কখন শুক্ল কখন বা পীত
বর্ণযুক্ত বস্তু যত হয় অনুমিত।

ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশের লক্ষণ।

বিপরীত দৃষ্টি হয়, হেরে বস্তু সমুদয়
কভু নানা বর্ণে বিচিত্রিত,
কখন বা দুই ভাগে কখন বা বহু ভাগে
বিভক্ত পদার্থ দৃষ্ট যত।
হীনাঙ্গ কখন হেরে, কখন বা বোধ করে
বস্তু যেন অধিকাঙ্গ ধরে,
কখন বা জ্যোতির্ম্ময় চতুর্দ্দিকে বস্তু চয়
উপস্থিত চোখের উপরে।

পরিম্লায়ি।

পিত্তরক্ত পিত্ততেজে উদ্রিক্ত হইয়া
পরিম্লায়ি রোগ থাকে দেহেতে আনিয়া।
সর্ব্বদিক, খদ্যোত অথবা দিনকর
বোধ হয় যেন সবে পীতবর্ণ ধর,
খদ্যোত বা হীরকাদি পদার্থ উজ্জ্বল
আকীর্ণ করয়ে যেন পদার্থ সকল।

বর্ণভেদে লিঙ্গনাশের প্রকার ভেদ।

বাতাদি দোষের ভেদে যে প্রকার ছয়
লিঙ্গনাশ, বর্ণভেদে সেই মত হয়।
বাতিকে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণ বরণ;
লিঙ্গনাশ পিত্তজাত হয় যেইক্ষণ
কিম্বা পরিম্লায়ি রোগ আক্রমণ করে
তাহ'লে দৃষ্টিমণ্ডল নীলবর্ণ ধরে।

শ্লেষ্মজাত লিঙ্গনাশে শ্বেতবর্ণ হয় ;
রক্তজে সরক্ত ; কিন্তু রোগ যে সময়
ত্রিদোষ প্রকোপে করে জনম গ্রহণ,
দর্শন মণ্ডল ধরে বিবিধ বরণ।
বাতিকে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণ বরণ
আর অরুণাভ স্থূল কাচের মতন।

পরিম্লায়ি রোগের রূপ।

ম্লান নীলবর্ণ দৃষ্টিমণ্ডল ইহায়।
কভু দৃষ্টি ফিরে যদি দোষ ক্ষয় পায়।

দোষভেদে লিঙ্গনাশের রূপ।

বাতজাত লিঙ্গনাশে দর্শন মণ্ডল
অরুণ বরণ রুক্ষ অত্যন্ত চঞ্চল।
পিত্তজাত লিঙ্গনাশে নীলবর্ণ তায়
কভু পীত, কভু ধরে কাংস্যের আভায়।
শ্লেষ্মজে মণ্ডল পীত, কভু ধরে তায়
পাণ্ডুবর্ণ শঙ্খ কুন্দ চন্দ্রমার ন্যায়।
কিম্বা পদ্মপত্রস্থিত যেই মত জল
মণ্ডল তেমন হয় শুক্ল ও চঞ্চল।
ইহা ভিন্ন নেত্র যদি করয়ে মার্জ্জন
মণ্ডল সে ইতস্ততঃ করয়ে গমন।
রক্তজ মণ্ডল হয় প্রবালের মত
কিম্বা রক্ত পদ্মমত বরণ লোহিত।
মণ্ডল ত্রিদোষজাত হয় যেই ক্ষণ
নীলাদি সকল বর্ণ করয়ে ধারণ।

বাতাদি যে দোষ থাকে যে ব্যথা আনিয়া
লিঙ্গনাশে থাকে তথা ব্যথা জন্মাইয়া।

নেত্রদৃষ্টিগত অপর রোগের কথন।

মণ্ডলে জন্মে যে রোগ দ্বাদশ প্রকার
লিঙ্গনাশ রোগ হয় ষড়বিধ তার,
পিত্ত বিদগ্ধাদি রোগ অন্যবিধ ছয়
কহিতেছি, দৃষ্টি তারা করয়ে আশ্রয়।

পিত্ত বিদগ্ধ দৃষ্টি।

দৃষ্টির প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় পটলে
আশ্রয় করিলে দুষ্ট পিত্ত, তার ফলে
রোগীর দৃষ্টিমণ্ডল পীতবর্ণ ধরে,
তাহে রোগী সর্ব্ব বস্তু পীত বর্ণ হেরে।
দুষ্ট পিত্ত যায় যদি তৃতীয় পটলে,
দেখিতে না পায় রোগী দিবস আইলে।
স্নিগ্ধ দৃষ্টি রাত্রিকালে শৈত্য নিবন্ধন
পিত্ত ও বিহীনতেজ হয় সেই ক্ষণ;
সে কারণে সর্ব্ব বস্তু দেখিবারে পায়;
তখন পিত্ত বিদগ্ধ দৃষ্টি কহে তায়।

শ্লেষ্ম বিদগ্ধ দৃষ্টি।

দৃষ্টির প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় পটলে
আশ্রয় করয়ে দুষ্ট কফ যেই কালে,
তাহার কারণ রোগী হেরে বস্তু যত,
মনে করে শুক্লবর্ণে যেন আবরিত।
কিন্তু যদি কফ অল্প প্রদুষ্ট হইয়া
তৃতীয় পটলে রয় আশ্রয় করিয়া,

তাহ'লে রাত্র্যন্ধ রোগ উপস্থিত হয়।
দিবাভাগে সূর্য্যের কিরণে অতিশয়
দৃষ্টি হয় তীক্ষ্ণ আর কফ মন্দীভূত।
একাবণে চারিদিকে স্থিত বস্তু যত
সম্যক বোগীব হয় নয়ন গোচর।
এই বোগ শ্লেষ্মাদগ্ধদৃষ্টি নাম ধর।

ধূম দর্শন।

পবিশ্রম শোকজ্বব আঘাত মস্তকোপর—
একারণে যদি হয় বিকৃত দর্শন,
সর্ব্ব বস্তু সে সময় বোধ হয় ধূমময়,
ধূমদরশন আখ্যা তাহার তখন।

হ্রস্ব জাড্য।

হ্রস্ব জাড্য নাম রোগে দিবসে কষ্টের যোগে
পদার্থ দর্শন.
বৃহৎ আকার যত কিন্তু ক্ষুদ্র অনুমিত
রোগীর তখন।

নকুলান্ধ।

বাত আদি দোষ যত দৃষ্টি মণ্ডলাবস্থিত,
করে যদি সর্ব্বাংশ আশ্রয়,
নকুলের দৃষ্টি ন্যায় প্রদীপ্তি নয়ন পায়;
দিবাভাগ আসে যে সময়,
কত বিবিধ বরণে, রোগী তাহার কারণে
চতুর্দ্দিকে পদার্থ সকলে
হেরে বিচিত্রিত মত; এই হেতু বৈদ্যে যত
এই রোগে নকুলান্ধ বলে।

গম্ভীরিকা।

কুপিত অনিলে নয়ন যুগলে
করে যদি আক্রমণ,
বিকৃত দর্শন, ভিতরে তখন
হয় অতি সঙ্কোচন।
তাহার উপরে আক্রমণ করে
প্রগাঢ় বেদনা তাহে,
এ রোগে তখন কবিরাজগণ
গম্ভীরিকা রোগ কহে।

আগন্তুজ লিঙ্গনাশ।

সনিমিত্ত অনিমিত্ত ভেদে দুটী আর
লিঙ্গনাশ রোগ আছে অপর প্রকার।
সনিমিত্ত লিঙ্গনাশ তাহার ভিতরে
মস্তকের রোগ হ'তে জন্মলাভ করে।
রক্তাভিষ্যন্দের যত লক্ষণ সে ধরে,
সন্নিপাত লক্ষণ অন্বিত মতান্তরে।
দেবতা অথবা ঋষি মহানাগগণ
গন্ধর্ব্ব ভাস্কর কিম্বা করিলে দর্শন,—
সে কারণে দৃষ্টিশক্তি হইলে ব্যাহত
অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ হয় সে সঞ্জাত।
ইহাতে উজ্জ্বল চক্ষু, দর্শন মণ্ডল
বৈদুর্য্য মণির মত শ্যাম নিরমল;
দর্শন শক্তির কিন্তু পায় বিলোপন।
যেহেতু দেবতা আদি মহাশয়গণ
মনুষ্যের অবয়বে না করি দূষিত
অবয়ব শক্তি শুধু করে বিনাশিত।

নেত্রশুক্লগত রোগ নিদান।

প্রস্তার্য্যর্ম্ম।

নয়নের শুক্লভাগে শ্যাব বা লোহিত
বরণ ধরিয়ে, আর পাতলা বিস্তৃত
পর্দ্দা যেই সমুৎপন্ন, তাহারে তখন
প্রস্তার্য্যর্ম্ম নাম দেন কবিরাজ গণ।

শুক্লার্ম্ম।

নয়নের শুক্লভাগে শ্বেতাভ হইয়ে
কোমল বর্দ্ধনশীল সুদীর্ঘ সময়ে,
এবম্বিধ যেই পর্দ্দা থাকে জনমিয়া
অভিহিত হয় তাহা শুক্লার্ম্ম বলিয়া।

রক্তার্ম্ম।

অরুণ বরণ করিয়ে ধারণ
কমল পত্রের মত,
কোমল, শ্বেতাংশ আশ্রয়ে যে মাংস
রক্তার্ম্ম সে অভিহিত।

অধিমাংসার্ম্ম।

শ্বেতাংশ মণ্ডলে বিস্তীর্ণ কোমল
স্থূল যকৃতের মত,
কৃষ্ণ ও লোহিত যেই মাংসোচ্ছ্রয়
সে অধিমাংসার্ম্ম খ্যাত।

স্নায়ুর্ম্ম।

শ্বেতাংশে কঠিন মাংসল হইয়া
যে পর্দ্দা উৎপন্ন হয়,
স্রাব বিরহিত, অতীব বিস্তৃত,
স্নায়ুর্ম্ম তাহারে কয়।

শুক্তিকা।

শ্যাববর্ণ কিম্বা মাংস ঝিনুকের মত
ধরিয়া বরণ, শুক্ল মণ্ডলে সঞ্জাত
হয় যে সকল বিন্দু, তাহার নিদানে
আখ্যান করেন বৈদ্যে শুক্তিকাভিধানে।

অর্জ্জন।

শশকের রক্ত মত লোহিত বরণ
শুক্লেজাত এক বিন্দু কথিত অর্জ্জন।

পিষ্টক।

বাতশ্লেষ্মা কোপ হেতু শুক্লভাগোপরে
পিষ্টবৎ শুভ্রবর্ণ আর গোলাকারে
স্ফীত মাংসোচ্ছ্রয়ে বলে পিষ্টক তখন,
দেখিতে তাহারে ঠিক মলিন দর্পণ।

শিরাজাল।

শুক্লভাগে রক্তবর্ণ, জালের মতন
আকারে উৎপন্ন যেই শিরা অগণন,
কঠিন সে বড় বড় শিরা সমুদয়
শিরাজাল অভিধানে অভিহিত হয়।

শিরাপিড়কা।

কৃষ্ণমণ্ডলের কাছে শুক্লভাগ পরে
শ্বেতবর্ণ যে সব পিড়কা জন্ম ধরে,
সে পিড়কা হয় যদি শিরা সমাবৃত,
তখন সে রোগ শিরাপিড়কা কথিত।

বলাস।

কাংস্যবৎ শুভ্রবর্ণ কঠিন সে অতি,
দেখিতে সলিলবিন্দু মত যে আকৃতি
নয়নের শুক্লভাগে জন্মলাভ করে,
বলাস তখন রোগ অভিধান ধরে।

নেত্রসন্ধিগত রোগ নিদান।

পূযালস।

নেত্রে কণীনক সন্ধি তাহার ভিতরে
তোদযুক্ত যেই শোথ জন্মলাভ করে,
পাকিলে যাহাতে পূতিগন্ধ পূয ঝরে,
সেই রোগ পূযালস অভিধান ধরে।

উপনাহ।

দৃষ্টি মণ্ডলের আর অসিত মণ্ডল—
এদুয়ের আক্রমণ করি সন্ধিস্থল
অতি কণ্ডুযুক্ত গ্রন্থি যদি জন্ম লয়,
অল্প অল্প ব্যথা যদি তদুপরি বয়,
আর সেই গ্রন্থি যদি অল্প অল্প পাকে
উপনাহ রোগ বলে তখন তাহাকে।

স্রাবরোগ (নেত্রনাড়ী)।

অশ্রুমার্গাবলম্বন করে যে সময়
বাত পিত্ত কফ আদি দোষ সমুদয়,
যদি তারা প্রবেশিয়া নেত্রের ভিতরে
নেত্র সন্ধি চতুষ্টয়ে আক্রমণ ক'রে
স্বলক্ষণ যুক্ত স্রাব করে উৎপাদন,
স্রাবরোগ অভিধান তাহার তখন।
নেত্র নাড়ী বলে কোন কোন গ্রন্থকার।
এই স্রাব রোগ হয় চারিটী প্রকার।

পূযস্রাব।

সন্ধিস্থিত যে সময় শোথ পরিপক্ক হয়,
আর যাহে পূয স্রাব করে,
তিন দোষ সম্মিলন করে ব্যাধি আনয়ন,
পূযস্রাব নাম তাহা ধরে।

শ্লেষ্মস্রাব।

অবস্থিত সন্ধি স্থলে যেই শোথ পক্ক হ'লে
অভ্যন্তর হইতে তাহার
পিচ্ছিল, শ্বেতবরণ স্রাব করে যদি ঘন,
শ্লেষ্ম স্রাব নাম হয় তার।

রক্তস্রাব।

সন্ধিজ শোথের স্থানে যদি বহু পরিমাণে
স্রাব করে প্রদুষ্ট শোণিত,
রক্তের প্রকোপ বলে ব্যাধি ধরে সন্ধিস্থলে ;
রক্তস্রাব সে রোগ কথিত।

পিত্তস্রাব।

পীতবর্ণ স্রাব যদি হলুদ মতন
সন্ধির ভিতর হ'তে করে নির্গমন,
অথবা যদ্যপি স্রাব সলিলের মত
পিত্তস্রাব রোগ হয় তখন কথিত।

পর্ব্বনী।

শুক্ল আর কৃষ্ণ মণ্ডলের সন্ধি স্থলে
তাম্রবর্ণ গোলাকার, যুক্ত দাহ শূলে,
পাতালা যেই শোথ সেথা সমুৎপন্ন হয়,
পর্ব্বণী আখ্যাত রোগ হয় সে সময়।

অলজী।

অলজী লক্ষণ যাহা প্রমেহাধিকারে
আছে উক্ত, শোথ যদি সে লক্ষণ ধ'রে
শুক্ল আর কৃষ্ণ মণ্ডলের সন্ধি স্থলে
জন্ম লয়, অলজী তখন তারে বলে।

সন্ধিস্থলে ক্রিমিজন্মের ফল।

বর্ত্ম আর পক্ষ্ম মণ্ডলের সন্ধি স্থানে
জনম গ্রহণ করি নানা ক্রিমিগণে
সেই সন্ধি স্থানে করে কণ্ডু উৎপাদন,
ক্রমে ক্রমে সে সকল করিয়া গমন
বর্ত্ম শুক্ল মণ্ডলের সন্ধির ভিতরে,
রোগীর নয়নদ্বয় বিদূষিত করে।

নেত্রবর্ত্ম রোগ নিদান।

উৎসঙ্গ।

নয়নের নীচের পাতায় জন্ম যার
এহেন পিড়কা নাম উৎসঙ্গ তাহার।
এ পিড়কা হয় স্থূল আর কণ্ডু যুত,
পাতার ভিতরে তার মুখ অবস্থিত।
বাহিরে তাম্রের বর্ণ, পূয অভ্যন্তরে,
ত্রিদোষ প্রকোপে এই ব্যাধি জন্ম ধরে।

কুম্ভীকা।

বর্ত্ম প্রান্তভাগে এক প্রকার পিড়কা
সমুৎপন্ন হয়, নাম তাহার কুম্ভীকা।
রসাদির স্রাব করে করিয়া বিদার,
পরিপূর্ণ হয়ে তাহা উঠে পুনর্ব্বার।
দেখিতে কুম্ভীকা ফল বীজের মতন
কুম্ভীকা ইহার নাম হয় সে কারণ।
ত্রিদোষ একত্র হয়ে কোপ যদি করে
কুম্ভীকা তখন জন্মে নয়ন উপরে।

পোথকী।

নয়নের পত্র পরে কণ্ডুযুক্ত, স্রাব করে
পিড়কা সকল, রহে গুরুভার তায়;
বেদনা তাহাতে রয় রক্ত সর্ষপের ন্যায়
আকার সবার, বলে পোথকী সবায়।

বর্ত্ম শর্করা।

সমুৎপন্ন নয়নের পাতার উপব
যে পিডকা স্থূল আর স্পর্শ যার খর,
আকীর্ণ যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু পিড়কায়,
বর্ত্মদুষে ; বলে বর্ত্ম শর্কবা তাহায়।

অর্শোবর্ত্ম।

নেত্রবর্ত্মে কাঁকুড়ের বীজের মতন,
মসৃণ তীক্ষ্ণাগ্র রহে অত্যল্প বেদন,—
এহেন পিড়কা যেই জন্মলাভ করে,
নিদানেতে অর্শোবর্ত্ম রোগ বলে তারে

শুষ্কার্শ।

কর্কশ দেখিতে তায়, স্রাব নাহি করে,
সমুৎপন্ন নয়নেব পাতার ভিতরে,
অতীব কঠিন আব দীর্ঘ অতিশয
হেন মাংসাঙ্কুব তারে শুষ্ক অর্শ কয।

অঞ্জন।

যে পিডকা নেত্রবর্ত্ম কবে আক্রমণ,
দাহ তোদ যুক্ত আর তাম্রের ববণ,
কোমল ও সূক্ষ্ম, রয় অল্প বেদনায়,
এহেন পিড়কা বলে অঞ্জন তাহায়।

বহুল বর্ত্ম।

ত্বক বর্ণ সুকঠিন, চক্ষু পাতা'পরে
পিড়কা বহুল বর্ত্ম অভিধান ধবে।

বর্ত্মবন্ধক।

কণ্ডুযুক্ত, অল্প অল্প ব্যথা থাকে তায়
শোথ যদি জন্ম ধরে চোখের পাতায়,
তাহে যদি রোগী চক্ষু নিমীলিতে নারে,
হেন রোগ বলে বর্ত্মবন্ধক তাহারে।

ক্লিষ্ট বর্ত্ম।

চক্ষুর দুইটী পাতা সহসা যখন
রক্তবর্ণ ধরে কিম্বা তাম্রের বরণ,
কোমল ও অল্প অল্প ব্যথা যুক্ত হয়,—
এহেন যে রোগ তারে ক্লিষ্ট বর্ত্ম কয়।

বর্ত্মকর্দ্দম।

এই ক্লিষ্ট বর্ত্ম রোগ ধরে যে সময়
যদি তদা রক্তপিত্ত প্রকুপিত হয়,
কুপিত হইয়া বর্ত্মে যদি ক্লিন্ন করে,
তা হইলে বলে বর্ত্মকর্দ্দম তাহারে।

শ্যাববর্ত্ম।

নেত্রবর্ত্ম বহির্ভাগে কিম্বা অভ্যন্তরে
উভয় দিকই যদি শ্যাববর্ণ ধরে,
ব্যথাও শূলানি কিম্বা যদি থাকে তায়,
তা'হইলে শ্যাববর্ত্ম বলে সে পীড়ায়।

প্রক্লিন্নবর্ত্ম।

চক্ষুর পাতার যদি বাহিরের দিকে
অত্যল্প বেদনা আর শোথযুক্ত থাকে,
আর ভিতরের দিকে ক্লিন্ন যদি রয়,
তখন প্রক্লিন্ন বর্ত্ম রোগ তারে কয়।

অক্লিন্ন বর্ত্ম।

পাতা শূন্য হয়ে যায় যে রোগে নয়ন,
ধৌত বা অধৌত তাহা থাকুক যেমন,
তবু যদি পুনঃ পুনঃ জোড়া লেগে যায়,
তখন অক্লিন্ন বর্ত্ম রোগ বলে তায়।

বাতহত বর্ত্ম রোগ।

বর্ত্ম শুক্লমণ্ডলের সন্ধি মধ্যগত
বিশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ত্ম রোগে বাতহত,
নিমেষ উন্মেষ তার রহিত হইয়া
সর্ব্বদাই চক্ষুদ্বয় রহে নিমীলিয়া।

বর্ত্মার্ব্বুদ।

জনমিয়া যেই গ্রন্থি বর্ত্ম অভ্যন্তরে
বিষম আকৃতি অল্প ব্যথা তদুপরে,
শীঘ্র শীঘ্র জাত, তার অরুণ বরণ,
বর্ত্মার্ব্বুদ নাম রোগ করয়ে ধারণ।

নিমেষ।

নিমেষ নামক রোগে অনিল কুপিত,
বর্ত্মস্থিত নিমেষিনী শিরা আছে যত
সেই সমুদয় শিরা করিয়া ধারণ
চক্ষুর পাতাকে তাহা করে সঞ্চালন।

শোণিতার্শ।

রক্তের প্রকোপ তরে চক্ষু পাতা অভ্যন্তরে
কোমল যে মাংসাঙ্কুর রক্তিম বরণ,
শোণিতার্শ তারে বলে, ছিন্ন বা বিদীর্ণ হ'লে
তথাপি আবার করে আকার ধারণ।

নগণ।

অপাকী কঠিন স্থূল অত্যল্প বেদন
নেত্র বর্ত্মে জাত গ্রন্থি কথিত নগণ।

বিসবর্ত্ম।

পদ্মের মৃণাল যথা বহুছিদ্র হয়,
সেইমত যদি বাত আদি দোষত্রয়,
বর্ত্ম বহির্ভাগে শোথ আর অভ্যন্তরে
সূক্ষ্মমুখ বহুছিদ্র উৎপাদন করে,
জলমত স্রাব তাহে হয় নির্গমন,
বিসবর্ত্ম রোগ আখ্যা করয়ে ধারণ।

কুঞ্চন।

প্রকুপিত বাত আদি দোষ সমুদায়
সঙ্কুচিত করি যদি চক্ষুর পাতায়
ব্যাঘাত যদ্যপি করে দর্শন ক্রিয়ার,
তখন কুঞ্চন রোগ অভিধান তার।

পক্ষ্মকোপ।

পক্ষ্মকোপ নাম রোগে বর্ত্মলোম যত
সমীরণ বলে সবে হয়ে সঞ্চালিত,
নয়নের অভ্যন্তরে প্রবেশি তখন
মুহুর্মুহুঃ আঁখিদ্বয় করয়ে ঘর্ষণ।
চক্ষুগত শুক্ল কৃষ্ণ মণ্ডল উপরে
তাহার কারণে শোথ জন্ম লাভ করে।
মূলকোষ হ'তে তাহে লোম ঝরে যায়;
ত্রিদোষজ ব্যাধি, জেনো কঠিন তাহায়।

পক্ষ্মশাত।

দুষ্ট পিত্ত বর্ত্ম আর পক্ষ্মাশয় গত
রোম সমুদায়ে যদি করে উন্মূলিত,
সে কারণে হয় কণ্ডু দাহ উপস্থিত,
পক্ষ্মশাত নামে রোগ হয় অভিহিত।

নেত্র রোগের প্রকার ভেদ।

বর্ত্মজ একুশ আর সন্ধিগত নয়,
একাদশ শুক্লভাগ করয়ে আশ্রয়।
কৃষ্ণভাগে চার সপ্তদশ সর্ব্বগত,
দৃষ্টিজ দ্বাদশ, দুই আগন্তুজাখ্যাত।
বর্ণিত এ নেত্র রোগ ছিয়াত্ত প্রকার
স্বস্থানে হইবে উক্ত চিকিৎসা সবার।

শিরোরোগ নিদান।

শিরোরোগ একাদশ—বাতজ, পিত্তজ,
কফজ, ত্রিদোষ জাত, রক্তজ, ক্রিমিজ,
সূর্য্যাবর্ত্তানন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক,
ধাতুক্ষয় জাত আর কথিত শঙ্খক।

বাতজ শিরোরোগের লক্ষণ।

বাতজাত শিরোরোগে সহসা মাথায় লাগে
অতিশয় ব্যথা তাহা রেতে বৃদ্ধি পায়।
মাথা বাঁধা যায় যদি, কিম্বা স্নেহ স্বেদ আদি
প্রয়োগ করিলে ব্যথা কিছু কমে যায়।

পিত্তজ শিরোরোগের লক্ষণ।

পিত্তে যদি জন্ম লয় রোগ, তাহে বোধ হয়
মস্তক আচ্ছন্ন যেন জ্বলন্ত অঙ্গারে ;

যেন চক্ষু নাক দিয়া ধূম যায় বাহিরিয়া,
রাত্রি, শৈত্য ক্রিয়া করে উপশম তারে।

কফজ শিরোরোগের লক্ষণ।

কফের প্রকোপ তরে শিরোরোগ যদি ধরে
মস্তক তাহাতে হয় সমাক্রান্তভারে,
কফে যেন বিলেপিত হিম স্পর্শ, বদ্ধমত;
এই রোগে অক্ষিপুটে শোথ আসি ধরে।

সান্নিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ।

ত্রিদোষজ শিরোরোগে পূর্ব্বের লিখিত
ত্রিদোষ লক্ষণ যত হয় সংঘটিত।

রক্তজ শিরোরোগের লক্ষণ।

রক্তজ যে শিরোরোগ, তাহে পিত্তজাত
শিরোরোগে যে লক্ষণ সর্ব্ব উপস্থিত।
আক্রমণ করে হেন উগ্র বেদনায়
এমন কি স্পর্শ তার সহা নাহি যায়।

ক্ষয়জ শিরোরোগ।

মস্তকস্থ রক্ত বসা শ্লেষ্মা সমীরণ—
ইহাদের অতিশয় ক্ষয় নিবন্ধন
ক্ষয়জাত শিরোরোগ তাহে পায় স্থান;
কষ্ট সাধ্য রোগ, অতি কষ্ট করে দান।
স্বেদের প্রয়োগে কিম্বা করিলে বমন;
ধূম কিম্বা নস্য যদি করয়ে গ্রহণ,
কিম্বা রোগে করে যদি রক্তের মোক্ষণ,
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় রোগ তাহার কারণ।

ক্রিমিজ শিরোরোগের লক্ষণ।

ক্রিমিজ্জাত শিরোবোগে মাথার ভিতরে
সূচীবেধ সম অতি যাতনায় ঘেরে,
ক্রিমিতে কামড মারে, সে হেতু মাথার
অভ্যন্তব দপ্ দপ্ করে অনিবার।
নাক দিয়া জল ঝরে পুঁয মাখা তায়,
অতিশয় কষ্ট কবে প্রদান ইহায়।

সূর্য্যাবর্ত্ত।

সূর্য্যাবর্ত্ত নাম রোগে সূর্য্যোদয় কালে
রোগীর ভুরুতে আর নয়ন যুগলে
অল্প অল্প ক'বে ব্যথা আক্রমণ করে ;
সূর্য্য যত থাকে পরে উঠিতে উপরে
সেই সঙ্গে ক্রমে বৃদ্ধি হয় বেদনার ;
একারণে মধ্যাহ্নে চরম বৃদ্ধি তার।
আবাব যখন সূর্য্য পশ্চিম গগণে
ঢলিতে আরম্ভ করে ব্যথা সেই ক্ষণে,
অল্প অল্প ক'রে ক্রমে মন্দীভূত হয় ;
সায়ংকালে দূর হয় ব্যথা সমুদয়।
ত্রিদোষে এ ব্যাধি করে জনম গ্রহণ ;
অতি কষ্টে এ রোগের হয় নিবারণ।

অনন্ত বাত।

অনন্ত বাতাভিহিত যেই রোগ হয়
তাহাতে কুপিত বাত আদি দোষত্রয়
মন্যা নাম যেই শিরা গ্রীবা দেশস্থিত
সেই শিরাদ্বয়ে করি অতি প্রপীড়িত,

গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগে আশ্রয়ি তখন
মন্যাস্তম্ভ নাম রোগ করে উৎপাদন।
শীঘ্রই অক্ষিভ্রূ আর শঙ্খদেশ পরে
সবিশেষে সে বেদনা অবস্থিতি করে।
এই রোগ হয় অন্য রোগের কারণ—
হনুগ্রহ, আর গণ্ডপার্শ্ব বিকম্পন,
আর নানা নেত্ররোগ উপস্থিত হয়।
ত্রিদোষ প্রকোপে এই ব্যাধি জন্ম লয়।

অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে)

রুক্ষাশন, অধ্যশন, কিম্বা পূর্ব্ব সমীরণ
আর হিম সেবন মৈথুনে,
ব্যায়াম করিলে অতি, কিম্বা পরিশ্রমে রতি,
মলাদির বেগ বিধারণে,—
এসব কারণ বশে বলবান বায়ু রোষে
নিজে কিম্বা কফের সহায়
হইয়া, উঠিয়া শিরে অর্দ্ধাংশ আশ্রয় ক'রে,
তুলে অতি তীব্র বেদনায়
এক পার্শ্বে শঙ্খস্থলে, মন্যাভ্রূ ও কর্ণমূলে,
কিম্বা এক দিকের কপালে,
অথবা এক নয়নে; এই রোগে সে কারণে
অর্দ্ধাবভেদক নাম বলে।

অর্দ্ধাবভেদকের লক্ষণ।

অরণি কাষ্ঠের যথা করিলে ঘর্ষণ
সহসা তাহাতে হয় অগ্নি উৎপাদন,

তথা, কিম্বা শস্ত্রাঘাতে যেমন যাতনা,
সেই মত কষ্টকর রোগের বেদনা।
যে সময় এই রোগ রূক্ষভাব ধরে
দর্শন শ্রবণ শক্তি তাহে নষ্ট করে।

শঙ্খক।

শঙ্খক নামক যেই রোগ ভয়ঙ্কর
তাহে রুষ্ট দোষত্রয় মিলি পরস্পর
শঙ্খদেশে তুলে অতি দারুণ বেদন,
সদাহ আরক্ত শোথ করে উৎপাদন।
সেই শোথ বেগবান বিষ যেই মত
সত্বর মস্তকে কণ্ঠে হইয়া আশ্রিত
নিরোধিয়া তাহে তিন দিনের ভিতরে
সত্বরেই রোগীর জীবন নাশ করে।
কুশল ভিষক করে হয়ে চিকিৎসিত
রহে যদি রোগী তিন দিবস জীবিত,
তা হইলে কোনমতে পায় রোগী পার;
অন্যথায় এই রোগে নাহিক নিস্তার।

অসৃগ্‌দর নিদান।

মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন,
অপক্ক ভোজন মদ্যপান অধ্যশন,
অতিশয় রতিক্রিয়া যানাবরোহণ,
গর্ভপাত শোক আর পথ পর্য্যটন,
উপবাস আদি দ্বারা অত্যন্ত কর্ষণ,
দিবা নিদ্রা অভিঘাত ভারসংবহণ—

এইমত নানাবিধ কারণের তরে
নারী সমুদায় হয় আক্রান্ত প্রদরে।

প্রদরের সাধারণ লক্ষণ।

অঙ্গমর্দ্দ, ব্যথাসনে স্রাব বিনিঃসৃত,
সর্ব্ব প্রদরেই এই লক্ষণ লক্ষিত।

প্রদরে স্রাবাধিক্যের লক্ষণ।

দৌর্ব্বল্য ও ভ্রম মূর্চ্ছা মত্ততায় ধরে,
তৃষ্ণা দাহ প্রলাপ ও পাণ্ডুতা শরীরে,
তন্দ্রা, আক্ষেপক আদি পীড়া বাতজাত,
স্রাবের আধিক্যে সব হয় উপস্থিত।

প্রদরের প্রকার ভেদ।

চারিবিধ হয়ে থাকে প্রদর,—কফজ,
পিত্তজাত, বাতজাত আর ত্রিদোষজ।

কফজ প্রদরের লক্ষণ।

কফজ প্রদরে, পাণ্ডুবর্ণ ধরে,
পিচ্ছিল অপক্ক রস যুত,
মাংসকে ধুইলে যেই মূর্ত্তি জলে,
সেই মত স্রাব বিনির্গত।

পৈত্তিক প্রদরের লক্ষণ।

পৈত্তিক প্রদরে যে সময় ধরে
তখন ধরি বরণে
নীল কিম্বা পীত রক্ত বা অসিত,
চিম চিম ব্যথা সনে,
অতীব প্রবল বেগে অবিরল
দাহ থাকে তদুপরে—

এই মত যত লক্ষণ সংযুক্ত
উষ্ণ স্রাব সদা ঝরে।

সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ।

ত্রিদোষ মিলনে প্রদর যে ক্ষণে
আসি আক্রমণ করে,
তাহে মধু ঘৃত কিম্বা যেই মত
হরিতাল বর্ণ ধরে,
কখন বা তাহে মজ্জা আভা রহে,
কভু শবগন্ধ তায়,
কভু সাধ্য নয়; তাই নাহি হয়
ফললাভ চিকিৎসায়।

অসাধ্য প্রদর।

প্রদর রোগিণী ক্ষীণরক্ত ও দুর্ব্বল,
কিম্বা যে নারীর স্রাব ঝরে অবিরল,
তৃষ্ণা দাহ কিম্বা জ্বরে হয় উপদ্রুত,
আরোগ্যের আশা তার নাহিক নিশ্চিত।

বিশুদ্ধ ঋতু শোণিত।

মাসে মাসে প্রবৃত্ত হইয়া ঋতু যার
পাঁচ দিন মাত্র হয় অবস্থিতি তার,
নির্গমন কালে কিছু দাহ নাহি রয়,
অথবা বেদনা শূন্য সকল সময়,
পিচ্ছিল না হয়, অল্প কিম্বা বিপরীত,
বিশুদ্ধ জানিও তার আবর্ত্ত শোণিত।

যে ঋতু শোণিত শশকের রক্তমত
কিম্বা লাক্ষারস মত বরণ লোহিত,
আর যে শোণিতে বস্ত্র রঞ্জিত হইলে
দাগ কিছু নাহি রয় ধৌত হ'লে জলে—
আর্ত্তব শোণিত যদি হেনরূপ পায়
বিশুদ্ধ শোণিত তবে জানিও তাহায়।

যোনি ব্যাপন্নিদান।

প্রাক্তন কর্ম্মের বশে, দুষ্ট রজঃ বীজ দোষে,
অথবা অনুপযুক্ত আহার বিহারে,
নারীগণে করে যত যোনিরোগ সমাশ্রিত,
বিভক্ত এ যোনিরোগ বিংশতি প্রকারে।

ভিন্ন ভিন্ন যোনি রোগের লক্ষণ।

উদাবর্ত্ত।

উদাবর্ত্ত নাম রোগে রজঃ ফেনযুত
অতিশয় কষ্ট সনে হয় বিনিঃসৃত।

বন্ধ্যা ও বিপ্লুত।

বন্ধ্যারোগে রজঃ দুষ্ট, রোগ যে বিপ্লুত
তাহাতে সর্ব্বদা যোনি বেদনা সংযুত।

পরিপ্লুত।

পরিপ্লুত নাম রোগে মৈথুন সময়
যোনি মধ্যে জনমে বেদনা অতিশয়।

বাতল।

বাতল নামক যদি যোনিরোগ হয়,
তাহে যোনি কর্কশ কঠিন অতিশয়,
শূলের বেদনা, আর সূচীবেধ মত
যোনিদেশ হয় তাহে পীড়ায় পীড়িত।
উদাবর্ত্ত, বন্ধ্যা, বিপ্লুত ও পরিপ্লুত
যদিও এ চারি রোগ হয় বাত জাত,
যদিও এ চারি রোগে বাত ব্যাধি যত—
তোদ শূল আদি ব্যথা হয় উপস্থিত,
তথাপি বাতল যোনিরোগ আক্রমণে
তোদ শূল আদি যত বাতব্যাধি গণে
হয় ব'লে অতিশয় বেগে উপস্থিত,
এ ব্যাধি বাতল যোনি নামে অভিহিত।

লোহিত ক্ষয়।

যে ব্যাধি লোহিত ক্ষয় অভিধান ধরে,
অতিশয় দাহ তাহে রক্তক্ষয় করে।

বামিনী।

বামিনী—এ যোনিরোগে বায়ুর সহিত
শুক্র বিনিঃস্রুত হয় শোণিত মিশ্রিত।

প্রস্রংসিনী।

প্রস্রংসিনী যোনি রোগে যোনি নিজ স্থান
হ'তে নেমে প'ড়ে হয় বায়ু পীড্যমান।
এই রোগে হয় যবে প্রসব সন্তান,
তাহে প্রসূতিরে অতি কষ্ট করে দান।

পুত্রঘ্নী।

পুত্রঘ্নী নামক রোগ হয় যদি কার,
তাহে মধ্যে মধ্যে হয় গর্ভের সঞ্চার।
কিন্তু অনিলের বলে রক্ত ক্ষয় পায়,
সেই হেতু সেই গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়।

পিত্তলা।

ধরিলে পিত্তলা যোনিরোগ, অতিশয়
দাহ পাক আর জ্বর উপস্থিত হয়।
লোহিত ক্ষয়াদি চারি পূর্ব্বের কথিত
যোনিরোগে দাহাদি পিত্তের রূপ যত
যদ্যপিও সমুদায় থাকে বর্ত্তমান,
তথাপি প্রবল নয় এ রোগ সমান।
প্রবল বলিয়া রোগে পিত্তের লক্ষণ
এ রোগে পিত্তলা যোনি কহে বুধগণ।

অত্যানন্দা।

যেই যোনি মৈথুনে সন্তোষ নাহি পায়—
এহেন লক্ষণে অত্যানন্দা কহে তায়,

কর্ণিক।

যে যোনিতে কফ রক্তে কর্ণিনী আকারে
গ্রন্থি জন্ম ধরে বলে কর্ণিক তাহারে।

অচরণা ও অতিচরণা যোনি।

অচরণা যেই যোনি, মৈথুনের কালে
আগে হ'তে পুরুষে বিরত হয় ব'লে
সে কভু সমর্থ নয় বীজের গ্রহণে।
অতি চরণায় বহু মৈথুনাচরণে

তাহাও লইতে বীজ অসমর্থ হয়,
সন্তান না জন্মে এই যোনিতে উভয়।

শ্লেষ্মলা।

শ্লেষ্মলা যে যোনি তাহা কণ্ডুযুক্ত হয়,
আর হয় পিচ্ছিল শীতল অতিশয়।
পূর্ব্ব চারি রোগ যাহা হইল কথিত
শ্লেষ্মের লক্ষণ সর্ব্বে হয় প্রকাশিত।

ষণ্ডী।

যেই রমণীর ঋতু না হয় কখন,
আর অতি অল্পমাত্র উঠে যার স্তন,
মৈথুন সময়ে যোনি খর অনুমিত,
তাহার সে যোনি হয় ষণ্ডী অভিহিত।

অণ্ডলী।

অত্যল্প বয়স্কা, সূক্ষ্ম যোনিদ্বার যার,
মহামেঢ্র নরসনে সহবাস তার
হয় যদি, যোনি তার অণ্ডের মতন
লম্বমান হয়, নাম অণ্ডলী তখন।

মহাযোনি ও সূচী বক্ত্রা।

যেই যোনি হ'য়ে থাকে অত্যন্ত বিস্তৃত,
মহাযোনি ব'লে তাহা হয় অভিহিত।
অত্যন্ত সম্বৃত হয়ে যেই যোনি রয়
তখন তাহাকে বৈদ্যে সূচীবক্ত্রা কয়।

সর্ব্বদোষ সমুত্থানা যোনি।

সর্ব্বদোষ সমুত্থানা যে যোনি কথিত
তাহে রয় ত্রিদোষের লক্ষণ অন্বিত।

সূচীবক্ত্রা মহাযোনি ষণ্ডী ও অণ্ডলী
তাহে রয় ত্রিদোষের লক্ষণ সকলি।
ত্রিদোষ উত্থানা কিন্তু করিলে ধারণ,
সবিশেষে প্রকাশিত ত্রিদোষ লক্ষণ।
ষণ্ডী আদি যোনি উক্ত পাঁচটী প্রকার
ত্রিদোষে জনম লয়, নাহি প্রতিকার।

কন্দ নিদান।

দিবা নিদ্রা, ক্রোধ অতি, ব্যায়াম, মৈথুনে রতি,
হ'লে অতিশয় ;
নখ কিম্বা দন্তবলে ক্ষত যদি যোনি স্থলে
উপস্থিত হয় ;
এই সকল কারণে বাতাদি ত্রিদোষ গণে
হ'যে প্রকুপিত,
রমণীর যোনি দ্বারে, যুক্ত পূয রক্তাকারে
মান্দারের মত,—
যেমন দেখিতে ফল সেই মত অবিকল
করে উৎপাদন
মাংসকন্দ যোনি স্থানে ; কন্দ নাম সে কারণে
করয়ে ধারণ।

দোষভেদে কন্দের লক্ষণ।

বাতে যবে জন্ম লয় কন্দ অতি রুক্ষ হয়,
বিবর্ণ স্ফুটিত ,
পৈত্তিক হইলে হয় রক্তবর্ণ, দাহ রয়,
জ্বর উপস্থিত ,

কন্দ জন্মিলে শ্লেষ্মায় নীল পুষ্প আভা পায়,
করে কণ্ডুয়ণ
জন্মে যদি সন্নিপাতে ত্রিদোষ লক্ষণ তাতে
দেয দরশন।

মূঢ় গর্ভ নিদান।

অভিঘাতে, ভয মনে, তীক্ষ্ণ উষ্ণ দ্রব্য পানে,
তীক্ষ্ণ উষ্ণ দ্রব্যের আহারে,
গর্ভপাত সংঘটিত; তার পূর্ব্বে অবিরত
বেদনা ও রক্তস্রাব করে।

গর্ভ বিদ্রব।

চারি মাস কাল গর্ভ দ্রব রূপে থাকে,
এ কারণে বলে গর্ভ বিদ্রব তাহাকে।
এই গর্ভ নষ্ট হ'লে রক্তস্রাব করে,
ইহার কারণ গর্ভস্রাব বলে তারে।
পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে কোমলাঙ্গ হয়
হেন গর্ভ নষ্ট হ'লে গর্ভপাত কয়।
বৃন্তলগ্ন পক্কফল অভিঘাত তরে
ক্ষণ মধ্যে যেই মত পড়ে ভূমি পরে,
সেই মত অভিঘাত বিষম অশনে
কিম্বা জ্বর পীড়া আদি বিবিধ কারণে
নারী সকলের গর্ভ অকাল সময
গর্ভস্থান হ'তে সবে পরিচ্যুত হয়।

মূঢ় গর্ভ।

বায়ু হ'য়ে প্রকুপিত আর রুদ্ধ গতি
যোনি ও জঠরাদিতে করি অবস্থিতি
শূল, মূঢ়গর্ভ আর মূত্র নিরোধন
এই মত ব্যাধি যত করে উৎপাদন।
উচিত প্রসবকাল হ'লে উপস্থিত
বায়ু যদি সে সময় হয় প্রকুপিত
তাহে গর্ভ মূঢ় হয়—আটকাইয়া যায়
এই হেতু মূঢ় গর্ভ রোগ বলে তায়।

গর্ভের জাতিভেদ।

যখন অত্যন্ত হ'য়ে কুপিত অনিল
রমণীর গর্ভ অতি করয়ে কুটীল,
সেই গর্ভ চারি কিম্বা অষ্টম প্রকারে
অথবা অসংখ্যরূপে যায় যোনিদ্বারে।
কোন কোন ভ্রূণ লয়ে মস্তক বৃহৎ,
কেহবা উদর লয়ে অতিশয় স্ফীত,
কেহ কুব্জ দেহ কিম্বা কুব্জ পৃষ্ঠ দিয়া,
এক কিম্বা দুই হস্ত বাহির করিয়া—
সেই হেতু আড়ে কেহ অবস্থান করি,
গ্রীবাভঙ্গ হেতু কেহ অবাঙমুখ ধরি,
রুদ্ধ গতি হ'য়ে পার্শ্বভঙ্গ নিবন্ধন
কেহ, যোনিমুখে থাকে হয়ে সংলগন।
আরো চারি গতি দিয়া এ অষ্ট ব্যতীত
যোনিতে সংসক্ত হ'য়ে রয় গর্ভ যত।—

প্রতিখুর সঙ্কীল পরিঘ বীজগতি
চারিভাবে গর্ভ করে যোনিদ্বারে স্থিতি।

সঙ্কীলক।

ঊর্দ্ধবাহু চরণ মস্তক কিম্বা দিয়া
যোনিতে যদ্যপি রয় সংলগ্ন হইয়া
গর্ভ, হয় যদি তাহা কীলের মতন—
মূঢ়গর্ভ নাম ধরে সঙ্কীল তখন।

প্রতিখুর।

হস্তদ্বয় মস্তক ও চরণ যুগল
আগে ভাগে যদি হয় বাহির কেবল,
যোনিতে সংযুক্ত শুধু দেহ যদি থাকে,
তা হইলে প্রতিখুর বলয়ে তাহাকে।

বীজক ও পরিঘ।

যদি ভুজদ্বয় মাথা বহির্গত হয়,
অন্য অঙ্গ যোনিতে সংলগ্ন কিন্তু রয়;
বীজক তাহার নাম; পরিঘের মত
যোনিতে সংলগ্ন হ'লে পরিঘ কথিত।

গর্ভের অরিষ্ট লক্ষণ।

মস্তক যে গর্ভিণীর হ'য়ে পড়ে নত,
শরীর শীতল, যেই লজ্জা বিরহিত,
কুক্ষিদেশে নীলবর্ণ শিরা সমুদ্গত
গর্ভসনে হয় তার মরণ নিশ্চিত।

গর্ভ বিনষ্ট হইবার লক্ষণ।

উদরের মধ্যে যদি গর্ভ নষ্ট হয়
গর্ভের স্পন্দন তাহে কিছু নাহি রয়,

প্রসব বেদনা আদি প্রসব লক্ষণ
নাশ পায়, শ্যাব পাণ্ডু ধবযে ববণ,
গর্ভিণীব উপস্থিত দুর্গন্ধ নিশ্বাসে,
গর্ভের অন্তবস্থিত শিশু স্ফীতি বশে
গর্ভিণীব উপস্থিত উদর আধ্মান ,—
গর্ভ নষ্ট এ সকল লক্ষণে প্রমাণ।

গর্ভ বিনষ্ট হইবার কারণ।

ধন জন আদি প্রিয় বিয়োগ জনিত,
মানসিক দুঃখে, কিম্বা প্রহাবাদি যত
আগন্তুক উপতাপে পীড়া যদি পায
গর্ভিণীর গর্ভ তাহে নষ্ট হযে যায।

গর্ভিণীর মৃত্যু লক্ষণ।

যোনি সম্ববণ নাম ব্যাধিব কাবণ
গর্ভের বিবন্ধ হয় কুক্ষিতে যখন,
হ'লে, রুষ্ট রক্ত কিম্বা অনিল জনিত
মকল্ল নামক শূল ব্যথা উপস্থিত,
আক্ষেপ শ্বাসাদি উপদ্রব উপস্থিত
হ'লে গর্ভিণীর হয মবণ নিশ্চিত।

সূতিকা রোগ নিদান।

বায়ু প্রকুপিত যে নব প্রসুত
নারী, স্রুত রক্ত তার
সংরুদ্ধ করিযে মস্তকে হৃদযে
কিম্বা বস্তিদেশে আর,—

মকল্লাভিহিত করে উপস্থিত
শূলের বেদনা তায়।
অঙ্গের মর্দ্দন, জ্বর আক্রমণ,
হয় বিকম্পিত কায়,
গাত্রে গুরুভার জন্ম পিপাসার,
শোথ শূল অতিসার—
হেন উপদ্রব আছে যত সব
নাম ধরে সুতিকার।

প্রসূতির রোগের কষ্ট সাধ্যত্ব।

অনুচিত আচরণ বাত আদি দোষগণ
উৎক্লিষ্ট হয় যে কারণে
কার্য্য যত এ মতন, কিম্বা বিষম অশন
পক্ক নয় সে বস্তু ভোজনে,
অজীর্ণ যখন রয় খায় যদি সে সময়—
এহেন কারণ সমুদয়,
প্রসূতিরে তার তরে যে সকল রোগে ধরে
তারা কষ্ট সাধ্য অতিশয়।

সূতিকার উপদ্রব।

প্রসূতির হয় যদি ক্ষীণ মাংস বল
কৃচ্ছ্র সাধ্য হ'যে থাকে এ রোগ সকল।
ইহারা একটী রোগে করিয়া প্রধান
আপনারা লয় উপদ্রব অভিধান।

স্তনরোগ নিদান।

সদুগ্ধ অদুগ্ধ স্তনে করিয়া আশ্রয়
বাত পিত্ত কফ দোষগণ যে সময়

রক্ত ও মাংস এ দুয়ে করয়ে দূষিত
সে সময় স্তনরোগ হয় উপস্থিত।
বিদ্রধি মস্তেক উক্ত পূর্ব্বের কথিত,
রক্ত জাত ভিন্ন তার অন্য পঞ্চ যত
সমুদয় স্তনে করে জনম গ্রহণ,
বাহ্য বিদ্রধির মত তাদের লক্ষণ।

স্তন্য দুষ্টি নিদান।

নানাবিধ গুরুপাক অন্নের ভক্ষণে
প্রকুপিত হ'য়ে অতি যত দোষগণে,
প্রসূতির স্তন দুগ্ধ দূষিত করিয়া
বালকের থাকে নানা রোগ জন্মাইয়া।

ভিন্ন দোষ দূষিত স্তন্যের লক্ষণ।

স্তন্য, বাত বিদূষিত কষায় রস সংযুত,
আর তাহা জলে ভেসে রয়,
দুগ্ধ, পিত্ত দোষ বশে লবণাম্ল কটু রসে
পীতবর্ণ রেখা যুক্ত হয়।
কফ দুষ্ট যেই ক্ষণ পিচ্ছিল ও হয় ঘন
যায় দুগ্ধ জলেতে ডুবিয়া,
দ্বিদোষ লক্ষণ হেরে দ্বিদোষজ জেনো তারে
ত্রিদোষজ সবার হেরিয়া।

নির্দ্দোষ স্তন্যের লক্ষণ।

যে দুগ্ধ ডুবিয়া গেলে বিমিশ্রিত হ'য়ে জলে
একেবারে একীভূত হয়।

পাণ্ডুবর্ণ হয় যাহা, কিম্বা যদি হয় তাহা
খাইতে মধুর অতিশয়,
অথবা নির্ম্মল হয়, কিম্বা দুগ্ধ যে সময়
স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত থাকে—
এহেন লক্ষণে হেরে নির্দ্দোষ জানিও তারে,
প্রশংসার যোগ্য জেনো তাকে।

বালরোগ নিদান।

শিশু যদি বাতদুষ্ট স্তন্য পান করে
হয় ক্ষীণ স্বর, কৃশ, বাতরোগে ধরে।
মল কিম্বা মূত্র ত্যাগে অধোবায়ু আর
নির্গমণে অতিশয় কষ্ট হয় তার।
পিত্তদুষ্ট স্তন্য পানে ভেদ হয় মল,
গাত্রের সন্তাপ, ঘর্ম্ম তৃষ্ণা অবিরল;
কামলা ও অন্য অন্য পিত্তরোগ যত
সমুদয় বালকের হয় উপস্থিত।
কফ দুষ্ট দুগ্ধ যদি শিশু করে পান
লালা ঝরে, শ্লেষ্মাজাত পীড়া পায় স্থান।
নিদ্রা ও জড়তা শূল হয়, দুধ তোলে,
শুক্লবর্ণ ধরে তার নয়ন যুগলে।
দুই দোষ দুষ্ট দুগ্ধ করে যদি পান
দ্বিদোষ লক্ষণ তাহে রয় বিদ্যমান।
তিন দোষ জাত দুগ্ধ পানের কারণ
ত্রিদোষের উপদ্রব করে আক্রমণ।

কথা কহিবারে শিশু নাহি পারে ব'লে,
প্রকাশ করিতে নারে অবস্থা সকলে।
অতএব তাহাদের শুনিয়া ক্রন্দন,
আধিক্য অল্পতা রোগে ক'র নিরূপণ।

কুকূণক (কোথ)।

বিকৃত যে দুগ্ধ তাহা পান যদি করে
তাহাতে শিশুর চক্ষু পাতার উপরে
কুকূণক নাম রোগ হয় উপস্থিত ;
নেত্রকণ্ডু হয় তাহে স্রাব অবিরত।
কপাল নাসিকা চক্ষু করয়ে ঘর্ষণ
না পারে করিতে রৌদ্রে চক্ষু উন্মীলন।

পারিগর্ভিক বা পরিভব (এঁড়েলাগা)

গর্ভবতী জননীর স্তন্য অতিশয
পান যদি করে শিশু অগ্নিমান্দ্য হয়।
উদরের বৃদ্ধি হয় বমি তন্দ্রা কাস
কৃশতা ও ভ্রম জন্মে রুচি পায় নাশ।
বলে পারিগর্ভিক বা পরিভব তায,
এঁড়েলাগা ব'লে থাকে চলিত ভাষায়।
অগ্নিবৃদ্ধি করে হেন বস্তু আছে যত
প্রয়োগ করিবে রোগ হ'লে উপস্থিত।

তালুকণ্টক।

বালকের তালু মাংসে কফ ক্রুদ্ধ হ'য়ে
উপস্থিত করে তালু কণ্টক আনিয়ে।
বসে যায় তাহে মস্তকের তালুদেশ
সে কারণে জন্মে তার স্তন্য পানে দ্বেষ

কষ্ট হয় স্তন্যপান কালীন প্রবল,
ইহা ভিন্ন মলভেদ অত্যন্ত তরল
আর তৃষ্ণা হয়, চক্ষে কণ্ঠে আর মুখে
বেদনা জনমে, দুধ তোলে থেকে থেকে।
ঘাড় নুয়ে পড়ে সেই শিশুর তখন—
প্রকাশিত হয় রোগে এ সব লক্ষণ।

মহাপদ্ম।

শিশুগণ বস্তিদেশে, মাথার উপর
রক্ত পদ্মাকৃতি মহাপদ্ম নাম ধর
বিসর্প জনমে এক তিন দোষজাত ;
ভীষণ সে রোগ প্রাণ নাশয়ে নিশ্চিত।
শিরোজাত বিসর্প সে শঙ্খদেশ দিয়া
হৃদয়ে, হৃদয় হ'তে গুহ্যেতে আসিয়া
থাকে, কিন্তু যে বিসর্প বস্তিদেশ জাত,
বস্তি হ'তে গুহ্যেতে সে হয় বিসর্পিত,
গুহ্য হ'তে হৃদে, হৃদি হইতে তখন
অবশেষে মস্তকে করয়ে আগমন।
ইহা ভিন্ন অজগল্লী ও অহিপূতন
আর দুইবিধ রোগে ভোগে শিশুগণ।
উহাদের নিজ নিজ লক্ষণাদি যত
ক্ষুদ্ররোগ অধিকারে হয়েছে লিখিত।

জ্বরাদি ব্যাধি।

জ্বরাদি যে সব ব্যাধি পূর্ব্বে উল্লিখিত
বালকের দেহে সব হয় প্রকাশিত।
জ্বরাদি রোগেতে ঘটে যে সব লক্ষণ
বালকেও ধরিলে তা দেয় দরশন।

গ্রহ পীড়িত বালকের সাধারণ লক্ষণ।

শৌচভ্রংশ আদি হেতু স্কন্দ আদি নয়
গ্রহগণ শিশুগণে করয়ে আশ্রয়।
গ্রহার্ত্ত বালক কভু উদ্বেগ দেখায়,
কখন ক্রন্দন করে, কভু ভয় পায়।
ধাত্রীকে দংশন করে কভু দন্ত নখে,
কখন দংশন করে শিশু আপনাকে।
কখন বা রয় সদা ঊর্দ্ধদিকে চাই,
কখন কোঁতায় শিশু, কভু তোলে হাই।
কখন বা করে শিশু দাঁত কিড়িমিড়ি,
কখন বা থাকে দন্ত ওষ্ঠকে কামড়ি।
আর সে বমন করে ফেন বারম্বার,
কখন জ্রূভঙ্গ করে, ক্ষীণ হয় আর।
রাত্রিকালে না ঘুমায়, চক্ষু তার ফুলে,
স্বরভঙ্গ হয়ে যায়, ভেদ হয় মলে।
গাত্র দিয়া রক্ত মাংস গন্ধ হয় বার,
পূর্ব্বের মতন নারে করিতে আহার।

স্কন্দ গ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ।

যেই কোন চক্ষু দিয়া—ডান কিম্বা বাম,
জল ঝরে, আর তার গায়ে হয় ঘাম,
অধিক বা অল্প শিশু কাঁপিবারে থাকে,
ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয় তার, মুখ যায় বেঁকে।
দন্তেতে দন্তেতে শিশু করয়ে ঘর্ষণ,
শিথিলাঙ্গ হয়, করে অত্যল্প ক্রন্দন।

রক্তগন্ধ হয় তার সমুদয় গায়,
স্তন্য পানে সে শিশুর ইচ্ছা লোপ পায়।

স্কন্দাপস্মার গ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ।

স্কন্দ অপস্মার গ্রহ যে সময় ধরে
মূর্চ্ছিত হইয়া শিশু ফেন বমি করে।
মূর্চ্ছাপনোদন হ'লে করয়ে রোদন,
গাত্রে হয় পূয রক্ত গন্ধ নির্গমন।

শকুনীগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ।

বালক শকুনী গ্রহে হইলে পীড়িত
শিথিলাঙ্গ হয় আর ভয়েতে চকিত।
পক্ষিগন্ধযুক্ত স্রাবান্বিত যত ব্রণ
সমস্ত শরীর তার করে আচ্ছাদন।
কভু দাহযুক্ত কভু পাক যুক্ত আর,
এহেন স্ফোটকাকীর্ণ হয় দেহ তার।

রেবতীগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ।

রেবতীগ্রহ পীড়িত শিশুর শরীরে
পঙ্কগন্ধযুক্ত যত ব্রণ জন্ম ধরে;
সেইমত গন্ধযুক্ত আকীর্ণ স্ফোটকে,
উভয়েরি হ'তে রক্ত বাহিরিতে থাকে।

পুতনাগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ।

পুতনা গ্রহেতে শিশু হইলে পীড়িত
অতিসার জ্বর তৃষ্ণা হয় উপস্থিত।
বক্রদৃষ্টি হয় শিশু উদ্বিগ্ন অন্তর
নিদ্রানাশ হয় তার, কাঁদে নিরন্তর।

অন্ধপুতনাগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ।

পীড়িত হইলে গ্রহ অন্ধ পুতনায়
বালকে পীড়িত করে বমি পিপাসায়।
গাত্রে বসাগন্ধ হয় জ্বর কাস আর,
কাদে অতি, জন্মে স্তন্যদ্বেষ অতিসার।

শীতপুতনাগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ।

শীতপুতনাখ্য গ্রহে হইলে পীড়িত
বালকেব কম্প কাস হয় উপস্থিত,
নেত্ররোগ জন্মে দেহ ক্ষীণ হয় তার,
বিগন্ধিতা বমি আর হয় অতিসার।

মুখমুণ্ডিকাগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ।

মুখমুণ্ডিকাগ্রহে পীড়িত যখন,
সমুজ্জ্বল বালকের বর্ণ ও বদন।
দেহ শিরাজাল ব্যাপ্ত মূত্রে গন্ধ হয়;
পীড়াক্রান্ত হ'লে শিশু খায় অতিশয়।

নৈগমেয় গ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ।

নৈগমেয় গ্রহ জুষ্ট বালক যখন
কণ্ঠ মুখ শোষ হয় কম্পন বমন,
মূর্চ্ছা বিগন্ধিতা, দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ঘটে রোগে এসব লক্ষণ।

বিষ নিদান।

স্থাবর জঙ্গম ভেদে বিষ দ্বিপ্রকার—
মূলাদি সঞ্জাত বিষ স্থাবরাখ্যা তার;

সর্প আদি জন্তু হ'তে যে বিষ সম্ভূত
জঙ্গম বলিয়া তাহা হয অভিহিত।

জঙ্গম বিষের সাধারণ কার্য্য।

নিদ্রা তন্দ্রা, অতিশয় ক্লান্ত হয় কায়,
দাহ জন্মে, পরিপাক শক্তি লোপ পায়,
অতিসার শোথ হয়, রোম উদ্গমন,—
জঙ্গম বিষের এই কার্য্য সাধারণ।

স্থাবর বিষের সাধারণ কার্য্য।

স্থাবর বিষের এই সামান্য লক্ষণ—
জ্বর হয়, হিক্কা উঠে, ফেনের বমন,
দন্তহর্ষ হয় আর বেদনা গলায়
শ্বাস ধরে, মূর্চ্ছা আসে, রুচি নাশ পায়,

বিষদাতার মনোবিকার।

স্বইষ্ট সিদ্ধির তরে যত শত্রুগণে
বিবিধ প্রকার বিষ দেয় সংগোপনে।
কিন্তু ইঙ্গিতজ্ঞ বুদ্ধিমান বৈদ্যগণ
সে বিষদাতার বাক্য চেষ্টা নিরীক্ষণ
করি, কিম্বা নিরখিয়া মুখের বিকার,
কিম্বা নিম্নলিখিত লক্ষণ হেরি তার
চিনিয়া ল'বেন স্থির সে বিষ দাতায়।
যেই কোন কথা হ'ক সুধাইলে তায়
উত্তর করিতে নারে স্থির হয়ে রয়,
বলিতে করিলে চেষ্টা মোহ প্রাপ্ত হয়।
আর সে বলিতে থাকে নির্ব্বোধের ন্যায়
অস্পষ্ট ও অনর্থক কথা সমুদায়।

বিনা কারণেই হাসে আঙ্গুল মট্কায়
ভূমিতলে দাগ পাড়ে কাঁপে তার কায়।
সন্ত্রস্ত হইয়া সেই একে ওকে দেখে,
দগ্ধ সম বর্ণ হয়, বিবর্ণতা মুখে।
নখ দ্বারা করে সেই তৃণাদি ছেদন
ম্লানভাবে বসে নর থাকে সর্ব্বক্ষণ,
হস্ত দিয়া কেশ স্পর্শে হ'য়ে বিচেতন
হেন বিপরীত ভাব দেখায় সে জন।

ভিন্ন ভিন্ন বিষ সেবনের ফল।

মূল বিষ সেবনে প্রলাপ উদ্বেষ্টন ;
পত্র বিষে শ্বাস আর জৃম্ভন কম্পন ,
ফল বিষে মুষ্কশোথ দাহ ও আহারে
দ্বেষ জন্মে ; পুষ্পবিষে মূর্চ্ছা বমি করে,
উদর আধ্মান আর করে আনয়ন ;
নির্য্যাষ ও ত্বক সার বিষের সেবন
করিলে মুখেতে মন্দ গন্ধ হয় তায়,
পারুষ্য ও কফস্রাব বেদনা মাথায় ;
ক্ষীরবিষে মলভেদ গাত্রে গুরুভার
বদন হইতে ফেন উঠে অনিবার ;
হৃদে পীড়া ধাতুবিষ করিলে সেবন,
মূর্চ্ছা আর তালু জ্বালা এসব লক্ষণ।
সেবনে মূলাদি বিষ এনয় প্রকার
সদ্যপ্রাণ নাহি হরে, ক্রমে ক্রমে তার
কার্য্য করে—ক্রমে ক্রমে দেহ হানি করে,
বহু দিন গত হ'লে তবে প্রাণ হরে।

বিষদিগ্ধ শস্ত্রক্ষতের লক্ষণ।

ক্ষত যদি হয় বিষদিগ্ধ শস্ত্রদিয়া
সদ্য সদ্য সেই ক্ষত উঠয়ে পাকিয়া।
রক্তস্রাব করে, পচে দিন দিন ক্ষত ;
তাহা হ'তে মাংস পড়ে হইয়া গলিত—
ক্লিন্ন পচা, হয় তার অসিত বরণ।
শস্ত্রাহতে ঘটে আর এ সব লক্ষণঃ—
মূর্চ্ছা আর জ্বর হয় তৃষ্ণায় পীড়িত,
অবশেষে দাহ তার হয় উপস্থিত।
বিষদিগ্ধশস্ত্রক্ষত ভিন্ন অন্য ক্ষত
তাহে যদি শত্রু করে বিষ বিমিশ্রিত,
তাহে বিষদিগ্ধ শস্ত্র ক্ষতের মতন
উপস্থিত হয়ে থাকে যতেক লক্ষণ।
গরল যদ্যপি পান করে কোন জন
মল তার পীতবর্ণ ধরয়ে তখন।
কখন বা কৃষ্ণবর্ণ ঝুলের মতন
বিষপায়ী করে থাকে ফেনের বমন।

সর্পের প্রকার ভেদ।

প্রধানতঃ তিন বিধ সর্প বিষধর
ভোগী ও মণ্ডলী দুই রাজিল অপর।
যাহাদের ফণা আছে ভোগী কয় তায় ;
মণ্ডল আকার চিহ্ন যে সবার গায়
মণ্ডলী তাহারা আখ্যা করয়ে ধারণ ;
গাত্র যার, অন্য যত বিষধরগণ,
দীর্ঘ দীর্ঘ রেখা দিয়া চিত্র বিচিত্রিত
তখন সেসব সর্প রাজিল কথিত।

বাত প্রকৃতিক ভোগী রাজিল সকলি
কফ প্রকৃতিক, পিত্ত প্রকৃতি মণ্ডলী।
পরস্পর সহযোগে জনমে শঙ্কর
দ্বন্দ্ব প্রকৃতিক যত সেই বিষধর।

ভিন্ন ভিন্ন সর্প-দংশনের লক্ষণ।

দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ ভোগীর দংশনে
বিবিধ বাতবিকার আসে তার সনে।
মণ্ডলী দংশিলে যবে দষ্টস্থান তার
পীতবর্ণ, হয় তার পিত্তের বিকার।
মানবে রাজিল সর্পে করিলে দংশন
কাঠিন্য সে দষ্টস্থান করয়ে ধারণ,
পাণ্ডুবর্ণ পিচ্ছিল ও স্নিগ্ধ অতিশয়
আর সেই দষ্ট স্থানে শোথ জন্ম লয়।
সে স্থানের রক্ত হয় গাঢ় অতিশয়
শ্লেষ্মজাত রোগ যত উপস্থিত হয়।

স্থান সময় ভেদে সর্প দংশনের ফল।

শ্মশান ভূমিতে আর অশ্বত্থের মূলে,
বল্মীকেও দেবালয়ে আর সন্ধ্যাকালে,
চতুষ্পথে, ভরণী নক্ষত্রে, মর্ম্মস্থানে,
প্রাণনাশ সুকঠিন সর্পের দংশনে।
উষ্ণের সংযোগে বিষ সকল প্রকার
দ্বিগুণ বীর্য্যের বৃদ্ধি হয় সবাকার।

ব্যক্তিভেদে সর্প দংশনের ফল।

যে নর অজীর্ণ পিত্তে, আতপে পীড়িত,
মেহ, কুষ্ঠ রোগী কিম্বা রোগী ক্ষীনক্ষত,

বালক ও বৃদ্ধ কিম্বা ক্ষুধায় বিকল
গর্ভবতী নারী, রুক্ষদেহ ও দুর্ব্বল—
সর্পে দষ্ট যদি হয় এই মত নরে
অবিলম্বে সেই নর প্রাণ ত্যাগ করে।

সর্প দংশনের অরিষ্ট লক্ষণ।

অস্ত্রাঘাত হ'লে সর্পদষ্টের শরীরে
সেইস্থান হ'তে যদি রক্ত নাহি ঝরে,
লতা দ্বারা বলে যদি আঘাত করিলে
কিছু মাত্র দাগ নাহি পড়ে সেই স্থলে,
ঠাণ্ডাজল ছিটা দিলে রোমাঞ্চ না হয়
ত্যজিবে সে নরে তার মরণ নিশ্চয়।
বক্রীভূত হয়ে যায় যাহার বদন
উপাড়িয়া আসে চুল হ'লে আকর্ষণ,
দষ্ট স্থানে শোথ হয় কৃষ্ণ বা লোহিত,
ঘাড় ভেঙ্গে প'ড়ে যায়, নাক হয় নত,
অথবা চোয়াল যদি বদ্ধ হয়ে যায়,
উদ্ধার নাহিক তার ত্যজিবে তাহায়।
সর্পদষ্ট মুখ দিয়া বাতীর মতন
যদ্যপি কঠিন লালা করে নির্গমন,
ঊর্দ্ধ অধোমার্গ দিয়া রক্তস্রাব হয়
তারো জীবনাশা কম জানিবে নিশ্চয়।
চারিদন্ত পাত যদি হয় দষ্ট স্থানে
তাহ'লেও সেই রোগী মরিবেক প্রাণে।
যেই সর্পাহত নর উন্মত্ত গরলে,
অথবা কৃষ্ণাঙ্গ কিম্বা হীন স্বর হ'লে,

নানাবিধ উপদ্রবে কিম্বা উপদ্রুত,
কিম্বা হ'লে গমনাদিবেগ বিরহিত,
কিম্বা নানা ভঙ্গ আদি অরিষ্ট লক্ষণ
দেখিলে, ছাড়িবে তার চিকিৎসা তখন।

দূষীবিষ।

স্থাবর জঙ্গম বিষ অতি পুরাতন,
বিষঘ্ন ঔষধি কিম্বা প্রয়োগ কারণ
হতবীর্য্য যদি হয়, আর দাবানলে
অথবা আতপ বায়ু শোষিত হইলে,
কিম্বা ব্যবায়াদি দশবিধ স্বভাবতঃ
বিষের যে গুণ আছে নিদানে কথিত,
তার মধ্যে কোন গুণ বিরহিত হ'লে,
তখন এহেন বিষে দূষীবিষ বলে।

দূষীবিষ সেবনের লক্ষণ।

এই দূষীবিষ অল্প বীর্য্যের কারণ
একেবারে নাহি করে জীবন হরণ।
কিন্তু ইহা একবার কফান্বিত হ'যে
বহুকাল দেহের ভিতরে যায় রয়ে।
নির্গত তরল মল, বিবর্ণ কায়,
বদন বিরস, মন্দ গন্ধ সর্ব্ব গায়;
পিপাসা ও মূর্চ্ছা ভ্রম জড়তা বচনে,
অসুখ অশেষ বিধ বিরুদ্ধ চেষ্টনে—
দূষীবিষাক্রান্ত নর হয় যেইক্ষণ
উপস্থিত হয়ে থাকে এসব লক্ষণ।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানগত দূষীবিষের লক্ষণ।

দুষীবিষ হয় যদি আমাশয় গত
বাতশ্লেষ্ম রোগ যত হয় উপস্থিত।
আশ্রয় করয়ে বিষ যদি পক্বাশয়
বাত পৈত্তিকের যত পীড়া জন্ম লয়।
মস্তকেব কেশ, দেহে লোম উঠে যায়,
পক্ষহীন পক্ষীমত রোগীরে দেখায়।
দূষীবিষ হ'লে রসরক্ত ধাতুগত
রোগ উপস্থিত হয় সুশ্রুত কথিত।
বহিলে শীতল বায়ু, জলদ মালায়
আচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে এই বিষ কোপ পায়।

কুপিত দূষীবিষের পূর্ব্বরূপ।

অঙ্গমর্দ্দ, নিদ্রাধিক্য, গাত্রে গুরুভাব,
সর্ব্ব অঙ্গে শিথিলতা রোমোদ্গম আর
জৃম্ভা,—দূষীবিষ যদি হয় প্রকুপিত
পূর্ব্বেই তাহাব এই লক্ষণ লক্ষিত।

দূষীবিষের রূপ।

উপস্থিত হয় নেশা আহারের পরে
অন্নের অপরিপাক অরুচিতে ধরে।
সমুদয় গায়ে হয় চিহ্ন গোলাকার,
হস্ত পদে শোথ হয়, বমি অতিসার,
কোষ্ঠ রোগ, মাংস ক্ষয়, মূর্চ্ছা উপস্থিত,
শ্বাস তৃষ্ণা জ্বর হয় উদর বর্দ্ধিত।

দূষীবিষের রোগ উৎপাদন।

কোন কোন দূষীবিষে উন্মত্ততা আসে,
আনাহ সমুপস্থিত কোন দূষীবিষে।
গদ গদ ভাব কেহ, কেহ শুক্র ক্ষয,
নানাবিধ কুষ্ঠের কারণ কেহ হয।
কোন কোন দূষীবিষ স্ফোট বিসর্পাদি
উপস্থিত করে দেহে নানাবিধ ব্যাধি

দূষীবিষের কারণ।

দুর্দ্দিনাদি কালে আর আনুপাদিদেশে
ভক্ষণে যবাদি অন্ন, নিদ্রায় দিবসে,
এসব কারণে বিষ হইয়া কুপিত
পুনঃ পুনঃ রসরক্ত আদি ধাতু যত
বিদূষিত করে ব'লে ধাতু সমুদয
দূষীবিষ নামে ইহা অভিহিত হয।

দূষীবিষের সাধ্যাসাধ্যত্ব।

হিতাহিত বুঝে হেন লোভ শূন্য নর
তার দূষীবিষ সাধ্য সেবিলে সত্বর।
সম্বৎসর স্থিত যাপ্য, ক্ষীণ দেহ যার
আর যে অহিত সেবী অসাধ্য তাহার।

অন্নে স্বেদমলাদি প্রয়োগের ফল।

আপন স্বামীকে কিম্বা পুরুষ অপরে
অসাধু রমণীগণ বশ করিবারে,
স্বেদ রজঃ কিম্বা নানা অঙ্গে যত মল
বিষ উৎপাদন দেহে করে যে সকল,

তাহার অজ্ঞাতসারে অন্নের সহিত,
ভক্ষণ করা'যে দেয় করিয়ে মিশ্রিত।
কোন কোন শত্রু বৈর সাধনের তরে
সেইমত সংযোগজ বিষ দান করে।
পূর্ব্বোক্ত স্বেদাদি অপরিপাক কারণ
গররূপে থাকে তারা উদরে তখন।
রোগীর কৃশতা জন্মে পাণ্ডুরোগে ধরে,
উদর আধ্মান হয মর্ম্ম ব্যথা করে।
অগ্নিমান্দ্য হয় তার, শোথ হস্তদ্বয়ে,
গ্রহণী জঠর রোগ ধরে যক্ষ্মা ক্ষয়ে,
গুল্ম রোগ হয় তার আর হয় জ্বর,
এইমত ধরে পীড়া বিবিধ অপর।

লূতা বিষের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

পুরাণে কথিত শুনি বিশ্বামিত্র নৃপমণি
মহর্ষি বশিষ্ঠাশ্রমে করিয়া গমন,
সুরভি নন্দিনী হেরি তদুপরি লোভ করি
কামধেনু আশে রাজা করে আক্রমণ।
দরশিয়া ঋষিবর সংক্রুদ্ধ নৃপতি পর—
ললাট হইতে তার স্বেদ বাহিরিল,
নিকটে আছিল লূন স্তুপাকার যত তৃণ
তদুপরি সেই স্বেদ পতিত হইল।
তৃণের উপরে সেই ঘর্ম্মবিন্দু পরে যেই
মহর্ষির রোষ দীপ্ত পড়িল নয়ন,
অমনি আকৃতি ধ'রে কত তীব্র বিষধরে
করিল মুহূর্ত্ত মধ্যে জনম গ্রহণ।

যত লূন ছিন্ন তৃণে জাত ব'লে প্রাণীগণে,
লূতা নামে তারা সবে হ'ল অভিহিত,
ষোড়শ প্রকার তার ; অসাধ্য অষ্ট প্রকার,
কৃচ্ছ্র সাধ্য অপরাষ্ট লূতাবিষ যত।

লূতা দংশনের লক্ষণ।

লূতার দংশনে হয় দষ্ট স্থানে
পূতিভাব, রক্তঝরে,
হয় অতিসার, দাহ হয় আর,
আক্রমণ করে জ্বরে।
আকারে মণ্ডল বৃহৎ সকল
চিহ্ন হয় গাত্র পরে,
শ্যাব বা লোহিত কোমল বিস্তৃত
সচল শোথেতে ঘেরে।

ত্রিমণ্ডলাদি অষ্টবিধ লূতা দংশনের নিশ্চয়ত্ব।

শ্যাববর্ণ হয় কিম্বা অসিত বরণ
দষ্ট স্থান, কিম্বা ঊর্দ্ধে করয়ে গমন,
অথবা জালকাচিত, কিম্বা তদুপর
রয় যদি অতিপাক ক্লেদ শোথ জ্বর,
তা হইলে ত্রিমণ্ডল আদি নাম ধর
অষ্টবিধ দূষীবিষে—যারা কালান্তর
প্রকোপ করিয়া থাকে এহেন লূতায়
দংশন করেছে স্থির জানিও তাহায়।

সৌবর্ণিকাদি অষ্টবিধ লূতা দংশনের ফল।

সৌবর্ণিক আদি অষ্টপ্রকার লূতায়—
জীবন হরণ করে যেই সমুদায়,
দংশিলে তাহারা, হয শোথ দষ্ট স্থানে,
গাত্রে শ্বেত রক্ত পীত অসিত বরণে
আবৃত পিডকা যত জন্মলাভ করে,
আক্রমণ করে শ্বাস হিক্কা আর জ্বরে।
তদুপরি শিরোব্যথা হয উপস্থিত
রোগীরে জীবনে শেষে করযে রহিত।

মূষিক দংশনের ফল।

মূষিকে যদ্যপি কভু করযে দংশন,
দষ্টস্থান হ'তে করে রক্ত নির্গমন।
পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন হয় গায়
রোমাঞ্চ ও দাহ জ্বর, রুচি নাশ পায়।

প্রাণনাশক মূষিক দংশনের ফল।

প্রাণহা মূষিকে যদি করয়ে দংশন,
মূষিক আকৃতি শোথ করে উৎপাদন।
মূর্চ্ছা হয়, বিবর্ণ শরীর হয় তার,
বধিরতা জ্বর হয়, মাথা হয় ভার।
ক্ষত স্থান হ'তে হয় ক্লেদ নির্গমন
লালাস্রাব করে রোগী রক্তের বমন।

কৃকলাশ দংশনের ফল।

কৃকলাশ যদি কভু করয়ে দংশন
দষ্টস্থান ধরে শ্যাব অসিত বরণ,

কখন বা সেই স্থান নানাবর্ণ ধরে,
মোহ উপস্থিত হয়, মলভেদ করে।

বৃশ্চিক দংশনের ফল।

বিছাবিষ প্রথমেই অনলের মত
দাহ, ভেদগত পীড়া করি উপস্থিত
দ্রুতবেগে উর্দ্ধদিকে করযে গমন,
তারপরে দষ্ট স্থানে করি আগমন
সেই স্থানে সেই বিষ অবস্থান করে।
হৃদয় নাসিকা কিম্বা জিহ্বার উপরে
দংশন যদ্যপি কভু করয়ে বিছায়,
দষ্টস্থান মাংস যদি খসে প'ড়ে যায়,
রোগীও অত্যন্ত হয় বেদনা পীড়িত
নিকটে মরণ তার জানিও নিশ্চিত।

কণভ দংশনের ফল।

কণভ নামক কীটে করিলে দংশন
বিসর্প ও শোথ হয় শূল ও বমন,
জ্বর হয় আর দষ্টস্থান পচে যায়—
এমত লক্ষণ যত পরকাশ পায়।

উচ্চিটীঙ্গ দংশনের ফল।

উচ্চিটিঙ্গে দংশন যদ্যপি কভু করে
লিঙ্গের স্তব্ধতা হয় রোমাঞ্চ শরীরে,
অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত সেই স্থলে
বোধ হয় অঙ্গসিক্ত শীতল সলিলে।

সবিষ মণ্ডুক দংশনের ফল।

সবিষমণ্ডুক যত তারা সবে স্বভাবতঃ
একদন্তে করয়ে দংশন,
সবিষমণ্ডুকে হ'লে দংশিত নর সকলে,
উপস্থিত এসব লক্ষণ ঃ—
শরীরে বেদনা হয়, জনমে পিড়কাচয়,
দষ্ট স্থানে শোথ উপস্থিত,
তৃষ্ণায় আকুল করে, বমি হয় তদুপরে,
হয় রোগী নিদ্রা অভিভূত।

বিষধর মৎস্য দংশনের ফল।

বিষধর মৎস্য যদি করয়ে দংশন
বেদনা ও দাহ শোথ জনমে তখন।

সবিষজলৌকা (জোঁক) দংশনের ফল।

বিষযুক্ত জলৌকায় যদ্যপি দংশায় কায়,
কণ্ডু উপস্থিত দষ্ট স্থানে
হয়, আর শোথ ধরে, জ্বরে আক্রমণ করে,
মূর্চ্ছা শেষ লক্ষিত লক্ষণে।

গৃহ গোধিকা (টিকটিকি) দংশনের ফল।

গৃহ গোধিকায় দংশে যদি কায়,
দাহ শোথ উপস্থিত,
স্বেদনির্গমন, অত্যন্ত যাতন
সূচীকাবেধের মত।

শতপদী (কেন্দাই, কাণ কোটারি)

দংশনের ফল।

শতপদী যারে দন্তাঘাত করে
স্বেদ তার বাহিরায়,
দাহ হয়, আর অঙ্গ সেজনার
প্রপীড়িত বেদনায়।

মশক দংশনের ফল।

মশকে যখন করয়ে দংশন
করে সেথা কণ্ডুয়ণ,
অল্প শোথ হয়, অল্প ব্যথা রয়—
উপস্থিত এ লক্ষণ।
অপর প্রকার মশা আছে তার
জনম পর্ব্বতোপরে,
অসাধ্য লূতার মতবিষ তার
দংশিলে কভু না সারে।

মক্ষিকা দংশনের ফল।

সুশ্রুতোক্ত ছয়বিধ মক্ষিক্ষা ভিতরে
মক্ষিকা স্থগিকা নাম্নী আশুপ্রাণ হরে।
স্থগিকা মক্ষিকা যদি করয়ে দংশন
দষ্ট স্থান শ্যাববর্ণ করয়ে ধারণ।
সদ্য সদ্য স্রাব তাহে হয় বিনিঃসৃত
দাহ মূর্চ্ছা আর জ্বর হয় উপস্থিত।

ব্যাঘ্রাদি দংশনের ফল।

ব্যাঘ্র আদি চতুষ্পদ বন মানুষাদি
দ্বিপদ জন্তুতে কিম্বা কামড়ায় যদি,

অথবা আঘাত যদি করে নখ দিয়া
তাহাতে আহত স্থান উঠয়ে পাকিয়া।
পূষের সঞ্চার হ'য়ে স্রাব তাহে ঝরে
ব্যাঘ্রাদি দংশনে আক্রমণ করে জ্বরে।

নির্ব্বিষ হইবার লক্ষণ।

যে সময় সকল দোষের শান্তি হয়,
স্বপ্রকৃতি পায় যবে ধাতু সমুদয়,
অন্নে অভিলাষ, মল মূত্রের বর্জ্জন
করিবারে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যখন,
প্রসন্নতা বর্ণেন্দ্রিয় চিত্ত ও চেষ্টার,
নির্ব্বিষ জানিও হেন লক্ষণে তাহার।

রোগ পরীক্ষার রীতি।

দর্শন, স্পর্শন, রোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসায়—
প্রয়োগ করিয়া এই ত্রিবিধ উপায়,
রোগীর বয়স কিম্বা দেহের বরণ
ইন্দ্রিয়ের বলাবল করি নিরীক্ষণ—
এই মত বিবিধ উপায় আছে যত
সে সবে হইয়া থাকে রোগ পরীক্ষিত।